ওয়েস্টার্ন

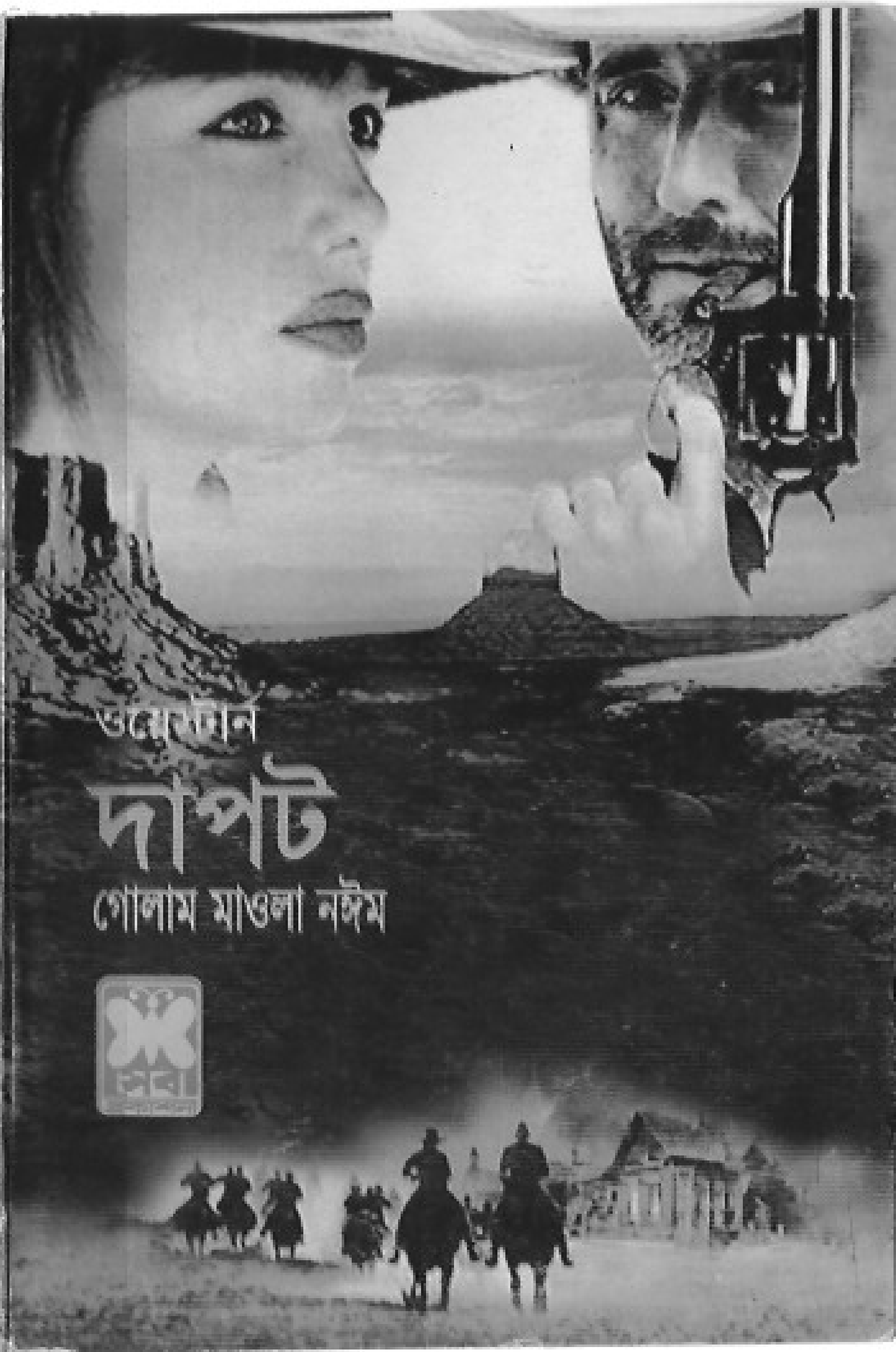
# দাপট

## গোলাম মাওলা নঈম

চোদ্দ বছর ধরে হ্যাট র‍্যাঞ্চে কাজ করছে বেন মেক্সটন, কিন্তু কখনও এমন ঝামেলায় পড়েনি। রেঞ্জ থেকে একের পর এক গরু খোয়া যাচ্ছে, রাসলাররা এতটা সংঘবদ্ধ যে তাদের হদিসই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, উপরন্তু যখন-তখন নিরীহ পাঞ্চারদের উপর হামলা চালাচ্ছে। ক্যাটলম্যান অ্যাসোসিয়েশনের ডিটেকটিভ ভাড়া করেও লাভ হয়নি, এক রাতের মধ্যে রাসলারদের হাতে খুন হয়ে গেল লোকটা। বেন বুঝল, নিজেদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক রয়েছে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে প্রিয় বন্ধুই বেঈমানি করছে। হ্যাট মালিক শয্যাশায়ী পিটার ব্রিসবিনের ইচ্ছে বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতিতে বেসিনে র‍্যাঞ্চারদের নেতৃত্ব দেবে বেন, রাসলারদের শায়েস্তা করবে। চ্যালেঞ্জটা নিল বেন। পণ করেছেঃ বন্ধু হোক বা শত্রু হোক, প্রমাণ পাওয়া মাত্র ঝুলিয়ে দেবে কটনউডে। এদিকে রাসলাররাও বসে নেই, বেন মেক্সটনকে ঠেকানোর জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে অপেক্ষায় আছে, বেন দেখা দিলেই নিকেশ করে ফেলবে...




সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---



# এক

টু ড্যাগ রেলওয়ে স্টেশন। ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে পা রাখল বেন মেক্সটন। ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে থেকে পশ্চিমমুখী কোচের লাল আর সবুজ আলো দেখল, ধীর গতিতে স্টেশন পেরোল ওটা, তারপর প্রেয়ারির চাপচাপ অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

স্টেশনের অভ্যন্তরে টরেটক্কা শব্দ করছে টেলিগ্রাফ যন্ত্র। শূন্য প্ল্যাটফর্ম জুড়ে রয়েছে কয়লার কটু গন্ধ আর ঘোলাটে বাষ্প, ভারী চাদরের মত ঝুলে আছে বাতাসে। জো মর্টনের সেলুনের হিচিং রেইলে ঘোড়ার ভিড়; আরও দূরে, ক্যাটল কিং হোটেলের গ্যালারির সামনে উঁচু চাকার স্টেজটা দক্ষিণে রিজার্ভেশনের উদ্দেশে রাতের ট্রিপে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শহর ছাড়িয়ে দূরে টু ড্যাগ রেঞ্জের অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ছে। ফ্রেইট ইঞ্জিনের ঘণ্টার শব্দ হলো, পরপরই স্টেশন-হাউসের গাঢ় ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লুইস ফ্রুগলে, দ্রুত পায়ে বেনের দিকে এগিয়ে এল।

কাছাকাছি এসে, কোন বাক্যব্যয় ছাড়াই, যেন আগে থেকে ঠিক করা ছিল, নীরবে মর্টন'স কর্নারের দিকে এগোল দু'জন। গায়ে-গতরে ছোটখাট লুইস ফ্রুগলে, বেনের সঙ্গে তাল মেলাতে বেশ দ্রুত পা ফেলছে। দু'জনের উচ্চতার মধ্যে অন্তত ছয় ইঞ্চি তফাৎ। 'কাজ শেষ?' জানতে চাইল ফ্রুগলে।

'হ্যাঁ।'

'অটি কলিন্সকে দেখলাম হোটেলে সাপার করছে,' ফিসফিস করে জানাল সে।

'খবর পাঠাও, আমার সঙ্কেত না-পাওয়া পর্যন্ত যেন ওখানেই থাকে ও। আমি চাই রাউন্ড-আপের কাজটা এবার ভালয় ভালয় শেষ হোক।'

প্রেয়ারির অন্ধকার পেরিয়ে শহরে প্রবেশ করছে রাইডাররা, সেলুনের সামনে হিচিং রেইলে ঘোড়া বেঁধে ভিতরে ঢুকে পড়ছে, উৎফুল্ল সবাই: হুইস্কি, তাস এবং জমজমাট আড্ডার নেশায় উত্তেজিত। প্রতিটি বাড়ি আলোকময় এখন, রাতের অন্ধকার ক্রমশ দূর হয়ে যাচ্ছে রাস্তা আর গলি

থেকে। টু ড্যাগে এখন উৎসবের আমেজ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে স্টেজে চেপে বসল স্টিভ পেরি, চার ঘোড়ার বাহনটাকে যাত্রা করিয়ে দিল টুকসনের পথে, হালকা চালে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জো মর্টনের সেলুনের খোলা দরজায় পৌঁছে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল বেন, সেলুন থেকে ছিটকে আসা আলোর বিপরীতে গাঢ় আর জমকাল দেখাল ওর দীর্ঘ অবয়ব। বেন আচমকা থেমে যাওয়ায় সংঘর্ষ হয়ে যাচ্ছিল দু'জনের, হাত বাড়িয়ে সেটা ঠেকাল ক্রুগলে। এক-পা পাশে সরে গেল সে, অনুত্তেজিত স্বরে জানতে চাইল: 'কী ব্যাপার?'

বেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে পাশ ফিরল সে। ক্যাটল কিং হোটেলের রেইলে মেটে রঙের বিশাল একটা ঘোড়া বেনের আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ার কারণ।

'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল ক্রুগলে। 'ঘণ্টা খানেক আগে শহরে এসেছে জেদ সাটলার।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল বেন মেক্সটনের ঠোঁটজোড়া, অভ্যাসগত নির্বিকার মুখে সামান্য বিরক্তির ছাপ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। দৃঢ় চোয়ালে পরিবর্তনের ছোঁয়া নেই; সচরাচর যা থাকে, তাই থাকল। ধূসর ওর চোখজোড়া, তীক্ষ্ণ চাহনি কখনও কখনও অস্থির এবং অন্তর্ভেদী হয়ে উঠতে পারে, এই যেমন এখন–ছাইচাপা আগুনের মত, গভীরতা বোঝা যায় না। উঁচু ওর হনুর হাড়, মসৃণ রোদপোড়া ত্বক। চোখের কোণে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে, যতটা না বয়সের কারণে তারচেয়ে বেশি চোখের ব্যবহারের কারণে। চেপে রাখা ঠোঁট ছেড়ে দিতে পূর্ণ রূপ পেল ওগুলো।

'ডোরাও আছে শহরে,' জানাল ক্রুগলে। 'বিকালে জ্যাক ভার্ডনের সঙ্গে এসেছে। আসার পর থেকে মর্টনের সঙ্গে সেই যে পোকার খেলতে বসেছে, দম ফেলার বা অন্য কোন দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পায়নি জ্যাক।'

ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ মর্টন'স কর্নারে পা রাখল বেন। দরজার কাছে ক্ষণিকের জন্য থেমে অভ্যাসবশত পুরো ঘরে চকিত দৃষ্টি চালাল, ভিড়ের মধ্যে প্রতিটি মুখ দেখে নিল সংক্ষিপ্ত সময়ে। সেলুনের দেয়ালে দেয়ালে আয়না শোভা পাচ্ছে, লণ্ঠনের আলো প্রতিফলিত করায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বিশাল ঘরটা। বেনের উদ্দেশে উদার হাসল বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা উইল হ্যানি।

এক পাশে জমায়েত হয়েছে সুদূর মভিয় ভ্যালি থেকে আসা



কয়েকজন পাঞ্চার। সাধারণত অন্যদের সঙ্গে মেশে না এরা, পে-ডের উৎসবপূর্ণ পরিবেশেও নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। বারের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে হলুদ শার্ট পরা এক লোক, দেখে মনে হচ্ছে ভবঘুরে; হাতে হুইস্কির গ্লাসটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একাকীত্ব উপভোগ করছে। বিলি বেসকমের স্টেবলের স্থায়ী বাসিন্দা হিরাম ডেলি রোজকার মত সাতসন্ধ্যায় আউট হয়ে গেছে, এক পাশে দেয়ালের সঙ্গে শরীর ছেড়ে দিয়ে পড়ে আছে, দেখে বোঝা যাচ্ছে দুনিয়াদারি সম্পর্কে আগ্রহের ঊর্ধ্বে চলে গেছে।

কোণের টেবিলে খেলা চলছে। ডিলার জো মর্টনের সঙ্গে জ্যাক ভার্ডন এবং আরও দু'জন লোক খেলছে। সরাসরি জ্যাকের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল বেন, বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। মুখ তুলে তাকাল জ্যাক, রীতিমত বিরক্ত বোধ করছে; কিন্তু বেনকে দেখে বিরক্তি চলে গিয়ে নিমেষে হাসি ফুটল সুদর্শন মুখে। 'চেয়ানিতে কেমন কাটল, কিড?'

'তুমি আছ নাকি, জ্যাক?' নির্বিকার সুরে জানতে চাইল জো মর্টন। মুহূর্তের জন্য বেনের দিকে তাকাল সে, সামান্য নড করল।

বারের কাছে ফিরে এসে ক্রুগলে আর উইল হ্যানির সঙ্গে যোগ দিল বেন। নীরবে পান করছে দু'জন। ব্যাডল্যান্ডের কাছাকাছি ঘোড়ার একটা বাথান রয়েছে হ্যানির। আনুমানিক পঁয়ত্রিশ তার বয়স, বাহাত্তরে প্রিন্সটন থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে পশ্চিমে চলে এসেছে, ইতোমধ্যে বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে চেহারায়। ভাবলেশহীন মুখ আর শক্ত চোয়াল টু ড্যাগের চৌহদ্দিতে হ্যানিকে সবচেয়ে মৃদুভাষী ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষের পরিচিতি এনে দিয়েছে। পারতপক্ষে কেউই কথা বলে না ওর সঙ্গে, বেশিরভাগ সময় আলাপটা হয় একপেশে। একমাত্র বেন মেক্সটনই হ্যানির বাইরের খোলস ছাড়িয়ে ভিতরের মানুষটাকে চিনতে সক্ষম হয়েছে। চারিত্রিক অনেক অমিল বা মতপার্থক্য থাকার পরও চারজনে মিলে অদ্ভুত কিন্তু স্থায়ী একটা দল গড়েছে ওরা–মেক্সটন, হ্যানি, ক্রুগলে এবং ভার্ডন।

'অনেক চালবাজি হয়েছে! হতচ্ছাড়া এই সেটটা এবার ছুঁড়ে ফেলো, জো!' হঠাৎ জ্যাক ভার্ডনের অসহিষ্ণু কণ্ঠ কামরার অনুচ্চ শোরগোল ছাপিয়ে উঠল।

বারে দাঁড়ানো তিন বন্ধু শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল গেম-টেবিলের দিকে। জ্যাকের গাল এমনিতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, হুইস্কি আর দুর্ভাগ্যের তাড়নায় একটু বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এখন। সক্রোধে হাতের তাস মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলল সে।

'তোমার জন্য সহানুভূতি হচ্ছে, জ্যাক,' মৃদু স্বরে বলল জো মর্টন।

আরেক সেট তাস নিয়ে বাঁটতে শুরু করল।
'শুরু থেকে হারছে ও,' নিচু স্বরে বলল উইল হ্যানি। 'বাড়ি ফেরার জন্য ওর অপেক্ষায় আছে ডোরা, সেটাও বোধহয় ভুলে বসে আছে। কথাটা ওকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।'
অধৈর্য ভঙ্গিতে হ্যাটের ব্রিম পিছনে ঠেলে দিল বেন মেক্সটন। নির্জলা কৌতূহল নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অন্য দু'জন—বন্ধুর স্বভাবসুলভ দৃঢ়, ভাবলেশহীন ও অনুত্তেজিত মুখে পরিবর্তন দেখতে পাবে। 'বোধহয় হেরেই বেশি আনন্দ পায় ও,' নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল বেন, বারের অন্য প্রান্তে দাঁড়ানো হলুদ শার্টের দিকে তাকাল। ক্ষণিকের জন্য চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল লোকটা, তারপর দৃষ্টি সরিয়ে নিল।
মেঝেয় পড়ে থাকা মাতাল ডেলির দিকে চলে গেল বেনের মনোযোগ। মৃদু হাসি খেলে গেল ওর ঠোঁটে, নিয়মিত নিস্পৃহতার মধ্যে এটা একটা ব্যতিক্রম বটে। ওর হাসির কারণ জানতে ঘুরে তাকাল দুই বন্ধু; তারপর একইসঙ্গে ঘরের কোণের দিকে সরে গেল ওরা, হিরাম ডেলির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিরীখ করল তাকে।
'ডেলি, উঠে পড়ো,' ডাকল বেন।
'কাল সকালের আগে উঠতে পারবে না,' নিজের মতামত জানিয়ে দিল ক্রুগলে। 'পানিতে ফেললেও পুরো রাত এভাবে তাক ডাকাবে ও।'
'তাই?'
চোখ বুজল ক্রুগলে, ফের যখন তাকাল, চোখের মণিতে উজ্জ্বল আমোদ দেখা গেল। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, বুঝতে পারছে না কী করবে। পোকার টেবিলে চিপস ফেলার শব্দ অস্বাভাবিক চড়া শোনাল, উচ্চস্বরে হেসে উঠল এক মক্তিষ পাঞ্চার, সোৎসাহে চাপড় মারল বারের উপর। বাইরে, রাস্তায় চলন্ত ফ্রেইট এঞ্জিনের শব্দ স্পষ্ট শোনা গেল। তিন বন্ধুর মাথায় তখন অভিন্ন চিন্তা, বিচার করছে আইডিয়াটার সম্ভাবনা। বেন ইশারা করতে নিচু হয়ে ডেলির দুই বগল চেপে ধরল ক্রুগলে, তারপর টেনে-হিঁচড়ে তাকে নিয়ে এল সেলুনের পিছনের কামরায়। পিছু পিছু এল বেন আর হ্যানি। দরজাটা বন্ধ করে দিল বেন।
'ট্রেনে তুলবে ওকে?' জানতে চাইল হ্যানি।
'হ্যাঁ।'
'এক কাজ করো,' বাতলে দিল ক্রুগলে। 'দু'এক ফোঁটা রক্ত যদি...'
'ওর কাছে পিস্তল থাকলে কেমন হয়?' বিড়বিড় করল বেন।
'একটা আইডিয়া পেয়েছি,' বলে উল্টোদিকের দরজার দিকে এগোল



উইল হ্যানি। পিছন থেকে তাকে ডাকল ক্রুগলে, তারপর সেলুনের পিছনের গলিতে বেরিয়ে গেল দু'জন।
একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল বেন, ক্ষীণ হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। লণ্ঠনের ম্লান আলো পড়ছে গালে, অমসৃণ ও কঠিন করে তুলেছে কাঠামোটা। সেলুনে, আবারও নিজের দুর্ভাগ্যকে গালাগাল করল জ্যাক ভার্জন, শুনতে পেয়ে হাসিটা মিলিয়ে গেল বেনের মুখ থেকে। মুহূর্ত কয়েক স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ও। ওর একাকীত্ব অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, যেমন তড়িঘড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল, তেমনি দ্রুত ফিরে এল ক্রুগলে আর হ্যানি। ক্রুগলের হাতে ছোট্ট টিনের কাপ, এবং হ্যানির হাতে মরচে পড়া একটা পয়েন্ট থ্রী-টু। 'স্টেবলে ওর বাঙ্কের নীচে পেয়েছি এটা,' বলল হ্যানি। 'পুরো লোডেড।'
'মিসেস গারফিল্ড যদি টের পায় যে ওর একটা মুরগী জবাই করেছি,' শঙ্কিত স্বরে বলল ক্রুগলে। 'নির্ঘাত আমাকে জবাই করে ফেলবে জল্লাদ মহিলা!' ঝুঁকে পড়ে কাপে আনা রক্ত সতর্কতার সঙ্গে হিরাম ডেলির শার্টে ছিটিয়ে দিল সে। অনির্দিষ্ট বড়সড় একটা দাগ তৈরি হয়ে গেল।
কয়েক হাত পিছিয়ে গিয়ে ক্রুগলের কাজের ফলাফল লক্ষ করল ওরা। 'জলদি করা দরকার,' শেষে বলল হ্যানি। 'ফ্রেইট যাত্রা করার সময় হয়ে গেছে প্রায়।'
হাত এবং গোড়ালি ধরে প্রায় অচেতন ডেলিকে বয়ে নিয়ে যাত্রা করল বেন আর ক্রুগলে। পিছনের দরজা দিয়ে গলিতে বেরিয়ে এল ওরা। পিছু পিছু আসছে হ্যানি। গলি ধরে অর্ধেক পথ যেতে অন্য একটা সম্ভাবনা মনে পড়ল বেনের। 'পিস্তলের দু'একটা শেল খালি থাকা উচিত।'
আকাশের উদ্দেশে দুটো গুলি করল হ্যানি।
স্টেশনে অপেক্ষা করছে ফ্রেইট ট্রেন। এঞ্জিন থেকে বাষ্প উগরে উঠছে, পিছনে ঝাঁকি খাচ্ছে বগির সারি। দৌড়ে ক্যাবুজে চলে এল তিন বন্ধু, ভিতরে চালান করে দিল হিরাম ডেলির দেহ। কামরার পিছন দিকের বাঙ্কে সিধে হলো শুয়ে থাকা এক ব্রেকম্যান, ঘটনার আকস্মিকতায় বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল।
'এটা লাশ রাখার জায়গা নাকি? দেখো, বন্ধুরা, জিনিসটা সরিয়ে নিয়ে যাও!'
'মক্তিষদের লোডিং প্যানে থামবে তুমি,' দ্রুত বলল বেন। 'ড্যান ফ্রোম থাকবে ওখানে। ড্যানকে বোলো ডেলিকে খালাস করার অনুরোধ করেছে বেন মেক্সটন।'

'বুঝলাম না!'

'ড্যান বুঝবে।'

ট্রেন চলতে শুরু করায় ক্যাবুজ থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে পা রাখল তিন বন্ধু। মুহূর্ত খানেক সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, তারপর আরাপাহো স্ট্রিটের দিকে ফিরল। 'তুমি নিশ্চিত, সকালের আগে জাগবে না ডেলি?' জানতে চাইল বেন।

'যা দেখলাম ওর অবস্থা, নিশ্চিন্ত থাকো।'

'সেক্ষেত্রে, ধরে নিচ্ছি ইয়েলো হিল্‌সে পৌঁছে যাবে ও।'

মর্টন'স কর্নারের সামনে চলে এল ওরা। মনে মনে চাপা হাসছে উইল হ্যানি, অন্ধকারে কেউই দেখতে পেল না।

'আমি একটু আসছি, দেরি হবে না,' বলে ক্যাটল কিং হোটেলের দিকে এগোল বেন মেক্সটন। গ্যালারিসদৃশ পোর্চে ডরোথি ব্রিসবিনের সঙ্গে দেখা হলো ওর। জ্যাক ভার্ডনের জন্য অপেক্ষায় ছিল মেয়েটি, প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে হাতে নিল বেন, নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলল: 'বাড়ি ফিরে যেতে চাইলে...'

'জ্যাক কোথায়?'

'চিন্তা কোরো না, আমি নিজেই নিয়ে আসব ওকে।'

'যত ইচ্ছে পোকার খেলুক ও।' হাত বাড়িয়ে বেনের বাহু স্পর্শ করল ডোরা, পোর্চের একপাশে সরে এল দু'জন, এখান থেকে ঘোড়ায় চড়বে।

পোর্চে যথেষ্ট আলো নেই। ছায়ার বিপরীতে ডোরা ব্রিসবিনের কমনীয় কাঠামোর নড়াচড়া এতটুকু অচেনা লাগছে না বেনের কাছে; হোটেলের চৌকো জানালা দিয়ে ফিকে রূপালি আলো এসে আদুরে স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে মেয়েটির গালে, ডোরার চোখ দেখতে না পেলেও ওর চিবুক উঁচু করার বা কথা বলার ধীর মাপা ভঙ্গিতে বেন স্পষ্ট বুঝতে পারল অনেকক্ষণ ধরে জ্যাক ভার্ডনের জন্য অপেক্ষা করছিল, এবং অপেক্ষা শেষে নিরাশায় কষ্ট পেয়েছে। ডোরা নিজেকে যতটা চেনে, বেন তারচেয়ে বেশিই চেনে ওকে; বুড়ো ব্রিসবিনের একমাত্র সন্তানকে আট বছর বয়স থেকে দেখে এসেছে, চোখের সামনে বড় হতে দেখেছে। ডোরা এখন হ্যাট র‍্যাঞ্চের উত্তরাধিকারী।

*চাইলে ওর চোদ্দগোষ্ঠি উদ্ধার করতে পারে মেয়েটি,* ভাবল বেন, যদি মেজাজ তেতে ওঠে, কিংবা মনের সমস্ত অনুভূতি চেপে রেখে একেবারে নীরবও থেকে যেতে পারে।



যে-কোন একটা। বরাবরই ওদের ক্ষেত্রে এমন হয়ে এসেছে। তবে চাইলেও বেনের কাছ থেকে সবকিছু লুকাতে পারেনি ডোরা। নীরব দর্শক ও শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে দেখে এসেছে বেন।

ঋজু ভঙ্গিতে, পিঠ টানটান করে দাঁড়িয়ে আছে ডোরা, বেনের বাহুতে রয়েছে হাত। পুরুষ্টু ঠোঁটজোড়ায় ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেছে। একটু মাথাগরম ও মেজাজী মেয়ে। বেন সমঝে না-চললে হয়তো যে-কোন দিনই তুলকালাম কাণ্ড বেধে যেতে পারে দু'জনের মধ্যে, নিশ্চিত জানে বেন।

'তোমার সঙ্গে ফিরব আমি,' নিরাবেগ স্বরে বলল ডোরা। 'বাগি তৈরি হলে জানিয়ো আমাকে।'

'বিয়ের পিঁড়িতে বসার আগে জ্যাকের ওই বদভ্যাসটা ছাড়ানোর চেষ্টা কোরো, ডোরা।'

'কাউকে গড়ে-পিঠে নিতে চাই না আমি, বেন, বিশেষ করে যে আমার স্বামী হবে।'

ক্যাটল কিং-এর দরজায় দেখা গেল অ্যালেক্স থমসনকে, হোটেল লবি থেকে অস্পষ্ট আলোর বিপরীতে শীর্ণ দেখাচ্ছে তার ছিপছিপে কাঠামো। 'তুমি নির্দেশ দিলেই...'

কথাটা শেষ করতে পারল না থমসন, বেনের মৃদু কিন্তু অসন্তুষ্ট স্বরের দাবড়ানিতে নিরস্ত হলো। 'দূর হও!'

মুখটা এক ইঞ্চি তুলল ডোরা ব্রিসবিন, হঠাৎ আলো পড়ল ওর চোখে; বড়সড় মায়াবী চোখে বিস্ময় আর ঠাণ্ডা চাহনি। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না ও। বেন মেক্সটন সম্পর্কে ভাল করেই জানে। দু'হাতের দশটা আঙুল ব্যবহার করে সিগারেট রোল করছে বেন, ওর নিচু দৃষ্টি ধরা পড়ল ডোরার চোখে। এমন নয় যে সিগারেটের দিকে মনোযোগ, আসলে নিজের ভাবনাকে লুকাতে চাইছে সে।

সাইডওঅক ধরে হেঁটে যাচ্ছে এক লোক, ক্যাটল কিং-এর গ্যালারির কাছাকাছি এসে পড়ল। মুহূর্ত খানেক পরই ডোরা দেখল লোকটা রানিং-এম বাথানের ফোরম্যান ডেল সাটলার। 'ইভনিং,' মৃদু স্বরে শুভেচ্ছা জানাল সে।

সিগারেট থেকে মনোযোগ সরিয়ে সাটলারের দিকে তাকাল বেন। ঠাণ্ডা নিস্তরঙ্গ রাত্রিতে মুখোমুখি দু'জন পুরুষের মধ্যে বিপজ্জনক কী যেন জেগে উঠছে, টের পেল ডোরা। ওঅকে দাঁড়ানো সাটলারকে ছিপছিপে এবং দীর্ঘ দেখাচ্ছে। থেমে দাঁড়িয়েছে সে, ভদ্রতা দেখাতে হ্যাট সরিয়ে

হাতে নিয়েছে, হোটেলের বাতিতে সামান্য উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মরচে রঙা লাল চুল। লোকটার মতলব বোঝার উপায় নেই, একেবারে ভাবলেশহীন থাকে মুখ, চাহনি থাকে নির্লিপ্ত। মুখের কোণে নেমে আসা বড়সড় গোঁফও তার মুখভাব লুকিয়ে রাখে।

'ডেয়ানি এখনও আগের মত জমজমাট আছে?' জানতে চাইল সাটলার।

'হ্যাঁ,' বেনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

অদ্ভুত নির্লিপ্ততার সঙ্গে নড করল সাটলার, তারপর নিজের পথে চলে গেল। সিগারেটের দিকে দৃষ্টি দিল বেন, কিন্তু ডোরা জানে তীক্ষ্ণ মনোযোগে জো মর্টনের সেলুনের দিকে আগুয়ান জেক সাটলারের পদশব্দ শুনছে সে। এমনকী নীরবতার মধ্যেও বিশেষত্ব রয়েছে বেনের, জানে ডোরা: মানুষটার মনের ভাবনা খুব কমই প্রকাশ পায়, ওর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে বরাবরই ফাঁকি দেয়। ব্যাপারটা তীব্র কৌতূহল জাগিয়ে তোলে ওর মনের গভীরে, এমনকী নিজের অজান্তে, জানতে ইচ্ছে করে বেনের ভাবনা আর উপলব্ধি। বহু বছর হলো বেনকে জানে ও, কখনও কখনও তার প্রতি ঘৃণা বোধ করেছে, কখনও প্রায় ভালবেসে ফেলেছে; তারপরও, কখনোই বেন মেল্টনের ব্যক্তিত্বের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ থেকে মুক্ত করতে পারেনি নিজেকে।

ডোরার দিকে কিছুটা ঝুঁকে এল বেন, ফিসফিস করে বলল: 'থমসন বেকুবটাকে বোলো না-ডাকা পর্যন্ত যেন আমার চোখের সামনে না আসে।' ঘুরে পোর্চ থেকে রাস্তায় নেমে গেল ও।

প্রাইস লুডলোর স্টেবলের সামনে রয়েছে ছয় ঘোড়ার বাগিটা। জ্বলন্ত সিগারেটের কমলা আগুন দেখে বেন বুঝতে পারল দেয়ালের কাছে অলস সময় কাটাচ্ছে কয়েকজন লোক। সাটলারের ক্রু। একটু পর যখন মর্টন'স কর্নারে ঢুকল ও, দেখল বারে একা দাঁড়িয়ে আছে জেক সাটলার। শীর্ণ কাঠামোটা শিথিল এখন, টানটান ও অসহিষ্ণু মুখ ঝুঁকে পড়েছে হাতের হুইস্কির গ্লাসের উপর। এর সবকিছুই বেন দেখেছে পলকের নিরীখে। হলুদ শার্ট পরা আগন্তুক এখনও নিজের একাকীত্বে ডুবে আছে। পোকার টেবিলের কাছে জমায়েত হয়েছে ক্রুগলে আর হ্যানি, মুখচোখ আরও লালচে হয়ে গেছে জ্যাক ভার্ডনের: অধৈর্য, ত্যক্ত ও হতাশ। জ্যাকের চেয়ারে হাত রাখল বেন, কিন্তু বন্ধুর দিকে না তাকিয়ে বরং উল্টোদিকে দাঁড়ানো ক্রুগলের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল, ইশারায় কী একটা নির্দেশ দিল ক্রুগলেকে; তারপর দৃষ্টি নামিয়ে জ্যাকের দিকে তাকাল ও।



'এখানে সময় কাটানোর খায়েশ মিটে গেছে আমার,' স্বগতোক্তির সুরে বলল লুইস ক্রুগলে। 'নরক ছাড়া আর কী এটা!' বলেই গটগট করে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

জ্যাকের দিকে ঝুঁকে পড়ল বেন, মৃদু স্বরে বলল: 'বাড়ি যাওয়ার জন্য তোমার অপেক্ষায় আছে ডোরা।'

'হ্যাঁ,' বলে হাতের তাসের দিকে তাকাল জ্যাক ভার্ডন। লোভনীয় দান। মিনিট খানেক পর শো করল সে, কিন্তু বরাবরের মত এবারও হেরে গেল। দু'হাতের তালু টেবিলে বিছিয়ে দিয়ে জো মর্টনের দিকে তাকাল জ্যাক, গভীর নীল চোখে নির্জলা রাগ ফুটে উঠেছে। সোনালি চুলের নীচে ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে আছে।

'চলে এসো, জ্যাক,' দ্রুত ডাকল বেন। 'যাত্রার জন্য তৈরি আমরা।'

ঝটিতি মাথা ঘুরিয়ে তাকাল জ্যাক, বিরক্তি চাপা থাকল না। 'ধ্যেৎ! আমাকে একটু একাও থাকতে দেবে না?'

'বেশ, থাকো তা হলে,' নিরাবেগ স্বরে জবাব দিল বেন, ঘুরে পোকার টেবিল থেকে সরে এল, মুখ দেখে বোঝা গেল না বন্ধুর অসদাচরণে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছে কি-না। কিন্তু পরিস্থিতি ঠিকই আঁচ করতে পারল উইল হ্যানি, এখনও বারে দাঁড়িয়ে আছে সে; তার চকিত দৃষ্টি ঘুরে গেল বেন আর জ্যাকের উপর, শেষে অসহায়ভাবে মাথা নাড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে চার বন্ধুর নাটক দেখছে জেক সাটলার, বিদ্রূপ মেশানো আগ্রহ তার চাহনিতে।

সেলুনে ঢুকল অ্যালেক্স থমসন। বড়জোর কুড়ি হবে তার বয়স, হাসি-খুশি থাকে সারাক্ষণ। গলায় কণ্ঠার হাড়টা অস্বাভাবিক বড়। বেন মেল্টনকে দেখে থমকে দাঁড়াল সে, অস্বস্তির প্রবাহ বয়ে গেল মুখে। বিব্রত স্বরে শুভেচ্ছা জানাল: 'হ্যালো, বেন।'

থমসনের দিকে ফিরল বেন। 'এখানে কী করছ তুমি, অ্যালেক্স?'

'তামাক কিনতে এলাম।'

'লাইন কেবিনে তোমার জায়গায় কে আছে তা হলে?'

দৃষ্টি নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল থমসন। 'আসলে...', আমতা আমতা করে বলল সে। 'এই মুহূর্তে নেই কেউ। শহরে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছে নিয়ে আসিনি আমি।'

'অবাধ্য লোকের নিকুচি করি আমি! ওখানে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমাকে। কী করলে আমার কথা শুনবে—একজন নার্স নাকি তোমার উপর ছড়ি ঘুরানোর জন্য বুলিবয় লাগবে?'

'বেন,' অস্বস্তি চলে গেছে থমসনের মুখ থেকে। 'এভাবে আমার সঙ্গে

কথা বলতে পারো না তুমি!'

পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল সারা ঘরে, পোকার খেলা থেমে গেছে। মাথা তুলে তাকাল জ্যাক ভার্ডন, সতর্ক এবং বিস্মিত। মুহূর্ত কয়েক এভাবেই চলে গেল, কেউ কিছু বলল না। বারের দিকে পিঠ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভেল্স সাটলার, ঘটনার খুঁটিনাটি মিস্ করতে নারাজ।

'কীভাবে কথা বলতে হবে তোমার সঙ্গে, মি. থমসন?' কর্তৃত্ব বেনের কণ্ঠে।

'আর যেভাবেই হোক,' একগুঁয়ে স্বরে বলল থমসন। 'একটু আগে যেভাবে বলেছ, অন্তত সেভাবে নয়।'

'তোমার ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারছি না বলে দুঃখিত। কী জানো, মি. থমসন, তামাকের দরকার হলে কোন ভদ্রলোকই একটা পোস্টে আটকা পড়ে থাকতে চায় না। তোমাকে আর ঝামেলা করতে হবে না।'

'দেখো...'

'হ্যাটে তোমার চাকুরি খতম,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল বেন। 'ঠিক এখন থেকে।'

দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে দিল অ্যালেক্স থমসন, শূন্য হাত বের করে আনল। কিছুই নেই। ক্রমে লাল হয়ে উঠছে মুখ, কণ্ঠার হাড়ের নড়াচড়া দ্রুত হচ্ছে। 'বেশ, সেক্ষেত্রে,' বিড়বিড় করে শুরু করলেও কণ্ঠ চড়া হয়ে গেল তার। 'গোল্লায় যাক তোমার সাধের হ্যাট! তুমি আমাকে বরখাস্ত করার আগেই কাজ ছেড়ে দিচ্ছি আমি!' বলার পর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না থমসন, সেলুনের মেঝে কাঁপিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

'মেজাজ যে খুব তেতে আছে, বেন,' বলে উঠল জ্যাক ভার্ডন। 'তোমার পা মাড়িয়ে দিল কে?'

উপযুক্ত জবাবই দিল বেন। 'অলস ভদ্রলোকদের জায়গা এটা। জ্যাক, তোমার খেলাটা পণ্ড করতে বাধ্য কোরো না আমাকে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাক ভার্ডনের লালচে গাল, হাতের তাস নামিয়ে রাখল সে। 'একটু বেশিই বলে ফেলেছ, বেন। হ্যাটের ছা-পোষা পাঙ্খার নই আমি। নিজের ঘরে খাই যখন, যেভাবে খুশি সময় কাটাতে পারি আমি।'

'মনে রাখব কথাটা,' বলে উইল হ্যানির দিকে ফিরল বেন। 'আমার সঙ্গে যাবে নাকি?'

হলুদ শার্ট পরা আগন্তুক বারের অন্য প্রান্ত থেকে এগিয়ে এল।



'মিস্টার, তোমার যদি লোকের দরকার হয়ে থাকে...'

দরজার দিকে এগোচ্ছিল বেন, আগন্তুকের কথায় ঘুরে দাঁড়াল।

সুঠামদেহী বলা যাবে না তাকে, মুখটা চ্যাপ্টা এবং নির্বিকার। নাকটা ভাঙা, পুরানো একটা ক্ষত রয়েছে মাঝামাঝি। তবে চোখজোড়া অতি মাত্রায় সতর্ক, সাবধানী।

'কোত্থেকে এসেছ তুমি?' জানতে চাইল বেন।

'অ্যারিজোনা থেকে।'

'লাইন ক্যাম্পের কাজটা খুব কঠিন, অ্যারিজোনা,' সংক্ষেপে বলল বেন।

'আমাকে দেখে কি ফুলবাবু মনে হয়?' কিছুটা ঔদ্ধত্যের সুরে জানতে চাইল আগন্তুক।

স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখল বেন, অনুমোদনের স্মিত হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'কাল সকালে হ্যাটে গিয়ে দেখা কোরো আমার সঙ্গে। চলো, উইল।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল দুই বন্ধু।

নতুন ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল অ্যারিজোনা নামের আগন্তুক। আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করছে ভেল্স সাটলার, চাহনিতে আমুদে উজ্জ্বলতা।

ফেলে রাখা তাস তুলে নিল জ্যাক ভার্ডন। কিন্তু দেখার পরপরই নামিয়ে রাখল, আচমকা উঠে দাঁড়াল। 'আগামী সপ্তাহে দেখা হবে,' জো মর্টনের উদ্দেশে বলে দরজার দিকে এগোল সে।

পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়ানোর আগ মুহূর্তে কামরার ওপাশে ভেল্স সাটলারকে দেখতে পেল সে। জ্যাকের সন্ধানী চাহনি নিরীখের দৃষ্টিতে ফিরিয়ে দিল সাটলার, সরু কাঁধ ঘুরিয়ে বারের দিকে ফিরল। দুই কনুই বারে ঠেকিয়ে মাথা সামনের দিকে প্রসারিত করল সে, এবং ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল, স্থির মৌন আর নিজস্ব ভাবনায় মশগুল। একটা ঠোঁট সামান্য নড়ল, পলকের জন্য চোরা চাহনি হানল অ্যারিজোনার দিকে, যেন কোন অভিনব আইডিয়া খেলে গেছে মাথায়; কিন্তু পরমুহূর্তে মাথা নুয়ে পড়ল তার।

সেলুন থেকে বেরিয়ে বেন আর হ্যানিকে ধরে ফেলল জ্যাক ভার্ডন। কিছুদূর নীরবে হাঁটল ওরা। তারপর হেসে বেনের কাঁধে হাত রাখল জ্যাক। 'ঘটনাটা ভুলে যাও, কিড। আজ রাতে বিস্তর টাকা হেরেছি, হয়তো এজন্যই মেজাজ তেতে আছে।'

'বেশ,' নিস্পৃহ সুরে বলল বেন। সত্যিকার অর্থে, তিনজনের মধ্যকার

সমস্ত তিক্ততা তখনই দূর হয়ে গেল।

'এই তো, এটাই ভাল লাগছে,' স্বস্তির সুরে বলল উইল হ্যানি। 'বন্ধুদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি দেখতে একটুও ভাল লাগে না আমার।'

'যা প্যাদানি দিলে থমসনকে, তোমাকে অমন কাজ করতে দেখিনি কখনও,' মন্তব্য করল জ্যাক।

'ডিউটিতে থাকা উচিত ছিল ওর,' ব্যাখ্যা দিল বেন।

ক্যাটল কিং-এর হিচিং রেইলে ঘোড়া রেখে এসেছে ওরা। সেখানে গিয়ে লুইস ক্রগলেকে পেল, ডোরা ব্রিসবিনের সঙ্গে কথা বলছে। জ্যাক ভার্ডনকে দেখে মুখ তুলে তাকাল ডোরা, ক্ষীণ রাগ ফুটে উঠল চাহনিতে, দেখল বেন। খেয়াল করল দেরির জন্য দুঃখপ্রকাশ করেনি জ্যাক। এতে অভ্যস্ত নয় ওর সোনালি-চুলো বন্ধুটি, বরং নিজের সেরা হাসিটা উপহার দেয়, খুনসুটি করে মন জয় করে ফেলে মেয়েদের।

এবারও তাই করল সে। 'কী হয়েছে, জানো? জো মর্টনের কাছ থেকে অনেক টাকা জিততে চেয়েছিলাম যাতে ইয়েলো হিল্সে তোমার জন্য একটা প্রাসাদ তৈরি করতে পারি, ডোরা।'

'কিন্তু পারোনি?'

'প্রাসাদটা বোধহয় মর্টনই তৈরি করবে,' শুকনো স্বরে ব্যাখ্যা করল জ্যাক। 'যাক্‌গে, হয়তো অন্য কোনদিন ভাগ্য আমার পক্ষে থাকবে।'

'হয়তো,' ডোরার ছোট্ট উত্তর।

ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চাপল ওরা। মুহূর্তের জন্য থেমে পুডলোর স্টেবলের দিকে তাকাল বেন, দেখতে চাইছে সাটলারের লোকজন এখনও আছে কি-না। ছায়াগুলো আছে। সেই সন্ধে থেকে একই জায়গায় অবস্থান নিয়েছে, কোথাও যায়নি, নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলেনি। সাটলারের নির্দেশের অপেক্ষায় আছে?

ডোরার কী একটা মন্তব্যে প্রাণখোলা হাসি হাসছে জ্যাক ভার্ডন। ঘোড়া ঘুরিয়ে বেনের সামনে চলে এল ডোরা। কিছু একটা ঘটেছে দু'জনের মধ্যে, যেটা মিস্ করেছে বেন, ডোরার আড়ষ্ট ও মরিয়া মুখ দেখে বুঝতে পারল ও। যেভাবেই হোক, আবারও ডোরাকে আঘাত দিয়েছে জ্যাক ভার্ডন। মেয়েটির নিচু, নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার প্রকাশ পেল: 'তৈরি তো, বেন? চলো, যাওয়া যাক।'

জেমস গ্রীনের স্টোর পেরিয়ে ক্যাটল কিং-এর সামনে চলে এসেছে পার্ল গারফিল্ড। বেনের কাছাকাছি এসে হাত নাড়ল মহিলা। দোহারা গড়নের স্বাস্থ্যবতী, কিন্তু তারপরও যথেষ্ট আকর্ষণীয়া মিসেস গারফিল্ড।



সহাস্যে বেনকে শুভেচ্ছা জানাল সে, 'হ্যালো, বেন!'

মাথা থেকে হ্যাটটা কয়েক ইঞ্চি তুলে পাল্টা শুভেচ্ছা আর সম্মান জানাল বেন। মিসেস গারফিল্ড হোটেলে ঢুকে পড়তে ঘোড়ার পাঁজরে হাঁটুর গুঁতো চালাল ও। হালকা চালে এগোল রোয়ানটা, টু ড্যাগকে পিছনে ফেলে ট্রেইলে পা রাখল একটু পর। ওদের সামনে নিরাকার প্রেয়ারি। হালকা বাতাস বইছে, ঘোলাটে আকাশে জ্বলজ্বল করছে হাজারো তারা।

'সব জায়গায় দেখছি বন্ধু আছে তোমার, বেন।'

'যেখানেই যাই, বন্ধুর খোঁজে থাকি কি-না,' আর কিছু যোগ করল না বেন। পার্ল গারফিল্ডের কথা ভাবছে ডোরা, বুঝতে পারছে না বেনের সঙ্গে মহিলার বন্ধুত্বকে কীভাবে নেবে।

ডোরার এই ব্যাপারটা দুর্বোধ্য মনে হয় বেনের কাছে। আগ্রহ নিয়ে ওর জীবন পর্যালোচনা করে মেয়েটি, কখনও কখনও এমনভাবে বিশ্লেষণ করে যে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়; যেন ওর জীবনের সঙ্গে অংশীদারিত্ব আছে ডোরার। পাঁচ বছর ধরে হ্যাটের ফোরম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে বেন, সত্যিকার অর্থে রাখ-ঢাক করার মত খুব কম ব্যাপারই এসেছে ওদের মধ্যে।

উইল হ্যানির কথায় উচ্চস্বরে হাসছে জ্যাক ভার্ডন। সবকিছুই খুব সহজভাবে নিচ্ছে ও, আনমনে ভাবল বেন। পোকার টেবিলে নিজের ভাগ্যের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল, অথচ এখন বেমালুম ভুলে গেছে ব্যাপারটা; এবং এই রাতের বেলায়ও উচ্ছ্বসিত হওয়ার উপলক্ষ খুঁজে পেয়েছে। এমন আমোদপ্রিয় লোক খুব কমই দেখেছে বেন, অন্যরা জ্যাক ভার্ডনকে ভাল না বেসে পারে না।

'চেয়ানিতে গিয়েছিলে কেন, বেন?' জানতে চাইল জ্যাক।

'গরু ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে।'

'শুধু ওই কারণে?'

'হ্যাঁ।'

'রক্তচোষা জোঁকও কুলাবে না তোমার সঙ্গে!' শ্লেষের সুরে মন্তব্য করল জ্যাক। 'এমন চাপা স্বভাবের লোক আর হয় না।'

'যা সময় পড়েছে, অভ্যাসটা বেশ স্বাস্থ্যকর,' পিছন থেকে মন্তব্য করল লুইস ক্রগলে।

'আচ্ছা,' এবার কৌতূহল ফুটল জ্যাকের কণ্ঠে। 'অন্য কোন ব্যাপারও আছে তা হলে?'

'না,' মাত্র একটা বাক্যে প্রসঙ্গটা ঝেড়ে ফেলল বেন। এমনভাবে

বলেছে যে আর কেউই এ-নিয়ে কিছু বলল না। দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে এগোল ওরা। সামিট পাসের অংশটুকু পাইন-সারি দিয়ে চিরে যাওয়া ট্রেইল ধরে এগোনোর সময় ঘোড়ার গতি প্রায় হাঁটার পর্যায়ে নিয়ে এল। বনের ফাঁকে সামিট র‍্যাঞ্জের এক চিলতে চোখে পড়ছে মাঝে মধ্যে, শেষে চূড়া থেকে ঢাল হয়ে ঢেউ খেলানো টু ড্যাগ ভ্যালিতে প্রবেশ করল ওরা। ছোটখাট অনেক আউটফিট রয়েছে উপত্যকায়, ছড়ানো-ছিটানো অবস্থান, টু ড্যাগ উপত্যকার ভূ-রহস্য উদ্ঘাটনের পাশাপাশি নিজেদের ভাগ্যও পরখ করছে এরা।

চার্লস রায়ানের স্টোর পেরিয়ে উপত্যকার মেঝেয় পৌঁছে গেল ওরা। মৌন সম্মতি বিনিময় হয়েছে যেন, ডোরা আর জ্যাককে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল ফ্লগলে, হ্যানি এবং বেন, দু'জনকে নিভৃতে কথা বলার সুযোগ দিল। একটা সিগারেট রোল করছে বেন, পিছনে জ্যাক ডার্ডনের কণ্ঠের ওঠা-নামা শুনতে পাচ্ছে, দারুণ স্বতঃস্ফূর্ত আর আমুদে স্বরে কথা বলছে সে, যেন দুনিয়াটা সবচেয়ে আনন্দময় জায়গা। ডোরার মৃদু জবাবও বেনের কানে এল।

ক্ষমা পেয়ে গেছে জ্যাক। বরাবরই পায়। সত্যি কথা হচ্ছে, বেসিনের সবার প্রিয়পাত্র জ্যাক ডার্ডন, যে-কোন পাপ মোচন করতে বেশি সময় লাগে না তার।

অনেকক্ষণ নীরব থাকল প্রেমিক-প্রেমিকা, তারপর হঠাৎ ডোরার তীক্ষ্ণ অসন্তুষ্ট কণ্ঠ শুনতে পেল বেন: 'জ্যাক!'

সিগারেট ধরানোর জন্য দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল বেন মেরটন। হলদেটে ম্লান আলোয় কঠিন দেখাল মুখটা, ভাঁজগুলো সমান হয়ে গেছে। কাঠিটা নিভিয়ে ফেলার পরপরই ওর পাশে চলে এল ডোরা, একা। দক্ষিণ-পুবে ঘোড়া ছুটিয়েছে জ্যাক ডার্ডন। নিজস্ব স্প্রেড, শর্ট অ্যারোর সংক্ষিপ্ত পথ এটা। ইয়েলো হিলসের পাদদেশে বাথানটার অবস্থান। 'সো লঙ!' যেতে যেতে জ্যাকের উৎফুল্ল কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা।

মাইল খানেক পর ঘোড়া থামিয়ে ওদের দিকে ফিরল উইল হ্যানি, শুভরাত্রি জানিয়ে নিজের বাথানের পথ ধরল। পশ্চিমে ব্যাডল্যান্ডের শুরুতে ওর র‍্যাঞ্চ।

এগিয়ে চলল বেন আর ডোরা, ঠিক পিছনেই রয়েছে লুইস ফ্লগলে। আরও চল্লিশ মিনিট ছোটার পর দূর থেকে হ্যাট র‍্যাঞ্চ হাউসের হলদেটে বাতি চোখে পড়ল ওদের, শেষ কয়েকশো গজ পথ হালকা চালে পাড়ি দিয়ে বিশাল আঙিনায় পা রাখল ঘোড়াগুলো।



# দুই

অন্ধকার পোর্চ থেকে ভেসে এল বুড়ো টিমথি ব্রিসবিনের কণ্ঠ: 'বেন, তুমি নাকি?'

'মেয়ে নাকি ফোরম্যানের প্রতি বেশি আগ্রহী তুমি, বাবা?' উৎফুল্ল স্বরে বাপকে জিজ্ঞেস করল ডোরা, খুনসুটি করছে।

'ফোরম্যানকে ছাড়া চলবে না আমার,' একই সুরে জবাব দিল হ্যাট মালিক।

হেঁচড়ে স্যাডল ছাড়ল ডোরা, পোর্চে উঠে বাপের কাছে চলে গেল, ঝুঁকে চুমো খেয়ে চলে গেল ভিতরে। ব্যাপারটা যেন ব্রিসবিনের প্রতি কিছুটা সদয় ছাড়: সাদরে গ্রহণ করেছে বুড়ো। কিন্তু বেন জানে অনেক অনানুষ্ঠানিক ও নিরাবেগী আচরণে অভ্যস্ত বাপ-মেয়ে, অথচ মেয়ে যেমন বুড়োর কলজের টুকরো, তেমনি বাপ বলতেও অজ্ঞান ডোরা: ভালবাসার গভীরতা বেশিরভাগ সময় হাস্যরসের কারণে চাপা পড়ে যায়। বাদ পড়ে না, বরং আড়ালে থাকে। হয়তো এ-কারণেই দু'জনের মধ্যে যে-কোন বাপ-মেয়ের চেয়ে বেশি বোঝাপড়া এবং হৃদ্যতার সম্পর্ক রয়েছে।

লুইস ফ্লগলেকে ঘোড়ার দায়িত্ব দিয়ে পোর্চে উঠে এল বেন, আলসাভরে সিগারেট পান করছে। নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার, উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল: 'কাজ সেরেছ?'

'হ্যাঁ। এ-বছর সব গরু ব্যবসায়ী বা র‍্যাঞ্চারদের ক্ষোভ শুধু একটা বিষয়ে। রাসলিং। জ্যাকসন হোল থেকে জুলসবার্গ পর্যন্ত, সব জায়গায় একই গল্প। সবার গরু খোয়া যাচ্ছে। একটা কারণ আছে নিশ্চই।'

'না-থাকলেই বা কী?' শুকনো স্বরে মন্তব্য করল বুড়ো। 'খোয়া যাওয়া গরু তো আর ফিরে আসবে না! যাকগে, শুনি কেচ্ছাটা।'

'সবসময় বড় বড় আইডিয়া গিজগিজ করে উঠতি বয়সের তরুণ বা যুবকদের মাথায়, বয়সের দোষ! তারই একটা হচ্ছে কয়েকজন মিলে একাট্টা হওয়া। বিচ্ছিন্নভাবে রাসলিং না করে বরং দল বেঁধে কাজ করলে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব। সেই মোতাবেক রাজ্যের সর্বত্র

দলে দলে একাট্টা হয়েছে ওরা। দারুণ একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। আগাম খবর পাওয়ার জন্য আউটফিটে একজন লোক রাখে ওরা। একটা দল থাকে গরু সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আরেক দল গরুগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে রাখে, সম্ভবত চুরির জায়গা থেকে বেশ দূরে; আর তৃতীয় দল বাজারে নিয়ে যায় চুরির মাল। সব গরু ব্যবসায়ী মোটামুটি একমত হয়েছে যে এভাবেই অতি চালাকির সঙ্গে নিরাপদে গরু চুরি করছে রাসলাররা।'

'তোমার কি ধারণা এখানেও তাই ঘটছে?'

সিগারেট ফেলে বুটের নীচে চাপা দিল বেন। মালিকের উল্টোদিকে একটা চেয়ারে বসে ক্লান্ত পা-জোড়া মেলে দিল সামনে, কোলের উপর রাখল দুই হাত। পোর্চের কাছ দিয়ে বইছে পাহাড় থেকে নেমে আসা ছোট নদী, নিঃশব্দ রাত্রির নীরবতার মধ্যে পানি প্রবাহের কুলকুল ধ্বনি শুনল মনোযোগ দিয়ে। 'ভাবছি ধারণাটা যাচাই করে দেখব,' শেষে বলল ও।

'কীভাবে?'

'আজ রাতে অ্যালেক্স থমসনকে বরখাস্ত করে দিয়েছি। ওর জায়গায় একজনকে নিয়েছি।'

'নতুন লোক?'

'হ্যাঁ। বেসিনের কেউ নয়।'

অন্ধকারে খরখরে হয়ে গেল হ্যাট মালিকের কণ্ঠ, বোঝা গেল দারুণ আমোদ পেয়েছে। 'বেশ, বেন। বেশ।' উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল সে, মেঝের সঙ্গে ছড়ির সংঘর্ষের শব্দটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেল।

দু'হাতের তালু পরস্পরের সঙ্গে ঘষল বেন, অন্ধকার প্রেয়ারির দিকে তাকাল, শূন্য দৃষ্টিতে। দূরে, টু ড্যাগ আলি ছাড়িয়ে ইয়েলো হিলসের কাছে একটা আলো মিটমিট করছে। বেন জানে জোয়েল সিলভারের চাক-ওয়্যাগনের আলো ওটা, পাহাড়ের পাদদেশে ক্যাম্প করেছে ওরা। তবে চাক-ওয়্যাগন বা জোয়েল সিলভারকে নিয়ে ভাবছে না ও। ডোরা ব্রিসবিনের মিষ্টি কণ্ঠ কানে বাজছে ওর, এতকিছু করার পরও জ্যাক ভার্ডনকে ক্ষমা করে দিয়েছে মেয়েটা!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ডোরা, বেনকে ছাড়িয়ে গিয়ে পোর্চের গোড়ায় থেমে গেল। পাশ ফিরল। আবছা আলোয় মেয়েটির মুখের আদল দেখতে পেল বেন, চোখের কাছে গাঢ় ছায়া পড়েছে। অকপট, স্বতঃস্ফূর্ত, সময়ে সময়ে জেদী এবং মেজাজী। ক'দিন আগেও ছেলেদের মত



চলাফেরা করত ডোরা, শারীরিক গঠন ছেলেদের মতই ছিল, কোমর বা বুক দেখে আলাদা করা যেত না। কিন্তু এখন পরিপূর্ণ একজন নারী। আগে যা চোখে পড়েনি, তাই দেখতে পেল বেন মেগ্লটন। যতটা চোখে পড়ে, তারচেয়েও বেশি সমৃদ্ধ ও পরিণত। মার্জিত, রুচিশীলা। একজন লেডির যেমন হওয়া উচিত, কয়েক বছরে নিজেকে সেভাবেই গড়ে নিয়েছে ডরোথি ব্রিসবিন। পরিবর্তনটা বেনের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

'বেন,' বলল ডোরা। 'তুমি আসলে খুবই বিষণ্ণ লোক।'

'নতুন কিছু নয় এটা।'

'হ্যাঁ, নতুন কিছু নয়,' বিড়বিড় করল ডোরা, এগিয়ে এসে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। বেন অনুভব করল ওর কাঁধে মাথা এলিয়ে দিয়েছে ডোরা, এবং নিঃশব্দে ফোঁপাচ্ছে। ব্যাপারটা বিস্ময়ের উদ্রেক করল বেনের মনে। ডোরা যথেষ্ট অহঙ্কারী ও মর্যাদা সচেতন, অল্পতে কাঁদার কথা নয়। শব্দ না শুনলেও ডোরার দেহের কাঁপন অনুভব করতে পারছে বেন। হাত বাড়িয়ে ওর একটা বাহু চেপে ধরল মেয়েটি, এমনভাবে—ভঙ্গিটায় শঙ্কা আর সন্ত্রস্ততা প্রকাশ পায়।

'সুখের কান্না?' চেষ্টাকৃত নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল বেন।

'সুখী হওয়া উচিত আমার।'

'একেকজনের কাছে সুখ একেকরকম।'

আচমকা উঠে দাঁড়াল ডোরা, খেপে গেছে। 'ধোৎ, বেন! এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না তো।'

তখনই উত্তর দিল না বেন। অনড় বসে আছে, হাত দুটো কোলের উপর এবং মাথা নিচু। 'আমাকে বলে কী হবে, ডোরা? আমি তো সাহায্য করতে পারব না তোমাকে,' শেষে বলল ও। 'সত্যি কথা হচ্ছে, আমি নিজেকেও সাহায্য করতে পারছি না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডোরা। 'দুঃখিত, বেন। সত্যি দুঃখিত।'

ডোরা চলে যাওয়ার পর উঠে দাঁড়াল বেন, আঙিনা ধরে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। রাতের নৈঃশব্দ্য ভাল লাগছে। দিনের উত্তাপ বিকীর্ণ হয়ে গেছে মাটি থেকে, পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে হেমন্তের ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস। বাঙ্কহাউসের দিকে যাচ্ছে, এ-সময় টু ড্যাগের ট্রেইলে ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল ও, তুমুল বেগে ছুটছে ইয়েলো হিলসের দিকে। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না বেন, কিন্তু প্রত্যেকের পরিচয় অনুমান করতে পারছে। বাড়ি ফেরার সময় এভাবেই ঘোড়া ছোটায় স্টেপ লাডলারের রানিং-এমের পাঞ্চাররা।

*

সেদিন, রাত আটটায় মডিস স্টেশনে এড মার্শের সামনে ঘুমন্ত হিরাম ডেলির দেহ রেখে গেল ট্রেন-ক্রুরা। কয়েকজন ক্রু ছিল মার্শের সঙ্গে, তারাই ডেলিকে র‍্যাঞ্চে বয়ে নিয়ে গেল। এক ঘন্টা পর রকি স্প্রিং স্টেজ আসতে সেটায় তুলে দিল ডেলিকে। মাঝরাতে, এড মার্শের পাঞ্চারদের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ইয়েলো হিলসের দীর্ঘ চড়াইয়ের এক জায়গায় স্টেজ থামাল ড্রাইভার, পাইনের নীচে আরামদায়ক একটা জায়গায় নামিয়ে দিল ডেলিকে। তো, এভাবেই সম্পূর্ণ ঘুমন্ত এবং মাতাল অবস্থায় টি ড্রাপ থেকে ষাট মাইল দূরে পৌঁছে গেল হিরাম ডেলি, তখনও মনটা ফুরফুরে তার, আসার পথে এতটুকু অযত্ন হয়নি কোথাও। টি ড্রাপ ভ্যালির একেবারে কিনারায় পাইনের নীচে বিশ্রামে কাটিয়ে দিল রাতটা, গায়ে রক্তের দাগ আর ওর পিস্তল থেকে দুটো গুলি করা হয়েছে।

অ্যারিজোনা যখন হ্যাটে পৌঁছল, ক্রুগলে সহ আরও তিন পাঞ্চারকে নিয়ে করালে কাজ করছে বেন মেক্সটেন। তখনও ভাল করে সূর্যের আলো ফোটেনি। স্যাডলে আরাম করে বসল অ্যারিজোনা, অভ্যাসবশত সতর্ক দৃষ্টিতে নিরীখ করল হ্যাট ক্রুদের। শারীরিকভাবে এদের সঙ্গে মিল নেই ওর, অমিলই বেশি; কিন্তু তারপরও সাবধানী দৃষ্টিতে ওকে নিরীখ করতে বাধ্য হলো তারা। শীতল নির্লিপ্ত দৃষ্টির আড়ালে এক ধরনের বুনো উন্মত্ততা রয়েছে অ্যারিজোনার চোখে। দুনিয়াটাকে এভাবেই দেখে সে।

'এখনও লোক দরকার আছে তোমার?' বেনের উদ্দেশে জানতে চাইল অ্যারিজোনা।

আগন্তুকের উপর মনোযোগ বেনের, যেন তার ব্যাপারে এখনও সন্তুষ্ট হতে পারেনি। কিন্তু নির্দেশটা দিল ক্রুগলেকে। 'থমসন যেটায় ছিল, সেই লাইন কেবিনে নিয়ে যাও ওকে।'

ঘোড়ায় স্যাডল পরাতে চলে গেল ক্রুগলে। স্টিরাপ থেকে পা ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে দিল অ্যারিজোনা, তামাক-কাগজ বের করে সিগারেট রোল করতে শুরু করল। অনেকক্ষণ কেটে গেল, কেউই নীরবতা ভাঙল না। 'লাইন কেবিন সম্পর্কে জানা উচিত, এমন কিছু বলবে আমাকে?' শেষে জানতে চাইল অ্যারিজোনা।

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবে।'

'আমার অভ্যাস।'

'অভ্যাসটা ধরে রেখো,' বলল বেন। 'তোমাকে শুধু এই বলার আছে আমার।'



'কাজ বটে একটা,' ভুরু কোঁচকাল সদ্য নিযুক্ত ক্রু।

ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এল লুইস ক্রুগলে। অ্যারিজোনাকে নিয়ে যাত্রা করল সে। ছোট্ট নদীর উপর সেতু পেরিয়ে দুলকি চালে দক্ষিণে টি ড্রাপ প্রেয়ারির দিকে এগোল। ক্রমশ ছোট হয়ে এল দু'জনের কাঠামো। সূর্যের খরতাপে এখন আর জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে না অ্যারিজোনার হলুদ শার্ট।

'থমসন গেছে কোথায়?' জানতে চাইল ডিমস বেনেট নামের তরুণ পাঞ্চার।

'বরখাস্ত হয়ে গেছে,' নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল বেন। একটু পর উত্তরের রেঞ্জের দিকে ঘোড়া ছোটাল। মাথার উপর সুনীল আকাশ। গরম পড়ছে বেশ।

সুদীর্ঘ বিশ মাইল সমতল জায়গা নিয়ে বিস্তৃত টি ড্রাপ ভ্যালি, ব্যতিক্রম কেবল নদীর তীরে উইলোর সারি, নইলে মাইলকে মাইল জমির কোথাও এতটুকু চড়াই-উৎরাই নেই। উত্তরে টি ড্রাপ রেঞ্জ, খানিকটা নিচু জমি, কিন্তু উপত্যকা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। দক্ষিণে ইয়েলো হিলস পর্বতশ্রেণী, প্রেয়ারির একেবারে শেষ প্রান্তে হঠাৎ জেগে উঠেছে মাটির বুকে, ঘন পাইনের কারণে গাঢ় ছোপ লেগেছে। সামনে ওয়াগন থেকে তৈরি ধুলোর ঘূর্ণি উঠেছে, নদীর তলা থেকে তোলা খড় নিয়ে বাথানে ফিরে চলেছে কয়েকটা ওয়্যাগন। এটাই উপত্যকার প্রাণকেন্দ্র, সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশ, পাহাড়ের এপাশে কয়েক মাইল জায়গা হ্যাটের নিজস্ব সম্পত্তি, পুবে পঞ্চাশ মাইল দূরে মডিস অবধি পর্যন্ত এর সীমানা। প্রতিবেশী আউটফিটের কোয়ার্টার দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে মনে ওগুলোর প্রতিটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থান জানা আছে বেনের। ইয়েলো হিলস পর্বতশ্রেণীর পাঁজরে এক চিলতে জায়গায় জ্যাক জার্ডনের শর্ট অ্যারো, বারো মাইল দূরে; এর দুই মাইল পশ্চিমে রানিং-এম, মাউথ ক্যানিয়নের ঠিক মুখে ওদের কোয়ার্টার; ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফের অবস্থান ইয়েলো হিলসের আরও গভীরে।

বেনের পিছনে ব্লক-টি, দ্য ক্রিসেন্ট এবং উইল হ্যানির ঘোড়ার র‍্যাঞ্চের অবস্থান। ব্যাডল্যান্ডে খড়িমাটি রঙের পালশ ছাড়িয়ে ওগুলোর শুরু। তবে মাঝখানে, বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠেছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেস্টরদের স্কুদে স্প্রেড।

এটাই তল্লাটের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অংশ।

রোদ-ঝলমলে দিনটা ভাল লাগছে বেনের কাছে। বহু পরিচিত জায়গা এটা। চোখ বুজে আশি বর্গমাইল এলাকার যে-কোন ট্রেইল, ঝর্না

বা ল্যান্ডমার্কের অবস্থান নির্ভুল বলে দিতে পারবে। হ্যাটের ফোরম্যান হিসাবে এই গ্রীষ্মে পাঁচ বছর হবে ওর। দশ বছর আগে টেক্সাস থেকে এখানে এসেছিল; ছিল আমোদপ্রিয়, খেয়ালী ও উড়নচণ্ডী এক ভবঘুরে। তখনও নদীর কিনারে ইন্ডিয়ানদের তাঁবু ছিল। নদীর তীরে স্যাম ইয়াঙ্গের বিকৃত, নগ্ন ও মাথার চামড়াহীন দেহটা পড়ে থাকার ঘটনা এখনও মনে আছে ওর।

মাটি আর দিগন্তের উপর চোখ রেখে রাইড করার কারণে অনেক কিছু দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব, একইসঙ্গে অলস সময়টা ভাবনায় কাটানো যায়। না-পাওয়া প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। সমস্যার সমাধানও করা যায়। তবে কখনও কখনও কোন উত্তরই পাওয়া যায় না। হয়তো কোন সমাধানই থাকে না। আজ সকালে এ-ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে বেন। কেউ কোথাও কিছুদিনের জন্য থাকা শুরু করলে প্রায় সময়ই ভাবে যে পরের বসন্তে চাইলেই চলে যেতে পারবে; কিন্তু কখনোই ভাবে না যে সময় বদলে যাবে এবং সে নিজেও বদলে যাবে। সে যে কোনমতেই আর আমোদপ্রিয় তরুণ নয়, এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে; এটাও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে চোখের সামনে বেড়ে ওঠা ডরোথি ব্রিসবিন কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে করবে জ্যাক ভার্ডনকে। এটা একটা বিপর্যয়—একটা অধ্যায়ের সমাপ্তি। ওই সমাপ্তির পর কী ঘটবে, ভেবে বের করা কঠিন মনে হচ্ছে। বুড়ো টিম ব্রিসবিনও কি গতরাতে এসবই চিন্তা করছিল?

ভাবনার সময়টা যে বেগার কাটছে, তা নয়, বরং উপত্যকার আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর সতর্ক দৃষ্টি। অ্যারিজোনা আর ক্রগলেকে ইয়েলো হিলসের গোড়ায় হারিয়ে যেতে দেখেছে, এবং সকালের শেষ দিকে ক্রগলেকে একা ফিরতে দেখতে পেল, ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের আঘাতে উড়ন্ত ধুলোর স্তম্ভ ঘুরপাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে। দুপুর দুটোর পর র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে ক্রগলের সঙ্গে দেখা হলো আবার, করালের শেডে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে সে, চোখ বন্ধ। পদশব্দ পেয়ে চোখ মেলে তাকাল ক্রগলে, 'পারবে ও,' অ্যারিজোনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিয়েই চোখ বুজল আবার।

একা একা খেল বেন, তারপর হ্যাটের বিশাল লিভিংরুমের লাগোয়া অফিসে ঢুকল। বিশেষভাবে তৈরি করা প্রশস্ত চামড়ার চেয়ারে বসে আছে টিম ব্রিসবিন, জানালা দিয়ে মেলে দিয়েছে উদাস দৃষ্টি। পা-জোড়া জানালার এক সিলের উপর তুলে দেওয়া।

ডেস্কে বসে ওঅর্ক-বুক খুলল বেন। কয়েক পাতা উল্টে এক পৃষ্ঠায়



লিখল: *অ্যারিজোনা ঢুকেছে।* নীচে তারিখ দিল। নামের শেষে অস্পষ্ট কালিতে ছোট্ট ক্রস আঁকল। ক্রসটা নির্দেশ করছে একটা কিছু আছে ওর মনে, যেটা এখানে লিখতে পারছে না।

বইটা একপাশে সরিয়ে রাখল ও, তারপর ডেস্কের এপাশে একই জায়গায় বসে থাকল, মূর্তিমান একটা ছবি; মনে মনে হ্যাটের আর্থিক অবস্থা নিয়ে ভাবছে। প্রাসঙ্গিক হিসাবে, পুরো বাথানের সঙ্গে এখানকার লোকজন, গরু-বাছুর এবং স্থাবর সম্পত্তির পাশাপাশি ওমাহার ব্যাঙ্কের হিসাব...সবকিছু ওর নিজের হাতে লেখা, সামনেই রয়েছে। বুড়ো টিম ব্রিসবিনের চেয়ে হ্যাট সম্পর্কে ঢের বেশি জানে ও।

বেন মেক্সটনই হ্যাটের প্রতিভূ, পরিচালক, নীতি নির্ধারক। হ্যাটের সঙ্গে নিজের জড়িয়ে পড়ার সুদীর্ঘ বছরগুলো মনে পড়তে বেন হঠাৎ উপলব্ধি করল সুকৌশলে নিজের দায়িত্ব একটু একটু করে ওর কাঁধে অর্পণ করেছে টিমথি ব্রিসবিন। এ-মুহূর্তে নীরব ও নিষ্ক্রিয় একজন অংশীদার বলা যায় তাকে। টু ড্যাগ ও ইয়েলো হিলসের মাঝখানে বিশ মাইল দীর্ঘ সমৃদ্ধ এবং লোভনীয় একটা বাথান, এর সমৃদ্ধির পিছনে ব্রিসবিনদের চেয়ে বরং বেনের অবদানই বেশি। এটাই টিম ব্রিসবিনের জীবন। সবকিছু। বেনেরও সবকিছু। ওর ধারণা, দীর্ঘ চোদ্দ বছরে এখানকার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় যেন পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে, ইদানীং, ব্যাপারটা আবিষ্কার করে অস্বস্তি বোধ করছে বেন। ডোরা জ্যাককে বিয়ে করলে, ডেস্কের ওপাশে মালিকের চেয়ারে জ্যাকই থাকবে। এক বনে দুই বাঘের জায়গা নেই। দু'জন রাইডিং বসের প্রয়োজন নেই হ্যাটের।

'জোয়েল সিলভার কোথায়?' জানতে চাইল বুড়ো।

'ইয়েলোতে চাক ওয়াগনের সঙ্গে আছে।'

'এ-বছর অনেক মাংস হওয়ার কথা।'

'শীতের শুরু পর্যন্ত মন্তিথ স্টেশন থেকে সরাসরি চালান দেব আমরা। মাংসের বাজারও ভাল।'

মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখছে টিম ব্রিসবিন। বিকাল বেলায় ডেস্কে বসে এমন তুচ্ছ বিষয়ে আলাপ করে সময় নষ্ট করা ধাতে নেই বেনের, জানে হ্যাট মালিক। বরং অতি পরিশ্রমী মানুষ সে, অস্থির বলা চলে, লড়াকু, উদ্যমী, নাছোড়বান্দা। কিন্তু এখন, সামনে বসা বেন মেক্সটনের মধ্যে স্বাভাবিক উদ্দীপনা বা প্রাণচাঞ্চল্য অনুপস্থিত, এতটাই যে রীতিমত দৃষ্টিকটু লাগছে। বেনের দৃঢ় চোয়াল

আড়ষ্ট দেখাচ্ছে, কাঁধ নুয়ে পড়া।

'অল্প বয়সে আমারও ঘুরে বেড়ানোর বাতিক ছিল,' অলস সুরে বলল টিম ব্রিসবিন। 'তাই পরিণত হওয়া পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালাম, লঙহর্ন যেমন লবণ খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়।' এ-পর্যায়ে থেমে গেল হ্যাট মালিক, কথাটা ঝুলে থাকল বাতাসে. শেষে নীরবতা ভাঙল: 'আটাশে পড়েছ তুমি, বেন, পা দুটো কি এখনও উসখুস করে না তোমার?'

'ওই জিনিসটা অনেক আগেই চলে গেছে, টিম। টেক্সাস থেকে যখন আসি, চোদ্দ বছর বয়সে হারিয়ে ফেলেছি।'

'অল্প বয়সে পুরুষদের মধ্যে একটু-আধটু পাগলামি থাকেই,' বিড়বিড় করল ব্রিসবিন। 'বয়স হলে সেটা চলে যায়, নইলে পচে যায় লোকটা, ঠিক একটা বাজে ঘোড়ার মত, কিংবা পোষা হরিণের মত পানসে হয়ে যায়।' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে। 'তোমার মধ্যে আগুন আছে, বেন, সেজন্যই তোমাকে চেয়ানিতে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আমার নির্দেশ মত হুইস্কি খেয়ে মাতাল হওনি, অথচ কথা ছিল এরপর গোপন সব খবর উগরে দেবে।'

'তাতে কি মস্ত কোন উপকার হত, টিম?'

মুখ ফিরিয়ে বেনের দিকে তাকাল র‍্যাঞ্চার, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। শেষে মাথা নাড়ল সে। 'না, উপকার হত না বোধহয়।' চুপ করে গেলেও মনে হলো কিছু একটা রয়েছে তার মনে, স্বভাবসুলভ মিতভাষী মানুষটাকে বলার জন্য প্রলুব্ধ করছে। শিগগিরই বেরিয়ে এল সেটা। 'দুনিয়ায় মেয়েমানুষ সবচেয়ে বিচিত্র প্রাণী, বেন। কারও কারও পাওনা নরম আচরণ, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এদের বশে রাখতে হলে মাঝে মধ্যে কাঁদানো উচিত। বেশিরভাগ মেয়ে নরম মনের পুরুষকে স্রেফ সমীহ করে, যারা তাদের সম্মানের চোখে দেখে, বোঝাপড়াকে গুরুত্ব দেয়; কিন্তু এরাই প্রেমে পড়ে সেইসব পুরুষের যারা তাদের মাঝে মধ্যে কষ্ট আর দুর্ভোগ উপহার দেয়। নরম আচরণের চেয়ে বরং দুর্ব্যবহারই পছন্দ করে ওরা।'

ঘোড়া ছুটিয়ে আঙিনায় প্রবেশ করল এক রাইডার, শুনতে পেল ওরা, পরপরই লরি পিয়েটের কণ্ঠ শুনতে পেল। তীক্ষ্ণ স্বরে ডাকছে ডোরাকে।

উঠে দাঁড়াল বেন। ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল, বুড়োর প্রায় ফ্যাকাসে মুখ দেখে মনের ভাবনা আঁচ করতে অসুবিধা হলো না ওর। আনমনে মাথা নাড়ল বেন। 'উহুঁ, আমার বিশ্বাস ওভাবে হবে না, টিম। নিজেকে আমি বদলাতেও পারব না।' বলে বেরিয়ে এল ও।

চেয়ারে গা ছেড়ে দিল টিম ব্রিসবিন। বাইরে উজ্জ্বল রোদে ঝলসাচ্ছে



টু ড্যাস রেঞ্জ। দূরে, ইয়েলো রেঞ্জের বিস্তৃতিকে অচেনা আর নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে; পনেরো বছর আগে তিন ওয়্যাগন নিয়ে সিয়োক্স অধ্যুষিত বিপজ্জনক এই এলাকায় পা রেখে যেমন মনে হয়েছিল, তাই মনে হচ্ছে এখন। স্মৃতিতে ভেসে উঠল অনেক মুখ—কত চেনা মানুষ, সুখে-দুঃখে অনেক সময় পার করেছে এদের সঙ্গে! বেশিক্ষণ থাকল না মুখগুলো, চট করে একটা মুখে স্থির হলো। টিম ব্রিসবিনের ভাবনা জুড়ে বসল বেন মেক্সটন। ছেলে নেই তার, এই বেন মেক্সটনকেই নিজের ছেলে ভেবে নিয়েছে, র‍্যাঞ্চের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়েছে তার হাতে। বিশ্বাস করেছে। আর এখন, পাঁচ বছর পর নিজের বিশ্বাসের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছে; নিশ্চিত হারতে বসা পোকার খেলোয়াড় যেমন বাজে তাস ফেলে দেয়, জানে যে নিরুপায় হয়ে উচ্চাশাকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে। চেয়ারে স্থির বসে থাকল টিম ব্রিসবিন, জানালা দিয়ে মেলে দিল বিষণ্ণ দৃষ্টি, অলস চোখে দিন গড়াতে দেখল।

বাইরে, পোর্চে এসে বেন দেখল গল্প করছে ডোরা আর লরি। একটা খিলানের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। পদশব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল লরি পিয়েট, বিদ্রূপ মেশানো কণ্ঠে বলল: 'এত সিরিয়াস হয়ো না, বেন। আমার মুখ কি এতই খারাপ যে একটু হাসাও যাবে না?'

কথাটা শুনে না-হেসে পারল না বেন। লরিও হাসল, উদ্দেশ্য সফল হওয়াতে নিশ্চিন্ত মনে ডোরার দিকে মনোযোগ দিল। বিয়ে নিয়ে আলোচনা শুরু করল দু'জন। ইয়েলো হিলসের কোলে ছোট্ট একটা স্প্রেডের মালিক জিম মেসকে আগামী সপ্তাহে বিয়ে করছে লরি।

দুই মহিলার মধ্যে একটা পার্থক্য স্পষ্ট ধরা পড়ল বেনের চোখে। লরি পিয়েট হাসি-খুশি, ছিপছিপে দেহের তরুণী, নানা রঙের একটা ঝলকের মত; যেগুলো ওর অস্থির অনিশ্চিত মেজাজের সাক্ষ্যও দেয়। সুন্দরী একটা বাচ্চা বলা চলে ওকে। পুরুষদের প্রতি বিশ্বস্ত, অনুরাগী, আদরপ্রিয়; কিন্তু এর অন্যথা হলে অল্পতেও কষ্ট পায়। বিপরীতে ডোরা মিতভাষী, তুলনায় একটু লম্বা, অন্তত বাইরে থেকে বেশ শান্ত—বান্ধবীর সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে এবং যা বলছে না, সেগুলোও অনুমান করে নিচ্ছে। একবার মুখ তুলে বেনের দিকে তাকাল ডোরা, যেন ওর মনের ভাবনা জানতে চাইছে।

সমতল প্রেয়ারিতে এক রাইডারকে দেখা যাচ্ছে। নির্ঘাত জ্যাক ভার্ডন। ডোরার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। একটা সিগারেট রোল করল বেন, ইচ্ছে করেই কিছু বলল না। একসময় জ্যাক ভার্ডনকে দেখতে পেল

ডোরা, না-চাইলেও ওর মুখে প্রশান্তি আর আনন্দ ঝলমল করে উঠল। ঘোড়াটা আঙিনায় পা রাখতে খুরের শব্দে মুখ তুলে তাকাল লরি পিয়েট, হাসিমাখা মুখ থমথমে হয়ে গেল। ব্যাপারটা বিস্মিত করল বেনকে, বুঝল নিজের হৃদয় জ্যাককে বিলিয়ে দিয়েছে লরি।

স্যাডল থেকে নেমে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল জ্যাক ভার্ডন। দীর্ঘ ও সুঠামদেহী টগবগে যুবক। সুদর্শন মুখে সর্বজয়ী হাসি। হ্যাট খুলে হাতে নিল সে। 'সৌন্দর্যের বিমূর্ত ছবি বরাবরই নির্জলা সত্য উদ্‌ঘাটন করে,' মৃদু স্বরে বলল সে, তারপর নিজের কথায় নিজেই হেসে উঠল। 'এমন মুখ হাজার পুরুষের বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিতে পারে। কথাটা হ্যাটের কঠিন হৃদয়ের ফোরম্যানের উদ্দেশে বলা।'

'হয়তো ঠিক পথেই আছি আমি,' তর্ক করল বেন।

'আমার দাবি নিশ্চিত করতে এসেছি,' এক-গাল হেসে বলল জ্যাক ভার্ডন। 'জবর খাটাচ্ছ আমাকে।'

'আমি? শুরুতে ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে গেছি আমি, জ্যাক। ডোরা আমার সম্পর্কে খুব ভাল করে জানে।'

'কোন মহিলাকে নিজের সবকিছু জানতে দিতে নেই, কিড,' চালিয়াতির সুরে বলল জ্যাক। 'বরং একটু-আধটু রহস্য পছন্দ করে ওরা।'

'রহস্যই যদি তোমার চাওয়া হয়ে থাকে, জ্যাক,' মৃদু স্বরে বলল ডোরা। 'তুমি বরং পিছনে ফেলে আসা চিহ্নগুলো ভাল করে মুছে দিয়ো।'

মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল জ্যাক ভার্ডনের লালচে গাল। পরিষ্কার বোঝা গেল কথাটা তার অহমে লেগেছে। এদিকে জ্যাকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে নড়েচড়ে বসল লরি পিয়েট, মিনতির সুরে বলল: 'আমার বিয়েতে আসছ তো, জ্যাক?'

'বিয়ের মত জমজমাট অনুষ্ঠান মিস্ করি না আমি, লরি।'

তিনজনে মিলে আলাদা একটা দল তৈরি হয়ে গেল, পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে থাকল বেন, দৃশ্যের বাইরে। এখানে এমন কিছু আছে যার বাইরে ও। পোর্চে সিগারেট ফেলে বুটের তলায় পিষল বেন, তারপর অফিসে ফিরে এল।

কোণের কৌচে ঘুমিয়ে পড়েছে টিম ব্রিসবিন, খবরের কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে। খড় আর স্টকের খাতা বের করে রেকর্ড চেক করল বেন। টু ড্যাশ রেঞ্জে প্রায় পাঁচশো টন রয়েছে, উইলো মিডৌতে আছে ত্রিশ টন। রিজার্ভেশনের ইন্ডিয়ানদের ধারণা এবার তীব্র শীত পড়বে,



সঙ্গে থাকবে মন্দা—খাবারের ঘাটতি হবে। প্রায়ই ওদের কথা ফলে যায়। তবে সত্যি-মিথ্যে যাই হোক, গরু ব্যবসায় সাবধানী না হলে চলে না। ব্যবসায় তুখোড়, *কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ব্যর্থ ও আনাড়ি*, আনমনে ভাবল বেন। মনে হচ্ছে এটাই ওর গল্প।

মনে মনে হিসাব কষল বেন। খড়, গরু, জ্যাক ভার্ডন, অ্যারিজোনা, ডোরা ব্রিসবিন এবং ও নিজে—আর···*হ্যাটের* অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। নদীর উজানে আরও ছয়শো টন খড় রয়েছে। খাতায় আঙুল চলছে ওর, টুকে রাখা অঙ্কে দৃষ্টি বুলাচ্ছে; লিখার সময় দু'বার চালিয়ে গাঢ় করে তুলল অক্ষরগুলো। মাঝে মধ্যে কণ্ঠ চড়া হয়ে যাচ্ছে তিন আড্ডাবাজের, কানে আসছে। দিন এগিয়ে চলল, বিকাল গড়াতে একে একে আঙিনায় ফিরে এল পরিশ্রান্ত পাঞ্চাররা। খড় যোগাড়ে আরও একটা ব্যস্ত দিন চলে গেছে।

'বেন, বেরিয়ে এসো তো,' লুইস ক্রুগলের জরুরি কণ্ঠ কানে এল বেনের।

সাড়ে পাঁচটা বাজে তখন।

পোর্চে আসতে দূরের শেডের দিকে ইশারা করল ক্রুগলে, মুখে কিছু বলল না। ধাবমান একটা ঘোড়া চোখে পড়ল। ঘোড়াটা হাড় জিরজিরে, স্যাডল ছাড়াই রাইড করছে লোকটা। ইন্ডিয়ানদের মত হ্যাকামোর হিসাবে একটা দড়ি পেঁচিয়ে রাখা; ঘোড়ার উপর ঝুঁকে পড়েছে ছোটখাট মানুষটা। বোঝাই যায় এ-পর্যন্ত আসতে যথেষ্ট ধকল সয়েছে।

'ডেলি,' বিড়বিড় করল ক্রুগলে। এগিয়ে আসছে কৌতূহলী পাঞ্চাররা, ঘটনা কী জানতে চায়।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল জ্যাক ভার্ডন।

পোর্চের সামনে এসে ঘর্মাক্ত ঘোড়াটাকে খাড়া করল হিরাম ডেলি। শার্টে লেগে থাকা রক্ত শুকিয়ে গেছে, তার মুখে ধাওয়া খাওয়া মানুষের অভিব্যক্তি। মাটিতে পা রাখল সে, আরেকটু হলে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল, কষ্টেসৃষ্টে খাড়া রাখল নিজেকে। সব কাউহ্যান্ডের মুখ ঘুরে শেষে বেনের উপর স্থির হলো ডেলির দৃষ্টি। কর্কশ একটা শব্দ বেরোল গলার গভীর থেকে। 'বেন, খোদার কসম, কীভাবে ঘটেছে যদি জানতাম! বিশ্বাস করো, কিছু জানি না। আলা মালুম! গতরাতে এক লোককে খুন করে ফেলেছি আমি! আহা রে, বেচারা! না জানি কে!-একটা তাজা ঘোড়া দাও আমাকে, তল্লাট ছেড়ে ভাগছি আমি।'

পোর্চে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এসেছে। হাত তুলে মুখ-চাপা দিল

ফ্রুগলে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল বেনের দিকে। হঠাৎ পোর্চের সিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়ল বেন, হাঁটু চেপে ধরে ভারসাম্য রাখল, তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

বিস্ফারিত হয়ে গেছে ডেলির চোখজোড়া, কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসার উপক্রম। 'যীশুর কীরে, হয়েছেটা কী! আমি তো...' ঠোঁট নড়ছে তার, কিন্তু কেউই শব্দগুলো শুনতে পেল না। আঙিনা ভর্তি লোকজন হাসছে, যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে সবার। ক্রমে বাড়ছে ফ্রুগলের হাসির তীব্রতা, এদিকে হাসতে হাসতে চোখে পানি চলে এসেছে বেনের।

এভাবেই কেটে গেল আরও একটা মিনিট। বেকুবের মত তাকিয়ে আছে হিরাম ডেলি, মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার দশা। 'অ,' মিনমিনে স্বরে বলল সে, তারপর একেবারে দাঁত কপাটি লেগে গেল। হ্যাটের হ্যাকামোর দড়িতে ঝাঁকি দিয়ে চেঁচাল তারস্বরে: 'নিকুচি করি তোমার, বেন! কোন একদিন হয়তো সীমা ছাড়িয়ে যাবে তুমি, মজা টের পাবে তখন!'

একটা মুহূর্তও নষ্ট করল না ডেলি, ঘোড়ায় চেপে ছোটাল ওটাকে, যত জোরে সম্ভব। যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই ঝড়ের বেগে চলে গেল: ঘোড়ার প্রতি লাফের সঙ্গে ছিটকে এক ফুট উপরে উঠে যাচ্ছে ডেলির হাড্ডিসার দেহ, পরমুহূর্তে আবার আছড়ে পড়ছে ঘোড়ার পিঠে। পিছনে সমানে চেঁচাচ্ছে হ্যাটের ক্রুরা, বুনো চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে ডেলিকে।

'তোমাকে এখন চড়ানো উচিত, বেন মেক্সটন!' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল ডোরা ব্রিসবিন।

স্থির দৃষ্টিতে বেনকে দেখছে জ্যাক ভার্ডন। তামাশায় যোগ দেয়নি সে, সামান্য স্মিত হেসেছে কেবল। কিছুটা বিদ্বেষ মেশানো ঈর্ষার সঙ্গে বলল, 'কাল রাতে ঘটনাটা আমাকে খুলে বললে না কেন?'

উঠে দাঁড়াল বেন। হাত দিয়ে ডলে চোখ থেকে পানি মুছল। জ্যাকের উদ্দেশে একটা হাত নাড়ল শুধু, তারপর ফ্রুগলের সঙ্গে আঙিনার দিকে এগোল, সবক'টা দাঁত বের করে হাসছে দু'জনেই।

সাপারের ঘণ্টা বাজতে ভিড় আলগা হয়ে গেল। মূল কোয়ার্টারের পিছনে লম্বা ডাইনিং হলের দিকে এগোল সবাই। পশ্চিমাকাশে ঝুলে পড়েছে সূর্য, ব্যাডল্যান্ডের আড়ালে পড়ে গেছে, শেষ বিকালের উজ্জ্বল রোদ গড়াগড়ি খাচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিতে।

'তাড়া আছে আমার, যেতে হবে,' দ্রুত বলল লরি, চেয়ার ছেড়ে ঘোড়ার দিকে এগোল। স্যাডলে চেপে জ্যাকের দিকে এমনভাবে তাকাল যাতে বোঝা যায় শর্ট আরো মালিকের উপর অসন্তুষ্ট ও। 'আশা করি



বিয়ের অনুষ্ঠানটা পছন্দ হবে তোমার, জ্যাক।' বলে আর দেরি করল না লরি, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল প্রেয়ারির উদ্দেশে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডোরা ব্রিসবিন। 'সাপার পর্যন্ত থাকবে?'

মাথা নাড়ল জ্যাক ভার্ডন। 'না। কী বলতে চাইল ও, বুঝতে পেরেছ, ডোরা?'

জ্যাকের দিকে ফিরল ডোরা। মুখ থমথমে দেখাচ্ছে, রেগে গেলে যা হয়, মুখে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার ফুটে ওঠে। 'জ্যাক, তুমি আমাকে যতটা বোকা ভাবো, ততটা বোকা নই। তোমার কাজকারবার বোঝা কঠিন নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল জ্যাক, তবে হাসি নেই মুখে। 'ডোরা, একজন পুরুষের সঙ্গে কি হাসি মুখেও কথা বলা যায় না? মন তোমার এতই খারাপ?' কিছু বলতে উদ্যত হলো ডোরা, কিন্তু মুখ নামিয়ে ওর গালে চুমো খেল সে। দৃশ্যটা অনেকক্ষণ স্থবির হয়ে থাকল বেন মেক্সটনের চোখে, বাঙ্কহাউস থেকে ফিরে এসে এভাবেই দেখতে পেল দু'জনকে। পিছিয়ে এল জ্যাক ভার্ডন, সিরিয়াস ও ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, ভিতরে ভিতরে যে খুব ভাল বোধ করছে তা নয়।

'আজীবনই বোধহয় তোমাকে ক্ষমা করে যেতে হবে আমার,' বিড়বিড় করল ডোরা। 'সব পারলেও তোমার বেলায় কঠিন হতে পারি না আমি।'

ইচ্ছে করে একটু ঘুরপথে পোর্চে উঠে এল বেন, দু'জনের সামনে পড়তে চায় না।

পেটের সঙ্গে হ্যাট বাড়ি মারছে জ্যাক ভার্ডন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডোরা, মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মনের কথা। 'সেটা তোমার বদান্যতা, ডোরা,' স্মিত হেসে বলল সে। 'আমার বেলায় তোমার মানসিকতা যেন না বদলায় কখনও। যাই ঘটুক দুঃখ পেয়ো না, আমাদের বেলায় কোন কিছুই বদলাবে না।'

'সাপার পর্যন্ত থেকে যাও।'

'আজ নয়, অন্য কোনদিন।' পোর্চ ছেড়ে ঘোড়ার দিকে এগোল সে, স্যাডলে চেপে ধীর গতিতে আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থেকে তাকে ইয়েলো হিল্‌সের দিকে মোড় নিতে দেখতে পেল ডোরা ব্রিসবিন। দূরে পাহাড়শ্রেণীর আনাচে-কানাচে ছায়া ঘনাচ্ছে।

# তিন

অন্ধকার পোর্চে ব্রিসবিনদের সঙ্গে বসে আছে বেন মেক্সটন। বাঙ্কহাউসের কাছে আঙিনায় সমবেত হয়েছে স্থায়ী পাঞ্চার আর খড় সংগ্রহের জন্য ভাড়া করা ক্রুরা। কোত্থেকে যেন একটা গিটার সংগ্রহ করে এ-মুহূর্তে হেঁড়ে গলায় "বাফেলো গার্লস" গাইছে একজন। পাহাড় থেকে ভেসে আসা বাতাসে সদ্য তোলা খড়ের সুবাস। দিনের বেলার উত্তাপ নিংড়ে নিচ্ছে ঠাণ্ডা বাতাস। বহু দূরে টু ড্যান্স উপত্যকার ঢালে চার্লস রায়ানের স্টোরের জ্বলন্ত বাতি মিটমিট করছে। ছুটন্ত একদল রাইডারের ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রেয়ারির স্থবিরতায় প্রতিধ্বনি তুলল, খুব দ্রুত ছুটছে লোকগুলো।

'পুরানো দিনের কথা মনে পড়ছে,' প্রসন্ন সুরে বলল বুড়ো ব্রিসবিন। 'রাতে পোর্চে এসে বসতাম। এভাবেই দুনিয়া কাঁপিয়ে ছুটত দুরন্ত পাঞ্চাররা, আনমনে ভাবতাম এরা আসলে ইন্ডিয়ান কি-না। এর তাৎপর্য ছিল: ইয়েলো হিল্স থেকে বিতাড়িত হয়েছে ওরা। টু ড্যান্স হিলে সবসময়ই শান্তি ছিল। ওদিক থেকে রাইডারদের আগমন মানেই সুখবর, কিন্তু ইয়েলো হিল্স থেকে আসা মানেই বিপদ। সময় কত দ্রুত চলে যায়! সময়ের চেয়ে বড় ঠকবাজ আর নেই। কম বয়সে বহু স্বপ্ন থাকে মানুষের, কিন্তু ওগুলো পূরণ হওয়ার আগেই হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে বসে বুড়ো হয়ে গেছে সে, চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

'বাবা!' বিড়বিড় করে অনুযোগ করল ডোরা।

'একটুও দুঃখ নেই আমার। জীবনটা মন্দ কাটেনি।'

এদিকে ঘোড়ার খুরের ছন্দপতন ঘটেছে, একটু পর মাত্র একটা ঘোড়া হ্যাটের র‍্যাঞ্চ হাউসকে ছাড়িয়ে গেল, একসময় মিলিয়ে গেল খুরের শব্দ। পোর্চের খিলানের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসেছে বেন, আচমকা সিধে হলো, পূর্ণ সজাগ, মনোযোগ দিয়ে রাতের শব্দ শুনল। নড়েচড়ে বসায় প্রতিবাদ করল বুড়োর চেয়ারটা। 'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক,' মন্তব্য করল হ্যাট মালিক।



আঙিনায় ছোটখাট একটা কাঠামো দেখা গেল। লুইস ক্রুগলে। পোর্চের গোড়ায় এসে দাঁড়াল, কিছু বলল না, মুখে জ্বলন্ত সিগারেট ছায়ার বিপরীতে ছোট্ট কমলা বৃত্তের আকৃতি পেয়েছে। নিঃসঙ্গ রাইডারের ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলেছে পাহাড়ে, একসময় একেবারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু হ্যাটের আঙিনার কিনারে কিছু একটা রয়েছে, নড়াচড়া করেও থেমে গেল।

উঠে দাঁড়াল বেন। 'সিগারেট নেভাও, লুই,' নির্দেশ দিল ও, দেখল সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট ফেলে দিয়েছে ক্রুগলে।

একটা ঘোড়া ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে, চাপ চাপ অন্ধকারের মধ্যে ওটার আবছা আকৃতি বোঝা যাচ্ছে; পিঠে সওয়ার না-থাকলেও স্যাডলের উপর একটা কিছু আছে। দীর্ঘক্ষণ সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বেন। 'আলো নিয়ে এসো, লুই,' বলে ঘোড়াটার দিকে এগিয়ে গেল ও।

থেমে গেছে ঘোড়াটা, মাথা নেড়ে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'শান্ত হ, বাছা,' বিড়বিড় করে ওটাকে প্রবোধ দিল বেন। তাড়াহুড়ো করল না। কিন্তু একটু পর মাটিতে হেঁচড়াতে থাকা লাগাম হাতে নিয়ে থমকে দাঁড়াল, স্যাডলের উপর আড়াআড়িভাবে পড়ে থাকা শিথিল কাঠামোটা শনাক্ত করতে সক্ষম হলো। একজন মানুষ।

'জলদি একটা লণ্ঠন নিয়ে এসো!' অন্ধকারে তীক্ষ্ণ শোনাল ওর কণ্ঠ।

বাঙ্কহাউস থেকে ছুটে এল কয়েকজন।

'কী ব্যাপার, বলো তো?' পোর্চ থেকে চেঁচিয়ে জানতে চাইল বুড়ো ব্রিসবিন।

লণ্ঠন হাতে ঘোড়ার কাছে চলে এল ক্রুগলে। উঁচু করে ধরল বাতিটা। স্যাডলে পড়ে থাকা শিথিল দেহটা পরিষ্কার চোখে পড়ল।

অ্যারিজোনা। এক থলে মাংসের মত স্যাডলে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাথা ঝুলে পড়েছে তার, বাহু দুটো মাটিতে লুটাচ্ছে, মুখ চকের মত সাদা। সন্দেহ নেই, মৃত।

'দাঁড়াও,' অপ্রকৃতিস্থের মত বলল ক্রুগলে, হাত বাড়িয়ে অ্যারিজোনার গলার সঙ্গে সুতা দিয়ে আটকে দেওয়া একটা চিরকুট তুলে নিল। নিজে না-পড়ে ওটা বেনের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে। চিরকুটটা নিয়ে ভাঁজ খুলল বেন, তারপর লণ্ঠনের আলোয় পড়ল। ওটায় লেখা:

***কেয়ানি থেকে তাড়া করা তোমার রেঞ্জ ডিটেকটিভের করুণ দশা***

'তো দেখলে, মেক্সটন। কাউকে বোকা বানাতে পারোনি তুমি।'

ততক্ষণে ঘটনাস্থলে চলে এসেছে সব পাঞ্চার। ঘোড়াটাকে ঘিরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সবাই। মুখে কথা সরছে না কারও। পোর্চ ছেড়ে চলে এসেছে টিম ব্রিসবিন, পলকের দেখায় ঘটনা আঁচ করে নিল সে। ডোরাও এসেছে। বেনের কাঁধে একটা হাত রাখল মেয়েটি, ওর ছন্দহীন নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল বেন। স্থির দৃষ্টিতে মৃত পাঞ্চারের ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ডোরা, দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়াল লুইস ক্রগলে, লণ্ঠনটা নিয়ে এল নিজের সামনে। পিছনে ঘোড়া আর অ্যারিজোনার লাশের উপর ছায়া পড়ল। এমন একটা আবহ রয়েছে এখানে, যেটা মাকড়সার তন্তুর মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছে ওদের। গাঢ় চোখ তুলে বেনের দিকে তাকাল লুইস ক্রগলে, ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে তার চাহনি।

ঘোড়াটাকে লীড করে আঙিনা ধরে এগোল বেন মেক্সটন। লণ্ঠনটা অন্য একজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে পিছু নিল ক্রগলে। ক্রুদের কোয়ার্টারের সামনে চলে এল দু'জন। ঘোড়ার স্যাডল থেকে অ্যারিজোনার লাশ মুক্ত করল, ভিতরে এনে বাঙ্কের উপর শুইয়ে দিল হতভাগ্য লোকটাকে। অন্য ক্রুরাও চলে এসেছে। লণ্ঠনের আলো আবার স্থির হলো অ্যারিজোনার ফ্যাকাসে মুখে, পেন্সিলের মত সরু নীলচে একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে কপালে।

'রাইফেলের বুলেট,' বলল ক্রগলে।

'আচ্ছা, আসলে কে ও?' জানতে চাইল হ্যাটের সবচেয়ে কমবয়সী ক্রু, ডিমস বেনেট। 'অ্যালেক্স থমসনের জায়গায় এই লোক এল কী করে?'

'চুপ করো!' খেঁক করে বিরক্তি প্রকাশ করল ক্রগলে, বেনকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এল বাঙ্কহাউস থেকে।

'ডিমস, এদিকে এসো,' ডাকল বেন। মনে অস্বস্তি নিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল বেনেট। 'টু ড্যাপে চলে যাও। অ্যালেক্সকে পাবে ওখানে। ওকে ফিরে আসতে বোলো।'

'ফিরে এসে কী করবে ও?'

'চুপ করো, ডিমস!' একই নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করল ক্রগলে।

আঙিনা হয়ে পোর্চের কাছে চলে এল বেন, সঙ্গে ক্রগলে রয়েছে। নিশ্চল চেয়ারে বসে আছে টিম ব্রিসবিন। একটা খিলানের সঙ্গে হেলান



দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডোরা, আবছা অন্ধকারের কারণে মুখটা দেখতে পেল না বেন। টিম ব্রিসবিনের কণ্ঠের ইস্পাতদৃঢ় তীক্ষ্ণতায় ভেঙে খানখান হয়ে গেল নীরবতা।

'কোন একটা পাঁয়তারা করেছিলে তুমি, কিন্তু থোলার বেড়াল বেরিয়ে গেছে, তাই না?'

'চারদিন আগে চেয়ানিতে অ্যারিজোনার সঙ্গে রফা হয়েছিল আমার। ওর আসল নাম হচ্ছে জেরি, ক্যাটলম্যানদের পক্ষে ডিটেকটিভ হিসাবে কাজ করত। থমসনও জানত সবকিছু, তাই বরখাস্ত করার অভিনয়ে ঠিকভাবে উতরে গেছে, কিন্তু কোথাও একটা ফুটো রয়ে গিয়েছিল।' শেষ দিকে ম্লান এবং রুদ্ধ হয়ে এল বেনের কণ্ঠ। পাশ ফিরে ওর দিকে তাকাল ডোরা, বুঝতে পারছে অক্ষম ক্ষোভে এই সুরে কথা বলছে বেন।

তৎক্ষণাৎ টু ড্যাপের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ডিমস বেনেট। অখণ্ড নীরবতার মধ্যে পানির কুলকুল ধ্বনি স্পষ্ট শোনা গেল আবার। পায়ের ভর বদল করল বেন। 'মনে হচ্ছে কিছু ঝামেলা সামাল দিতে হবে আমাদের, টিম,' মৃদু স্বরে বলল ও।

'সামাল দেবে নাকি পাশ কাটাবে, সেটা তোমার ব্যাপার,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল র‍্যাঞ্চার।

'এই ঝামেলায় হ্যাটের ক্ষতি হবে।'

'বললাম তো, এটা তোমার মর্জির উপর নির্ভর করছে। র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছ তুমি, আমি নই। সুতরাং কী করবে, সেটা তোমার সিদ্ধান্ত।'

'হ্যাটের স্বার্থই আগে, সবসময় তাই করেছি আমি।'

'চাইলে ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পারো তুমি, যদি চাও। তোমাকে কোন পরামর্শ দিতে পারছি না।'

'উঁহুঁ,' একগুঁয়ে স্বরে বলল বেন। 'ধৈর্যের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। হয় পাল্টা কামড় দেব, নয়তো প্যাদানি খেয়ে দেশছাড়া হব। কিন্তু হ্যাটকে এসবের বাইরে রাখতে পারব।'

'কীভাবে?'

মুখ তুলে ডোরার দিকে তাকাল বেন। 'তুমি যখন জ্যাককে বিয়ে করবে, সে-ই হবে ফোরম্যান। ওর হাতে কোমরভাঙা একটা র‍্যাঞ্চ তুলে দিতে চাই না আমি। কবে বিয়ে করবে ওকে, ডোরা?'

'কেন জানতে চাইছ, বেন?'

'ওর বিয়ের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক?' গর্জে উঠল টিম ব্রিসবিন।

'জ্যাক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অসুবিধা নেই আমার। ততদিন

পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে পারব…যদি না খুব বেশিদিন লাগে। সেক্ষেত্রে, কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের চেষ্টায় শয়তানগুলোকে খুঁজে বের করব আমি।'

'কাজ ছেড়ে দেবে?' ফাঁকা স্বরে জানতে চাইল বুড়ো। 'আমার র‍্যাঞ্চে ফোরম্যান নিয়োগ করবে কে, তুমি না আমি?'

একগুঁয়ে শোনাল বেনের উত্তরটা। 'জ্যাক আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু, কিন্তু এক বাথানে দু'জন ফোরম্যান থাকার সুযোগ নেই।'

'কে বলল দু'জন ফোরম্যান থাকবে বা থাকতে হবে? জ্যাক ডোরার স্বামী হবে ঠিকই, কিন্তু হ্যাট তুমি চালাবে।'

'ডোরা, তোমার বাবার বুদ্ধি গুলিয়ে গেছে, তা বলছি না, তবে আরেকটু মাথা খাটানো উচিত ওর। তুমিই বুঝিয়ে বলো ওকে।'

কিছু বলল না ডোরা। নীরবে সময় পেরিয়ে চলল। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল লুইস ক্রুগলে, এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল, বুঝতে পেরেছে এখানে কোন ভূমিকা নেই ওর।

রকার থেকে উঠে দাঁড়াল টিম ব্রিসবিন, আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হাঁটুর সন্ধির উপর শরীরের ভর চাপানোয় ব্যথা বেড়ে গেছে। 'মনে হয় বুঝতে পেরেছি,' বিড়বিড় করে বলল সে।

পোর্চে দু'ধাপ নেমে এল ডরোথি ব্রিসবিন, বেনের সমান্তরালে পৌঁছল ওর চোখজোড়া। মুখটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। হাত বাড়িয়ে বেনের বাহু স্পর্শ করল মেয়েটি, তারপর এত কোমল স্বরে কথাগুলো বলল, তীব্র নাড়া দিয়ে গেল বেনকে, সারা জীবনেও এতটা কোমল আন্তরিক স্বরে ওর সঙ্গে কথা বলেনি ডোরা। 'জানি না কবে বিয়ে করব আমি, বেন, কিন্তু ততদিন পর্যন্ত তোমাকে থাকতেই হবে।'

'কেন?'

বাড়ির ভিতরে ঢুকছিল টিম ব্রিসবিন, দোরগোড়ায় থেমে ফিরে তাকাল। 'যতদিন হ্যাট চালিয়েছি, কখনও কোন লড়াই পাশ কাটিয়ে যাইনি আমি,' গম্ভীর স্বরে বলল বুড়ো। 'মরার আগে আমি দেখতে চাই আবারও জয় হয়েছে হ্যাটের। অন্তত একবার।' বলে আর দাঁড়াল না সে, ভিতরে হারিয়ে গেল ঋজু কাঠামোটা।

'কীসের ভয় পাচ্ছ তুমি, বেন?' জানতে চাইল ডোরা।

পাশ ফিরল বেন, ডোরার অনুসন্ধানী দৃষ্টির মুখে পড়তে চায় না। কিন্তু লাভ হলো না। পাশে মেয়েটির উপস্থিতিই যথেষ্ট: রাতে সুঘ্রাণ যেমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, দূরাগত সঙ্গীতের মূর্ছনা



যেমন কানে দোলা দিয়ে যায়: মোহনীয় নারীত্ব নিয়ে ওর পাশে দাঁড়ানো ডরোথি ব্রিসবিন–স্নিগ্ধ একটা গোলাপের মত নিটোল, সতেজ, সমৃদ্ধ এবং লোভনীয়। কাঙ্ক্ষিতা এক নারী। বিস্তীর্ণ প্রেয়ারিতে কাঁপছে গাঢ় ছায়া, চার্লস রায়ানের স্টোরের মিটমিটে বাতি ম্লান আলো বিতরণ করছে লাগোয়া উঠোনে, মোমের আলোর মত অনুজ্জ্বল আর হলদেটে দেখাচ্ছে। স্যাডলে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে পড়ে থাকা অ্যারিজোনার লাশের কথা মনে পড়ল বেনের।

'বিয়ে পিছিয়ে দিতে চাইছ কেন?' বিরক্ত স্বরে জানতে চাইল ও।

'জানি না, বেন,' অকপট স্বরে জবাব দিল ডোরা। 'সত্যি জানি না আমি।'

'কেউই দেখছি কিছু জানে না!'

'কীসের ভয় পাচ্ছ তুমি?' পুনরাবৃত্তি করল ডোরা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ডোরার দিকে হাত বাড়াল বেন, সিঁড়ি দিয়ে দু'ধাপ নামিয়ে আনল মেয়েটিকে, বুকের উপর এসে পড়ল ডোরা। দৃঢ়ভাবে ওর বাহু চেপে ধরল বেন, কোমলতা ছাড়িয়েও ডোরার দেহের কম্পন স্পষ্ট অনুভব করতে পারল। মুহূর্ত কয়েকের নিষ্ক্রিয়তার পর ঠেলে ওকে সরিয়ে দিল ডোরা।

'এটাই তোমার ভয়ের কারণ?'

উপযুক্ত উত্তরের খোঁজে মন হাতড়েও ব্যর্থ হলো বেন। রাতের বাতাসে মাতাল হওয়ার হাতছানি, অনুভূতিটা অপরিচিত ও অস্বস্তিকর লাগছে বেনের কাছে: দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার আগে নিস্তরঙ্গ বাতাস থমকে যায় যেমন। অবস্থা বোধহয় তারচেয়েও খারাপ। পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে না, কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে–হয়তো খুব বেশি দূরে নয়–এমন একটা কিছু রয়েছে যেটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে মনে, ভয়ের হিমশীতল স্রোত বইয়ে দিচ্ছে অন্তস্তলে।

ডোরার হাত নিজের হাতে তুলে নিল বেন। 'মনে হচ্ছে সুখের সময় শেষ হয়ে যেতে চলেছে, আমাদের সবার জন্যই।'

## চার

একমাত্র সন্তান লরির বিয়ে, জর্জ পিয়েট যে মেয়ের বিয়েতে ধুমধাম করবে, এটাই স্বাভাবিক। হচ্ছেও তাই। হাতখোলা মানুষ সে। টু ড্যাগ ভ্যালির প্রায় সমস্ত লোকজন আজ সকালে সমবেত হয়েছে ব্রক-টি বাথানে।

রীতিমত উৎসবের আমেজ লেগেছে। এলাহী কাণ্ড বলা চলে। সামান্য উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মের উপর হুইস্কির পিপে বসানো হয়েছে, পাশেই রয়েছে খালি গ্লাস। যার যত ইচ্ছে পান করছে, প্রায় সবার হাতে গ্লাস। প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে সমবেত অতিথিদের দিকে তাকাল জর্জ পিয়েট, প্রথমেই সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে ছোটখাট একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেলল, যার সারসংক্ষেপ হচ্ছে: সময়ের অভাবে আনুষ্ঠানিকতা সারতে পারেনি, একটার পর একটা কাজ করতে হয়েছে, সঙ্গে চলছিল মেয়েদের ছিচকাঁদুনি; আগে যদি জানা থাকত বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজনে এত ঝামেলা, তা হলে হয়তো পুরো বাড়িকে চৌঠা জুলাইয়ের উৎসবের মত না সাজিয়ে বরং একটা শটগান হাতে বাগিতে তুলে দিত লরি আর জিম মেসকে। শেষে, ভাড়াটে বারটেন্ডারকে হুইস্কি দেওয়ার ইশারা করল সে। এক চুমুকে পুরোটা শেষ করে নড করল জিম মেসের উদ্দেশে, মৃদু স্বরে বলল: 'তোমার সুস্বাস্থ্য কামনায়, জিম।'

বেসিনের কেউ বাকি নেই, প্রায় সবাই এসেছে। চার বন্ধু বেন মেস্কটন, লুইস ক্রগলে, জ্যাক ভার্ডন এবং উইল হ্যানি ছাড়াও রয়েছে ব্রক-টির ক্রুরা, ব্যাডল্যান্ডের সীমানায় বড়সড় এক স্প্রেড, ক্রিসেন্ট-এর মালিক লিউ ওয়াল্টন; রানিং-এমের অলিভার প্যাটের সঙ্গে ফোরম্যান জেস সাটলার: ইয়েলো হিল্‌সের বাথান ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ-এর টেরেন্স এলগার, সামিট র‍্যাঞ্চ এবং চার্লস রায়ানের স্টোর থেকে আসা লোকজন।

সবার মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বর জিম মেস, মুখে হাসি নেই, দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে অস্বস্তি প্রকাশ পাচ্ছে। এত লোকের মধ্যে কেউ নয়,



বরং কমবয়সী একটা ছেলের উপস্থিতিতে অস্বস্তি চলে গেল বরের, একটু আগে আঙিনায় ঢুকেছে সে। কেউই চেনে না তাকে। চেয়ানি থেকে আসা বিশপ বাড়ির ভিতরে রয়েছেন, মেয়েদের সঙ্গে মূল অনুষ্ঠানের অনুশীলন করছেন।

হুইস্কির গ্লাস ভরে নিয়ে জর্জ পিয়েটের শুভেচ্ছার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করল সবাই। কেবল জিম মেস ছাড়া। 'ধন্যবাদ, জর্জ,' বলে নিজের চারপাশে অস্বস্তি নিয়ে তাকাল মেস। লরির চেয়ে দশ বছরের বড় সে, গম্ভীর চেহারার মানুষ, ইয়েলো হিল্‌সে নিজস্ব স্প্রেড নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অল্পতে খেপে যাওয়ার বদনাম আছে তার।

পনেরো বছর ধরে জর্জ পিয়েটের নিকটতম প্রতিবেশী লিউ ওয়াল্টন। 'চাইলে কাল দেরি করে ঘুম থেকে উঠতে পারো,' উৎফুল্ল স্বরে বলল সে। 'মনের বিশ্রাম হবে তা হলে।'

সমস্বরে হেসে উঠল সবাই, জানে যে গত কয়েক বছরে আধ-বুনো স্বভাবের লরি কতটা ভুগিয়েছে তাকে। চোখ টিপ মারার জন্য বেনের দিকে ফিরল জ্যাক ভার্ডন, এদিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জ্যাককে দেখছে জিম মেস, ব্যাপারটা বেনের দৃষ্টি এড়ায়নি। ভিড় আলগা হয়ে গেল, ইয়ার্ডে টেবিলের উপর রাখা নাস্তার সদ্ব্যবহার করতে চলে গেল বেশিরভাগ লোক। ব্রক-টি ক্রুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে অচেনা তরুণ, কৌতূহলে উজ্জ্বল হয়ে গেছে মুখ। বেনের কাছে চলে এসেছে ক্রগলে, ভার্ডন আর হ্যানি: যে-কোন অনুষ্ঠানে যেটা দেখা যায়, চার বন্ধু একত্রে থাকবেই। অচেনা তরুণের উদ্ধত কণ্ঠ কানে এল বেনের।

'তাজা একটা ঘোড়া ছাড়া উপায় ছিল না। পাসির ধাওয়া খেয়ে ছুটলাম, ইউটাহ্ পেরিয়ে এসে দেখি খসিয়ে ফেলতে পেরেছি ওদের।'

ইয়ার্ডের বেশিরভাগ লোকের কানে গেছে কথাগুলো, ঘাড় ফিরিয়ে তরুণের দিকে তাকাল সবাই। নিজের কথার প্রতিক্রিয়া খেয়াল করেছে তরুণ, সামান্য কাঁধ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, মুখে মিটিমিটি হাসি।

বেনের দিকে তাকাল উইল হ্যানি, ঠোঁট উল্টিয়ে বলল: 'কঠিন চীজ ভাবছে নিজেকে!'

'মায়ের কোল থেকে উঠে এসেছে,' নিস্পৃহ স্বরে মন্তব্য করল বেন।

'পাপের ফিরিস্তি দেওয়ার জন্য ভুল জায়গা বেছে নিয়েছে।'

বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কর্তাকে ডাকল মিসেস পিয়েট, পার্টি ছেড়ে বাড়ির দিকে এগোল ব্রক-টি মালিক। দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা নাড়াচাড়া করছে অধৈর্য ভঙ্গিতে। 'বিয়ের অনুষ্ঠানের কত

দেরি, বলো তো? খিদেয় পেট মোচড় দিচ্ছে!'

বাড়ির আঙিনায় দেখা গেল কাউন্টি শেরিফ ডন মরগানকে। ছোটখাট, গম্ভীর স্বভাবের মানুষ; কিন্তু অতি ধূর্ত। একটা টেবিলকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অর্ধচক্র তৈরি করেছে কয়েকজন, ওভাবেই থাকল তারা। এগিয়ে যেতে বেন দেখতে পেল ব্লক-টি আউটফিটের মিক লুডলোর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে রায়ান'স স্টোরের এক লোক। প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত টেবিলে ছুঁইয়ে দিয়ে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল লুডলো, হাত ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্ট স্বরে জানতে চাইল: 'আর কেউ আছে?'

'আছে বৈকি,' জানাল লুইস ক্রগলে। 'একজনকে রেখেছি তোমার সঙ্গে লড়ার জন্য। ওখানে গিয়ে বসে পড়ো, বেন।'

'একটু আনন্দ করতে আপত্তি নেই আমার,' বলে লুডলোর উল্টোদিকে বসে পড়ল বেন, পাঞ্জারের বিশাল হাতের মুঠির সঙ্গে নিজের মুঠি আটকে ফেলল। 'বলে দিয়ো কখন থেকে শুরু হবে।'

'এখন,' বলেই গায়ের জোরে চাপ দিল লুডলো। বেঞ্চের উপর ইঞ্চি খানেক উঠে গেল বেনের শরীর, কিন্তু বাহু সিধে রাখল ও। এদিকে হাসি ম্লান হয়ে গেছে লুডলোর, লেভার হিসাবে সুবিধা পাওয়ার জন্য ডান কাঁধ সামনের দিকে ঠেলে দিল সে। মুখ হাঁ হয়ে গেছে তার, সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে, প্রসারিত নাকের ফুটো দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসছে।

'এত অল্পতে হবে না, সান,' বলে চাপ বাড়াল বেন, টেবিলের পৃষ্ঠের ছোঁয়া পেল লুডলোর হাত।

'স্বপ্নেও ভাবিনি আমাকে হারাতে পারবে তুমি, বেন,' বিস্ময়ের সুরে বলল লুডলো, দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

ঘিরে থাকা কৌতূহলীদের মধ্যে টিম ব্রিসবিনও রয়েছে। 'ক্রুনের ভাল খাওয়ায় হ্যাট,' বলল হ্যাট মালিক। 'বেনকে যদি কেউ হারাতে পারে, পঞ্চাশ ডলার দেব তাকে।'

'বেশ, চেষ্টা করতে আপত্তি নেই আমার,' ঘোষণা করল জ্যাক ভার্ডন। মিক লুডলোর জায়গায় বসে পড়ল সে, বেনের তালুর সঙ্গে তালু মেলাল।

'উঁহুঁ, তোমার সঙ্গে লড়তে রাজি নই আমি, জ্যাক,' দ্রুত বলল বেন।

মাথা নেড়ে নিষেধ করল জ্যাক। 'এখনই,' বলেই গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাপ দিল বেনের মুঠির উপর। মুহূর্ত খানেক পর দেখা গেল প্রায় দাঁড়িয়ে গেছে সে, বেনের আচমকা চাপে টেবিলের সঙ্গে লেগে গেল তার আঙুলের গাঁট; সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল নীল চোখে রাগ ফুটে উঠল। বন্ধুর হাত



ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকল বেন। হাত উল্টে সদ্য ছিলে যাওয়া চামড়া দেখল জ্যাক, আরক্ত হয়ে গেছে গাল, আমুদে ভাবটা বিদায় নিয়েছে মুখ থেকে। 'কিড,' কাটাকাটা স্বরে বলল জ্যাক ভার্ডন। 'হারতে ঘেন্না লাগে আমার!'

'শোষকের মত হলো কথাটা,' সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটল উইল হ্যানি।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, আর কিছু বলল না।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা হাভিভসার ভেন্স সাটলারের দিকে মনোযোগ দিল বেন। অদ্ভুত কী যেন ভাবছে সে, চোখ দুটো আধ-বোজা। বেনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো, কিন্তু ভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না চাহনিতে; তবে এই নিস্পৃহতার আড়ালে ছাইচাপা আগুন দেখতে পেল বেন। 'আগ্রহ আছে নাকি তোমার, ভেন্স?' হালকা চালে জানতে চাইল ও।

একটা হাত তুলে সন্তর্পণে গোঁফ ছুঁলো সে, শুকনো স্বরে বিড়বিড় করল: 'বেকুবের মত কাজ করি না আমি, মেক্সটন।'

তৎক্ষণাৎ নীরব হয়ে গেল পার্টি, সবার মনোযোগ চলে গেছে বেন আর সাটলারের দিকে। কৌতূহল এবং উত্তেজনার প্রবাহ বয়ে গেল সবার মধ্যে। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বেন, শুনতে পেল বাড়ির ভিতর থেকে সবাইকে ডাকছে জর্জ পিয়েট। কিন্তু এক চুল নড়ল না কেউ। সামনে ভিড় করে থাকা লোকজনের উপর দৃষ্টি চালাল বেন, সবার মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠা কৌতূহল ওর নজর এড়াল না। হ্যাটের সঙ্গে রানিং-এমের বৈরীতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এরা, জানে যে-কোন সময়ে শোডাউন ঘটে যেতে পারে দুই স্প্রেডের দুই রেঞ্চ-বসের মধ্যে; আশা করছে এ-মুহূর্তে ঘটবে কাঙ্ক্ষিত সেই ঘটনা।

'বড় চালাক লোক তুমি, ভেন্স, কথাটা সবসময়ই বলি আমি,' একমত হলো বেন। 'সেয়ানাও। তোমার চেয়ে সতর্ক লোক আর দেখিনি।'

'ঠিকই বলেছ,' একইরকম খসখসে স্বরে জবাব দিল সাটলার।

ভিড় পেরিয়ে এসে ভেন্স সাটলারের বাহু ছুঁলো অলিভার প্যাট। 'যথেষ্ট হয়েছে, ভেন্স।'

ঝট করে সার্কেল-এম মালিকের দিকে ফিরল সাটলার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরিয়ে দিল প্যাটের হাত, ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল: 'যথেষ্ট হয়েছে কি না-হয়েছে সেটা আমি বুঝব, অলি।'

'জানি, ভেন্স, কিন্তু…' অনুতাপের সুরে বলল প্যাট।

'নিজের চরকায় তেল দাও!' সাফ জানিয়ে দিল সাটলার।

এত লোকের সামনে রানিং-এম মালিককে অপদস্থ করল সে। ঝট করে উঠে দাঁড়াল টিম ব্রিসবিন, খেপে বোম হয়ে গেছে, কিন্তু নীরবই থাকল সে। বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হার্কের মালিক টেরেন্স এলগার। সবাই অপেক্ষা করছে উপযুক্ত জবাব দেবে অলিভার প্যাট, নিজের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দেবে ফোরম্যানকে, কিন্তু কারও দিকে না-তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকে চলে যেতে দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল সবাই।

'এভাবে যদি কেউ নিজের বাথান চালায়,' বিড়বিড় করে মন্তব্য করল বেন। 'কার কী যায়-আসে! পদ্ধতিটা বোধহয় মন্দ নয়।' ঘুরে বাড়ির দিকে এগোল ও। ঘোর কেটে গেছে যেন, অর্ধচন্দ্রটা ভেঙে গেল, একে একে বাড়ির দিকে এগোল সবাই।

বেনের পাশে চলে এল উইল হ্যানি। 'অবস্থা দেখেছ?' নিচু স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করল সে। 'দেখেছ অবস্থা?'

উত্তর দেওয়া হলো না। ব্লক-টির ফ্রন্টরুমে চলে এসেছে ওরা। বিশপের সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে জিম মেস আর লরি পিয়েট। একপাশে পুরানো ফ্যাশনের অর্গান বাজাচ্ছে ইলেন টসিগ: সোহারা গড়নের জার্মান মহিলা, লম্বায় গড়পড়তা পুরুষদের চেয়ে বেশি। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েদের মধ্যে অনেকে নীরবে কাঁদতে শুরু করেছে। স্বভাবতই, ঘরের গাম্ভীর্য প্রতিটি পুরুষকে নীরব হয়ে যেতে বাধ্য করল। বাজনা থামার পর বিশপের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল বর-কনে, বাইবেল থেকে অমর বাণী উদ্ধৃত করতে শুরু করলেন বিশপ।

বেনের দিকে ঝুঁকে এল জ্যাক ভার্ডন, ফিসফিস করে জানতে চাইল: 'ওরা কাঁদছে কেন—সুখের জন্য নাকি বিয়ের মাহাত্ম্য জানে বলে?'

জবাব দিল না বেন, মনোযোগও নেই, ডোরাকে দেখতে পেয়েছে। কনের সঙ্গীনী হিসাবে এসেছে মেয়েটি, ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, মুখটা খানিক ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। জ্যাকের দিকে চলে গেল ডোরার দৃষ্টি, খেয়াল করল বেন, চাহনি দিয়ে অদ্ভুত, বিষণ্ণ কিন্তু অর্থবহ একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিল—শুধু জ্যাকের জন্য। মাথা নিচু করে মেঝের দিকে তাকাল বেন, মনোযোগ দিয়ে বিশপের শেষ কথাগুলো শুনল।

ফের অর্গান বেজে উঠল, পরমুহূর্তে প্রায় সবাই কথা বলতে শুরু করল। হ্যানি, ক্রগলে আর জ্যাকের তিন মাথা প্রায় একত্র হয়ে গেল। 'জিম আসলে বেসিনের সবচেয়ে ঈর্ষাকাতর মানুষ,' ভুরু কুঁচকে বলল উইল হ্যানি। 'কথাটা এখনই প্রমাণ করে দেব!'



সার বেঁধে লরি পিয়েটের দিকে এগোল ওরা, একজনের পিছনে আরেকজন, নেতৃত্বে রয়েছে হ্যানি। কনের সামনে পৌঁছল সে। 'বিয়ের পর কনের প্রথম কাজ হচ্ছে সবার চুমো খাওয়া,' বলে লরিকে জড়িয়ে ধরল হ্যানি।

একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল জিম মেস, চোখের দৃষ্টিতে ভস্ম করে দিচ্ছে হ্যানিকে। হ্যানির পর জ্যাকের পালা, লরিকে জড়িয়ে ধরল সে। এতক্ষণ কামরার প্রতিটি লোক হাসছিল, কিন্তু এবার চুপ হয়ে গেল। জ্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে লরি, কাগজের মত রক্তশূন্য হয়ে গেছে মুখ। জ্যাক ওকে চুমো খাওয়ার আগে বাধা দিল।

কনের আড়ষ্টতা টের পেয়ে হাসি মুছে গেল জ্যাকের মুখ থেকে, সামলে নেওয়ার আগেই টের পেল থাবা মেরে ওর বাহু চেপে ধরেছে কেউ, এক ঝটকায় পাশ ফিরাল ওকে। রাগে ফোঁসফোঁস করতে থাকা জিম মেসকে দেখতে পেল। 'অতীতে এমন সুযোগ বহু পেয়েছ,' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল বর, চোখজোড়া ধিকিধিকি জ্বলছে। 'সবকিছুরই শেষ আছে, তাই না? তোমার পালা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

নিখাদ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে হাসল জ্যাক ভার্ডন। 'বিয়ের অনুষ্ঠানে এলে সবসময় কনেকে চুমো খাই আমি, জিম।'

পালাক্রমে ক্রগলে আর বেনও চুমো খেল লরিকে, তারপর দু'জনেই দরজার দিকে এগোল। দোরগোড়ায় লালচুলো ছোটখাট একটা মেয়ের দেখা পেল ওরা। 'আমি তো জানতাম তুমি হচ্ছ এলাকার সবচেয়ে লাজুক লোক,' বিদ্রূপের সুরে বেনের উদ্দেশে বলল মেয়েটি, তারপর ক্রগলের বাহু বগলদাবা করে একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ পাশে ডরোথি ব্রিসবিনকে আবিষ্কার করল বেন, নীরবে পাশাপাশি এগোল মেয়েটা, আস্তিন ধরে খাবার টেবিলের দিকে এগোল দু'জন। ঘুরে অন্যদিকে চলে যেতে উদ্যত হলো বেন, কিন্তু অনুভব করল ওর উদ্দেশ্য টের পেয়ে বাহু খামচে ধরেছে ডোরা; অগত্যা নিবৃত্ত হলো বেন, মেয়েটির দিকে ফিরতে ডোরার চোখে যুগপৎ বিদগ্ধ অহঙ্কার আর প্রত্যাশা স্পষ্ট দেখতে পেল। আবারও ওর সাহায্য চাইছে ডোরা।

একটা টেবিলে এসে পাশাপাশি বসল দু'জন। বাপ-মা আর বিশপ সহ বেরিয়ে এসে খাবার টেবিলের দিকে এগোল বর-কনে। বেনদের টেবিলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসেও হঠাৎ মত বদলে ফেলল জিম মেস, ঘুরে ব্লক-টির ঘোড়ার বার্নের দিকে এগোল।

'কী করছে ও?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল ডোরা।

একটা বাগি চালিয়ে ফিরে এল জিম মেস। বাগি থামিয়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল সে, লরিকে সাহায্য করতে হাত বাড়াল। লরিকে তুলে নিয়ে উঠে বসল চালকের আসনে। মুখ থমথমে তার, বোঝা যাচ্ছে সময়টা উপভোগ করতে পারছে না সদ্য বিয়ে করা বর। নিজেদের মধ্যে এটা-সেটা নিয়ে আলাপ করছিল লোকজন, কিন্তু জিম মেসের কাণ্ড দেখে চুপ হয়ে গেছে সবাই। মেসের জন্য সুবিধাই হলো, অর্ধশত লোকের মধ্যে কথাগুলো বলার জন্য কণ্ঠ চড়া করতে হলো না।

'সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ধন্যবাদ আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকেও,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'বন্ধুদের আমার বাথানে স্বাগতম, কিন্তু এই আজব হেঁয়ালি করতে যদি ওখানে যায় কেউ, বাকশট দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাব আমি!' বাগি ঘুরিয়ে নিয়ে ইয়ার্ড ধরে এগোল সে, উপত্যকা ধরে পশ্চিমে ছুটিয়ে দিল। নাস্তা করার গরজ অনুভব করেনি।

'জেনে-শুনে কেন লরিকে বিয়ে করল ও?' ডোরার অস্ফুট আক্ষেপ।

থালায় ছুরির বাঁট ঠুকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করল জর্জ পিয়েট। 'প্রীতিভোজের উদ্দেশে এখানে জমায়েত হয়েছি আমরা। আমার মনে হয় আর দেরি করা ঠিক হবে না।' বলে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে, শিথিল হয়ে গেছে শরীর, গা-ছাড়া ভাব; নিরানন্দ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সামনের থালার দিকে।

ক্রগলের বাহু বগলদাবা করে উপস্থিত হলো লালচুলো মেয়েটা, এত জোরে ধরেছে যেন ভয় পাচ্ছে হয়তো পালিয়ে যাবে ক্রগলে। 'ডোরা, কনেকে চুমো খেয়েছিল লুই, দেখেছ না? দৃশ্যটা দারুণ রোমান্টিক ছিল না?' গাল দুটো গোলাপি হয়ে গেছে মেয়েটির, সহাস্যে তাকাল ক্রগলের দিকে, তবে হাসিটায় সামান্য বিদ্রূপ রয়েছে, মেয়েটির কণ্ঠে চাপা অসন্তোষ।

'ইয়ে...এটা তো এক ধরনের সৌজন্য, তাই না?' আমতা আমতা করে উত্তর দিল লুইস ক্রগলে।

'তোমার চুমো খাওয়ার সাধ যদি মিটে গিয়ে থাকে,' ঝাঁঝাল স্বরে বলল বেথ কেনেডি। 'এবার দয়া করে বসে পড়ো, আমি তোমার জন্য নাস্তা নিয়ে আসছি।'

বসে পড়ল ক্রগলে, বিড়বিড় করে বলছে কী যেন। প্রায় সবাই টেবিলে চলে এসেছে, নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। ডোরার পাশে এসে দাঁড়াল জ্যাক ভার্ডন, মিটিমিটি হাসি খেলা করছে ঠোঁটে। 'হানি, আমি যখন বিয়ে করব তোমাকে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি বাগিতে ওঠার আগে খাওয়ার সুযোগ দেব।'



'ধন্যবাদ, জ্যাক,' বললেও মুখ তুলে তাকাল না ডোরা। ইতোমধ্যে খাওয়া শেষ করেছে বেন, দু'জনকে রেখে উঠে ঘোড়ার কাছে চলে এল।

এদিকে ইলেন টসিগকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে কয়েকজন, উইল হ্যানিও রয়েছে তাদের মধ্যে। পুরুষদের মাথা ছাড়িয়ে দেখা যাচ্ছে মেয়েটির মুখ। মাথা থেকে হ্যাট সরিয়ে বেন জানতে চাইল: 'কেমন আছ, ইলেন?'

এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল ইলেন, মুখে আন্তরিক হাসি। কণ্ঠ কিছুটা তীক্ষ্ণ, অকপট; উচ্চারণে জার্মান টান রয়ে গেছে। 'তোমাকে দেখে খুশি হলাম, বেন।'

'সব মেয়েই ওকে দেখে খুশি হয়,' অভিযোগ করল হ্যানি। 'বিবাহযোগ্য পুরুষদের তালিকায় ওর নামটাই বোধহয় সবার আগে। কেন, ইলেন, বলতে পারো কারণটা?'

আড়চোখে হ্যানির দিকে তাকাল ইলেন টসিগ। 'তোমাকে জার্মান ভাষায় কথা বলতে শুনেছি আমি।'

'বহু আগে বলতাম, যখন লোকে আমাকে ভদ্রলোক আর জ্ঞানী বলত।'

জার্মান ভাষায় কী যেন বলল ইলেন।

'মনে হয় ঠিকই বলেছ,' মৃদু স্বরে একমত হলো হ্যানি।

'তাই যেন হয়,' প্রত্যাশা করল বেন।

চট করে আরক্ত হয়ে গেল ইলেনের মুখ। 'তুমি বুঝে ফেলেছ?'

'না। তবে যাই বলে থাকো, প্রত্যাশা করছি তাই যেন হয়,' বলে নিজের পথে এগোল বেন।

ইলেন টসিগের আকাশরঙা চোখজোড়া কিছুক্ষণ অনুসরণ করল ওকে, শেষে দৃষ্টি ফিরিয়ে হ্যানির দিকে তাকাল মেয়েটি, ভাবলেশহীন মুখ।

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক ভার্ডন। 'হ্যালো, ইলেন,' শুভেচ্ছা জানাল সে।

উইল হ্যানি কথা বলে কম। স্বল্পভাষী মানুষের ক্ষেত্রে যা হয়, চারপাশে কী হচ্ছে সব খবর রাখে তারা, এমনকী ইন্দ্রিয়গুলোও তাদের অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়। ইলেন আর জ্যাকের মধ্যে শীতল সম্পর্কের অস্তিত্ব স্পষ্ট টের পেল সে। ইলেন এমনভাবে জ্যাকের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক নির্বিকার বলা যাবে না, নিজস্ব গরিমার পাশাপাশি যেন কিছুটা তাচ্ছিল্যও প্রকাশ করছে; অথচ মুখে একটা শব্দও উচ্চারণ করল না। ম্লান হেসে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক ভার্ডন।

'ও কিন্তু নেই,' হ্যানির উদ্দেশে বিড়বিড় করল ইলেন।

নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল বেন, ব্লক-টি পাঞ্চারদের দলকে পাশ কাটানোর সময় কিছু কথা শুনতে পেল। অচেনা তরুণ বড়াই করে বলছে: 'সবাই আমাকে ডাকে ট্র্যাভেলিং কিড বলে। অ্যারিজোনায় এক শেরিফকে তিনশো মাইল ছুটিয়েছিলাম...'

থেমে সেদিকে তাকাল বেন, চকিতে বুঝে নিল চিত্রটা। গম্ভীর মুখে তরুণের বাগাড়ম্বর শুনে যাচ্ছে ব্লক-টি ক্রুরা, তবে মিথ্যুক চিনতে ভুল হয় না কারোই। একটু পাশে দাঁড়িয়ে তরুণের উপর নজর রেখেছে ভেপ সাটলার, দৃষ্টিতে ধারাল ছুরির তীক্ষ্ণতা, মাপছে তরুণকে। বেন দেখছে তাকে, অবচেতন মন থেকে টের পেল যেন, চোখাচোখি হলো ভেপ সাটলারের সঙ্গে, পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল সে।

নিজের ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চাপল বেন, ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল আঙিনায়। হ্যাট তুলে মিসেস পিয়েটকে সম্মান জানাল, জর্জ পিয়েটের উদ্দেশে বলল: 'আগামী হপ্তায় দেখা হবে, জর্জ। চলি।' ব্লক-টি ছেড়ে প্রেয়ারির উদ্দেশে এগোল ও।

ততক্ষণে হুইস্কির পিপের কাছে চলে গেছে উইল হ্যানি। দুনিয়ার আলস্য নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, বরাবরের মতই নিজের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অসন্তুষ্ট; নিরানন্দ চাহনিতে এদিক-ওদিক তাকাল, তখনই জ্যাক ভার্ডনকে ব্লক-টি পাঞ্চারদের ছাড়িয়ে ঘোড়ার করালের দিকে এগিয়ে যেতে দেখতে পেল। আগেই সেখানে চলে গেছে ভেপ সাটলার, স্টিরাপ ঠিক করছে। মুহূর্ত কয়েকের জন্য পাশাপাশি থাকল দু'জন। দৃশ্যটা দেখে অজান্তে মুখ হাঁ হয়ে গেল হ্যানির, চোখ সরু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। দু'জনের কেউই যেন অন্যের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন নয়, কিন্তু হ্যানির মনে হলো স্যাডলে চেপে বসার আগে নড়ে উঠেছে সাটলারের ঠোঁট, কিছু একটা বলেছে; লাগাম ঠিকঠাক করে বেন মেক্সটনের অনুগামী হলো সে।

দৃশ্যটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল হ্যানি, এতটাই যে কাঁধে লুইস ক্রুগলের স্পর্শে চমকে উঠল। ছোটখাট একটা ঝাঁকি খেল ওর মাথাটা। পাশ ফিরতে বন্ধুর সঙ্গে চোখাচোখি হলো, অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় শেষে খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ক্রুগলে, কিছু বলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে জানাল উইল হ্যানি।



## পাঁচ

ব্লক-টি থেকে হ্যাটে ফিরে আসার পরপরই আবার বেরোল বেন মেক্সটন, টু ড্যাপ উপত্যকার উদ্দেশে ছুটল। দুপুরে ইয়েলো হিল্সের শুরুতে অনুচ্চ পর্বতসারির কাছে পৌঁছল, ঢালু ক্লিফের কিনারা টপকে ঘন পাইন বনের করিডর ধরে এগোল। গভীর শান্ত হ্রদের মত স্থবিরতা চারিদিকে। দুপুর দুটোর সময় জোয়েল সিলভারের ক্যাম্পে থেমে চাক ওয়্যাগনের পাশে বসে কফি খেল, কুক অ্যাল সোয়েনের কাছ থেকে জানতে পারল হ্যাটের চার ক্রুকে সঙ্গে নিয়ে রাউন্ড-আপ করতে বনে চলে গেছে সিলভার। সিলভারের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে হ্যাট, সারা বছর ধরে হ্যাটের গরুর দেখ-ভাল করবে সে, প্রয়োজনে ব্র্যান্ড করে সীমানার মধ্যে নিয়ে আসবে। চাক ওয়্যাগনটা নিয়ে প্রায় সারা বছরই ব্যস্ত থাকে জোয়েল।

'জো-কে বোলো দুই বছর বয়সী একটা গরু জবাই করে যেন সিকি ভাগ ফ্রাঙ্ক রাসেলের ওখানে পাঠিয়ে দেয়,' নির্দেশ দিল বেন। 'বাকিটা রাতে যাওয়ার সময় নিয়ে যাব আমি।'

'গ্র্যানিট ক্যানিয়নের ওদিকে যাবে নাকি?'

'যেতেও পারি।'

চোখ পিটপিট করল বুড়ো কুক। 'গত হপ্তায় ওদিকে গিয়েছিল জো। আড়াল থেকে ওকে একটা গুলি করেছিল কেউ।'

গা-ছাড়াভাবে এগোল বেন। পরে, পর্বতসারির কিনারে পৌঁছে স্যাডল ছেড়ে পায়ে হেঁটে গম্বুজাকৃতির এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এল, ওপাশের উপত্যকা পর্যবেক্ষণ করবে। গ্রীষ্মের হালকা নীল রঙের বাহার লেগেছে চারপাশে। নদীর কিনারে কাজে ব্যস্ত ওয়্যাগন থেকে ধুলোর স্তম্ভ উঠে যাচ্ছে আকাশে, টু ড্যাপ এবং রানিং-এমের ট্রেইলে ফিতার মত আকৃতি তৈরি করেছে ধুলো—বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ভেপ সাটলার আর অলিভার প্যাট। উপত্যকার ওপাশে, আরও একজন রাইডারকে চোখে পড়ছে, দূরত্বের কারণে দেখে মনে হচ্ছে যেন একেবারে নড়ছে না, ট্রেইলে চিড় ধরিয়েছে তার ঘোড়ার খুরের আঘাতে তৈরি ধুলো। উত্তর-

পুবে বিস্তীর্ণ ফাঁকটা চোখে পড়ছে এখান থেকে, ড্র ভ্যাশ ভ্যালি আর ইয়েলো রেঞ্জের মাঝামাঝি জায়গা, মন্ডিয় স্টেশনের রেলরোডের দিকে ক্রমশ বিস্তৃতি পেয়েছে ঢেউ খেলানো জমি।

তাড়াহুড়ো নেই বেনের, ধীর কদমে এগিয়ে চলল। গাছের পাতা কুঁচকে গেছে, বাতাস ঠাণ্ডা: শীত আসতে বেশি দেরি নেই। কোথাও চিৎকার করল কেউ, পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি উঠল, তারপর একসময় মিলিয়ে গেল। ছোট্ট এক তৃণভূমিতে এক পাল গরু চোখে পড়ল বেনের। হ্যাটের গরু। ট্রেইল চড়াইয়ের আকারে উঠতে শুরু করেছে, বন্ধুর এবং সঙ্কীর্ণ, পথ চলা কঠিন হয়ে পড়ল। বিকাল পাঁচটা নাগাদ গ্র্যানিট ক্যানিয়নের কাছে পৌঁছল বেন।

ক্যানিয়নের তলায় ছোট্ট একটা ক্রীক, কিনারে ফেনা আর অধঃক্ষেপ জমেছে। পাহাড়ী চাতাল থেকে পরে রানিং-এমে গিয়ে পড়েছে ক্রীকটা। অন্য দিকে নিরেট পাথুরে দেয়াল, ক্রমশ চড়াইয়ের আকারে ইয়েলো হিল্সের হৃৎপিণ্ডে গিয়ে ঢুকেছে। ক্রীকের কিনারা ধরে ঢিমেতালে এগিয়ে চলেছে একটা ওয়্যাগন।

গাছের আড়ালে ঘোড়াটাকে রেখে ক্যানিয়নের কিনারে এসে দাঁড়াল বেন। সঙ্গে আনা ফিল্ড গ্লাসের সাহায্যে মাঝে মধ্যে রানিং-এম কোয়ার্টারের উপর ফোকাস করছে। ক্যানিয়নের মুখে বাথানটার অবস্থান, প্রায় আধ-মাইল দূরে। আঙিনায় চলাফেরা করছে লোকজন, হঠাৎ দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল এক রাইডার। ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে লোকটাকে। ক্রমশ এগিয়ে আসছে সে।

কাঠামো দেখে লোকটাকে চিনতে পারল বেন। ইন্ডিয়ান রাইলি। বিশাল গাট্টাগোট্টা দেহ। স্যাডলে হেলে-দুলে ঘোড়া ছোটায় লোকটা। বিশাল দেহ আর এই বিশেষত্বের কারণে মাইল খানেক দূর থেকেও অনায়াসে তাকে চিনতে পারবে বেন।

কয়েকশো গজ দূরে থাকতে ঘোড়া থামাল সে, সযত্নে ক্যানিয়নের রিম তন্নতন্ন করে খুঁজল, তারপর উপরের চাতালের দিকে এগোল ধীর গতিতে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেনের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চড়ল বেন, বনে ঢুকে ক্ষীণ একটা ট্রেইল ধরে এগোল, ট্রেইলটা ক্যানিয়নের রিমের সমান্তরাল। হালকা চালে চড়াই ধরে উঠল প্রথমে, তারপর মোড় নিয়ে ক্যানিয়নকে পিছনে ফেলে ছোট্ট এক উপত্যকায় এসে পৌঁছল। লগের তৈরি একটা কুঁড়ে রয়েছে এখানে।



সূর্য অস্ত যাচ্ছে, পাইনের সারিতে শেষ বিকালের রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে সূর্যরশ্মি, কোথাও কোথাও ছায়া ঘনাচ্ছে। তৃণভূমির কিনারে থেমে দূর থেকে ডাকল বেন: 'অ্যালেক্স?'

উপত্যকার কোথাও ছিল অ্যালেক্স থমসন, তাকে দেখা না-গেলেও কণ্ঠ ভেসে এল। 'বেন নাকি?' একটু পর ঝোপের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল সে, এগোল বেনের দিকে।

'ওখানে ক্যাম্প করেছ নাকি?'

'কেবিনে থাকার চেয়ে বাইরে থাকতেই স্বস্তি লাগে আমার।'

'সমস্যা হয়নি তো?'

'ভোরে, আলো ফোটার আগে কে যেন গুলি করল। জানালা দিয়ে ছুটে এল একটা বুলেট।'

নড করল বেন। 'অনুমান করেছিলাম এমন কিছু হতে পারে। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, কিড, সিলভারের সঙ্গে চাক ওয়্যাগনে থাকবে তুমি।'

'এখানেই থাকব আমি,' একগুঁয়ে স্বরে ঘোষণা করল থমসন। 'রাইলির গুণ্ডাদের কাজ এটা! গোল্লায় যাক হারামজাদারা!'

'সিলভারের সঙ্গে যোগ দেবে তুমি,' পুনরাবৃত্তি করল বেন। ক্ষণিকের নীরবতার পর খেই ধরল: 'মালপত্র নিয়ে এসো, একসঙ্গে যাব আমরা।'

তর্ক না-বাড়িয়ে কেবিনে চলে গেল থমসন, একটু পর মালপত্র নিয়ে ফিরে এল। ঘোড়ায় চেপে ট্রেইলের পথ ধরল দু'জন।

দিনের আলো ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে, পাইনসারির আশপাশে ছায়া ঘন হচ্ছে, মৃদুমন্দ বাতাস খেয়ে এল পাহাড় থেকে। ঘন বনের দিকে চলে গেছে ট্রেইল, ক্রমশ চড়াইয়ে উঠে গেছে, মিনিট ত্রিশ চলার পর দু'জনে আবার ক্যানিয়নের রিমের কাছে পৌঁছল ওরা। নীচে চওড়া হয়ে গেছে ক্যানিয়ন, ইয়েলো হিল্সের ঢালের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে, ক্রীকের ধারে পরপর তিনটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

জানালায় লণ্ঠনের আলো, আঙিনায় দেখা যাচ্ছে দু'একজনকে। বাড়ির পিছনে প্যাসো চালিয়ে ঘোড়া ধরে করালে নিয়ে যাচ্ছে একজন। ফিকে আলোয় এরচেয়ে বেশি চোখে পড়ল না। স্যাডল ছেড়ে বুট থেকে রাইফেলটা হাতে তুলে নিল বেন। ওর তৎপরতা দেখে একই কাজ করল অ্যালেক্স থমসন। রিমের কিনারে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দু'জন।

'যেমন কুকুর তেমন মুগুর হওয়াই উত্তম,' মৃদু স্বরে বলল বেন। 'জানালার দিকে মনোযোগ দেব আমরা। মন্তব্যটা হয়তো পছন্দ হবে না

রাইফির।' বড় একটা নিঃশ্বাস নিয়ে প্রথম গুলি করল ও, গুলির শব্দে ভেঙে খানখান হয়ে গেল অটুট নীরবতা। গুলির শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই চিৎকার আর হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কোয়ার্টারে, আবছা কয়েকটা কাঠামো ছুটোছুটি করছে, বাড়ির পিছন দিকে চলে যেতে উদগ্রীব। পর্যাপ্ত আড়াল রয়েছে ওখানে।

অ্যালেক্স থমসনও গুলি শুরু করেছে, গায়ের ঝাল ঝাড়তে পেরে সন্তুষ্ট বোধ করছে। ঝটপট একটা একটা করে বাতি নিভে গেল, আধো-অন্ধকারে ঢাকা পড়ল কোয়ার্টার। ওদের দৃষ্টিসীমার আড়ালে থেকে পাল্টা গুলি শুরু করল ইন্ডিয়ান রাইফির দলবল। বেনের মাথার অনেক উপর দিয়ে চলে গেল একটা বুলেট। পাশ ফিরে রাইফেলে নতুন কার্তুজ ভরল বেন, তারপর আবারও মুহুর্মুহু গুলি করে কাঁপিয়ে দিল নীচের বসতি।

'যথেষ্ট হয়েছে, অ্যালেক্স।'

ক্রল করে রিমের কিনারা থেকে সরে এল ওরা, স্যাডলে চেপে ফিরতি পথ ধরল। লাইন-কেবিনের কাছে এসে নিজের পথ ধরল বেন, অ্যালেক্সকে নির্দেশ দিয়ে গেল গিলস্যারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। মূল ট্রেইলে পৌঁছে চট করে ক্যানিয়নের তলায় নেমে এল ও, তারপর অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গার উদ্দেশে এগোল; চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে মিটমিট করছে রানিং-এম বাথানের আলো, ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল কয়েকটা কুকুর।

করাল পেরিয়ে সামনের আঙিনায় চলে এল বেন, স্যাডল ছেড়ে নামল। বাড়ির কোণে গাঢ় একটা কাঠামো দেখতে পেল, পোর্চের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে দু'জন লোক–একইসঙ্গে; জেন্স সাটলারের কণ্ঠ ভেসে এল: 'কে ওখানে?'

সদর দরজা খোলা, ভিতরের আলো বেরিয়ে এসেছে বাইরে। পোর্চে উঠে এল বেন, আলোটা পেরিয়ে গেল, ওকে দেখতে পেয়ে তপ্ত স্বরে বিদ্রূপ করল সাটলার: 'সীমানার বেড়া নিয়ে চলে এসেছ দেখছি, মেক্সটন।'

বাতাসে আধ-শুকনো ঘাস আর ধুলোর গন্ধ, কিন্তু বিপদের আভাসও রয়েছে। ছায়া থেকে কয়েক কদম এগিয়ে এল কয়েকটা কাঠামো, দাঁড়িয়ে থাকল পোর্চের শেষ প্রান্তে–সাটলারের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল অলিভার প্যাট। পাশে শীর্ণ একটা কাঠামো দেখে সাটলারকে শনাক্ত করতে সক্ষম হলো বেন। পরিস্থিতি অনুধাবন করতে অসুবিধা হলো না ওর, গুরুত্বও বুঝতে পারছে. দরজা দিয়ে



ভিতরে পা রাখল ও, ডাকল রানিং-এম মালিককে: 'অলি, এদিকে এসো।'

ওকে অনুসরণ করে ভিতরে ঢুকল অলিভার প্যাট, ছায়ার মত পিছু নিয়েছে সাটলার। দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে কবাটের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সে। চোখ আধ-বোজা, সরু ঠোঁটজোড়া ঢাকা পড়েছে মরচে রঙের গোঁফের নীচে। একরোখা, কঠিন এবং নাছোড়বান্দা লোক, রক্ষা করতে জানে না; অসৎও বটে।

'অলি,' সরাসরি মূল কথায় চলে গেল বেন। 'তুমি কি জানো তোমার ফোরম্যান অসৎ?' কথাটা বলার সময় সাটলারের উপর দৃষ্টি রেখেছে বেন, দেখতে পেল সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে রানিং-এম ফোরম্যানের চোখ, বুনো আমোদ ফুটে উঠল চাহনিতে।

দু'হাত তুলে তালু দিয়ে গালে ঘষল অলিভার প্যাট। বেন যতদূর মনে করতে পারছে একসময় উগ্র মেজাজের সফল একজন মানুষ ছিল সে, নিজের সাফল্যের জন্য গরিমা বোধ করত; কিন্তু সেসব নেই এখন–হারিয়ে গেছে। বেন বা সাটলার, কারও দিকে না তাকিয়েই রানিং-এম মালিক উত্তর দিল: 'এক মিনিটের জন্য বাইরে যাও তো, জেন্স, ওর সঙ্গে একা কথা বলব।'

'যা ইচ্ছে বলো,' বলল সাটলার। 'শুনছি আমি।'

'জেন্স,' দুর্বল স্বরে, অক্ষম রাগে অসন্তোষ প্রকাশ করল প্যাট। 'বেরিয়ে যাচ্ছ না কেন, কথা কানে যায়নি?'

'অলি,' বিরক্তি চেপে জানতে চাইল বেন। 'এটা তোমার র‍্যাঞ্চ, না অন্য কারও?'

'প্রশ্নটার উত্তর আমি দিচ্ছি,' নির্বিকার স্বরে জবাব দিল রানিং-এম র‍্যামরড। 'ও হচ্ছে মালিক, কিন্তু র‍্যাঞ্চটা আমি চালাই।' অলিভার প্যাটের উদ্দেশে ক্ষীণ হাসল সে। 'ফোরম্যান হিসাবে মন্দ নই আমি, কী বলো, অলি?'

ঝট করে মাথা তুলে বেনের চোখে চোখ রাখল প্যাট, হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গি। 'সম্ভবত,' ধীরে ধীরে বলল সে। 'তুমি নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ।'

'নিশ্চই দেখতে পাচ্ছে ও,' যোগ করল জেন্স সাটলার। 'কী দেখলে, বেন মেক্সটন?'

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এল আরও এক রাইডার, শক্ত জমিনে টেলিগ্রাফের চাবির মত খটাখট শব্দ তুলেছে তার ঘোড়ার খুর। পোর্চ ছেড়ে দৌড়ে আঙিনায় চলে গেল এক ক্রু, এদিকে বাড়িটাকে ঘিরে

তারস্বরে চেঁচাচ্ছে সবগুলো কুকুর। ঘোড়ার গতি কমিয়ে পোর্চের কাছে চলে এল রাইডার, দেয়ালের বাধা থাকলেও তার কণ্ঠ ভিতর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা: 'ভেন্স আছ নাকি?'

মৃদু স্বরে জবাব দিল কেউ। সামান্য বিস্ফারিত হলো সাটলারের চোখ, নির্লিপ্ত প্রতিহিংসা নিয়ে তাকিয়ে আছে বেনের দিকে। ইতোমধ্যে রাইডারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চড়া স্বরে লোকটাকে ডাকল বেন। 'ভিতরে চলে এসো, রাইলি।'

'নিজেকে সেয়ানা প্রমাণ করতে চাইছ?' তির্যক সুরে জানতে চাইল ভেন্স সাটলার।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ইন্ডিয়ান রাইলি, ফোরম্যানকে সরিয়ে দিল একপাশে। দরজা আটকে দিয়ে সাটলারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। ছোটখাট গোলগাল শরীরের মানুষ, চওড়া কাঁধ, তামার মত রোদপোড়া ত্বক, নীলচে চোখজোড়া একটু বেশি উজ্জ্বল। 'কী হচ্ছে, ভেন্স?' দ্রুত জানতে চাইল সে।

'জানতাম এখানে আসতে পারো তুমি,' বলল বেন। 'কিন্তু তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক আছে, সেটা জানতাম না। এখানে এসে জেনে নিলাম। সন্ধ্যার শুটিং প্র্যাকটিস কেমন লাগল?'

রোদপোড়া মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, তবে চোখ দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করল রাইলির সঙ্গে—মনের ভাবনা প্রকাশ পেয়ে গেল, বুনো উন্মত্ততা ফুটে উঠল ক্ষণিকের জন্য। মুখে কিছুই বলল না সে।

'তো, এবার কী করবে?' জানতে চাইল সাটলার।

'হাতে-নাতে ধরা ছাড়া কাউকে চোর বলি না আমি। তোমার ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য হবে, ভেন্স।'

'বেশি জেনে যাওয়া সুখের বিষয় নয়, বরং মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।'

'হয়তো,' গম্ভীর মুখে একমত হলো বেন।

মনে মনে কী যেন ভাবছে ভেন্স সাটলার, ভাবনার কারণে শিথিল হয়ে গেল ঠোঁট দুটো, অর্ধচন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত হাসি ফুটল। চট করে দুই কদম পাশে সরে গেল ইন্ডিয়ান রাইলি, অব্যক্ত কোন নির্দেশ বা ইশারা পেয়েছে রানিং-এম ফোরম্যানের কাছ থেকে। কামরার পিছন দিকে রয়েছে অলিভার প্যাট, রেঞ্জের বাইরে। সাটলারের চকিত ভাবনা যেন তাকেও ছুঁয়ে গেছে। তিনজনে মিলে একটা ত্রিভুজ তৈরি করেছে, পরিস্থিতি দেখে প্রমাদ গুনল বেন; হ্যাটটা একটু পিছনে ঠেলে দেওয়া, কোমরে শিথিল



ভঙ্গিতে পড়ে আছে দুই তালু। দৃঢ় চোয়াল অনড়, অভিব্যক্তিতে অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পাচ্ছে।

'বেরিয়ে পোর্চে চলে যাও,' বলল ও। 'যা জানার ছিল, জেনে গেছি আমি।'

আড়চোখে সাটলারের দিকে তাকাল ইন্ডিয়ান রাইলি। সহজাত প্রবৃত্তি আর উদ্বেগের কারণে থলথলে ঠোঁটজোড়া মৃদু কেঁপে উঠল। অনড় দাঁড়িয়ে আছে ভেন্স সাটলার, নিজস্ব ঢঙে বিচার করছে পরিস্থিতি। কামরার অস্বস্তিকর নীরবতায় জড়ানো শোনাল বেনের নিস্পৃহ কণ্ঠ।

'বেশ, ভেন্স, আপত্তি নেই আমার।'

সামান্য মাথা নাড়ল সাটলার। 'দাঁড়াও,' বলল সে। 'রাইলি, দরজা খুলে দাও।'

নির্দেশ তামিল করে বেকুবের মত দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল রাইলি, কামরার বদলে যাওয়া পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে নিজেকে। 'তো?' ফোরম্যানের উদ্দেশে জানতে চাইল সে।

ভাগো!'

দরজার দিকে এগোল বেন। পথ থেকে সরে দাঁড়াল রাইলি, এদিকে সন্তর্পণে পিছিয়ে গিয়ে পোর্চে চলে এল ভেন্স সাটলার। বাইরে, পোর্চের কিনারে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য ক্রুদের গাঢ় কাঠামো চোখে পড়ল বেনের। আগের অবস্থান থেকে এগিয়ে এসেছে সবাই। সাটলারের বাধ্য লোক এরা।

ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চাপল বেন। কেউ নড়েনি বটে, কিন্তু খুব ভাল করে জানে বিপদের খাঁড়া মাথার উপর থেকে সরে যায়নি; এ-মুহূর্তে মনে মনে ওকে টার্গেট করছে প্রতিটি লোক, নীরবতা মানে ভয়াবহ বিপর্যয়ের হুমকি। সতর্ক ও, স্যাডলে স্থির বসে আছে, বুঝতে পারছে না পরিস্থিতি কোন্ দিকে মোড় নেবে; এক হাত শিথিলভাবে ঝুলছে দেহের পাশে, অন্যটা স্যাডল-হর্নের উপর, সম্ভাব্য শোডাউনের আশঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে দেহ।

খটখটে শুকনো কণ্ঠ ভেন্স সাটলারের, মনে হলো বহুদূর থেকে আসছে, ঘৃণা মিশ্রিত স্বরে সে বলল: 'জীবনে কাউকে খাটো করে দেখিনি আমি, মেক্সটন। এখানে এসে বোকামি করেছ তুমি।'

'মোটেই না,' মৃদু স্বরে জবাব দিল বেন। 'একটা কথা তোমাকে বলব বলে এসেছি।'

'বলে জলদি বিদায় হও।'

'প্রমাণ ছাড়াই দিব্যি বলা যায়, রানিং-এম অসৎ ও জোচ্চোর একটা আউটফিট, তবে প্রমাণ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমি।'

'অপেক্ষা না করলেই পারো!' উস্কানির সুরে বলল সাটলার।

'অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি। যেদিন হ্যাটের কোন গরুকে এই আউটফিট পর্যন্ত ট্রেস করতে পারব, সেদিন আবার আসব আমি।' থেমে রানিং-এম ক্রুদের উপর দৃষ্টি চালাল বেন, দেখল ইয়ার্ডের কিনারায় নড়েচড়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। শীতল কণ্ঠে কথাটা শেষ করল ও: 'তখন মানচিত্র থেকে তোমাদের উপড়ে ফেলব আমি, ভেন্স।'

'কঠিন কাজ।'

'হ্যাঁ, কাজটা কঠিন হবে,' বিড়বিড় করে একমত হলো বেন।

'তারচেয়ে বরং এখান থেকে কেটে পড়ো,' বাতলে দিল সাটলার।

আর কিছু বলল না বেন। সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়াকে পিছিয়ে আনল পোর্চ থেকে, তারপর বড়সড় একটা চক্কর কেটে এগোল করালের দিকে, সারাক্ষণ নজরে রেখেছে রানিং-এম ক্রুদের; বাড়ির কোণে এসে স্পার দাবাল। দুলকি চালে ক্যানিয়নের দিকে ছুটল ঘোড়াটা।

'হাতের মুঠোয় ওকে পেয়ে গিয়েছিলে, ভেন্স,' অসন্তোষ প্রকাশ করল ইন্ডিয়ান রাইলি। 'ওকে চলে যেতে দিলে কেন?'

'পরেও সুযোগ আসবে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সাটলার। 'কেন এসেছ তুমি?'

'হারামজাদারা ইচ্ছেমত গুলি করে আমাদের বাড়ি ফুটো করে ফেলেছে!'

'আমরাও তাই করব। এবার ভাগো।'

ইন্ডিয়ান রাইলি অন্তত কয়েকশো গজ দূরে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল ভেন্স সাটলার, শেষে বাড়ির ভিতরে ঢুকল।

চেয়ারে বসে আছে অলিভার প্যাট, মোটাসোটা হাত দুটো হাঁটুর উপর পড়ে আছে শিথিল ভঙ্গিতে, অবশ হয়ে গেছে যেন। পদশব্দে মুখ তুলে তাকাল সে, অনিশ্চিত ভঙ্গি, চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। 'ভেন্স,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'লোকজনের সামনে এভাবে না বললেও পারো তুমি। আমি...'

'চুপ করো,' তাকে থামিয়ে দিল সাটলার। 'পরে যখন লোকজন থাকবে আমাদের সামনে, চাপাটা তুমিই বন্ধ রেখো!' মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থাকল সে, অলিভার প্যাটের ভঙ্গুর ব্যক্তিত্ব ছাপিয়ে যেতে সমস্যা হলো না। সন্তুষ্ট মনে ভেস্টের পকেট থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখল সে, তারপর বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।



বাইরে এসে স্যাডলে চাপল সাটলার, পোর্চের ধারে-কাছে জমায়েত হওয়া ক্রুদের একসঙ্গে থাকার নির্দেশ দিয়ে র‍্যাঞ্চ ছাড়ল। কয়েকশো গজ দূরে, উপত্যকার কিনারে যেখানে পাহাড়সারি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে পাইন বন, সেখানে এসে মোড় নিয়ে বনে ঢুকে পড়ল। কিছুদূর এগিয়ে থামল সে, ছড়ানো-ছিটানো পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক।

'কোথায় ছিলে, এতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকা যায় নাকি?'

'তোমার বন্ধু এসেছিল বাথানে, জ্যাক।'

'কী চায় ও?' সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইল জ্যাক ভার্ডন।

'এমনিতে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি।'

মিনিট খানেক কী যেন ভাবল জ্যাক, শেষে বলল: 'কোন একদিন মরবে তুমি, ভেন্স। বেন মেক্সটনের দৌড় জানা আছে আমার, ঠিকই তোমাকে চেপে ধরবে ও।'

'আর তোমার কী হবে?' বিদ্রূপ ঝরে পড়ল সাটলারের কণ্ঠে।

'আমার?' নিচু হয়ে গেল জ্যাকের কণ্ঠ, হতাশা বা বিষাদ ঢেকে রাখতে পারল না। 'যেদিন থেকে এই খেলায় যোগ দিয়েছি, আমার তো মনে হয় সেদিনই মরে গেছি।'

'লাশ হিসাবে দিন ভালই কাটছে তোমার,' গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল রানিং-এম ফোরম্যান। 'যাকগে, তোমার জন্য একটা কাজ আছে। হ্যাটের সীমানার বনে চলে যাও, গিয়ে দেখো গরুর পাল কোথায় রেখেছে ওরা। ছোটখাট একটা দাঁও মারার সময় হয়েছে।'

## ছয়

রানিং-এম থেকে সরাসরি ইয়েলো হিল্সের পাদদেশে জোয়েল সিলভারের ভ্রাম্যমাণ আউটফিটের কাছে চলে এল বেন মেক্সটন। ক্যাম্পের আগুনের ধারে বসে আছে সবাই। জো, অ্যালেক্স থমসন এবং অন্যরা। আরও একজন রয়েছে। ট্র্যাভেলিং কিড। ব্লক-টিতে বাগাড়ম্বর শেষে বোধহয় এখানে চলে এসেছে। একটানা কথা বলছে ছেলেটা, এদিকে বিরস মুখে শুনে যাচ্ছে ক্রুরা। তরুণ কী জিনিস, বিলকুল বুঝে গেছে সবাই।

বেনের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে চলে গেল সোয়েনসন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেনকে দেখল ছেলেটা, তারপর উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'সম্ভবত সকালে বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখেছি তোমাকে।'

'হ্যাঁ,' সায় জানাল বেন।

টিনের থালায় করে খাবার আর কাপে কফি নিয়ে এসেছে সোয়েনসন। খাওয়ায় মনোযোগ দিল বেন, গল্প জুড়ে দিয়েছে অন্যরা। তরুণের কথা কানে এল ওর:

'কাউকে একবার দেখলে মুখটা কখনও ভুলি না আমি। বিশ বছর পরেও যদি দেখি, ঠিক চিনতে পারব। খাওয়া খাওয়া মানুষের মধ্যে এই গুণ না-থাকলে চলে না।'

'ঠিকই,' একমত হলো জো সিলভার। 'তবে অতি সতর্কতায়ও লাভ হয় না।' কথাটা এত সহজভাবে বলেছে সে, চোখ তুলে তাকাতে বাধ্য হলো বেন। বেনের উদ্দেশে বাম চোখের পাপড়ি সামান্য নাচাল জো, কিন্তু মুখ দেখে মনের ভাবনা বোঝা গেল না। বিশাল বুকের ছাতি তার, কুচকুচে কালো চুল। গত কয়েক বছর ধরে হ্যাটের সেগুন্ডো হিসাবে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে।

'ঠিক বলেছ,' বিড়বিড় করল তরুণ। 'কয়েকবার তো অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছি।'

'বিপদ কাটাতে নিশ্চই দু'একটা খুনও করেছ?' নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল জো।

খানিকটা অবিশ্বাস নিয়ে ওকে দেখল তরুণ। 'যাই হোক, বেঁচে তো আছি। তারমানে বিপদ কাটিয়ে এসেছি।'

'আরে, ইয়ার, চেপে যাচ্ছ কেন? সব খুলে বলো!' তরুণকে উৎসাহ দিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে বেনের দিকে তাকাল জো, বলল: 'দুই বছর বয়সীটাকে জবাই করেছি, বেন।'

'গরুর পাল ঠিক আছে তো?'

'বনের ভিতরে উঁচু জায়গায় আছে ওরা। এ-বছর বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।'

'ভাবছি এ-সপ্তাহে না হলেও আগামী সপ্তাহে বিক্রি করব আবার। পাঁচ-ছয়টা বগির জন্য গরু বাছাই করে এখানে রেখে দেব। বড়সড় মসিহর্ন বাছাই কোরো। তারপর বাকি যা থাকবে, সব গরু পাহাড় থেকে খেদিয়ে নামিয়ে আনবে। এবার বোধহয় শীত বেশি পড়বে, সেক্ষেত্রে পাহাড়ের উপর ওদের না-রাখাই ভাল।'



খাওয়া শেষ। উঠে দাঁড়িয়ে চিবুক নেড়ে ইশারা করল বেন, আগুনের কাছ থেকে উঠে চলে এল জো। তরুণ শুনতে পাবে না, এমন দূরত্বে চলে এল দু'জন।

'কাঁচা রয়ে গেছে এখনও। যেভাবে কথা বলছে, কোন একদিন নিজের পায়ে কুড়াল মারবে ছেলেটা,' নিচু স্বরে মন্তব্য করল জো। 'অ্যালেক্সকে আমার সঙ্গে থাকতে বলেছ? তা হলে ক্যানিয়নে নজর রাখবে কে?'

'ক্যানিয়নের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো না।'

'মত বদলেছ?'

'যা জানার ছিল, জেনে গেছি। আমি চাই না বেহুদা কেউ গুলি খাক।'

'বেশ,' মুখে বললেও দেখে মনে হলো পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি জো। 'কিন্তু বিস্তর গরু খোয়া যাচ্ছে আমাদের।' হেঁটে আগুনের কাছে ফিরে গেল সে।

কুকের ওয়্যাগনের দিকে এগোল বেন। গানি স্যাকে মাংস মুড়ে রেখেছে সোয়েনসন, ওটা নিয়ে স্যাডলে চাপল ও, উরুর উপর আড়াআড়িভাবে রাখল স্যাকটা। 'এই ছেলে,' একটু চড়া স্বরে ডাকল ও। 'এদিকে এসো তো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে দাঁড়াল ছেলেটা, হেঁটে আসতে একটু বেশি সময় নিল। অপরিণত মুখে গাম্ভীর্য আর অনিশ্চয়তার দ্বৈরথ চলছে।

'শোনো,' মৃদু স্বরে তাকে বলল বেন। 'হ্যাটের যে-কোন এলাকায় যেতে পারো তুমি, কিন্তু মুখটা একটু সামলে রেখো। বেশি কথা বলা উচিত হচ্ছে না তোমার। আশপাশে বহু লোক আছে যারা তোমার মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।'

'নিজেকে সামলাতে জানি আমি,' বিড়বিড় করল ছেলেটা, বলে আর দাঁড়াল না, আগুনের কাছে ফিরে গেল।

মুহূর্ত খানেক তরুণকে দেখল বেন, বিরক্ত কিন্তু উদ্বিগ্ন। নেহাত বাচ্চা ছেলে, যোগ্য পুরুষে রূপান্তরিত হতে উদ্‌গ্রীব, অথচ আদপে তার অনেক দেরি আছে; এমন এক এলাকায় এসেছে যেখানে সারল্য বা অজ্ঞতার জন্য ক্ষমা পাওয়া যায় না।

জোর করে তরুণের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল বেন, ক্যাম্প ছেড়ে এগোল ফিরতি পথে। ইয়েলো হিল্‌সের লাগোয়া পাহাড়সারি বরাবর ঘোড়া ছোটাল।

এটাই সচরাচর ব্যবহার্য ট্রেইল, যেটা থেকে বিভিন্ন ট্রেইল চলে গেছে

নানা দিকে, উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে কিংবা নীচের সমতলভূমিতে। দূর থেকে হ্যাট র‍্যাঞ্চ হাউসের টিমটিমে আলো চোখে পড়ছে, একবার আরও দূরে প্রেয়ারির ওপাশে টু ড্যাগ রেঞ্জের কিনারে অবস্থিত কয়েকটা বাথানের আলো দেখতে পেল। ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপ ধরাল পাইনের শাখায়, খসে পড়ল গুটি কয়েক পাতা; শীতের আগাম বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। মনে মনে ইন্ডিয়ান রাইলি আর ভেল সাটলারের কথা ভাবছে বেন, হ্যাটের ভবিষ্যতের প্রশ্নে এদের সম্ভাব্য ভূমিকা অনুমান করার চেষ্টা করছে।

এভাবেই নিজের কাজ করে বেন। বাথানের বিপরীতে সবকিছু বিবেচনা করে। ভারসাম্য রাখার চেষ্টা চালায়। ব্র্যান্ডের প্রতি বিশ্বস্ততা ওর কাছে ধর্মের মত। ভাল-মন্দ যাই ঘটুক, নিজেকে এর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করে ও। ওর তৎপরতার উপর নির্ভর করছে হ্যাটের ভবিষ্যৎ, বেন ভুল করলে নিশ্চিতভাবে ডুববে হ্যাট।

এটাই বেন মেক্সটনের বিশেষত্ব। সবকিছু ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে ও, আর সিদ্ধান্ত একবার পাকা হয়ে গেলে পিছিয়ে আসতে জানে না। এ-সময় বেন থাকে স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ, অনড় এবং নাছোড়বান্দা। কোন পিছুটান বা বাধা টলাতে পারে না ওকে।

রানিং-এমের চিন্তা মাথায় থাকলেও রাতের পরিবেশ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ও, বাতাসের পরিবর্তন বা ছায়ার ঘনত্ব–সবই খেয়াল করছে। সামান্য শব্দ শুনতে উদ্‌গ্রীব। সতর্ক ছিল বলেই পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে আগুয়ান রাইডার আর তার ঘোড়ার কাঠামো দেখতে পেল। ঘোড়ার গতি কমিয়ে ফেলল বেন, ঠাণ্ডায় নুয়ে পড়া কাঁধজোড়া সিধে করল, ডান হাত চলে গেছে হোলস্টারের কাছাকাছি।

'কে তুমি?' অন্ধকারে ভেসে এল লোকটার কণ্ঠ, মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ বলা যাবে না।

জিম মেসের কণ্ঠ চিনতে পারল বেন। এগিয়ে গিয়ে মেসের দু'হাতের মধ্যে চলে গেল ও। উপত্যকার নীচের দিকে, প্রেয়ারির একেবারে সীমানায় জিম মেসের বাথান, এখান থেকে বড়জোর মাইলখানেক দূরে হবে, বাড়ির আলো চোখে পড়ছে।

'কী ব্যাপার, জিম?' জানতে চাইল বেন।

'বেন? তোমাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আমি তো ভেবেছি অন্য কেউ।' কোমল হয়ে এল মেসের কণ্ঠ, ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপন তুলল ওর দীর্ঘশ্বাস। অস্বস্তিতে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল সে।

'ঝামেলা হয়েছে নাকি?'



'জ্যাক ভার্ডনকে দেখেছ নাকি?'

'না তো।'

'সন্ধ্যার আগে দেখলাম আশপাশে ঘুরঘুর করছে ও।'

'বাড়ি যাচ্ছিল বোধহয়।'

'বাড়ি?' ঘোঁৎ শব্দে বিরক্তি আর অসন্তোষ প্রকাশ করল মেস। 'বাড়ি না নরক! শোনো, বেন, আমার হয়ে একটা কথা বলে দিয়ো ওকে। ও যেন ভুলেও আমার বাড়ির ধারে-কাছে না যায়, নইলে দেখামাত্র খুন করব ওকে!' ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে। 'কী বদমায়েশি করেছে ও, সব জানি আমি,' বলেই বাথানের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল মেস।

মূল ট্রেইল ধরে আরও আধ-মাইল এগোল বেন, তারপর মোড় নিয়ে চড়াই ধরে উঠতে শুরু করল। সামনে পাইনের সারির জমকাল অবয়ব। 'জ্যাক আসলে বোকার হদ্দ,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল ও, তিক্ত মনে। সুদর্শন হাসি-খুশি আমোদপ্রিয় ওর এই বন্ধুটি অনেক ব্যাপারে বালির মত পিচ্ছিল আর অস্থির। চিন্তাটা ডরোথি ব্রিসবিনের কথা মনে করিয়ে দিল ওকে, তৎক্ষণাৎ চিন্তাটা গলা টিপে হত্যা করল ও। মনে হয় না এ-ব্যাপারে কিছু করার আছে ওর।

তিন মাইল পিছনে ইয়েলো হিল্‌সের কাছাকাছি বিশ একর বিশিষ্ট তৃণভূমিতে নেমে গেছে ট্রেইল। বিশাল একটা বৌলের আকৃতির তৃণভূমির অবস্থান বনের মাঝখানে। খোলা জায়গা ধরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা ক্রীক, ক্রীকের ওপাড়ে ছোট্ট একটা বাড়ি। জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা আলো ঠিকরে পড়েছে ক্রীকের পানিতে। ফোর্ড ধরে ক্রীক পেরোচ্ছে বেন, এ-সময় ঘেউ ঘেউ করে ওর আগমন বার্তা জানিয়ে দিল দুটো কুকুর। দরজায় এসে দাঁড়াল এক মহিলা। ভিতরের আলোর বিপরীতে তার কাঠামো দীর্ঘ আর সুদৃঢ় দেখাচ্ছে।

'একটা গরু জবাই করেছি আমরা আজ, ইলেন,' বলল বেন। 'তোমার জন্য কিছু নিয়ে এসেছি।'

'ভিতরে এসো, বেন,' আন্তরিক কণ্ঠে আহ্বান জানাল ইলেন টসিগ।

*

সন্ধ্যায় জিম মেসের র‍্যাঞ্চ পেরিয়ে যাওয়ার সময় লরি পিয়েটকে আঙিনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে জ্যাক ভার্ডন। লরিকে নিয়ে বিশেষ কোন ভাবনা নেই ওর মাথায়, শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া–চাইলে এই মেয়েটিকে যে-কোন সময়ে বিয়ে করতে পারত। কিন্তু ভেল সাটলারের সঙ্গে দেখা করার পর মূল ট্রেইলে ফিরে এল ও, পাহাড়সারির বাঁক পেরিয়ে নিচু জমি ধরে

মেসের র‍্যাঞ্চ হাউসের কাছাকাছি চলে এল। গাছের আড়ালে থেকে নজর চালাল বাড়িটার দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে জিম মেসকে ঘোড়ায় চেপে র‍্যাম্পার্টের দিকে যেতে দেখতে পেল। একটু পর পোর্চে এসে দাঁড়াল লরি, একটা খিলান চেপে ধরে প্রেয়ারি ছাড়িয়ে হ্যাট র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে তাকাল। ধারে-কাছে আর কেউ নেই। জিম মেসের একমাত্র ক্রু টু ড্যালে গেছে, জানে জ্যাক। গাছের আড়ালে ঘোড়াটাকে রেখে আঙিনা ধরে বাড়ির দিকে এগোল ও। পদশব্দ শুনে ঘুরে তাকাল লরি, আধো-অন্ধকারে ওকে চিনতে পারার আগেই পোর্চের সিঁড়ির কাছে চলে গেল জ্যাক।

সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ল লরি। 'জ্যাক!' অস্ফুট স্বরে বিস্ময় প্রকাশ করে ছুটে জ্যাকের সামনে পৌঁছে গেল, ওর চোখের মরিয়া চাহনি স্পষ্ট দেখতে পেল জ্যাক। ক্ষীণ হেসে হাত বাড়িয়ে দিল সে, হাতে হাত ধরে দাঁড়াল ওরা।

'কিড,' কোমল স্বরে বলল জ্যাক। 'ওই ব্যাটাকে বিয়ে করলে কেন?'

'না, জ্যাক। এ কথা বলো না! জিম খুব ভাল মানুষ।'

'হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই,' সহাস্যে বলল সে। 'কিন্তু ওকে মোটেই ভালবাসো না তুমি।'

'কীভাবে জানলে?'

'লরি, সোনা, তুমি যে ওকে ভালবাসো না সেটা জানি আমি। খুব ভাল করে জানি। নইলে বহুদিন ধরে আমার সঙ্গে মিথ্যে বলে এসেছ তুমি।'

'না,' ঘোর-লাগা সুরে বলল লরি। 'কখনোই তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলিনি আমি। হয়তো অনেকের সঙ্গে অনেকবার বলেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে জীবনে একবারও বলিনি।'

'তা হলে কেন বিয়ে করলে ওকে?'

'পঁচিশ চলছে আমার, জ্যাক। বিবাহযোগ্য মেয়ে হিসাবে বয়সটা একটু বেশি। এজন্যই বিয়ে করেছি ওকে।'

'বেসিনে এত লোক থাকতে...'

'জ্যাক,' ভাঙা, বিষণ্ণ কণ্ঠে বাধা দিল লরি। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল জ্যাক ভার্ডনের শরীর, হাসি মুছে গেল মুখ থেকে; নিথর দাঁড়িয়ে থেকে মেয়েটির তিক্ততার ভাগীদার হতে হলো। 'বেসিনের এত লোকের কথা বলছ! না, জ্যাক, এরা তো কেউই ভুলে যায়নি যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল আমার। কেবল জিমই ব্যাপারটা আমল দেয়নি।'



'আমি দুঃখিত, লরি।'

'তাই যদি হবে, এখানে এসেছ কেন? জিম একটাই ভাল যে আমি তোমার প্রেমিকা ছিলাম, কথাটা দিব্যি ভুলে গেছে। কিন্তু তারমানে এই নয় যে আশপাশে তোমাকে দেখলে সহ্য করবে। চলে যাও, জ্যাক। আমাদের সম্পর্ক অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

'লরি...বুঝে-শুনে বলছ তো?' প্রলোভনের সুরে জানতে চাইল জ্যাক।

নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল লরি, তাকিয়ে থাকল জ্যাকের দিকে। 'আগে না-বুঝলেও তোমার ব্যাপারে একটা জিনিস এখন বুঝতে পারছি আমি। হাতে যা আছে, তা নিয়ে মোটেও পরোয়া করো না তুমি। যা তোমার আয়ত্তে নেই, সেটার দিকে তোমার যত আকর্ষণ।'

দু'কাঁধ ধরে লরিকে আকর্ষণ করল জ্যাক, বুকে টেনে নিয়ে চুমো খেল। বাধা দিল না লরি, কিংবা নিজেকে সরিয়েও নিল না। র‍্যাম্পার্ট থেকে ধেয়ে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দটা জ্যাকই শুনতে পেল প্রথম। 'আবার আসব আমি, লরি।'

'কী জন্য?' যুগপৎ হতাশা আর অবজ্ঞা প্রকাশ পেল লরির কণ্ঠে। 'রাতে সিঁধ কাটার জন্য? বোকামি করছ। স্বীকার করছি, তোমাকে ভালবেসেছিলাম, কিন্তু সেটা অতীত। তুমিও জানো সেটা। দয়া করে আর এসো না এখানে, কখনোই না!'

'আবার আসব আমি।'

জ্যাক দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার পরপরই কাঁদতে শুরু করল লরি। খুরের শব্দ আরও জোরাল হয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল ও, লিভিংরুমের দেয়ালে আটকানো আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। হাত তুলে চোখ মুছল, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল নিজের চেহারার দিকে। যে-মহিলার মুখ দেখা যাচ্ছে, তার জন্য দয়া বা ক্ষমা বোধ করল না; বরং উপলব্ধি করল আয়নার ওই মহিলা নিঃস্ব, বন্ধ্যা এবং পরাজিত এক নারী।

হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকল জিম মেস। লরিকে ওখানেই আবিষ্কার করল সে। 'কী হয়েছে?'

'কিছু না, জিম,' না-ঘুরেই জবাব দিল লরি। 'আসলে একা থাকতে একটুও ভাল লাগছে না আমার।'

এগিয়ে এল মেস, কিন্তু স্পর্শ করল না লরিকে। আন্তরিক স্বরে বলল, 'মাঝে মধ্যে তো বেরোতেই হবে। শোনো, তোমাকে সুখী করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব আমি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো লরি, দৃষ্টি তুলে দীর্ঘদেহী কর্মঠ মানুষটির দিকে তাকাল। লাগাতার কঠোর পরিশ্রমের ছাপ পড়ছে তার মুখে। নিজের অজান্তে কাঁদতে শুরু করল লরি। 'তুমি সত্যি দয়ালু মানুষ, জিম,' রুদ্ধ স্বরে বলল ও। 'তোমাকে সুখী করার জন্য সবকিছুই করব আমি। কথা দিচ্ছি, অভিযোগ করার সুযোগ দেব না তোমাকে।'

'তোমার ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই আমার, লরি।'

বেডরুমে চলে এল লরি, পিছনে দরজা আটকে দিল। মেঝের দিকে চলে গেল জিম মেসের দৃষ্টি। পাইপ বের করে তামাক ঠাসল সে, তারপর ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই টানতে শুরু করল। লরি যে অসুখী, সেটা জানে সে, ভাল করেই জানে। কারণটাও জানে। কিন্তু লরিকে সুখী করার ক্ষমতা নেই ওর, এমন কিছু বলার নেই যা শুনে মনে শান্তি পাবে মেয়েটি। জীবনে বহু উত্থান-পতন দেখেছে সে, জানে যে সময় বদলে যায়; স্বভাবতই আশা করছে কোন একদিন হয়তো জ্যাক ভার্ডনকে ভুলে যেতে সক্ষম হবে লরি। এটাই ওর একমাত্র ভরসা, এটাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া উপায় নেই।

বিষণ্ণ মনে দরজার দিকে এগোল সে, মৃদু স্বরে বলল: 'তুমি বললে এখানেই ঘুমাব আমি।'

*

সঙ্গে আনা মাংস রান্নাঘরে পৌঁছে দিয়ে বাড়ির অন্য কামরায় ঢুকল বেন মেক্সটন। লগের তৈরি কেবিনে মাত্র দুটো কামরা। একটা রান্নাঘর, অন্যটা লিভিং-কাম-বেডরুম হিসাবে ব্যবহার করে ইলেন। দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ইলেন টসিগ। মাঝারি আকৃতির পুরুষদের চেয়েও বড়সড়, সবুজ চোখ, চওড়া কপালের উপর একমাথা ঘন পিঙ্গল বর্ণের চুল, নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে ওগুলোর। দৃঢ়চেতা, পরিশ্রমী। ছোট্ট এই স্প্রেডে পুরুষদের কাজ করছে, অথচ মুখের কমনীয়তা হারিয়ে যায়নি; হাতে কড়া পড়েনি বা ত্বকও নষ্ট হয়নি। কথা কম বলে ইলেন, কিন্তু যখন বলে—ধীরে-সুস্থে, আন্তরিকতা নিয়ে। সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত ও, অকপট; যেন লোকটিকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য।

'বসো, জিম,' অনুরোধ করল ইলেন। রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভের উপর বসানো কফিপট নিয়ে এল।

মেয়েটি পুরোদস্তুর জার্মান, ভাবল বেন। কেউ আসতে পারে, চিন্তা করে সারাক্ষণ স্টোভে কফির পানি চড়িয়ে রাখে। সিগারেট রোল করার ফাঁকে চারপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি চালাল ও, সবকিছু পরিপাটিভাবে



গোছানো। দুই বছর আগে এসেছিল ইলেন, পশ্চিম সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানত না; আগে যা ছিল, নানা বিবেচনায় এখনও এলাকায় আগন্তুকই রয়ে গেছে। ইলেনকে ছোট্ট এই জায়গার সন্ধান জানিয়েছিল টিম ব্রিসবিন, আর হ্যাটের লোকজনের সহায়তায় কেবিনটা দাঁড় করিয়েছে ইলেন।

কিন্তু বাকি যা কিছু, সবই নিজের হাতে করেছে মেয়েটি, বাসনকোসন তৈরি থেকে শুরু করে পুরুষদের মত কুঠার এবং হাতুড়ি চালিয়েছে। দুটো গাভী, গুটি কয়েক বলদ, কিছু মুরগী আর একটা বাগান আছে ইলেনের। আঙিনার মাটি খুঁড়ে বাগানটা তৈরি করেছে ও। যে-কোন বিচারে ইলেন টসিগ স্বাবলম্বী, কারও কাছে কখনও ঋণী বা দায়বদ্ধ হয়নি; অথচ বেসিনের সবার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। বিস্ময়ের ব্যাপার নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেনি কাউকে, সযত্নে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বেনের হাতে একটা কাপ ধরিয়ে দিল ইলেন, দেয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়াল আবার, শান্ত চাহনিতে দেখছে বেনকে। 'বেশ দেরি করে ঘরে ফিরছ তুমি।'

'চেরোকি যাব।'

'যদ্দুর জানি ওখানে সাদর অভ্যর্থনা পাও না তুমি।'

'বেসিন সম্পর্কে দেখছি অনেক কিছু জানো,' মন্তব্য করল বেন।

'শুনলে অনেক কিছুই জানা যায়।'

কফি শেষ করে শূন্য কাপটা রান্নাঘরে রেখে এল বেন। 'কখনও একা লাগে না তোমার, ইলেন?'

'লাগে,' মৃদু স্বরে স্বীকার করল মেয়েটি।

'তো?'

শ্রাগ করল ইলেন। 'সবার জীবনেই একাকীত্ব রয়েছে, ওটার সঙ্গেই বাস করতে হয়।'

'ঠিক বলেছ।'

খিলখিল করে হেসে উঠল ইলেন। 'আর কেউ না-জানুক, অন্তত তোমার ভাল জানার কথা।'

'কেন?'

আরও কোমল এবং ছন্দময় হয়ে এল ইলেনের কণ্ঠ। 'আমাদের মধ্যে বেশ মিল আছে।'

ইলেনের ব্যক্তিত্বে সমীহ বোধ করছে বেন। তবে কথাটা স্পষ্টভাবেই জানাল ও। 'একজন পুরুষের থাকা উচিত এখানে। তুমি হয়তো নিজেকে

বঞ্চিত করছ। খুব বেশি।'

স্মিত হাসল ইলেন, সবুজ চোখজোড়া উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। 'হয়তো,' বিড়বিড় করল ও। 'হয়তো।'

বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ল বেন, ফিরে তাকাতে আলোর বিপরীতে একইভাবে ইলেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল—দীর্ঘ, সুস্থির, অনড়, সাহসী এক নারীর প্রতিচ্ছবি।

'মাংসের জন্য ধন্যবাদ, বেন। সুযোগ পেলে আসবে নাকি আবার?'

'হ্যাঁ,' হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগ বাড়াল বেন, একটু এগিয়ে উপত্যকা ধরে ঘোড়া ছোটাল। অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

পুবে ঢালের আকারে উঠে গেছে ট্রেইল, ইয়েলো হিল্‌সের পাশের উঁচু জমির বুক চিরে চলে গেছে। ইলেন টসিগের হোমস্টীড থেকে পাঁচ মাইল দূরে ছড়ানো-ছিটানো নিচু পাসগুলোর একটায় পৌঁছল বেন, এবড়োখেবড়ো রেঞ্জ পেরিয়ে এরপর চেরোকিয় পৌঁছল।

ছোট্ট শহর। হোটেল, সেলুন, স্টেবল, স্টোর আর তিনটা ফ্রেম হাউস। পাইন বনের মাঝখানে শহরের অবস্থান। কাছেই রিজার্ভেশন, দিনের বেলায় ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে বৈধ ব্যবসা চললেও রাতের বেলায় অবস্থা বিপরীত হয়ে যায়। নিষিদ্ধ লিকার বিক্রি, ফেরারী আসামীদের আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে সব ধরনের অবৈধ ব্যবসাই চলে এখানে।

হোটেলের দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারোজন ইন্ডিয়ান পুরুষ, কোন ব্যাপারে আগ্রহ পাচ্ছে না; জীর্ণ বাগিতে বসে আছে ছয়-সাতজন স্কুঅ, নির্বিকার নিরুৎসাহী প্রতিটি মুখ। হোটেলের দরজায় আর স্টেবলের ফটকে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন সাদা লোক। এক পলকে এতকিছু দেখে নিল বেন মেক্সটন, স্টেবলে ঢুকল ঘোড়াটাকে রাখার জন্য। অন্য সবার দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল। 'শিগগিরই ফিরে আসব,' স্টেবলের মালিক জেরি বেয়ার্ডকে জানিয়ে সেলুনের উদ্দেশে এগোল ও।

ছোট্ট শহর বলে শহরে ঢোকার আগেই যে-কোন লোকের আগমনের খবর সবার কানে পৌঁছে যায়, সেলুনে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা টের পেল বেন। চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল পিছনের দরজা দিয়ে চুপিসারে কেটে পড়ছে এক লোক। অন্য দু'জন বারের দূর প্রান্তে সরে গেছে, নিখাদ কৌতূহল নিয়ে দেখছে ওকে, বন্ধুত্বপূর্ণ কৌতূহল।

ওর দিকে এগিয়ে এল জন ডেভেনপোর্ট। 'কেমন চলছে, বেন?' শীতল নির্লিপ্ততার সঙ্গে জানতে চাইল সেলুন মালিক। সারা কাউন্টির সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা এটা, অসৎ মানুষের স্বর্গরাজ্য; টু ড্যাগ



এলাকার র‍্যাঞ্চাররা এখানে অবাঞ্ছিত হবে, এতে বিস্ময়ের কী আছে! দুই পক্ষ থেকে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে বলে বহু আগে থেকে প্রশ্ন না-করা বা উত্তর না-দেওয়াতে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিয়েছে। বারের পিছনের তাক থেকে একটা বোতল আর গ্লাস নামিয়ে পরিবেশন করল, মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকল বেনকে, যেন ওর চেয়ে সুন্দর করে ড্রিঙ্ক করে না কেউ।

'আবহাওয়া কেমন যাবে?' জানতে চাইল বেন।

'ইন্ডিয়ানরা বলছে এবার তীব্র শীত পড়বে,' শুরু করেও থেমে গেল ডেভেনপোর্ট, চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচু হয়ে গেল মাথাটা। বারের অন্য প্রান্তের লোক দুটো একেবারে চুপ মেরে আছে, তাদের নীরবতা অস্বাভাবিক লাগছে। 'রাতের বেলায় পাহাড়ে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে।'

দুটো কয়েন বারের উপর রাখল বেন। থলথলে হাত দিয়ে কয়েন দুটো তুলে নিল ডেভেনপোর্ট। 'পরেরবার এলে ড্রিঙ্ক আমার সৌজন্যে পান করবে। এসো কিন্তু।'

দরজার দিকে এগোল লোক দু'জন। একজনের ডাকে মুখ তুলে তাকাল সেলুনকীপ। বেন টের পেল কিছু একটা ইশারা করেছে লোকটা, কিংবা কোন সঙ্কেত দিয়েছে। লোকগুলো বেরিয়ে যেতে ডেভেনপোর্টের দিকে তাকাল ও, দেখল একেবারে নির্বিকার হয়ে গেছে লোকটার মুখ। যে-তথ্যই পেয়ে থাকুক, স্রেফ হজম করে ফেলেছে সে।

রাস্তায় চলন্ত ওয়্যাগনের ঘড়ঘড় আওয়াজ ভেসে এল। দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল বেন, দেখল শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা। ব্যাপারটা মোটেই কাকতালীয় নয়, বরং বেনের মনে হচ্ছে কারও নির্দেশ বা হুমকির জবাবে সাবধানী পদক্ষেপ।

সেলুন থেকে বেরিয়ে এসে সাইডওঅক ধরে এগোল বেন, হোটেলের পোর্চে এসে বাইরে পেতে রাখা একটা চেয়ারে বসল। দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে বসেছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন স্টেবলের ফটকে এক লোককে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখতে পেল, জায়গা ছেড়ে আর নড়লই না লোকটা। শহরের শুরুর দিকে, অন্ধকারে জ্বলে উঠল ছোট্ট একটা বিন্দু—সিগারেটের আগুন। রাতের চেরোকিতে যেন মৃত্যুর নৈঃশব্দ্য আর স্থবিরতা নেমে এসেছে। হঠাৎ।

দেয়ালের সঙ্গে চেয়ার ঠেস দিয়ে বসল বেন, ঝুলন্ত শিথিল হাতের গাঁটে দেয়ালের মৃদু স্পর্শ পাচ্ছে। হীন অপরাধ বা নিষ্ঠুরতা চেরোকির ধুলো আর বোর্ডের সঙ্গে মিশে আছে, সন্ধ্যার পরপরই মাটির তলা থেকে উঠে আসে। এখানে কোন মার্শাল নেই, আইন নেই। পাইনসারির অপূর্ব

সৌন্দর্যে ভরপুর উঁচু একটা জায়গা, পলাতক আর দাগী মানুষদের জন্য স্বর্গস্বরূপ নিরাপদ আশ্রয়। বেন মেক্সটনের উপস্থিতি এখানে অবাঞ্ছিত ও উপদ্রবের মত।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। ছোটখাট মানুষটাকে দেখেই চিনল বেন। হোটেল মালিক শন ক্রোম। পোর্চের কিনারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, নিভে যাওয়া সিগার ধরাল। দেয়াশলাইয়ের কাঠি ছুঁড়ে ফেলার সময় খানিকটা ঝুঁকে এল সে, নিচু স্বরে কথাগুলো বলল, যাতে বেন ছাড়া অন্য কেউ শুনতে না পায়: 'ইদানীং নর্থ পাসের ট্রেইলে অপারেশন চালাচ্ছে ওরা। তুমি বরং সময় থাকতে এখান থেকে চলে যাও।' যেন কিছুই ঘটেনি, নিতান্ত আলস্যভরে ঘুরে হোটেলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ক্রোম।

গ্র্যানিট ক্যানিয়নের দিক থেকে খুরের শব্দ ভেসে এল, জোর গতিতে ছুটছে ঘোড়াগুলো। গাঢ় ছায়াময় আড়াল ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল লোকজন। দূরে, পাইনসারি থেকে বেরিয়ে চেরোকির রাস্তায় পা রাখল প্রায় আধ-ডজন ঘোড়া। হাত নেড়ে সঙ্গীদের কী যেন বলল সামনের অশ্বারোহী, ঘোড়া ছুটিয়ে মূল রাস্তায় প্রবেশ করল দলটা। একপাশে সরে গেল ওদের নেতা, বাকি সবাই ঘোড়া থামিয়ে সেলুনের সামনে জমায়েত হলো। স্যাডল ছেড়ে পিপে আকৃতির দেহটা মাটিতে খাড়া করল ইন্ডিয়ান রাইলি, পুরো এক পাক ঘুরে চেরোকির অলিগলি খুঁটিয়ে দেখে নিল; শেষে দলবল নিয়ে সেলুনে ঢুকে পড়ল।

এতক্ষণ স্টেবলে ছিল যে-লোকটা, বেরিয়ে এসে সেলুনের সামনে চলে এল, শহরের অপরপ্রান্তে পাহারায় থাকা অন্য লোকটার জন্য অপেক্ষা করল। সে আসতে দু'জনে মিলে সেলুনে প্রবেশ করল। উড়ন্ত ধুলো থিতিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সেলুনের ভিতরে হৈচৈ শোনা গেল, মিনিট খানেক পর শান্ত হয়ে এল, এখন মাত্র একজন চড়া স্বরে কথা বলছে, অন্যরা শুনছে।

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল বেন মেক্সটন, শিথিলভাবে কোলের উপর পড়ে আছে হাত দুটো।

রাস্তার মাথায় বেরিয়ে এসেও পরমুহূর্তে উধাও হয়ে গেল অস্পষ্ট একটা কাঠামো। সেলুনে চড়া কণ্ঠ থেমে গেছে, বোর্ডের পাটাতনে একাধিক বুটের শব্দ শোনা গেল। সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ইন্ডিয়ান রাইলি, কাঁধ ঘুরিয়ে দু'পাশে চকিত দৃষ্টি চালাল, তারপর সাইডওয়াক পেরিয়ে রাস্তায় পা রাখল। দাঁড়িয়ে আছে সে, গোলগাল মুখের একপাশে



এসে পড়েছে হোটেলের জানালা দিয়ে ছিটকে আসা আলো। অন্ধকার পোর্চের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাইলি।

'মেক্সটন?' একটু গলা চড়িয়ে ডাকল সে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বেন, পোর্চের সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় পা রাখল। ইন্ডিয়ান রাইলির অস্পষ্ট চোখজোড়ায় সাবধানী চাহনি ফুটে ওঠার আগ পর্যন্ত এগিয়ে গেল ও। এবার থামল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল ছড়িয়ে পড়ছে রাইলির স্যাঙাৎরা, ধূলিময় রাস্তায় নিঃশব্দে পা ফেলছে। এদের সবার টার্গেট ও এখন, জানে বেন। চেরোকির বাতাস অশুভ অনুভূতি তৈরি করছে ওর নাকে।

'মেক্সটন,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ইন্ডিয়ান রাইলি, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষোভ উগরে দিচ্ছে। 'আমার বাড়ির দরজায় গুলি করে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছ তুমি।'

'ইয়েলো হিলসে একজনের অভ্যাস অন্যকেও তাড়া করছে।'

রাইলির লোকেরা এখন আর উপস্থিতি গোপন করার তাগিদ অনুভব করছে না, বরং ইচ্ছে করে বালিতে বুট ছেঁচড়ে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করছে। সবাই মিলে একটা অর্ধচক্র তৈরি করেছে, দু'দিক থেকে কাভার করেছে বেনকে। চোখের কোণ দিয়ে দু'দিকে ধূর্ত দৃষ্টি চালিয়ে আয়োজনটা দেখে নিল রাইলি, তারপর ঝট করে মাথা তুলে বেনের মুখোমুখি হলো। 'পা চনমন করছে নাকি তোমার, সেধে ঝামেলা বাধাতে চাইছ?'

ইচ্ছে করে লোকটার অহমে আঘাত করল বেন। 'নিরাপত্তার জন্য ক'জন লোক লাগে তোমার?'

'লাথি মারতে মারতে তোকে নরকে পাঠিয়ে দেব, হারামীর বাচ্চা!' সরোষে চেঁচিয়ে উঠল ইন্ডিয়ান রাইলি।

'বাচালের আস্ফালন।'

বিপদের পূর্বাভাস আরও প্রকট হয়েছে। অশুভ অনুভূতিটা ছেঁকে ধরছে বেনকে। হোটেলের আলো এসে পড়েছে রাইলি আর তার বাহিনীর উপর, টানটান দাঁড়ানোর ভঙ্গি বলে দিচ্ছে রাইলির সামান্য ইশারা পেলে নরক নামিয়ে আনবে তারা। মৃত্যুর কাছ থেকে এক চুল দূরে আছে বেন, বিলকুল উপলব্ধি করতে পারছে। কিন্তু কিছু করার নেই, এড়ানোর কোন ইচ্ছেও নেই ওর। নিজস্ব নিরাপত্তার গণ্ডি পেরিয়ে এসেছে ও, শীতল নির্লিপ্ততা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল; কোণঠাসা চিতার মত ফুঁসে উঠেছে ভিতরটা, তলে তলে শীতল ক্রোধ অনুভব করছে। দয়া বা নিরাপত্তার

কথা মুহূর্তে বিস্মৃত হলো বেন মেক্সটন, এ-মুহূর্তে ইন্ডিয়ান রাইলির দলবলের মতই নিষ্ঠুর, বেপরোয়া এবং একরোখা হয়ে গেছে ও।

## সাত

'তোমার চেলাদের রাস্তার ওপাশে চলে যেতে বলো,' একগুঁয়ে স্বরে নির্দেশ দিল বেন মেক্সটন। 'তারপর তুমি-আমি চুকিয়ে ফেলব সব।'

'কেন?' খেঁকিয়ে উঠল রাইলি।

ছুটন্ত বুলেটের মত লোকটার দিকে অশুভ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বেন। সামান্য চড়া হলো ওর কণ্ঠ, কিন্তু হিসাবী এবং নির্লিপ্ত। 'তুমি আসলে একটা লেজ ঝোলানো জারজ দোআঁশলা, রাইলি।'

'দাঁড়াও!' অন্ধকার থেকে ডাকল কেউ।

পাশ ফিরে তাকাল ইন্ডিয়ান রাইলি, হোলস্টারে চলে গেছে এক হাত। শহরের উঁচু কিনারা থেকে এগিয়ে এল এক রাইডার, হলদেটে ম্লান আলোর বৃত্তে প্রবেশ করল। স্যাডল ছাড়তে জ্যাক ভার্ডনের দীর্ঘ ছিপছিপে দেহটা চিনতে পারল বেন, রাইলির লোকজন আর নিজের মধ্যে ঘোড়াটাকে ব্যারিকেড হিসাবে ব্যবহার করছে জ্যাক।

'রাইলি,' দ্রুত বলল সে। 'এখান থেকে কেটে পড়ো।'

'ব্যাটার কলজে থাকলে তো,' ফোড়ন কাটল বেন।

'চুপ থাকো, বেন,' সঙ্গে সঙ্গে বেনকে নিরস্ত করল জ্যাক। 'চলে যাও, রাইলি। অযথা ঝামেলা পাকিয়ো না।'

জ্যাকের মুখোমুখি হয়েছে ইন্ডিয়ান রাইলি, অসামান্য সতর্কতার সঙ্গে বেনকে পিঠ দেখাল সে, দু'হাতের তালুয় কোমর চেপে ধরেছে। হেটেলের আলোয় তার গাল চকচক করে উঠতে দেখে বোঝা গেল ঘামছিল এতক্ষণ। অখণ্ড নীরবতায় কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত, শেষে শিথিল হয়ে গেল পিপে সাইজের দোআঁশলার দেহ, পিছিয়ে নিজের ঘোড়ার কাছে চলে গেল সে। নিজে এবং স্যাঙাৎরা স্যাডলে না চড়া পর্যন্ত একটা শব্দও খরচ করল না, শেষে বলল: 'মেক্সটন,' কণ্ঠটা একটু বেশি শান্ত, এতটা ধৈর্য তাকে মানায় না। 'শিগগিরই আবার খুঁজে বের করব তোমাকে।'



আর একটা মুহূর্তও দাঁড়াল না কেউ। চেরোকির অভিশপ্ত রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে চলে গেল দলটা।

ঘুরে বন্ধুর মুখোমুখি হলো বেন, তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল: 'এখানে কী করছ তুমি?'

'কী জ্বালা! উপকারের বিনিময়ে ধন্যবাদ দেবে তা নয়, উল্টো খবরদারি করছ!' ঘোড়ার লাগাম হাতে এগিয়ে এল জ্যাক ভার্ডন, একেবারে কাছে আসতে বেনের থমথমে মুখ, হিমশীতল চাহনি, দৃঢ় সম্বদ্ধবদ্ধ চোয়াল দেখতে পেল সে। বেনের এমন একরোখা মূর্তি দেখার সৌভাগ্য তার কমই হয়েছে। আনমনে মাথা নেড়ে বিস্ময় প্রকাশ করল জ্যাক।

'তুমি দেখছি আস্ত বোকা! এমন বেপরোয়া হয় কেউ?'

'এখানে কেন এসেছ?' ফের জানতে চাইল বেন।

'ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছি,' জ্যাকের ত্যক্ত জবাব।

'যেখান থেকে এসেছ, একটু তাড়াতাড়িই চলে এসেছ।'

'কথাটার মানে?'

'বিবাহিতা মহিলাদের কাছ থেকে দূরে থেকো, জ্যাক।'

'পরামর্শ দরকার হলে চেয়ে নেব, মাগনা দিতে হবে না তোমার, মি. মেক্সটন।'

মেজাজ চড়ছে দু'জনেরই, যে-কোন মুহূর্তে ধৈর্য হারিয়ে বসতে পারে যে-কেউ। জ্যাক বরাবরই অল্পতে খেপে যায়, আর বেন এখনও সুস্থির হতে পারেনি। যার যার অহঙ্কার নিয়ে এভাবেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল দুই বন্ধু, বিপজ্জনক বাদানুবাদ ব্যক্তিগত সংঘর্ষে রূপ নেওয়ার উপক্রম।

নিজেকে সামলে নিল বেন। 'তোমাকে ছাড় দিতে আপত্তি নেই আমার, কিড, কিন্তু এ-ব্যাপারটায় ডোরা জড়িত। ওকে বোকা বানাবে, এটা সহ্য করব না আমি। কথাটা মনে রেখো, আবার বলব না।'

ঘুরে রাস্তা ধরে এগোল বেন।

'দাঁড়াও, বেন,' পিছন থেকে ডাকল জ্যাক।

কিন্তু থামল না বেন, লম্বা পা ফেলে দ্রুত চলে গেল স্টেবলে। ভিতরে ঢুকে দেখল একটা স্টলে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, সেলুনে দেখেছে তাকে। ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চাপল বেন, মুহূর্ত কয়েক একেবারে নিশ্চল বসে থাকল। 'কিছু বলার আছে তোমার?' জানতে চাইল লোকটার উদ্দেশে।

'না,' বিড়বিড় করল সে।

'তা হলে দয়া করে রাস্তায় চলে যাও, সামনে তোমার পিঠটা দেখতে চাই আমি।'

ফটক হয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা, হেঁটে হোটেলের পোর্চে চলে গেল। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল সে।

রাস্তায় বেরিয়ে জ্যাককে দেখতে পেল বেন। স্যাডলে চেপেছে সে। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগিয়ে এল। 'আমার সঙ্গে তর্ক না করলে কি নয়? সবসময়ই খবরদারি করতে চাও তুমি। অথচ তোমার জন্য আমি সবকিছুই করতে পারি। কোথায় যাচ্ছ?'

রাস্তা ধরে এগোল বেনের ঘোড়া, পিছনে অনুসরণ করছে জ্যাক। চেরোকি পেরিয়ে এল দু'জন। 'নর্থ পাসে যাচ্ছি,' অভিশপ্ত শহরের কোন ধান্ধাবাজ শুনতে পাবে না, নিরাপদ জায়গায় এসে জবাব দিল বেন।

'রাতের বেলায় একা ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না তোমার,' চট করে বলল জ্যাক ভার্ডন। 'তারচেয়ে চলো বাড়ি ফিরে যাই।'

'তুমি যাও।'

'আরে, আরে! এক মিনিট দাঁড়াও।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলল জ্যাক, টের পেল সকৌতূহলে ওকে দেখছে বেন, চাহনিতে খানিকটা অসন্তোষ আর কাঠিন্য রয়েছে। মুহূর্তে কৌতুক বা আমোদ হারিয়ে গেল জ্যাকের ভিতর থেকে, শেষে বলল: 'তোমার সঙ্গে যাচ্ছি আমি।'

'না।'

'হয়েছে কী তোমার?'

'কিছু না। বিদায়।'

'প্রিয় বন্ধুর সঙ্গেও কঠিন হতে জানো তুমি, বেন!'

কাঁধ ঝাঁকাল বেন, কিছুটা কোমল স্বরে বলল: 'এটা আমার কাজ, কিড। কাজটা আমি নিজের মত করে শেষ করব।'

'বেশ।' বললেও একসঙ্গে এগোতে থাকল জ্যাক। গম্ভীর হয়ে গেছে সে, মুখের রঙ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে; কণ্ঠ ম্লান, সর্বক্ষণের আমুদে ভাবটা নেই এখন। 'বেন, একসঙ্গে আনন্দময় বহু সময় কাটিয়েছি আমরা। আশা করি এই মুহূর্তগুলো শেষ হবে না কখনও। মাঝে মধ্যে এত নিষ্ঠুর হয়ে যাও তুমি, সামান্য দয়া বা সহানুভূতিও দেখাতে জানো না! তোমার সঙ্গে তর্ক করতে সত্যি খারাপ লাগে আমার। প্রার্থনা করি অন্তত তোমার মুখোমুখি যাতে আমাকে দাঁড়াতে না হয়।'

'তুমি বরং র‍্যাঞ্চিংয়ের দিকে মনোযোগ দাও,' বেনের সংক্ষিপ্ত পরামর্শ। দাঁড়িয়ে থেকে জ্যাক ভার্ডনকে চেরোকির উদ্দেশে ফিরতি পথ



ধরতে দেখল ও। একসময় হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে।

রিজার্ভেশন রোড ধরে প্রায় মাইলখানেক এগোনোর পর থামল বেন, নিঃশব্দ রাত্রিতে কান পাতল। সন্তুষ্ট মনে রাস্তা ছেড়ে সরাসরি বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল, ঢালু জমি ক্রমশ উত্তরে এগিয়েছে। ইয়েলো হিল্‌সের লাগোয়া এলাকায় ঢুঁ মারার ইচ্ছে ওর। প্রয়োজনে হাজার ফুট উচ্চতায় উঠতেও আপত্তি নেই। শন ক্রোমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এই এলাকায় অপারেশন চালাচ্ছে ইন্ডিয়ান রাইলি। ক্রোম ওর বন্ধু, যদিও খবরটা অন্য কেউ জানে না।

সুস্থির হয়ে গেছে ও, বেপরোয়া ক্রোধকে বশে এনেছে: শান্ত নির্লিপ্ততা নিয়ে শহরের ঘটনাটা বিচার করছে। অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারত। অভিজ্ঞতাটা ওর জন্য নতুন নয়। সবে যখন ঘোলোয় পড়েছে, চিশল্‌ম ট্রেইলে একবার এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েছিল। কোণঠাসা এবং পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা ছিল না; সীমাহীন ক্রোধ ভিন্ন এক মানুষে রূপান্তরিত করেছিল ওকে। লড়াই করে সেবার নিজের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল।

এবার জ্যাক ভার্ডন বাধ না-সাধলে অবশ্যম্ভাবী গানফাইট এড়ানো যেত না। ইয়েলো হিল্‌স এলাকায় অচিরেই এ-ধরনের আরও পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে ওকে। প্রতিপক্ষে লোকের সংখ্যাগরিষ্ঠতা উস্কে দিয়েছিল ওকে, শীতল ক্রোধ আর বুনো আক্রোশ নিয়ে মুখোমুখি হয়েছিল বেন, এই আক্রোশ ছিল ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সম্ভাব্য পরিণতি অনুমান করতে পারছে ও, জানে কী ঘটতে পারত। তখন যেমন এড়ানোর উপায় ছিল না, এখন বা ভবিষ্যতেও নেই। নিজের মর্যাদা বা অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন বেন, সে-কারণেই পরিণতিটাকে সহজ করার সুযোগ ছিল না। আজ রাতে ডেল সাটলার আর ইন্ডিয়ান রাইলির বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, দু'জনের যোগসূত্রটা যেহেতু জানা হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ওকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না প্রতিপক্ষ।

ঘাস বিছানো পথ ধরে এগিয়ে চলেছে বেন, ঘোড়ার খুরের শব্দ হচ্ছে না বললেই চলে। মন অতীতে চলে গেল, গভীর অনুভবে উঠে এল ব্যাখ্যাতীত অথচ দারুণ উপভোগ্য কিছু ঘটনা। জ্যাক ভার্ডনের আমুদে স্বভাব, মামুলি অনেক বিষয় আনন্দময় হয়ে ওঠে ওর কারণে; ডোরা ব্রিসবিনের বিনম্র উচ্ছলতা, কোমল ঠোঁটের আকর্ষণ বা অপূর্ব দুই চোখের সৌন্দর্য।

কিছু কিছু লোকের জন্য দুনিয়াটা শুধু আনন্দ আর উপভোগের

জায়গা। অল্পতে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা পেয়ে যায় তারা। বেন মেক্সটন সেই গোত্রে পড়ে না। কখনও পড়বেও না। সততার কথা বাদ দিলে ওকে আরেকজন ভেন্স সাটলার বলা চলে, যার মধ্যে রয়েছে বেপরোয়া ঔদ্ধত্য, খুনে স্পৃহা এবং বুনো আক্রোশ। কৈশোরের শুরুতে, যখন বেঁচে থাকার দক্ষতা অর্জনই ছিল ওর একমাত্র আরাধনা। সেই রুক্ষ জীবনের ফসল এসব। প্রয়োজনের তাগিদে অল্প বয়সেই ট্রেইলের কঠিন জীবন যাপনে বাধ্য হয় বেন।

ভাবতে ভাবতে ইয়েলো বেঞ্চে প্রবেশ করল ও। সামনে চওড়া ট্রেইল উত্তর-দক্ষিণে চিরে গেছে তৃণভূমিকে। পাসে যাওয়ার রাস্তা এটা, ওর জন্য অদৃশ্য একটা মেসেজ রয়েছে এতে। ঝিরঝিরে বাতাসে উড়ন্ত ধুলোর কটু গন্ধ। বেশিক্ষণ হয়নি ধুলো উড়েছে। অল্প আগে এ-পথ ধরে ডেরায় ফিরে গেছে ইন্ডিয়ান রাইলি।

মোড় নিয়ে বামে এগোল বেন। সতর্ক, সচেতন। চড়াইয়ের আকারে চূড়ায় উঠে এল ও, তারপর ওপাশে পালশ, বীজ, ক্রীক আর সবুজ বনানী ঘেরা নিচু জমিতে পৌঁছল। উচ্ছল ক্রীকটা চারশো ফুট নীচে পতিত হয়েছে। মাতাল বাতাসে দোল খাচ্ছে পাইনের শাখা। চারপাশের চাপচাপ অন্ধকার যেন তলাবিহীন গহ্বর।

এখনও ধুলোর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে বেন, ট্রেইল ছেড়ে উঁচু একটা রীজের কিনারা ঘুরে এগোল। কোথাও বিপদের আভাস নেই, স্বভাবতই অবচেতন মনের তাগিদে এগিয়ে চলছে ও।

ডানে গিরিখাতের আকাশছোঁয়া দেয়াল। ঘুরতে ঘুরতে একসময় হঠাৎ সামনে, একটু নীচে আলোর আভা দেখতে পেল। সেকেন্ড খানেক, তারপরই নিভে গেল আলোটা।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ক্যানিয়নের কিনারার দিকে এগোল বেন। ক্রীকের পাড়ে, নুড়িপাথরের বুকে একটা ক্যাম্প চোখে পড়ল, ছোট্ট করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। আলোর বৃত্তের মধ্যে একজনকে দেখতে পেল, ঝুঁকে মাটি থেকে কিছু তুলে নিল লোকটা, তারপর অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আচমকা গর্জে উঠল একটা বন্দুক। একের পর এক গুলির শব্দ ভেঙে খানখান করে দিল রাতের নিস্তব্ধতা। বেনের কাছ থেকে বড়জোর একশো গজ দূরে রয়েছে মার্কসম্যান। আড়ষ্ট দেহে স্যাডলে বসে থাকল বেন, পাহাড় আর ক্যানিয়নের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলেছে গুলির শব্দ; গড়ায়মান বিশাল একটা বলয়ের মত শব্দ তৈরি করল,



শেষে একসময় স্তিমিত হয়ে এল।

ছয়বার গুলি বর্ষণ করেছে লোকটা, শুনেছে বেন। তবে কোনটাই ওর ধারে-কাছে আসেনি। গুলির শব্দ শোনার সময় দেখল নীচের ক্যাম্পে ছুটে আগুনের কাছে চলে গেল এক লোক, লাথি মেরে লাগোয়া ক্রীকে ফেলে দিল জ্বলন্ত কাঠগুলো, তারপর এক দৌড়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। গুলির প্রতিধ্বনি মিইয়ে আসার পরপরই মার্কসম্যানের ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল বেনের, তুমুল বেগে ছুটছে ঘোড়াটা। এদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেছে ক্যানিয়ন, তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল এক লোক।

*

বেনকে ছেড়ে আসার পর সরাসরি চেরোকির দিকে এগোল জ্যাক ডার্ডন। কিছুদূর এগিয়ে, যখন মনে হলো ট্রেইল থেকে ওকে দেখতে পাবে না বেন, সঙ্গে সঙ্গে উত্তরে মোড় নিল ও, একটা ট্রেইল খুঁজে পেতে তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চেরোকির রাস্তায় আজকের শোডাউন বাতিল হয়ে গেলেও অদূর ভবিষ্যতে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি যে হবে, একরকম নিশ্চিত জ্যাক। বেন মেক্সটনকে হাড়ে হাড়ে চেনে বলেই এতটা নিশ্চিত ও। শত্রুতা কখনও ভোলে না ওর ভোলী বন্ধুটি। এতটা ধীর-স্থির সাবধানী মানুষ জীবনে দেখেনি জ্যাক, অথচ সময়ে সময়ে শান্ত নির্লিপ্ততার মুখোশ হারিয়ে যায় তার ভিতর থেকে, খেপা শয়তানের মত নিষ্ঠুর, একরোখা ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে সে। ইন্ডিয়ান রাইলির চরিত্রও অনেকটা একইরকম, তবে ভেন্স সাটলারের পোষা লোক বলা চলে তাকে। আজ রাতে চেরোকিতে যদি গোলাগুলি হত, নির্ঘাত খুন হয়ে যেত বেন মেক্সটন।

এই দৃঢ়বিশ্বাসের তাড়নায় এগিয়ে চলল জ্যাক, একটু পর মোড় নিয়ে পাসের মূল ট্রেইল ধরল। গিরিখাতের কিনারে যখন পৌঁছল, তখনও বাতাসে ধুলোর কটু গন্ধ রয়েছে—ট্রেইলে ইন্ডিয়ান রাইলির ভ্রমণের প্রমাণ। ঘোড়ার গতি কমিয়ে বনে ঢুকে পড়ল জ্যাক। গিরিখাতের কিনারায় যেতে অনেক নীচে ক্যাম্পের জ্বলন্ত আগুন চোখে পড়ল। মনোযোগ দিয়ে শব্দ শুনল, মনে হলো ক্ষীণ একটা আওয়াজ হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হতে পারল না। প্রায় পনেরো মিনিট পর ট্রেইলে অন্য একটা ঘোড়ার উপস্থিতির প্রমাণ পেল। ঝোপের সঙ্গে সংঘর্ষে খসখসে শব্দ হলো, তারপর একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল চারপাশ।

ঘটনা বুঝতে অসুবিধা হলো না ওর। ইন্ডিয়ান রাইলির ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছে বেন। রিভলবার বের করে পরপর ছয়টা গুলি করল ও, তারপর

তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল রানিং-এমের উদ্দেশে।

নিজের ভূমিকায় সন্তুষ্ট জ্যাক। সতর্ক করে দিয়েছে ইন্ডিয়ান রাইলিকে, এবং একইসঙ্গে খুনোখুনি থেকে বেনকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই করার ছিল ওর। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গেছে, সম্ভবত এবারই শেষ—আর কখনও দুই পক্ষের সংঘর্ষ ঠেকানোর সুযোগ হবে না ওর।

ঘোড়া ছুটিয়ে ঢাল ধরে নেমে গেল জ্যাক। যে-কোন অভিযুক্ত যেমন নিজেকে নিরপরাধ মনে করে, নিজের নির্দোষিতার ব্যাপারে সামান্য সন্দেহও নেই ওর। চরম এই সন্ধিক্ষণে স্মৃতির ভিড়ে হারিয়ে গেল মনটা, একেকবার একেকটা কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু গুরুত্ব দিল না জ্যাক। ফর্কের কাছে এসে বামের রাস্তা ধরল ও।

প্রথম থেকে মনে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করছে জ্যাক যে চাইলেই যে-কোন সময়ে ফিরে আসতে পারবে বিপজ্জনক এই পথ থেকে, সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে সক্ষম হবে, সৎ পথে চলা শুরু করবে আবার। এটাই ওর জন্য শেষ সুযোগ, উপলব্ধি করল জ্যাক। হয় এখনই ফিরে যেতে হবে, নইলে সবকিছু বিসর্জন দিতে হবে।

গ্র্যানিট ক্যানিয়নকে হাতের বামে রেখে ছুটছে ও, সামনে রানিং-এম। কাছাকাছি এসে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। অন্ধকারে থেকে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে নিজের আগমনবার্তা জানাল বাড়ির লোকদের। নিশ্চল দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল জ্যাক, ভেন্স সাটলারের কোন ক্রু হঠাৎ বেরিয়ে এলে যাতে দেখতে না-পায়।

হাড়সর্বস্ব দেহের ভেন্স সাটলারকে এগিয়ে আসতে দেখতে পেল জ্যাক। বিশ গজ দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, বরাবরের মতই সন্দিহান।

'বেশ, ভেন্স,' বিড়বিড় করল জ্যাক। 'এবার সামনে চলে এসো।'

এগিয়ে এল সাটলার, নুড়িপাথরে হালকা শব্দ তুলল তার বুট। ওদের পিছনে পাইনসারির গাঢ় কাঠামো, প্রেয়ারিতে ঝিলিক মারছে হলদেটে ঘাস। রানিং-এমের কুকুরগুলো ছোটাছুটি করছে এদিক-ওদিক, সমানে চেঁচাচ্ছে।

'চেরোকিতে বেন মেক্সটনের সঙ্গে দেখা হলো,' বলল জ্যাক। 'ইন্ডিয়ান রাইলি কোণঠাসা করে ফেলেছিল ওকে।'

'তো?'

'উঁহুঁ, ঘটনাটা ঘটেনি, ভেন্স।'



'কেন?'

'আমিই বাগড়া দিয়েছি। রাইলিকে বাফ দিয়ে নিরস্ত করেছি।'

পকেট থেকে প্যাকেট বের করে মুখে তামাক পুরল ভেন্স সাটলার, চিবানোর সময় গলার গভীর থেকে কর্কশ আওয়াজ বেরোল। পায়ের ভর বদল করল সে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্যাকের দিকে। 'তোমার রুটির মাখন কোত্থেকে আসে, জ্যাক? এখনও জানতে পারোনি?'

'যদ্দিন আমি আছি, বেনকে ছুঁতে পারবে না কেউ।'

'বেশ সেয়ানা তুমি, জ্যাক। জানো পানি কতদূর গড়াতে পারে। আসলে নিজেকেই বোকা বানাচ্ছ। মেক্সটনের সঙ্গে যদি খাতির রাখবে, আমার কোন কাজে আসছ না তুমি।'

'ভাবছি ছেড়ে দেব।'

'জানতাম এ-কথাই বলবে।'

'বেশ, জেনেই তো গেলে।'

'না,' নির্বিকার কণ্ঠে ঘোষণা করল সাটলার। 'ছেড়ে দেওয়ার সময় বহু আগেই পিছনে ফেলে এসেছ তুমি।'

'আমাকে আটকাবে নাকি?' জ্বলে উঠল জ্যাক ভার্ডনের চোখজোড়া।

ধীরে ধীরে একটা হাত তুলল সাটলার, আলতোভাবে গোঁফে তা দিল। 'আমি? মোটেই না। পালাতে অস্থির লোককে আটকাই না আমি। হ্যাটের গরুতে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ শেষ হয়ে গেছে তোমার।'

'আমার বিচার আমি করব।'

'নিশ্চই। কিন্তু বিচারক হিসাবে একটু কঠিনই হবে তুমি, বাছা, মনকে তো ভুল বোঝাতে পারবে না। জোচ্চোরদেরও কিছু নীতি থাকে। তোমার নেই। আমার আছে বলে রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারি। তুমি বড় গলায় এই কথা বলতে পারবে না।' থেমে নির্জলা তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল সে। 'প্রথম থেকে বোকার হদ্দের মত কাজ করে এসেছ। হবু শ্বশুরের গরু চুরি করে কোথায় যাবে ভেবেছ?'

'বলেছি তো, আমাকে গোলায় ধরো না আর।'

ঘোড়াকে পিছিয়ে নিল জ্যাক, মুহূর্তের জন্যও সাটলারের ক্ষীণ কাঠামো থেকে দৃষ্টি সরায়নি। একটু পিছিয়ে এসে বড়সড় একটা চক্কর কাটল রানিং-এম ফোরম্যানকে ঘিরে, পঞ্চাশ ফুট দূরে এসেছে, এ-সময় সাটলারের আমুদে কণ্ঠ শুনতে পেল: 'হয়তো।'

'কীসের ভয় পাচ্ছ তুমি?' জানতে চাইল জ্যাক।

'ভয় পাব? আমি? দুনিয়ার কোন কিছুতে ভয় নেই আমার, বাছা। বরং তুমিই ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছ।'

নিজের বাথানের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল জ্যাক ভার্ডন, মাইল দুয়েক আসার পর ভেন্স সাটলারের অট্টহাসি কানে গেল। রাতের নিস্তব্ধতায় অদ্ভুত শোনাল হাসিটা, অজান্তে শিউরে উঠল জ্যাক।

*

জ্যাক ভার্ডন চলে যাওয়ার পরপরই বাড়িতে ঢুকে পড়ল সাটলার। একটু দূরে পাথরের স্তূপের কাছে উঠে দাঁড়াল ক্ষীণ একটা কাঠামো, আধ-কুঁজো অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকল সে। সশব্দে বন্ধ হলো রানিং-এম কোয়ার্টারের দরজা। অন্ধকারে পা চালাল ছোটখাট লোকটা, দ্রুত ও অগভীর শ্বাস নিচ্ছে; পাথরসারি পেরিয়ে ঢালের কাছে চলে এল সে, ঘোড়াটাকে এখানেই রেখে গেছে। 'যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে হবে এখান থেকে,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল সে। কিন্তু স্যাডলে চাপার পর একেবারে স্থির হয়ে গেল সে।

পাঁচ মিনিট পর আঙিনা ধরে বাড়ির দিকে এগোল সে। সময় ক্ষেপণের জন্য রানিং-এম র‍্যাঞ্চ হাউসের চারপাশে পুরো এক চক্কর কেটে এসেছে।

'কে তুমি?' অন্ধকার থেকে তাকে চ্যালেঞ্জ করল একটা কণ্ঠ।

'বসের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' বলল ট্র্যাভেলিং কিড।

'ভাগো, বস্ নেই এখানে।'

'বসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।'

কোয়ার্টারের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ভেন্স সাটলার। 'এই ব্যাটা কে, জেফ?'

'লোক লাগবে তোমার?' হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল সে, পোর্চের সিঁড়ির গোড়ায় চলে এল। দেখেই তাকে চিনতে পারল সাটলার, চোখ সরু করে অনেকক্ষণ ধরে দেখল তরুণকে।

'কোত্থেকে এসেছ এখানে?'

'পাহাড় থেকে। ওখানে একটা আউটফিটের সঙ্গে সাপার করেছি।'

'কোন্ আউটফিট?'

'জিজ্ঞেস করায় বলল ওরা হ্যাটের ক্রু।'

চ্যালেঞ্জ করেছিল যে-লোক, দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল সে, কিন্তু নিস্পৃহ স্বরে তাকে নিরস্ত করল ভেন্স সাটলার। 'ঠিক আছে, জেফ। ওকে আমার উপর ছেড়ে দাও। বাছা, কী মনে করে এই আউটফিটে এসেছ তুমি?'



'হয়তো তোমার পছন্দের কাজগুলো করতে পারব আমি।'

'ভাগিয়ে দাও ওকে, জেফ।'

'এখানে কাজ করব আমি?' আগ্রহী স্বরে জানতে চাইল কিড।

'হ্যাঁ,' বলে বাড়ির ভিতর উধাও হয়ে গেল ভেন্স সাটলার। কামরার মাঝ পথে এসে থেমে গেল সে, নিচু হয়ে গেল মাথা। এক হাতে পুরু গোঁফে তা দিল, সরু চোখে তাকিয়ে থাকল মেঝের দিকে, কিন্তু মুখে সামান্য বিকারও নেই।

## আট

ভোর দুটোর সময় বাথানে ফিরে এল বেন মেক্সটন। সমস্ত হাট তখন ঘুমে অচেতন, একজন বাদে—লুইস ক্রগলে, আঙিনায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছে সে। 'কোন চুলোয় ছিলে এতক্ষণ?' স্বস্তির সুরে জানতে চাইল বন্ধুটি। 'ফের যদি কখনও স্কাউটিং-এ যাও, দয়া করে আগে থেকে জানিয়ো আমাদের।'

'চেরোকিতে গিয়েছিলাম।'

'আর কাজ পেলে না! তা কী খুঁজে পেলে?'

'কিচ্ছু না। আচ্ছা, লুই, হাই পাসের ওপাশের এলাকা তো ভাল চেনো তুমি, তাই না?'

'কিছু অংশে। আসলে খারাপ জায়গাগুলোয় যাইনি কখনও।'

'একদিন ওসব জায়গায় ঢুঁ মেরে দেখতে হবে।'

'ওই এলাকার নাড়ি-নক্ষত্র সবই চেনে ইন্ডিয়ান রাইলি।'

'এজন্যই ওই জায়গাটা ঘুরে দেখা দরকার।' ঘোড়া নিয়ে স্টেবলে চলে গেল বেন, ঘোড়াকে স্টলে দিয়ে গিয়ার নামিয়ে ফিরে এল একটু পর। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ক্রগলে, অন্ধকারে খাটো নিরাসক্ত একটা কাঠামো; ক্রমে খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে মেজাজ।

'আচ্ছা, জিম,' হাঁক ছাড়ল ক্রগলে। 'বিয়ের ব্যাপারে তোমার মতামতটা শুনি?'

'সেটা নির্ভর করছে কে বিয়ে করছে, তার উপর।'

'ফ্যাকড়ায় ফেললে! লোকটা আমিও হতে পারি।'

'বেথ কেনেডি খুব ভাল মেয়ে।'

'হ্যাঁ,' নিরানন্দ কণ্ঠে বলল ফ্রগলে। 'ঠিকই বলেছ। গত কয়েক বছর ধরে আমাদের সম্পর্ক।' বুটের গোড়ালি দিয়ে মাটি খোঁচাচ্ছে সে, দৃষ্টি নিচু। 'ব্যাপারটা শেষ পরিণতির দিকে যাওয়া উচিত। বেথ এমনভাবে কথা বলতে পারে, নিজেকে তোমার মনে হবে সাত ফুট লম্বা, সিংহকে নাস্তানাবুদ করতে সক্ষম। সারা তল্লাটে ওর চেয়ে পাকা রাঁধুনি নেই কেউ, সঞ্চয় করতেও জানে। একে একে সবাই বিয়ে করে থিতু হয়ে যাচ্ছে, দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

'তুমিও করে ফেলো। আমি তো কোন সমস্যা দেখছি না।'

'হয়েছে কী,' আমতা আমতা করে বলল লুইস ফ্রগলে। 'বহুদিন ধরে আমি নিজেই আমার বস্। এই কর্তৃত্ব ত্যাগ করা কঠিন। যারা বিয়ে করেছে, এদের সবাইকে বিয়ের আগে অনেক আমোদ-ফুর্তি করতে দেখেছি, চার ফুট উঁচু যে-কোন পশুর পিঠে রাইড করত, রাতভর হুইস্কি গিলত জো মর্টনের সেলুনে। কিন্তু বিয়ের পর সব খায়েশ ফুরিয়ে গেছে ওদের। যখনই ওদের জিজ্ঞেস করি–কেমন আছে, উত্তর দেয় ভাল। কিন্তু কেউই চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরটা দেয় না। বেথ খুব-একগুঁয়ে, জানো তুমি। কী মনে হয়, ওর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব?'

'চেষ্টা করতে দোষ কী, লুই।'

'চেষ্টা? আমাকে মাখন পেয়েছ যে যেখানে-সেখানে লাগিয়ে ফেলবে?' গজগজ করতে করতে বাঙ্কহাউসে চলে গেল লুইস ফ্রগলে।

একই জায়গায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল বেন। সামনে হ্যাটের দালানের অস্পষ্ট গাঢ় কাঠামো। উপত্যকায় ক্ষীণ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, উইলো সারির ধারে নদীর কুলকুল ধ্বনি কানে আসছে। র‍্যাঞ্চ হাউসে ঢুকে অফিসে চলে এল বেন। লণ্ঠন জ্বালিয়ে ডেস্কে এসে বসল, ঘুমানোর প্রয়োজন বোধ করল না।

আজ রাতে কয়েকটা ব্যাপার খোলসা হয়ে গেছে, কিছু প্রশ্ন অবশ্য রয়ে গেছে। বেসিনের অন্য সবার মতই বেন জানত ইন্ডিয়ান রাইলি আসলে সস্তা একজন গরুচোর, নিজের চিহ্ন মুছে ফেলতে দক্ষ বলে ধড়টা এখনও আস্ত আছে তার, নইলে অনেক আগেই তাকে ঝুলিয়ে দিত লোকজন। বেন আরও জানত ভেন্স সাটলার আগাগোড়া অসৎ। মনে সন্দেহ ছিল যে সাটলার আর রাইলির মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে, রাইলির কোয়ার্টারের জানালার উদ্দেশে কয়েকটা বুলেট পাঠিয়ে দিয়ে আজ সেই



সন্দেহ নিরসন করেছে। খবরটা সাটলারকে জানাতে রানিং-এমে ছুটে গেছে রাইলি। প্রমাণ হিসাবে এই যথেষ্ট।

ভেন্স সাটলারের ছায়ায় আড়ালে বাস করা অলিভার প্যাটের ভূমিকা অস্পষ্ট ছিল ওর কাছে। কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন। সম্ভবত জান খোয়ানোর ঝুঁকি নিয়ে নিজের বাথানে বাস করছে প্যাট, আর ইচ্ছে মাফিক র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে সাটলার। আরও একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে বেন: এলাকায় রাসলিঙের মূলে রয়েছে সাটলার। রানিং-এমের আশ্রয়ে খুশিমত ক্রু বাছাই করে সে, ইয়েলো হিল্স অঞ্চলে তারই নির্দেশে কাজ চালাচ্ছে ইন্ডিয়ান রাইলি।

সব মিলিয়ে মন্দ নয়। যথেষ্ট প্রমাণ মিলেছে, এবং গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছে। দ্বিধা বা সন্দেহ যা ছিল, মন থেকে মুছে ফেলতে পারে। এখনকার কাজ: রাসলারদের রুট আবিষ্কার করতে হবে। কোন্ পথে ইয়েলো হিল্স থেকে গরু নিয়ে যায় ওরা, চূড়ান্ত গন্তব্য জানতে হবে। সেটা জানা পর্যন্ত এবং চোরদের বমাল ধরা পর্যন্ত কিছু করার নেই। চাইলেও কোন অ্যাকশনে যেতে পারবে না।

সুবিচার করার এই স্পৃহা নিজের মধ্যে অনাবিষ্কৃত ছিল বেনের। ভেন্স সাটলারের অপরাধ সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও রানিং-এমের কোন ক্রুকে স্বচক্ষে গরুচুরি করতে দেখেনি ও। একটা বিহিত করার আগে হীন এই কাজটা নিজের চোখে দেখতে হবে।

একটা একটা করে প্রমাণ আর তথ্য পর্যালোচনা করল বেন, গম্ভীর মুখে বসে আছে টেবিলের সামনে, চেয়ারে শিথিল ওর দীর্ঘ সুঠামদেহ। শিগগিরই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যাবে, কুৎসিত নিষ্ঠুরতার ছাপ পড়বে বেসিনের সর্বত্র। ভেন্স সাটলারের মত মানুষের ধাত খুব ভাল করে জানে বেন, মরবে তবু পরাজয় মেনে নেবে না; নিজেকে বা বেসিনের ক্যাটলম্যানদেরও ভাল করে চেনা আছে ওর–ক্ষমার প্রশ্ন এদের কাছে অবান্তর। ঠিক এ-কারণেই নিশ্চিত হতে চাইছে বেন।

শীত এসে গেছে। হৃষ্টপুষ্ট গরু চুরি করে পাশের প্রদেশে চালান করে দিচ্ছে সাটলারের লোকেরা, ব্র্যান্ড বদলে বা ব্র্যান্ডের উপর কারিগরি ফলিয়ে বাজারে বিক্রি করছে। এক্ষেত্রে কোন র‍্যাঞ্চার জড়িত রয়েছে। চোরাই মাল বিক্রির দায়িত্ব তার। বেনের ধারণা ঠিক এভাবেই কাজ সারছে সাটলার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

ব্র্যান্ডিং রড হাতে ধূর্ত লোকের পক্ষে হ্যাটের মার্কা বদলে ফেলা মোটেই অসম্ভব নয়। গরু জবাই করার পর চামড়ার ভিতরের দিকটা

খুঁটিয়ে দেখলে হয়তো কারসাজিটা ধরা সম্ভব। ক্যাটলম্যান এসোসিয়েশন এ-পর্যন্ত বড় বড় কসাইখানার চামড়া পর্যবেক্ষণ করার কার্যকরী কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

ঝুঁকে একটা পেন্সিল তুলে নিল বেন, এক-তা কাগজ টেনে নিয়ে হ্যাটের মার্কা  থেকে বদল করা যায়, এমন সম্ভাব্য ব্র্যান্ড আঁকতে শুরু করল। কয়েকটা বেশ সহজ এবং স্পষ্ট, যেমন: বক্স অ্যারো  এইচ অন রেইল , টেন্ট  ব্রড অ্যারো , ডবু-এ অন এ রেইল  আরেকটু কারসাজি করলে দ্য হাব  চেইন , ডাগআউট , ব্রোকেন হার্ট , কিংবা স্পিট এইটি-এইট  বানানো যায়।

একটা ব্র্যান্ডকে নানাভাবে পাল্টে দেওয়া সম্ভব, ব্র্যান্ডিং রডে সামান্য হেরফেরে দিব্যি চেহারা পাল্টে যায়, যদি ধূর্ত কোন লোকের মস্তিষ্ক কাজ করে। ব্র্যান্ডের এমন পরিবর্তন দেখার বহু অভিজ্ঞতা রয়েছে বেনের।

গরুচুরির আরও একটা পদ্ধতি আছে। বসন্তের শুরুতে যখন বাছুরগুলো রেঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, সাটলারের লোকেরা ব্র্যান্ডিংয়ের আগেই সরিয়ে নিয়ে যায় ওগুলোকে। পাহাড়ে গোপন কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে পছন্দমত ব্র্যান্ডিং করে, তারপর গাভী সহ বাজারে চালান করে দেয়। ইয়েলো হিলস অঞ্চলে হ্যাটের বহু গাভী রয়ে যাবে যাদের বাছুর থাকবে না, বাঁট ভরা দুধ তখন ওগুলোর কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

হ্যাটের একটা গরুর সঙ্গে সাটলারের কোন লোক—বেনের জন্য এখন এটাই সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ। সেই সময় যখন আসবে, উপত্যকার সমস্ত লোক দড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়বে, লম্বায় কে কত বড় দেখবে না, স্রেফ ঝুলিয়ে দেবে গাছের সঙ্গে। বেনের অবচেতন মনের ধারণা এই ঘটনা ঘটতে বেশি দেরি নেই, শিগগিরই ঘটবে।

বেসিনের সত্যিকার পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারছে বেন, ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ভীত না হলেও শঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন। গভীর রাত্রির সুনসান নীরবতা একাকীত্ব নিয়ে এল ওর জন্য, অনুভূতিটা এত প্রকট যে চাইলেও তাড়িয়ে দিতে পারছে না, বরং ক্রমে বাড়ছে। হ্যাট উপত্যকার সবচেয়ে বড় বাথান, বেসিনের যে-কোন সঙ্কটে হ্যাটই নেতৃত্ব দিয়েছে। সার্বিক অর্থে ও-ই হ্যাট পরিচালনা করছে, স্বভাবতই স্নায়ুক্ষয়ী এই পরিস্থিতিতে ওর সিদ্ধান্ত আর কৌশলের উপর নির্ভর করবে হ্যাট এবং অনুসারীদের ভাগ্য। পুরো দায়িত্ব ওর একার, ওর কথায় কেউ ফাঁসিতে ঝুলবে নয়তো মুক্তি পাবে। নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে ওর।



শুধু হ্যাটই নয়, অন্যরাও চলে এল ওর ভাবনার মধ্যে—ডরোথি ব্রিসবিন, জিম মেস...বেসিনের লোকজন তাকে যা মনে করে তারচেয়ে ঢের ভালমানুষ সে, লরি পিয়েট অন্য একজনকে ভালবাসে জানার পরও বিয়ে করেছে তাকে, এমন উদারতা বহু মানুষই দেখাতে পারবে না; জ্যাক ভার্ডন...

ভাবনা এখানেই থেমে গেল। সতর্কতা মিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে চেরোকির ঘটনাটা স্মরণ করল বেন। সন্ধ্যার দিকে জিম মেসের বাথানের কাছাকাছি দেখা গেছে জ্যাককে, এর কিছুক্ষণ পর চেরোকিতে উপস্থিত হয়েছিল সে। কেন গিয়েছিল? অস্থিরমতির রাইডার হিসাবে বদনাম রয়েছে জ্যাক ভার্ডনের, সর্বক্ষণই ঘুরে বেড়ায়, ইদানীং লুকাছাপা ভাব রয়েছে তার চলাফেরার মধ্যে। জুয়ার দেনা নিয়ে উদ্বিগ্ন সে, বেনের অনুমান। তাসের মায়া কাটাতে পারছে না। হঠাৎ বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন বরাবরই বুকে লালন করে সে, কিন্তু ঝুঁকি নিতে ভাল লাগে বলে নয়, বরং অল্প পুঁজি ও পরিশ্রমে এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে বিস্তর কামানো সম্ভব বলে জুয়া খেলে সে।

ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে কামরার পরিবেশ, জানালায় অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে।

'কী ভাবছ, বেন?'

ডরোথি ব্রিসবিনের কণ্ঠে সংবিৎ ফিরে পেল বেন, মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে দরজায় দাঁড়ানো দেখতে পেল মেয়েটিকে। গায়ের উপর পশমী একটা রোব জড়িয়েছে ডোরা। ঘুমের কারণে কোমল দেখাচ্ছে গাল দুটো, গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে; চুল এলোমেলো। লণ্ঠনের হলদেটে আলোয় মেয়েটির শান্ত মূর্তি আর বিরল সৌন্দর্য বেনের বুকে নতুন করে কষ্টের সঞ্চার করল।

'ঘুমিয়ে পড়ো, ডোরা।'

এগিয়ে এসে বাপের প্রিয় চামড়ার চেয়ারে বসল ডোরা, খুঁটিয়ে দেখছে বেনকে। যাই বুঝে থাকুক বা যাই জানতে চাক, চোখ দুটো বড়বড় হয়ে গেল ওর।

এভাবেই বেনের দিকে তাকাতে অভ্যস্ত ও। মানুষটিকে যেন কখনোই পুরোপুরি বুঝতে পারেনি, বোঝার আকাঙ্ক্ষা সন্তুষ্ট হওয়ার নয়। অকপট, ব্যক্তিগত এবং স্বজাত কৌতূহল। বেনের উপর স্ত্রীসুলভ অদ্ভুত একটা অধিকার লালন করে ও, বেন যেন ওর সম্পত্তি—প্রায়ই বেনকে খুঁচিয়ে বা খুনসুটি করে আনন্দ পায়, কিন্তু অন্য কেউ বেনকে আঘাত করতে এলে বিশ্বস্ত বন্ধুর মত পাশে এসে দাঁড়ায়।

বেনের চিন্তার গভীরতা দেখতে পেয়ে সেই বিশ্বস্ততার ধারক হয়ে

গেল ডোরা। বেন যখন ক্লান্ত থাকে, চোখের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে আসে, শিথিল হয়ে যায় মুখ; আর বিপদের সময় অদম্য চাহনি ফুটে উঠে।

'কফি খাবে, বেন?'

'কষ্ট করতে হবে না তোমাকে।'

'রাতে কোথায় ছিলে?'

'ইয়েলো হিল্‌সে গিয়েছিলাম।'

কিছু কিছু ব্যাপারে বাপের স্বভাব পেয়েছে ডোরা। মনোযোগ দিয়ে শোনে ও, এবং কথার অন্তরালের তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করে। গুরুত্বহীন প্রসঙ্গ বাতিল করে দেওয়াতেও বাপের সঙ্গে মিল রয়েছে ওর। 'কিছু পেয়েছ?' ডোরার সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা।

'হ্যাঁ।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসল ডোরা। মুক্ত পা-টা নাচাচ্ছে। ছেলেবেলার বহু পুরানো অভ্যাস এটা, এখনও ছাড়তে পারেনি ও। বেনের দৃষ্টি চলে গিয়েছিল ডোরার সুঠাম ফর্সা পায়ের দিকে, কিন্তু চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। ব্যাপারটা টের পেয়ে সচেতন হয়ে গেল ডোরা, সিধে হয়ে বসল, নিজের অজান্তে মুখ আরক্ত হয়ে গেল। ঠিক কী ভাবছে, জানতে ইচ্ছুক ও। বরাবরই এই জিজ্ঞাসা মনে কাজ করে, কিন্তু বেন এমন বেরসিক যে কখনোই স্পষ্ট করে বলে না।

'কী, বেন?'

'তুমি এখন আর বাচ্চা নও।'

'বহু বছর ধরে আমার পা দেখছ তুমি,' টানটান স্বরে বলল ডোরা।

'হ্যাঁ।'

দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল ডোরার। দরকার ছিল না, তবুও রোব টেনে হাঁটু ঢাকল ঠিকমত। 'আনন্দের বহু সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি আমরা, বেন,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'জ্যাকের সঙ্গে আমার বিয়ের পর কি বন্ধ হয়ে যাবে সব?'

'সেটা বরং জ্যাককে জিজ্ঞেস কোরো,' শুকনো স্বরে জবাব দিল বেন।

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছি।'

'আমি তখন এখানে থাকব না, ডোরা।'

'এ-কথা বোলো না, বেন!' আহত শোনাল ডোরার কণ্ঠ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে সারা কামরায় পায়চারি করতে



শুরু করল। একটু পর বেনের পিছনে এসে দাঁড়াল ও, আলতোভাবে চুল স্পর্শ করল, হাত বুলাল মাথায়। মমতার হাতজোড়া কাঁধে নেমে গেল, কামরার শীতল স্থবিরতায় উষ্ণ শোনাল ওর কথাগুলো: 'তুমি একটু বেশি কঠিন, বেন, কখনও কখনও পাষাণ হয়ে যাও। অন্যদের মাঝে যখন দেখি তোমাকে, অবাক হয়ে লক্ষ্য করি সবাই তোমার কর্তৃত্ব কত সহজে মেনে নেয়। সবার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিতে পারো তুমি। যা চাও, করিয়ে নাও। জানি না কী কৌশলে তাদের জয় করে নাও। মানুষকে তোমার পক্ষ নিতে দেখেছি আমি, দেখে গর্বে বুক ফুলে যায় আমার, আনন্দ পাই। কখনও আঙুল তুলতে হয় না, কিংবা গলা চড়াতেও হয় না তোমার, অথচ দিব্যি তোমার নির্দেশ মেনে চলে সবাই।'

'ঘুমাতে যাও।'

'তোমাকে ছাড়া এই র‍্যাঞ্চ কীভাবে চলবে, বহুবার ভেবেছি, কিন্তু প্রতিবার দুশ্চিন্তায় মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার যোগাড় হয়েছে। তোমাকে ছাড়া হ্যাট কল্পনাই করতে পারি না। আমার তো মনে হয় তুমি চলে গেলে হ্যাট আর হ্যাট থাকবে না। কেবলই তোমার কথা মনে পড়বে। বিশ্বাস করো কথাটা? ব্যাপারটা ভাল লাগুক আর না-লাগুক, কিন্তু অন্যদের মতই অবস্থা আমার। তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে আছি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বেন, ঘুরল। ধীরে ধীরে চোখ তুলে তাকাল ডোরা, অপূর্ব চোখজোড়ায় অদ্ভুত কিন্তু পীড়াদায়ক সততা। এমন একটা কিছু বলতে চাইছে, যা মুখে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়; এবং উত্তরটা জানার জন্য অধীর চাহনিতে বেনকে দেখছে। 'যদি সত্যি সত্যি চলে যাও,' রুদ্ধ স্বরে, ফিসফিস করে বলল ডোরা। 'আমাকে কি ক্ষমা করতে পারবে?'

'ডোরা, জ্যাককে শিগগিরই বিয়ে করছ তুমি।'

দৃষ্টি নামিয়ে মেঝের দিকে তাকাল ডোরা। 'হ্যাঁ,' অস্পষ্ট স্বরে বলল ও। 'হ্যাঁ।' বুকের গভীর থেকে ঠেলে আসা দীর্ঘশ্বাসটা লুকাতে সক্ষম হলো।

লণ্ঠনের আলো এসে পড়েছে ডোরার কপাল আর মাথার উপরের দিকটায়, মিষ্টি একটা সৌরভ পাচ্ছে বেন। চট করে পিছনে হাত নিয়ে গেল ও, শক্ত করে চেপে ধরল পরস্পরের সঙ্গে। মনটা লোভী হয়ে উঠতে চাইছে, জানে চাইলেই বুকে টেনে নিতে পারে কাঙ্ক্ষিত নারীটিকে, কিন্তু তারপরও নিজের ইচ্ছেকে গলা টিপে হত্যা করল ও।

ফের যখন মুখ তুলে তাকাল ডোরা, মনে হলো নিজের আবেগ আর

অনুভূতির উপর পর্দা টেনে দিয়েছে। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়, বেন? নিজের অনুভূতি তোমাকে কী করে বলব আমি? আমি জানি না, সত্যি জানি না।'

বুক ভরে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল বেন মেক্সটন। শরীরে রক্তপ্রবাহ বেড়ে গেছে, যেন জোয়ার এসেছে: দেহের প্রতিটি পেশিতে, অণু-পরমাণুতে অনুভব করতে পারছে ও। নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে ক্লান্ত বোধ করল। 'ডোরা,' শেষে বলল বেন। 'জ্যাকের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তোমার। হ্যাটে আমার উপস্থিতি একটা ছবির মত। চলে যাওয়ার পর হয়তো কিছুদিন অভাব বোধ করবে, তারপর একসময় ঠিকই ভুলে যাবে। এতে যদি মনে শান্তি পাও, বাছা, আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি...'

থেমে গেল বেন, একটু পর যোগ করল: 'বাস্তবকে মেনে নিলেই মঙ্গল। সবার জন্য। হ্যাঁ, অনেক আনন্দ করেছি আমরা, অনেক সুসময় ভাগাভাগি করেছি। সবই মনে আছে আমার। কিন্তু এখন বড় হয়েছ তুমি, পুরানো স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকার মানে নেই। আমার কথাই ধরো, প্রায় প্রতিদিনই জীবনের কোন না কোন ঘটনাকে বিদায় জানাচ্ছি। যা সারা হয়ে যায়, সেটার জন্য হাপিত্যেশ করা বোকামি। নইলে জীবন চলে না। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী এভাবেই চলছে। কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে নেই। এটা আমি শিখেছি, পালনও করার চেষ্টা করি। অতীত মানুষকে কাঁদায়। ভবিষ্যতের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত সবার, কারণ তাতে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।'

'তুমি যখন চলে যাবে...বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে আমার!' রুদ্ধস্বরে বলল ডোরা, প্রায় কেঁদে ফেলেছে। মুহূর্ত কয়েক ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল ওরা: তীব্র অনুতাপ, বঞ্চনার বেদনা আর হতাশা একইসঙ্গে জর্জরিত করল ওদের হৃদয়, প্রবল নাড়া দিয়ে গেল দুটি সত্তায়।

তারপর হঠাৎ বেরসিকের মত মোহটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল বেন। 'আরও ব্যাপার আছে। হ্যাট শিগ্গিরই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়বে, ডোরা। হয়তো শীতের সময় কিংবা বসন্তে। কেবল খোদাই জানে পরিণতিতে কী ঘটবে। যে-উপত্যকায় এত উপভোগ্য সময় কাটিয়েছি আমরা, সেখানে এতটুকু আনন্দ নেই এখন।'

'অবস্থা এত খারাপ?' ফিসফিস করে জানতে চাইল ডোরা।

'অনেক রক্ত ঝরবে।'

দরজার দিকে এগোল ডোরা, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। উচ্ছল কমনীয় একটা মেয়ে রহস্যময় পরিপূর্ণ এক নারীতে রূপান্তরিত



হয়েছে যেন, এই পরিপূর্ণতা আর অনাবিল সৌন্দর্য মেয়েটিকে ওর নাগালের বাইরে পৌঁছে দিয়েছে। এখন ডোরার পুরো মুখে আলো পড়েছে, যদিও চোখের কাছে গাঢ় ছায়া রয়েছে। এভাবেই মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থাকল ডরোথি ব্রিসবিন, কী এক তৃষ্ণা আর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বেনকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল।

নিজেকে ক্লান্ত নিঃস্ব এবং অসহায় মনে হলো বেনের: ভুল হলো মৃত্যুর স্থবিরতা নিয়ে বিরাজমান অন্ধকার এক পৃথিবীতে ওর বসবাস। ধীর পায়ে ডেস্কের কাছে চলে এল ও, লণ্ঠন নিভিয়ে নিজের কামরায় এসে শুয়ে পড়ল। সধারণত শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু আজ ঘুম এল না: অনেকক্ষণ ধরে বাইরের হিমেল বাতাসের ফিসফিসানি শুনল। শীত চলে এসেছে।

৬

আঙিনা পেরিয়ে স্টেবলে চলে এল ভেন্স সাটলার। ল্যাসো ছুঁড়ে নিজের ঘোড়াটা ধরে, স্যাডল চাপানোর পর ওটার পিঠে চেপে বসল। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ট্র্যাভেলিং কিড, উজ্জ্বল চোখে তারুণ্যের সমস্ত কৌতূহল নিয়ে দেখছে রানিং-এম ফোরম্যানকে। তার পিছনে এসে দাঁড়াল অন্যান্য ক্রুরা।

ভেন্স সাটলারের স্যাডলে বসার ভঙ্গিই ঝামেলার আভাস দিচ্ছে। ল্যাসো তুলে নিয়ে একটা ফাঁস তৈরি করল সে, তারপর খোলা জায়গায় ছুঁড়ে মারল। অনুশীলন বলা চলে। সকালের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে উপত্যকা, ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস ধেয়ে আসছে গ্র্যানিট ক্যানিয়ন থেকে। বাতাসে সাঁড়াশি অনুভূতি। সাটলারের নিরাসক্ত চাহনি স্থির হলো তরুণের মুখে।

'বিয়ের অনুষ্ঠানে কাউকে চিনতে নাকি, কিড?'

'উঁহু, কাউকে চিনি না আমি,' জবাব দিল ছেলেটা।

'গতরাতে কী মনে করে হ্যাটের লোকজনের সঙ্গে সাপার করলে?'

'রাত হয়ে গিয়েছিল, এদিকে খিদেয় পেটে মোচড় দিচ্ছিল। চাক ওয়্যাগন দেখে ভাবলাম খাবার মিলবে, ওটা কার পাত্তা দেইনি আমি।'

'রাতই যদি হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে রাতটা ওখানে কাটাওনি কেন?'

'ব্যাপার হচ্ছে, কোথাও বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারি না আমি,' অম্লান বদনে বলে যাচ্ছে কিড, ভেন্স সাটলারের জেরার তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। 'খাওয়া খাওয়া লোকের এই অভ্যাসটা না-করলে চলে না।'

'তা হলে এখানে এলে কেন?'

'ধরে নাও,' রহস্যময় সুরে বলল তরুণ। 'হয়তো ভেবেছি আমার মত লোকের জন্য ভাল জায়গা এটা।'

'কেমন জায়গা?' ব্যাখ্যা দাবি করল সাটলার, এখনও মুখ নির্বিকার।

'আমার দুটো কান আছে, অনেক কিছুই শুনেছি।'

নিতান্ত আলস্য ভরে ল্যাসোর ফাঁসটা ঘোরাল ভেন্স সাটলার, পাথুরে নির্লিপ্ত চোখে ফাঁসটা দেখল সে। 'কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'নিউ মেক্সিকো থেকে।'

'বেন মেক্সটনকে চেনো?'

'দেখেছি ওকে, তবে আগে চিনতাম না।' বুট দিয়ে ধুলো চটকাল কিড, ঘাড় ফিরিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ক্রুদের ভিড় দেখল। এবার বিপদ টের পেল সে, ঝটিতি সামনে ফিরে সাটলারের তির্যক দৃষ্টির মুখোমুখি হলো। অজান্তে ঢোক গিলল তরুণ, ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল গাল দুটো। নার্ভাস স্বরে বলল: 'তো, হয়েছে কী...'

মৃদু, খুবই মৃদু স্বরে তাকে বাধা দিল সাটলার। 'কাল রাতে হ্যাটের চাক ওয়্যাগনে সাপার সেরে সরাসরি এখানে এসেছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'পথে থেমে বা কারও সঙ্গে দেখা করে সময় নষ্ট করোনি?'

মুখের রক্ত আরও সরে গেল কিডের। হনুর হাড়, এমনকী ঠোঁটও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। অস্বস্তিতে নড়েচড়ে দাঁড়াল সে, শুকনো স্বরে বলল: 'না।'

পুরো আঙিনায় নীরবতা নেমে এল। সরু হয়ে গেছে ভেন্স সাটলারের চোখজোড়া, মরচে-রঙা গোঁফের নীচে সামান্য কেঁপে উঠল দুই ঠোঁট। ঘোড়ার পাশে আবারও আলসেমির সঙ্গে ফাঁসটা নাড়াচাড়া করল সে, দৃষ্টি নামিয়ে দেখল ওটা, তারপর চোখের নিমেষে মাথার উপর তুলে ছুঁড়ে মারল।

ফণা তোলা সাপের ছোবলের মত বিদ্যুৎ গতিতে ফাঁসটাকে আসতে দেখতে পেল কিড, আত্মরক্ষার খাতিরে একটা হাত তুলে বলল: 'দেখো, আমি কখনোই...'

ফাঁসটা নেমে এসে কিডের কোমরে চেপে বসল, এক হাত সহ আটকা পড়েছে সে। একটু একটু করে পিছাতে শুরু করল সাটলারের ঘোড়াটা, এদিকে মাটির সঙ্গে গোড়ালি ঠেকিয়ে পতন রোধ করছে কিড। কিডের বুটের ঘায়ে ধুলো উড়ছে। ইচ্ছে করে চাপ বাড়াচ্ছে না সাটলার।



'ডাহা মিথ্যে বলছ তুমি, কিড,' নিস্পৃহ স্বরে বলল সাটলার। 'গতরাতে যেখানে বসে অপেক্ষায় ছিলে, ওখানে তোমার বুটের ছাপ খুঁজে পেয়েছি আমরা। মেক্সটন এখানে পাঠিয়েছে তোমাকে!'

'খোদার কসম!' চিৎকার করল কিড। 'মেক্সটনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার! বিশ্বাস করো!' ঘাড় ফিরিয়ে, মরিয়া দৃষ্টিতে রানিং-এম ক্রুদের দিকে একবার তাকাল সে, কিন্তু অনড় দাঁড়িয়ে আছে তারা, সামান্য টুঁ শব্দও করছে না। 'তোমরা কি দাঁড়িয়ে থেকে এসব দেখে যাবে?'

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে স্পার দাবাল ভেন্স সাটলার। কোমরে ঝটকা টান পড়ল কিডের, বাতাসে নিক্ষিপ্ত হলো সে। মাটিতে পড়ল যখন, তখনও পতন ঠেকানোর জন্য চেষ্টা করছে। পরের কয়েকটা মিনিট লাগাতার লড়াই করতে হলো তাকে–গড়াগড়ি খাচ্ছে, হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ছে, একইসঙ্গে সমানে চেঁচাচ্ছে–কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভারসাম্য ফিরে পায়নি। উপত্যকা ধরে তুফান বেগে ছুটছে সাটলারের ঘোড়া। ধুলো উড়ছে ছুটন্ত কিডের চারপাশে, এক হাত তুলে ইশারায় দয়া ভিক্ষা করল সে; পরক্ষণে একটা পাথরের সঙ্গে সংঘর্ষ হলো তার মাথার, আকাশে উঠে গেল দুই পা। অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছে সে।

টেনে-হিঁচড়ে তাকে আরও কয়েক ফুট নিয়ে গেল ভেন্স সাটলার, শেষে থামল। স্যাডল ছেড়ে এগিয়ে এল তরুণের কাছে, ঝুঁকে ফাঁস খুলে ফেলল।

মারা গেছে ট্র্যাভেলিং কিড। নাক-মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেছে, ক্ষত-বিক্ষত মুখ থেকে আতঙ্কের ছাপ বিদায় নেয়নি এখনও। দৃষ্টি নামিয়ে অপরিণত মুখটা দেখল সাটলার, পাথুরে নির্লিপ্ততা নিয়ে দেখল। ল্যাসো গুটিয়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে, স্যাডলে চেপে আঙিনায় ফিরে এল। ক্রুদের কেউ কিছু বলল না, আগের মতই নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে।

'হ্যাটের স্পাই-ভাগ্য মোটেই ভাল যাচ্ছে না,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ভেন্স সাটলার। 'রাতের বেলায় এই ব্যাটাকে টিমথি ব্রিসবিনের আঙিনায় ফেলে এসো, জেফ।'

'বেশ, তাই হবে,' বিড়বিড় করল জেফ বুন।

'কারও উপর যখন বিশ্বাস থাকে না আমার,' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল সাটলার। 'তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। আমি তোমাদের বিশ্বাস করি, বয়েজ, কথাটা মনে রেখো সবাই।'

*

টু ড্যান্স এবং ইয়েলো রেঞ্জের সর্বত্র রাউন্ড-আপ চলছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার

রাত্রিতে ক্যাম্পের আগুন অসংখ্য দলের উপস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছে। দিনের বেলায় মভিয় স্টেশনমুখী গরুর দীর্ঘ সারি আর উড়ন্ত ধুলোর স্তম্ভ চোখে পড়ে। বিশাল মসি-হর্ন বলদগুলো শিং নাড়তে নাড়তে এগোয়। টেক্সান রক্ত তো আছেই, উপরন্তু বহুদিন পাহাড়ে থাকায় বুনো হয়ে গেছে ওদের স্বভাব। এদের শঙ্করায়নের ফলে জন্ম নিয়েছে গাট্টাগোট্টা ভদ্রগোছের হেয়ারফোর্ড।

উন্নত জাতের গরুর পালটাকে মভিয় স্টেশনে অপেক্ষমাণ বক্স-কারের দিকে হেলে-দুলে এগোতে দেখে সন্তুষ্টি বোধ করল ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ মালিক টেরেন্স এলগার। টিনের কাপ তুলে নিয়ে কফিতে চুমুক দিল সে, মৃদু স্বরে মন্তব্য করল যে গরুর ব্যবসা জমে উঠছে। তার মনে পড়ল দক্ষিণ-পশ্চিমে একসময় গরুর মাংসের কদর ছিল না।

'বলদগুলো তখন অ্যান্টিলোপের মত কেবল ছোটাছুটি করত, স্বভাবেও ছিল বুনো,' বলল এলগার। 'কেবল মাংসই পাওয়া যেত, টাকার বিচারে একেবারে মূল্যহীন বলে ধরা হত। কিন্তু এখন ব্যবসার জন্য গরুই সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিবর্তনটা ভালই লাগছে আমার।' কিছুটা দুঃখের সঙ্গে অতীত মনে করল সে, তারপর ঝট করে ঠোঁট থেকে কফির কাপ সরিয়ে বলদের মত চড়া স্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

বক্স-কারের কাছে, পালের দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রেসিনের সব রাইডার, গরুগুলোকে শান্ত রাখার জন্য যার যা ইচ্ছে গাইছে বা বিড়বিড় করে কথা বলছে। লোড করার সময় হলে বাঁশি বাজবে। ফ্রেইট এঞ্জিনের হেডলাইটের তীব্র আলো ট্র্যাক ধরে বহুদূর ছুটে গেছে। উসখুস করছে গরুর পাল। বাতাসে বোটকা গন্ধ।

চেঁচিয়ে কী যেন বলল টালিম্যান, এদিকে এঞ্জিনের ঘণ্টা বাজল। ক্যাটল কারে উঠে হাতের লণ্ঠন বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে সঙ্কেত দিল সিগন্যালম্যান। সঙ্গে সঙ্গে বক্স-কারে গরু ঢোকানোর পর্ব শুরু হলো—কাজটা শেষ হলো তড়িঘড়ি এবং প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে। ওমাহা যাবে আরেকটা ট্রেন, লোডিং প্ল্যাটফর্মে এনে রাখা হলো বাড়তি কয়েকটা শূন্য বগি।

'ক্রিসেন্ট,' চেঁচিয়ে ডাকল কেউ। 'তোমাদের গরু নিয়ে এসো।'

সঙ্গে সঙ্গে চড়া স্বরে নির্দেশ দিল লিউ ওয়াল্টন, অন্ধকার থেকে খেদিয়ে প্ল্যাটফর্মে আনা হলো ক্রিসেন্টের গরুর পাল। একটা একটা করে বক্স-কারে ঢোকানো হলো।

লাগাতার তুষারপাতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকল ব্যাপারটা,



বনানী ঘেরা রেঞ্জ থেকে মভিয় স্টেশন যাত্রা করল গরুর পাল, উপত্যকা পাড়ি দেওয়ার পর স্টেশনে এনে বক্স-কারে তোলা হলো। ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ, ব্রক-টি, ক্রিসেন্ট, হ্যাট এবং জ্যাক ডার্ডনের অ্যানভিল মার্কার গরু চালান করা হয়ে গেল।

গরু নিয়ে দক্ষিণ থেকে দীর্ঘ যাত্রা করল ইয়েলো হিলসের ওপাশের র‍্যাঞ্চাররা, আর মভিয় উপত্যকার র‍্যাঞ্চাররা এল উত্তর দিক থেকে। কয়েক সপ্তাহ ধরে ছোট্ট স্টেশনটা হয়ে গেল গরু ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র, দারুণ জমজমাট এক জায়গা। স্টেশনকে ঘিরে ক্যাম্প করল অসংখ্য চাক ওয়্যাগন। উত্তেজনা, ক্লান্তি আর উদ্বেগের কারণে প্রায়ই পাঞ্চারদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল, হাতাহাতিও হলো কয়েকবার, বন্ধুদের মধ্যে কুশল বিনিময় হলো। কাজের ফাঁকে গল্প করা ছাড়াও সেলুনে গলা ভিজিয়ে যার যার বাথানে ফিরে গেল পাঞ্চাররা। তারপর একসময় রাউন্ড-আপের আগের সময়কার মতই ব্যস্ততাহীন স্টেশনে পরিণত হলো মভিয় স্টেশন, কয়েকদিনের অসামান্য ব্যস্ততার সাক্ষী হয়ে থাকল ক্ষত-বিক্ষত মাটি; অসংখ্য টিনের ক্যান, পরিত্যক্ত মালপত্র আর ক্যাম্পের আগুনের ছাই পড়ে থাকল স্টেশনের লাগোয়া বিস্তীর্ণ জমিতে।

নভেম্বর এসে গেল। ইয়েলো হিলসের উঁচু শৃঙ্গে তুষার জমতে শুরু করেছে। ষাট দিনের লাগাতার রাইডিঙে মাত্র তিনবার বাথানে আসার সুযোগ হয়েছে বেন মেক্সটনের। বিক্রিযোগ্য গরু চালান করে দিয়েই কাজ শেষ হয়নি ওদের, দলছুট অন্য গরুগুলোকে পাহাড় বা বন থেকে রেঞ্জে নামিয়ে আনতে হয়েছে। ইচ্ছে করে গরুর ছোট্ট একটা পালকে গ্র্যানিট ক্যানিয়নের কাছাকাছি রেখে এসেছে ও। শেষ তিন সপ্তাহ তুষারপাতের মধ্যে কাজ করতে হলো ওদের, হাড়ে হাড়ে টের পেল ঠাণ্ডা কাকে বলে।

ডিসেম্বরে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হলো। শীত তখন পুরোপুরি জাঁকিয়ে বসেছে। তীব্র শীতের মধ্যে লাইন রাইডিঙের কষ্টকর কাজ সারতে হলো। পাহাড়সারির আনাচে-কানাচে থাকা কেবিনে নিজের লোকদের স্থাপন করল বেন, সবার জন্য সাপ্লাই পৌঁছে দিল, বাড়তি ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিয়ে যখন র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এল, ততদিনে পনেরো পাউন্ড ওজন হারিয়েছে।

টিমথি ব্রিসবিনের অফিসে বসে এখন রিপোর্ট করছে ও। সামনে নিজের প্রিয় চেয়ারে বসে আছে হ্যাট মালিক, ইদানীং এ-চেয়ারে দিনের বেশি সময় কাটছে তার।

'ক্যানিয়নের কাছে কিছু গরু রেখে এসেছি। ইঁদুরের টোপ। অ্যালেক্স

থমসন ওগুলোর উপর নজর রাখবে।'

মাথা নাড়ল বুড়ো, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে চাপা রাগও প্রকাশ পেল। 'ওই ছেলেটা, কী যেন নাম? হ্যাঁ, মনে পড়েছে...ট্র্যাভেলিং কিড। ওকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে ওরা। এখনও ছেলেটার কচি মুখ মনে পড়ে আমার। এই বয়সী যে-কোন ছেলের মত নিজেকে টাফ প্রমাণ করতে চাইত। এর মাশুলও দিয়েছে। অ্যারিজোনার মতই, তাকেও আমাদের লোক মনে করেছিল ওরা।' ঘুরে সরাসরি বেনের দিকে তাকাল ব্রিসবিন। 'আসল ব্যাপারটা কী, বলো তো? সত্যি কি ভাড়া করেছিলে ওকে?'

'আমি ওকে চিনতামই না। ভুল সময়ে এখানে চলে এসেছে ও, এটাই হচ্ছে আসল কথা। অ্যারিজোনার খুনীই খুন করেছে কিডকে।'

'জানো কাজটা কার?'

'হ্যাঁ।'

অসন্তোষে গর্জে উঠল বুড়ো। 'তা হলে চুপ করে ছিলে কেন? চাইলেই বেসিনের সবার সাহায্য পেতে!'

খানিকটা নিচু হলো বেন, দুই কনুইয়ের ভর রাখল হাঁটুর উপর, হাতের তালু দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষছে। ইচ্ছে করে নীরবতাকে দীর্ঘায়িত করল, ঘটনার অন্তরালের কুৎসিত ষড়যন্ত্র ব্যাখ্যা করার মত উপযুক্ত শব্দ হাতড়ে বেড়াচ্ছে মনে মনে। 'এখানে একটা ব্যাপার আছে যা আজীবনই মনে রাখব আমি। লোকটাকে চেপে ধরতে পারতাম, যদি নিশ্ছিদ্র প্রমাণ থাকত হাতে। যা জানি সেটা প্রমাণ করতে না-পারলে ব্যাপারটা হঠকারি হয়ে যেত।'

সিগার ধরিয়ে টান দিল বুড়ো, ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ, শেষে জানালার দিকে সরিয়ে নিল দৃষ্টি। উপত্যকার এক চিলতে চোখে পড়ছে। অপ্রাসঙ্গিক সুরে বলল: 'জমিটা সত্যি ভাল। এখানে এসে ভাগ্য ফিরেছে আমার। মন্দ কাটেনি দিনগুলি। কী মনে হয় তোমার, বেন, কখন শোডাউন হতে পারে?'

'বসন্তের মধ্যে। আরও আগেও হতে পারে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল বুড়ো। আফসোসের সুরে বিড়বিড় করল, 'যদি দেখতে পারতাম!'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকাল বেন। জানালা দিয়ে আসা আলোয় ধূসর দেখাচ্ছে টিমথি ব্রিসবিনের মুখ। অনেক আগেই শৌর্য-বীর্য হারিয়েছে সে, যৌবনের তেজ আর নেই দৃষ্টিতে, শিথিল মাংসপেশির কারণে দুর্বল ও কুঁচকানো চেহারা পেয়েছে একসময়কার দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ চোয়াল।



'ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করেছ?' জানতে চাইল বেন।

'কম তো বাঁচিনি, আর কত? কুকুরও জেনে ফেলে কখন সে মারা যাবে। আমিও জেনে গেছি। বেন, ডোরাকে আবার বলে দিয়ো না এসব।'

'বলব না,' বিড়বিড় করল বেন, হাতের উপর নেমে এল দৃষ্টি। দশটা আঙুল পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আটকাল ও, গলা পরিষ্কার করে নিল। কামরার আলো অপর্যাপ্ত মনে হচ্ছে ওর কাছে। টিমথি ব্রিসবিনের কণ্ঠ যেন অনেকদূর থেকে আসছে—ম্লান, অস্পষ্ট।

'এই লড়াইয়ের শেষ দেখতে পেলে খুশি হতাম,' সতৃষ্ণ কণ্ঠে বলল হ্যাট মালিক। 'শেষ দেখার আগে যেতে ইচ্ছে করছে না, ভয় লাগছে। হ্যাট বা তোমার ভাগ্যে কী ঘটবে, এই অনিশ্চয়তা মনে এলেই দুঃখ হচ্ছে। নিজের ছেলের মত তোমাকে দেখেছি আমি, বেন। তোমাকে যতটা পছন্দ বা বিশ্বাস করি, আমার নিজের ছেলে থাকলে তাকেও বোধহয় অতটা করতাম না।'

'চিন্তা কোরো না; সবকিছু হ্যাটের পক্ষে যাবে,' মৃদু স্বরে বলল বেন।

'জানি না। কেবলই দুশ্চিন্তা হচ্ছে। ভয় কাটছে না আমার। টের পাচ্ছি অনেক বিপদ আর ঝামেলা রয়েছে সামনে। ইন্ডিয়ানরা চতুর, এটা ঠিক, কিন্তু অসৎ সাদা মানুষ এরচেয়েও নিকৃষ্ট। তো, এটা নিয়ে আমার যত চিন্তা। আরেকটা চিন্তা হচ্ছে জ্যাক ডার্ডন। ওকে বিয়ে করবে ডোরা। অথচ আমার স্বপ্ন ছিল এই র‍্যাঞ্চটা তোমার হবে, সান। কিন্তু তুমি চলে যাচ্ছ। দুনিয়ায় বোধহয় ন্যায্য বলে আর কোন কিছুই নেই।'

'ঝামেলার নিষ্পত্তি হওয়ার আগে যাব না আমি। চিন্তা কোরো না, জ্যাক সুখী করবে ডোরাকে। ওদের দু'জনকে মানায়ও দারুণ, টিম!'

উত্তর দিল না বুড়ো, সরু চোখে বাইরের তৃণভূমি দেখছে। এই স্বভাবটা সম্পর্কে জানে বেন, যখনই কারও সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে, একেবারে চুপ হয়ে যায় সে। মুখে না-বললেও তার ইচ্ছে আর ধারণাটা যেন জাঁকিয়ে বসল পুরো কামরায়, ব্যাপারটা উপলব্ধি করে চরম বিস্মিত হলো বেন। নীরবতা ভাঙল না ও।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবে। শেষে দুর্বোধ্য স্বরে বুড়ো বলল, 'যতটা দেখতে পাচ্ছ, সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য তারচেয়ে বেশিই আছে তোমার। কথাটা মনে রেখো। জানি না কী আছে তোমার ভাগ্যে বা কী পাবে শেষে, ভাবতেও কষ্ট লাগছে আমার। সময় হবে যখন, সত্যি মেনে নেওয়া কঠিন হবে তোমার জন্য।'

উঠে দাঁড়াল বেন। পিঠ টানটান ওর, বুড়ো টিমথি ব্রিসবিনের সামনে

অসুর মনে হলো ওকে। অন্তস্তলে ক্রিয়ারত সমস্ত অনুভূতি চেপে রাখল বেন, বলতে পারছে না, বরং বলল ভিন্ন কিছু: 'প্রথম এখানে আসার দিনটা মনে আছে আমার, টিম, আজীবন মনে রাখব। খেয়ালি অপরিণত একটা ছেলে ছিলাম, কিন্তু আমাকে জায়গা দিয়েছ তুমি। নইলে হয়তো আজ বেন মেক্সটন বলে কেউ থাকত না।' ঘুরে দ্রুত পায়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও।

পোর্চে এসে থামল বেন, সিগারেট রোল করল। গম্ভীর মুখে দেখছে হাতের দশটা আঙুল। উপত্যকায় উজ্জ্বল রোদ খেলা করছে, কিন্তু পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা বাতাস ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে শরীরে।

হালকা চালে ঘোড়া ছুটিয়ে আঙিনায় প্রবেশ করল জ্যাক ভার্ডন, পোর্চের কাছে এসে থামল। একটু পর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ডোরা ব্রিসবিন।

'ভিতরে এসো, জ্যাক, কফি আছে।'

মাটিতে নেমে পা ঝেড়ে আড়ষ্টতা কাটাল জ্যাক। ঝকঝকে হাসি ফুটল মুখে, আমুদে দৃষ্টিতে তাকাল বেনের দিকে। 'অনেক ধকল গেছে বুঝি? ওজন হারিয়েছ তুমি, কিড।'

'তোমার মত ভবঘুরে কবি নই আমি,' ফোড়ন কাটল বেন।

হা-হা করে হেসে উঠল জ্যাক ভার্ডন, প্রতিধ্বনি তৈরি হলো, এমনকী হলঘরে জ্যাকের পদশব্দও ঢাকা পড়ে গেল।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ডোরা। 'তুমি আসবে না, বেন?'

'একটু আগে-ভাগে শহরে যাব আমি। রাতে ওখানে দেখা হবে।'

'ড্যান্স-হলে আসবে তো?' অধীর স্বরে জানতে চাইল ডোরা ব্রিসবিন। 'কথা দাও!'

'হ্যাঁ, আসব,' প্রতিশ্রুতি দিয়ে আঙিনার উদ্দেশে পা বাড়াল বেন। হ্যাট ক্রুদের নিয়ে আঙিনা ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল ডোরা, নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখল বেনকে। রাস্তা ধরে মোড় ঘুরে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইল মেয়েটি।



## নয়

টু ড্যান্সের ব্যস্ত রাস্তা পেরিয়ে বেন মেক্সটনের পাশে এসে দাঁড়াল টেরেন্স এলগার, আলতো হাতে বেনের বাহু স্পর্শ করল। 'দশ মিনিট পর ক্যাটল কিং-এর পিছনের রুমে চলে এসো,' বলে হেঁটে চলে গেল সে। বোর্ডওঅক ধরে হেঁটে যাচ্ছে ফ্রাঙ্ক রাসেল, গাঢ় চামড়ার বিশেষত্বহীন একটা মুখ। মৃদু স্বরে তাকে শুভেচ্ছা জানাল বেন, দেখল ফ্রাঙ্কের পিছু পিছু খাড়ো পায়ে এগোচ্ছে তার স্ত্রী, কোলে পাঁচ বছর বয়সী একমাত্র বাচ্চা।

এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে উইল হ্যানি, সময় যেন আর কাটছে না। রেইলের সঙ্গে পাছা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সরু চোখে তাকিয়ে···হ্যানি যা দেখে, এই শহরের কোন মানুষ তা দেখতে পায় না। 'ড্রিঙ্ক চলবে নাকি?' প্রস্তাব করল সে।

'আগে এক রাউন্ড নেচে আসি।'

'অপমান হজম করার জন্য গিলবে?' বিড়বিড় করল হ্যানি।

'আমি তোমার মত নই, উইল।'

উইল হ্যানির হাসিটা অস্বাভাবিক সুন্দর বলেই বোধহয় বিরল। মুখটা উজ্জ্বল হয়ে যায়, ভাবশূন্যতার মুখোশ সরে গিয়ে আসল মানুষটার প্রতিকৃতি বেরিয়ে পড়ে। 'কিছু মনে কোরো না। ওমর খৈয়াম পড়েছিলাম, ওর লেখা ভুলতে পারিনি। পড়াশোনা কম না-হলেও আসলে বোকাদের স্কুলে পড়েছি। যাক্‌গে, আগে নাচব আমরা, তারপর ড্রিঙ্ক করব।'

ধীর পায়ে মেসনিক হলের দিকে এগোল ওরা, জো মর্টনের সেলুন থেকে আসা রাইডারদের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলল। ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ, ক্রিসেন্ট আর হ্যাটের পাঞ্চাররা চলে এসেছে, ব্লক-টি ক্রুরা ছুটে এইমাত্র শহরের সীমানায় প্রবেশ করেছে, সোৎসাহে চিৎকার করছে সবাই। ক্যাটল কিং হোটেলের পোর্চে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে রানিং-এমের তিন ক্রু, এদের একজন বিদ্রূপ মেশানো সুরে শুভেচ্ছা জানাল বেনকে: 'হ্যালো, হ্যাট!'

থমকে দাঁড়াল বেন, ধীরে ধীরে ঘুরে মুখোমুখি হলো লোকটার। 'হ্যালো, জেফ।' দেখল চুপসে গেছে জেফ বুনের মুখ। ধোঁয়ার গন্ধ যেমন পাওয়া যায়, দেখতে না-পেলেও এখানে একটা কিছুর অস্তিত্ব টের পাচ্ছে বেন; নিষ্পলক এবং লুকাছাপা চাহনিতে ওকে দেখছে জেফের দুই সঙ্গী। কারও আচরণে কিছু বোঝা না-গেলেও বেন উপলব্ধি করল একটা কিন্তু আছে কোথাও।

'আর কিছু, জেফ?' একটু বেশি আন্তরিক এবং হালকা স্বরে জানতে চাইল বেন। উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল, যখন নিশ্চিত হলো আসবে না, ঘুরে দাঁড়িয়ে উইল হ্যানির পিছু পিছু এগোল।

বোর্ডওঅকে খটখট শব্দ তুলছে হ্যানির বুট। 'অন্য দু'জনকে চিনলাম না,' বেন পাশে আসতে বিড়বিড় করল সে।

'ইয়েলো হিল্‌সের ওপাশ থেকে ক্রু ভাড়া করে ডেন্স সাটলার।'

অধৈর্য ভঙ্গিতে কাঁধ নাচাল হ্যানি, অসন্তুষ্ট। এভাবেই অন্যের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা কুৎসিত উদ্দেশ্য বা অন্ধকার জায়গা হাতড়ে বেড়ায় ও। 'ব্যাটা সেধে তোমার সঙ্গে কথা বলল কেন?' বিড়বিড় করল হ্যানি। 'আগের জন্মে তোমার সঙ্গে খাতির ছিল নাকি, বেন?' রাস্তার ওপাশে দৃষ্টি চালাল সে, জেফ বুনের আচরণে সন্দিগ্ধ ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় ঠাণ্ডা বাতাস। বহুদিনের নিঃসঙ্গতার পর কোন মহিলা পুরুষদের মনোযোগ পেলে যা হয়, টু ড্যান্সের অবস্থা তেমন এখন—আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। ভিড় ঠেলে মেসনিক হলের দোরগোড়ায় পৌঁছল দুই বন্ধু, ভিতর থেকে ছিটকে-বেরিয়ে আসা উষ্ণ বাতাস আর ফিডল, গিটার এবং অ্যাকর্ডিয়নের মূর্ছনা স্বাগত জানাল ওদের। দেয়ালের কাছাকাছি লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পুরুষরা। সবার সঙ্গে শামিল হলো বেন।

ব্যক্তিজীবনে উইল হ্যানি বরাবরই রহস্যময়। বৈরাগ্য বা বিষণ্ণতা কখনও ছেড়ে যায় না তাকে। ড্যান্স ফ্লোরে জোড়ায় জোড়ায় নারী-পুরুষকে নাচতে দেখে বন্ধুর মুখে একটা পরিবর্তন দেখতে পেল বেন—বহু পুরানো একটা ক্ষত, হৃদয়ের ক্ষত। বোধহয় কখনোই এই ক্ষতে প্রলেপ পড়েনি। মুখ থমথমে হয়ে গেছে হ্যানির, কিছুটা ফ্যাকাসেও, অস্থির বোধ করছে। এ-অবস্থায় ইলেন টম্পিকে দেখতে পেল হ্যানি, এক ক্রিসেন্ট ক্রুর বাহুলগ্না হয়ে ফ্লোর জমিয়ে তুলেছে। চট করে দ্রুত পা চালাল হ্যানি, কী এক জেদ পেয়ে বসেছে তাকে, এগিয়ে গিয়ে ক্রিসেন্ট ক্রুকে সরিয়ে দিয়ে দখল করল ইলেনকে। তারপর নিপাট ভদ্রলোকের মত নাচতে শুরু



করল, হ্যানির নাচ দেখে বোঝা গেল একসময় পটু ছিল সে, তবে অনভ্যাসের কারণে কিছুটা আড়ষ্টতা চলে এসেছে।

ডোরা আর জ্যাক ভার্ডন ঢোকার পরপরই বাজনা থেমে গেল। দু'জনেই এগিয়ে এল বেনের দিকে। অস্থির দেখাচ্ছে জ্যাকের রক্তবর্ণ মুখ, এতটা অধৈর্য তাকে কখনোই দেখেনি বেন। ভিতরে ভিতরে কিছু একটা কুরে কুরে খাচ্ছে তাকে—তটস্থ স্নায়ু আর মনের উপর দিয়ে ধকল যাচ্ছে; স্পষ্ট বোঝা গেল এখান থেকে পালিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারলে স্বস্তি পেত। ডোরার মুখ গম্ভীর, এমনকী চোখেও হাসি নেই।

'যার যার পছন্দমত সঙ্গিনী বেছে নাও, বয়েজ,' চেঁচিয়ে আহ্বান জানাল এক লোক।

নতুন করে বাজনা শুরু হলো আবার। ডোরার বাহু চেপে ধরে ফ্লোরের দিকে এগোল বেন। 'দেরি হবে না আমার, ডোরা,' স্বস্তির সুরে বলল জ্যাক। 'শিগগিরই ফিরে আসব।' বলেই দরজার দিকে এগোল সে।

চোখ দিয়ে জ্যাককে অনুসরণ করল ডোরা। ফ্লোরে চলে এসেছে দু'জন।

'ঝগড়া করেছ নাকি?' জানতে চাইল বেন।

নাচ খুব উপভোগ করছে ব্লক-টির রাইডিং বস হাব স্লেজেল। সঙ্গিনীর এক হাত ধরে রেখে তাকে কয়েক পাক ঘুরাল। নাচতে সুবিধা হবে বলে কোট খুলে রেখেছে সে, গোলাপি রঙের জোড়া স্লিভ হোল্ডার উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একটু মোটাসোটা হওয়ায় এরইমধ্যে ঘামতে শুরু করেছে, কপালে জমা ঘামের বিন্দু উজ্জ্বল আলোয় চিকচিক করছে।

'কোন ব্যাপারেই বেশিদিন আগ্রহ থাকে না জ্যাকের, তাই না?' নিচু, ব্যথিত স্বরে জানতে চাইল ডোরা।

কিন্তু একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিল বেন। 'গত বছর ব্লক-টিতে একসঙ্গে নেচেছি আমরা। সেদিন জ্যাক তোমার সঙ্গে নাচার পরপরই একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল।'

'কী সেটা?'

'হঠাৎ করে অনেক বড় হয়ে গেলে তুমি।'

একসঙ্গে নাচছে লুইস ক্রগলে আর বেথ কেনেডি। নাচ না-বলে বরং হাঁটা বলাই ভাল। চেষ্টার ত্রুটি করছে না ক্রগলে, কিন্তু বেথের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রেমিকাকে সন্তুষ্ট করতে পারছে না। নাচার এক পর্যায়ে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেল দু'জন, বেথের একটা মন্তব্য কানে এল বেনের: 'অনুশীলন করলে অনেক ভাল নাচতে পারতে তুমি!'

'অনুশীলন করব কার সঙ্গে—গরুর বাছুরের সঙ্গে?' স্পষ্ট হতাশা প্রকাশ পেল ফ্রগলের কণ্ঠে।

'যত ঝগড়া বা তর্ক করি, সাহায্যের জন্য তোমার কাছেই আসব আমি,' মৃদু স্বরে বলল ডোরা। 'যখন কোন কিছু প্রত্যাশামত ঘটে না, তখন তুমিই আমার অকৃত্রিম বন্ধু, বেন, একমাত্র তোমার কাছে সত্যিকার সাহায্য পাওয়া যায়।'

'এটাই তো সবচেয়ে বড় সমস্যা।'

চোখ তুলে সরাসরি বেনের চোখে রাখল ডোরা, মাথা ঝাঁকিয়ে কপালে এসে পড়া ঝলমলে চুল সরিয়ে দিল। 'মাঝে মধ্যে তুমি খুব সতর্ক হয়ে যাও, বেন।'

বাজনা থেমে গেছে। ক্লান্ত পায়ে দরজার দিকে এগোল ওরা। ডোরাকে দখল করার জন্য এগিয়ে আসছে উৎসাহী লোকজন। এখনও একসঙ্গে রয়েছে ফ্রগলে আর বেথ। একগুঁয়ে মুখে বেথের দিকে তাকিয়ে আছে ফ্রগলে, মনোযোগ দিয়ে শুনল বেথের কথা: 'মনে হয় নাচের খায়েশ মিটে গেছে তোমার, মর্টনের ওখানে গিয়ে পকেটের টাকা শেষ করার জন্য মন আঁইঢাই করছে।'

উত্তর দিল না ফ্রগলে, দেরি না-করে ভিড় ঠেলে দরজার দিকে এগোল। বেথকে দখল করল হাব স্প্রেজেল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনীহা প্রকাশ করলেও পাত্তা দিল না স্প্রেজেল, একরকম জোর করে ফ্লোরে নিয়ে গেল মেয়েটিকে। এদিকে ভিড় জমে গেছে ইলেন টসিগের চারপাশে, দূর থেকে দেখতে পেল বেন। মৃদু রহস্যময় ও মার্জিত হাসি ইলেনের মুখে। সবাইকে ছাড়িয়ে গেল মেয়েটির দৃষ্টি, বেনের উপর স্থির হলো, দুর্বোধ্য ও অকপট চাহনিতে তাকিয়ে থাকল।

মুখ তুলতে দৃশ্যটা দেখতে পেল ডরোথি ব্রিসবিন—দু'জন স্বল্পভাষী মানুষ পরস্পরের মধ্যে নীরব কিন্তু অর্থবহ ভাব বিনিময় করছে। ঝটিতি ইলেন টসিগের দিকে তাকাল ও, পলকের জন্য, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেনের দিকে চলে গেল দৃষ্টি; তারপর মাথা নিচু করে ফেলল। এক ধরনের শঙ্কা আর ঈর্ষা কাবু করে ফেলল ওকে, সন্ধ্যার বাকি সময়টা মনমরা হয়ে থাকল ডোরা।

বাজনা শুরু হতে সবার অজান্তে বেরিয়ে এল বেন।

বোর্ডওঅকের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে উইল হ্যানি, রাস্তা আর বাড়ির আশপাশে প্রতিটি জায়গা, ছায়া খুঁটিয়ে দেখছে। 'একটু আগে জেক বুনের কাছে গিয়ে কী যেন বলেছে ভেপ সাটলার। এর পরপরই দুই সঙ্গীকে



নিয়ে উধাও হয়ে গেছে জেক।'

'এসো,' বলে এগোল বেন। ওকে অনুসরণ করল হ্যানি।

ক্যাটল কিং হোটেলের লবি পেরিয়ে পিছনের কামরায় চলে এল ওরা। ওদের অপেক্ষায় ছিল টু ভ্যাল্স উপত্যকার সব র‍্যাঞ্চার। ছোট্ট কামরাটা সিগারেটের নীলচে ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

'কোন্ চুলোয় ছিলে এতক্ষণ?' অসন্তোষ প্রকাশ করল টেরেন্স এলগার।

কামরার মাঝখানে ইন্ডিয়ানদের মত গোড়ালির উপর বসে ছবি আঁকছে লিউ ওয়াল্টন, ব্লক-টির জর্জ পিয়েটকে কী যেন এঁকে দেখাচ্ছে। একপাশে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক ভার্ডন, পকেটে দুই হাত, দুনিয়ার বিরক্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে উল্টোদিকের দেয়ালের দিকে। মডিয় স্টেশন ছাড়িয়ে উত্তরে হগপেন বাথানের মালিক ডিক গ্রাহাম এবং ব্যাডল্যান্ডের ওপাশের র‍্যাঞ্চার ফ্রেড কালভারও এসেছে।

'ব্যবসার ব্যাপারে যেহেতু আলাপ করতে এসেছি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল উইল হ্যানি। 'ঝটপট শুরু করাই ভাল। এখনও ড্রিঙ্ক করা বাকি রয়ে গেছে আমার।'

'বয়েজ, আমার কথা মন দিয়ে শোনো সবাই...' শুরু করেও থেমে গেল টেরেন্স এলগার।

কামরায় পা রেখেছে অলিভার প্যাট। দু'কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনিশ্চিত দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকাল সে, তারপর বলল: 'মীটিং হচ্ছে? একটু আগে জানতে পারলাম। আমাকে কেউ বলেনি কেন?'

নীরব হয়ে গেল পুরো কামরা। উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল ওয়াল্টন, ইচ্ছে করে পিঠ দেখাল প্যাটকে। মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে জর্জ পিয়েট। কেউ কিছু বলছে না। শেষে উইল হ্যানি নীরবতা ভাঙল, এলগারকে আহ্বান করল: 'তো, শুরু করো, টেরেন্স।'

কামরার যে-কারও চেয়ে বয়সে বড় টেরেন্স এলগার। একরোখা এবং চরমপন্থী মানুষ। যা ভাবে, তাই বলে ফেলে। কিন্তু এখন অস্বস্তি দেখা গেল তার মধ্যে, কিছুটা বিষণ্ণ সুরে বলল: 'তুমি বরং চলে যাও, অলি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল অলিভার প্যাটের কাঁধ, শেষে নুয়ে পড়ল। বয়স তার সামর্থ্য কেড়ে নিয়েছে। বয়স এবং আরও একটা কিছু, ভাবল বেন।

'বেশ, চলে যাচ্ছি, বয়েজ,' বলল প্যাট। 'ব্যাপারটা বুঝেছি আমি।' ঘুরে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

'অলি আর আমি একসঙ্গে এখানে এসেছিলাম,' বিড়বিড় করল এলগার। 'ভালমানুষ ছিল ও।'

অধৈর্য বোধ করছে হ্যানি। 'ড্রিঙ্কটা খেতে হবে আমার।'

বেনের দিকে ফিরল এলগার। 'কতটা সাহায্য দরকার তোমার, বেন, কখন লাগবে?'

কিছুটা বিস্মিতই হলো বেন। সবার মনে কী আছে, সহজ এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে এলগার, ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের ঝামেলায় যায়নি। তামাক বের করে একটা সিগারেট রোল করল ও, নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল: 'সময় হয়নি।'

'কেন?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল এলগার।

অধৈর্য ভঙ্গিতে নড়েচড়ে দাঁড়াল উইল হ্যানি। 'তোমরা জোর করে ব্যাপারটা চাপিয়ে দিতে চাইছ বেনের ঘাড়ে। এত তাড়া থাকলে নিজেরাই কেন বেরিয়ে পড়ছ না, কাজটা তোমরা করলেই পারো?'

'দেখো, উইল,' বলল জর্জ পিয়েট। 'আমরা সবাই বেনের সঙ্গে আছি। বরাবরই ছিলাম। যা করার একসঙ্গে করব।'

'বেশ, বেশ,' তির্যক সুরে বলল হ্যানি। 'হ্যাঁ, সবাই আছ বেনের সঙ্গে। কিন্তু ট্রিগারটা ওকে দিয়ে টেপাবে।'

'কাউকে না কাউকে তো নেতৃত্ব দিতেই হবে,' মনে করিয়ে দিল এলগার। 'কেউ যদি নির্দেশ না দেয়, তা হলে একেবারে বিশৃঙ্খল অবস্থা হয়ে যাবে।'

'তুমি দায়িত্ব নিলেই পারো,' একগুঁয়ে স্বরে তর্ক করল হ্যানি। 'কিংবা লিউও নেতৃত্ব দিতে পারে।'

'মাঝে মধ্যে তোমাকে নিরেট বেকুব মনে হয় আমার, উইল,' অকপট স্বরে বলল টেরেন্স এলগার। 'সবচেয়ে কম ক্ষতির বিনিময়ে তল্লাট থেকে ঝামেলা বিদায় করার জন্য আমার বা তোমার চেয়ে ঢের সেয়ানা আর শক্ত লোকের নেতৃত্ব দরকার। এটা বড় কঠিন কাজ। এই কাজ আমার বা তোমার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া, লোকবল নিয়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে তাকে, সবকিছু ভালভাবে চেনা বা জানা না-থাকলে কাজ করতে সমস্যা হবে।

'তুমি যা ভাবছ, কাজটা তারচেয়ে ঢের কঠিন। টেক্সাসে একটা পাসির সর্বনাশ হতে দেখেছি আমি, ওদের নেতৃত্বে ছিল অযোগ্য এক লোক। দলে ভারী দেখলেই যে আমাদের ছেড়ে কথা বলবে রাসলাররা, এমন যদি কেউ ভেবে থাকে তা হলে সে বোকার স্বর্গে বাস করছে। রক্ত



দিয়ে শান্তি আনতে হবে বেসিনে। শেষ বেলায় হয়তো অনুতাপও করতে হতে পারে। বেন মেক্লটন যা করতে বলে তাই করব আমি, কিংবা যেখানে যেতে বলে বিনা তর্কে সেখানে যাব। কিন্তু অন্য কেউ যদি নেতৃত্ব দেয়, মানতে রাজি নই। এই হচ্ছে আমার মতামত।'

'গোল্লায় যাক তোমার মতামত!' অসন্তুষ্ট স্বরে ক্ষোভ প্রকাশ করল হ্যানি। 'আসলে তুমি বেনকে একটা টার্গেটে পরিণত করছ।'

এতক্ষণ নীরবে শুনছিল বেন, হঠাৎ বলে উঠল: 'একেবারে ভুল বলেনি ও, উইল। বেসিনে বরাবর নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে হ্যাট, এ-কাজটাও হ্যাটের। স্বভাবতই এটা আমার দায়িত্ব। কিন্তু এখনও তৈরি নই আমি, টেরেন্স।'

'কেন? সন্তুষ্ট হওয়ার মত বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার মত যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করেছ তুমি।'

'করেছি, কিন্তু...'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল লিউ ওয়াল্টন, সোজাসাপ্টা এবং সতর্ক সুরে বলল: 'তুমি যা জানো, সেটা কাউকে বলতে যাচ্ছি না আমি, বেন।'

ফের নীরব হয়ে গেল পুরো কামরা।

ওয়াল্টনের দিকে তাকাল টেরেন্স এলগার, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে ঠোঁটজোড়া। আনমনে গালে হাত বুলাল জর্জ পিয়েট, দৃষ্টি তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল, চাহনিতে নীরব আগ্রহ। ওয়াল্টনের সাবধানী কণ্ঠ আর তাৎক্ষণিক নীরবতায় সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল বেন মেক্লটন, দেখল নির্ভাজ ও টানটান হয়ে গেছে জ্যাক ভার্ডনের গাল দুটো।

'এখানে কাকে বিশ্বাস করো না তুমি, লিউ?' জানতে চাইল এলগার।

'এই প্রসঙ্গটা থাক!' ক্রুদ্ধ স্বরে পরামর্শ দিল উইল হ্যানি।

'এখানে এমন কেউ নেই যাকে আমি বিশ্বাস করি না,' শান্ত স্বরে বলল বেন। 'তোমার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে, লিউ, বলে ফেলো।'

'বাদ দাও না!' পুনরাবৃত্তি করল হ্যানি।

'যথেষ্ট বলেছি,' ওয়াল্টনের সংক্ষিপ্ত জবাব।

'ব্যাপারটা ওভাবেই থাকুক,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল এলগার।

আর কোন কথা হলো না, ওভাবেই মুলতবি থাকল ব্যাপারটা।

সবার আগে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল জ্যাক ভার্ডন, তার বুটের শব্দ মেঝেয় খসখসে শব্দ তুলল। ঘুরে সেদিকে তাকাল বিস্মিত বেন, তাই অন্যদের উদ্দেশে করা উইল হ্যানির হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গিটা দেখতে পেল না। এর পরপরই ভেঙে গেল মীটিং। ক্যাটল কিংয়ের পোর্চে বেরিয়ে

এল সবাই, থেমে সিগারেট ধরাল বেন। 'লিউ ওয়াল্টনের হয়েছে কী?'

'একটা ড্রিঙ্ক না হলে চলছে না আর,' ত্যক্ত সুরে বলল হ্যানি।

রাস্তা ধরে কিছুদূর এগিয়ে জো মর্টনের সেলুনে ঢুকল ওরা। রাস্তার ঠাণ্ডা পেরিয়ে সরগরম সেলুনের উষ্ণতা এবং ধোঁয়া কম্বলের আচ্ছাদনের মত ঘিরে ধরল ওদের। প্রায় সবাই গল্প করছে, গমগম করছে সারা ঘর প্রতিটি টেবিল ব্যস্ত: এক কোণে জো মর্টন, জ্যাক ভার্ডন আর অন্য দু'জনের স্টাড পোকার খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে গেছে কয়েকজন লোক. টেবিলটাকে একরকম ঘিরে আছে তারা। কনুই চালিয়ে পথ করে নিল বেন, টেবিলের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হলো। অসন্তোষের চাহনি ছুঁড়ে দিল কেউ কেউ, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না বেন।

আড়ষ্ট দেহে চেয়ারে বসে আছে জ্যাক, মুখের লালচে আভা ক্রমে গাঢ় হচ্ছে, হতাশা আর বিরক্তি ফুটে উঠেছে চাহনিতে। ভাগ্যদেবী আজও জ্যাকের পক্ষে নেই, বুঝল বেন। যা দেখার দেখা হয়ে গেছে, তাই ভিড় ঠেলে বারের কাছে চলে এসে হ্যানি আর ক্রুগলের সঙ্গে যোগ দিল। এক রাউন্ড পান করল তিন বন্ধু। নিরাসক্ত চাহনিতে পুরো সেলুনে দৃষ্টি চালাল হ্যানি, বোঝা যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে বিরক্তি চরমে পৌঁছাচ্ছে তার। এদিকে ক্রুগলের মুখে নিরানন্দ অভিব্যক্তি।

'মেয়েরা বোধহয় কখনোই থামতে জানে না,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল সে।

'এটা হচ্ছে ওই বইয়ের প্রথম সবক,' দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল উইল হ্যানি।

বন্ধুর কণ্ঠের ক্ষীণ ব্যঙ্গটুকু ধরতে ব্যর্থ হলো ক্রুগলে। 'কীসের বই?' জানতে চাইল সে।

'তোমার চেয়ে ঢের সরেস দার্শনিকরা এটা পড়ার চেষ্টা করেছে, বোঝার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউই সফল হয়নি। চোখে-মুখে যখন অন্ধকার দেখবে, একটা কথা মনে রেখো: মেয়েমানুষ মাত্রই নিজে নিজের অভিভাবক, আমার বা তোমার এ-ব্যাপারে কিছু করার নেই। কথাটা যদি মাথায় রাখো, শেষকালে অনুতাপ করতে হবে না।'

'আহ্! হেঁয়ালি বাদ দিয়ে খুলে বলো!'

ডেল সাটলারকে বারের দূরের কোণে এসে দাঁড়াতে দেখে মনোযোগী হয়ে পড়ল হ্যানি। নীল রঙের আর্মি ওভারকোট পরে আছে রানিং-এম ফোরম্যান. গলা পর্যন্ত সবগুলো বোতাম আঁটা। বাইরের দমকা ঠাণ্ডা বাতাস ফ্যাকাসে দুটো গোলাকার বৃত্ত তৈরি করেছে তার হনুর হাড়ে; নিতান্ত আলসেমি ভরে বারের সঙ্গে কোমর ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে,



গোমড়ামুখে তাকিয়ে আছে হাতে ধরা হুইস্কির গ্লাসের দিকে। তীক্ষ্ণ মনোযোগে তাকে দেখছে হ্যানি, পুরানো অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে। অস্থির ভঙ্গিতে কাঁধ নাচাল সে, সতর্ক চাহনিতে নজর চালাল পুরো কামরার উপর।

সেলুনে ঢুকল হিরাম ডেলি, ভিড় ঠেলে বারের দিকে এগোল। তিন বন্ধুর সামনে এসে থামল সে, সতর্ক সুরে শুভেচ্ছা জানাল বেনকে। সঙ্গে সঙ্গে গভীর মনোযোগে তাকে দেখল তিন বন্ধু, ওদের তীক্ষ্ণ চাহনি টের পেয়ে অস্বস্তি বোধ করল ডেলি, দু'কাঁধ উঁচিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করে পিছিয়ে গেল। 'উঁহু, উচিত হচ্ছে না। কাজটা কোরো না কেউ।' বলে ঝটপট সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল।

মিটিমিটি হাসছে বেন। নিঃশব্দে হেসে উঠল অন্য দু'জন। ঠিক ওই সময়ে পোকার টেবিল ছেড়ে এসে ওদেরকে এ-অবস্থায় আবিষ্কার করল জ্যাক ভার্ডন।

'বোকার হদ্দরা, কী নিয়ে এত হাসছ?'

'একটা ড্রিঙ্ক নাও,' প্রস্তাব করল বেন। 'এত অস্থির হয়ে আছ কেন?'

'আধ-ঘণ্টায় যা হেরেছি, অনায়াসে এই সেলুনটা কিনতে পারতাম,' ঘোঁৎ করে বিরক্তি প্রকাশ করল জ্যাক। বারকীপের উদ্দেশে ইশারা করল সে, ড্রিঙ্ক আসার পর বোতল থেকে গ্লাসে পানীয় ঢালল।

নির্বিকার মুখে তাকে নিরীখ করছে বেন, মৃদু স্বরে মন্তব্য করল: 'পোকারের বেলায় খোদা তোমার মধ্যে ক্লান্তি রাখেননি।'

'ওহ্, একটু একাও থাকতে দেবে না!' বিরক্ত সুরে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল জ্যাক, বলতে বলতে ঘুরে দাঁড়াল, ভারী একটা হাত রাখল বেনের কাঁধে, বলল: 'কিছু মনে কোরো না, বেন। মনটা ভাল নেই।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বারের পিছনের আয়নার দিকে ফিরল উইল হ্যানি, ত্যক্ত মুখে তাকিয়ে আছে, যেন সত্যি সত্যি কোন কিছুতে আগ্রহ নেই। কাউন্টার থেকে সিধে হয়ে দাঁড়াল ডেল সাটলার, আগ্রহী দৃষ্টিতে তাকাল জ্যাক ভার্ডনের দিকে। হুইস্কি পান করছে জ্যাক, সবার অজান্তে চকিত চাহনি হানল সাটলারের উদ্দেশে: গোপন এই যোগাযোগ নজর এড়ায়নি হ্যানির, নীরব সঙ্কেত বিনিময় হতে দেখল দু'জনের মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল সাটলার।

হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখল জ্যাক। 'চলো, কেটে পড়ি। একেবারে পচে গেছে জায়গাটা।'

'হয়তো তাজা বাতাস দরকার এখানে,' বাতলে দিল বেন। ওর

কণ্ঠের শান্ত স্থবিরতায় ঝটিতি মুখ তুলে তাকাল অন্যরা। ক্ষীণ হাসছে ও, কিন্তু বার্তাটা পেয়ে গেল তিন বন্ধু—নিমেষে সচেতন হয়ে গেল, তীক্ষ্ণ মনোযোগে নিরীখ করছে বেনকে।

একসঙ্গে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল ওরা। রাস্তা ধরে পাঁচ গজ এগিয়ে গলির মুখে থামল বেন, মোড় নিয়ে মর্টন'স সেলুনের পাশ দিয়ে শহরের পিছনের রাস্তায় চলে এল। আবছা অন্ধকার এখানে। গুটিকয়েক শেড আর ভাঙা ওয়্যাগন অস্পষ্ট কাঠামো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে কয়েক গজ দূরে ডীন ফস্টারের করাল।

'ব্রায়ান হীথের ওখানে কয়েকটা গরু আছে,' জানাল বেন।

স্থির দাঁড়িয়ে থেকে তথ্যটা হজম করল অন্যরা, মনে দুশ্চিন্তা। সবার আগে লুইস ক্রুগলে উপলব্ধি করতে পারল কথাটার তাৎপর্য। কুকুর যেমন গন্ধ পেয়ে তৎপর হয়ে উঠে; তেমনি ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল সে। 'একটা ঘোড়া দরকার,' বলেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল সে।

'এখানেই দাঁড়াও,' বলে মর্টন'স সেলুনের পিছন-দরজার দিকে এগোল জ্যাক ভার্ডন। সেলুনের চৌকো দরজা-পথে তাকে মিলিয়ে যেতে দেখতে পেল অন্যরা। একটু পরই ফিরে এল সে। 'মাঝামাঝি একটা দরজা আছে, বাররুমে ঢোকা যাবে ওটা দিয়ে। ধাক্কা দিয়ে একটু খুলে রেখে এসেছি আমি।'

'দড়ি দরকার,' বলল হ্যানি।

'ওয়্যাগনে পাওয়া যাবে,' বাতলে দিল বেন। সবাই মিলে করালে চলে এল ওরা। শহরের নড়বড়ে কাঠামোগুলোকে কাঁপিয়ে দিচ্ছে দমকা হিমেল বাতাস। আবছা অন্ধকারের মধ্যে এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করছে তিন বন্ধু, পরিত্যক্ত ওয়্যাগন আর মান্ধাতার আমলের বাগিগুলোকে টেনে-হিঁচড়ে সরিয়ে নিচ্ছে। ঘোড়া নিয়ে ফিরে এসে লুইস ক্রুগলে আবিষ্কার করল করাল আর মর্টন'স সেলুনের মাঝখানে সুপরিসর এবং দীর্ঘ একটা পথ তৈরি করে ফেলেছে বন্ধুরা। হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে এল জ্যাক, বলল: 'ভাবতেই পারিনি মজা করতে গিয়ে জিভ বেরিয়ে যাবে! সবকিছু ঠিক করেছ তো তোমরা?'

'তৈরি থাকো সবাই। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ভিতরে ঢুকতে হবে,' বলল বেন।

ধীর ভঙ্গিতে ঘোড়াকে আগ বাড়িয়ে করালের ফটকের দিকে এগোল লুইস ক্রুগলে। বেন ফটক খুলে দিতে ভিতরে ঢুকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে, ঘোড়া ছুটিয়ে ত্যক্ত করে তুলল গরুগুলোকে, তারপর সবক'টাকে খেদিয়ে



বের করে আনল করাল থেকে। এদিকে কাছের ওয়্যাগনের পাটাতনে উঠে দাঁড়িয়েছে বেন আর হ্যানি, সমানে চেঁচাচ্ছে। করাল থেকে বেরিয়ে ওয়্যাগন এবং বাগির মাঝখানকার পথ ধরে ছুটল উদ্‌ভ্রান্ত গরুগুলো, সরাসরি মর্টন'স সেলুনের পিছন-দরজার দিকে।

'বেশ, কাজ খতম!' চিৎকার করল জ্যাক ভার্ডন।

দরজার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল গরুর দল, ভারী শব্দটা দমকা বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল। গরুর পালের পিছনে অবস্থান নিয়েছে বেন, জ্যাক আর হ্যানি, ইন্ডিয়ানদের মত চেঁচিয়ে উত্যক্ত করছে, সন্ত্রস্ত গরুগুলোকে পিছন দরজা হয়ে মর্টন'স-এ ঢুকে পড়তে বাধ্য করল।

'হয়েছে!' চেঁচাল বেন, ওয়্যাগনসারির ফাঁক গলে ছুট লাগাল। পড়িমরি করে ওর পিছু নিল হ্যানি আর জ্যাক; তারও আগে উধাও হয়ে গেছে লুইস ক্রুগলে। এক ছুটে ক্যাটল কিং হোটেলের পিছনে এসে উপস্থিত হলো বেন, পাশের গলি ধরে মূল রাস্তায় চলে এল। হাপরের মত ওঠানামা করছে ওর বুক। একে একে এসে পৌঁছল জ্যাক আর হ্যানি।

ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে সেলুনের লোকজন। মর্টন'স কর্নার থেকে আসবাবপত্র আর বোর্ড ভাঙার হুড়মুড় শব্দ আসছে, যেন ড্রাম বাজাচ্ছে কেউ। ব্যাটউইং দরজা দিয়ে উঁকি দিল একটা গরু, ঠিক পিছনে লেজের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে এক লোক। হঠাৎ হুড়মুড় করে সামনের দরজা ভেঙে ফেলল গরুর দল, বিশাল একটা দরজা তৈরি হয়ে গেল। উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে এল সবক'টা, রাস্তা ধরে ছুটতে থাকল।

ড্যান্স হল থেকে বেরিয়ে এসেছে ব্রায়ান হীথ, সমানে খিস্তি করছে। সেলুনের ভিতরে গর্জে উঠল একটা পিস্তল, হুড়োহুড়ি পড়ে গেল লোকজনের মধ্যে। সেলুনের সামনের রাস্তায় রীতিমত হৈহল্লোড় বেধে গেল। উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় ছোটাছুটি করছে গরুগুলো, ওগুলোকে সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কয়েকজন রাইডার, চেষ্টা করছে ডিপোর দিকে নিয়ে যেতে।

গরুর পালের সামনে পড়ে গেল হিরাম ডেলি। মরিয়া চেষ্টায় একপাশে সরে গিয়ে ভয়াবহ স্ট্যাম্পিড এড়াল সে, কিন্তু গরুর খুর এড়াতে পারলেও সাইডওঅকটা এড়াতে ব্যর্থ হলো। মুখ থুবড়ে পড়ল সে। উঠতেও দেরি হলো না, আতঙ্ক শক্তি যুগিয়েছে লোকটাকে, উঠেই দে ছুট। দৌড়ে ক্যাটল কিং হোটেলের সামনে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক চুল নড়ছে না। চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার। 'তোমরা! তোমরাই দায়ী!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'জানি

আমি...তোমরাই এই বদমায়েশি করেছ!'

ধীর পায়ে স্টেবল থেকে এগিয়ে এল লুইস ফ্রগলে। 'তাতে কি কোন সমস্যা হচ্ছে তোমার?'

'পুড়ে খাক হয়ে যাও তোমরা–সবাই!' চিৎকার করল ডেলি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল।

'তামাশা দেখবে নাকি?' প্রস্তাব করল ফ্রগলে।

'কসাইখানা থেকে সরে আসা ভাল,' বলল বেন, সবার আগে আগে এগোল হোটেলের দিকে।

লবিতে এসে দাঁড়াল ওরা, কান পেতে বাইরের কোলাহল স্তিমিত হয়ে আসতে শুনতে পেল। মেসনিক হলে বাজনার আওয়াজ চড়া হয়ে গেছে আবার। টু ড্যান্সের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে এসেছে, নিষ্পাপ সারল্য নিয়ে একাকী দাঁড়িয়ে থাকল চার বন্ধু। ধীরে ধীরে সিগারেট রোল করল বেন, চোখে-মুখের আমুদে ভাব ফিকে হয়ে এসেছে।

'এমন মজা অনেক করেছি,' বিড়বিড় করল হ্যানি। 'মনে পড়লেই হাসি পায়।'

'সুন্দর কিন্তু মনমরা,' আঙুল থেকে মুখ তুলে বলল বেন।

'ঠিকমত গলাটা ভেজাতেই পারিনি।'

'অন্তত কয়েক ঘণ্টা মর্টন'স থেকে ড্রিঙ্ক খেতে পারবে না।'

দরজা দিয়ে উঁকি দিল টেরেন্স এলগার, চাপা হাসিতে দেখল ওদের। 'কোন একদিন গুলি খেয়ে মরবে তোমরা, নয়তো নির্ঘাত কটনউডে ঝুলবে।' বলেই নিজের পথে চলে গেল সে।

'ভবিষ্যৎ বাণী শুনে যতই বিদ্রূপ করো, সবই সত্যি হয়,' তীক্ষ্ণ স্বরে এমনভাবে কথাটা বলল হ্যানি, ওর দিকে তাকাতে বাধ্য হলো অন্য তিনজন। মাথা নিচু হয়ে গেছে ফ্রগলের, বুটের আগা দিয়ে মেঝেয় কী যেন আঁকছে। বুক টানটান করে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক ভার্ডন, কিন্তু আমুদে ভাবটা চলে গেছে, ভীত চাহনিতে উইল হ্যানির দিকে তাকাল।

এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। কিন্তু মিনিট কয়েকের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। যে-সমঝোতা আর বন্ধুত্বের অদৃশ্য বন্ধন আটকে রেখেছিল ওদের, সেটা যেন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে; একে অন্যের কাছে অচেনা হয়ে গেছে।

'সেই বাণী শুনে শিউরে উঠে সবাই,' বিড়বিড় করল জ্যাক ভার্ডন, তারপর ঘুরেই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বেথ কেনেডির উদ্দেশে কী



যেন বলল ফ্রগলে, মেয়েটাও বেরিয়ে যাচ্ছে।

'সব মজাই শেষ হয়ে যায়,' মৃদু স্বরে বলল হ্যানি। 'প্রতিবার মনে হয় অনেক পাব, কিন্তু পাই আসলে খুব কম। বেন, তোমার মত নার্ভ থাকলে সত্যি ধন্য মনে করতাম নিজেকে। যত উলটপালটই ঘটুক, তোমার কোন বিকার থাকে না। আকাশ ভেঙে পড়ুক, স্বর্গ ধ্বংস হয়ে যাক বা কেউ তোমার সঙ্গে বেঈমানি করুক, কিংবা মানুষের জীবনের সবচেয়ে দুঃখের পরিস্থিতিতে পড়ো না কেন, ঠিকই খাড়া থাকতে জানো। দুনিয়াতে তোমার চেয়ে কঠিন জিনিস আর দেখিনি।'

'চলো, নাচি,' প্রস্তাব করল বেন।

'তেষ্টা মেটেনি আমার,' বলে বেনকে ছেড়ে চলে গেল হ্যানি।

পরে, পোর্চ ধরে তাকাতে রাস্তা পেরিয়ে হ্যানিকে ড্যান্স হলে ঢুকে পড়তে দেখতে পেল বেন। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ঠেকল ওর কাছে। হ্যানির সঙ্গে মিলছে না। জ্যাক আর ফ্রগলে উধাও হয়ে গেছে, ভেন্স সাটলার বা কোন রানিং-এম ক্রুকে দেখতে পেল না। জো মর্টনের সেলুনের কোলাহল প্রায় থেমে গেছে, রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সব গরু।

পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা দমকা বাতাস আরও শীতল করে তুলল রাতের পরিবেশ, শহরের রাস্তায় ধুলো উড়াল। রেইলে বাঁধা সব ঘোড়া ঘুরে দাঁড়িয়েছে, বাতাসের উল্টোদিকে রেখেছে মুখ। ঘুটঘুটে অন্ধকার আকাশে মিটিমিটি করছে দু'একটা তারা। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে বেন, মনে অশুভ পূর্বাভাস, দিব্যালোকের মত স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছে; যদিও জানে না ওটার উৎস কী বা কোত্থেকে আসবে। সিগারেটে সুখটান দেওয়ার সময় গ্র্যানিট ক্যানিয়নের মুখে রেখে আসা গরুর হেট্টি পাল, ইয়েলো হিল্‌স দিয়ে চলে যাওয়া চেরোকি এবং অন্যান্য ট্রেইল সম্পর্কে ভাবল বেন। স্বভাবতই, ভেন্স সাটলার ও ইন্ডিয়ান রাইলির প্রসঙ্গও চলে এল।

নেড স্টিলের স্টেবল আর লেফ ক্রেমারের স্টোরের মধ্যবর্তী গলি থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, রাস্তা পেরিয়ে এপাশের পোর্চে এসে থামল। চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল সে, শেষে নিচু স্বরে বলল: 'মিস পারকিন্স তোমাকে দেখা করতে বলেছে। কী যেন বলার আছে ওর।'

'বেশ,' লোকটাকে না-চিনলেও সায় জানাল বেন, দেখল রাস্তা ধরে জো মর্টনের সেলুনের দিকে চলে যাচ্ছে লোকটা। সিগারেট ফেলে বুটের তলায় পিষল ও, রাস্তার এদিক-ওদিক দৃষ্টি চালাল, তারপর রাস্তা পেরিয়ে

ওপাশের গলিতে ঢুকে পড়ল।

*

জ্যাক ভার্ডনের পিছু নিয়ে ক্যাটল কিং থেকে বেরিয়ে এল উইল হ্যানি। প্রথমে রাস্তা ধরে এগোল জ্যাক, তারপর মেসনিক হলের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল হ্যানি, শেষে মেসনিক হলের উদ্দেশে আড়াআড়ি এগোল। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে পার্শ্ব-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। বাইরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল ও, দমকা বাতাস দেয়ালের সঙ্গে প্রায় ঠেসে ধরেছে ওকে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সচেতন ওর, তবে পুরোমাত্রায় নয়। মোড় ঘুরে এগোতে, হলের পিছনে এসে রাস্তা ছেড়ে হলের লাগোয়া খোলা জায়গায় ডেল সাটলারকে দেখতে পেল। মুহূর্ত কয়েক, তারপরই হলের পিছনে উধাও হয়ে গেল লোকটা।

অনুসরণ করে একেবারে শেষ পর্যন্ত চলে এল উইল। কিন্তু সামনে কালিগোলা অন্ধকার, কিছুই চোখে পড়ছে না, বোঝার উপায় নেই সামনে কী আছে। থেমে ইন্দ্রিয়গুলোকে স্বাধীনতা দিল উইল, মনে সন্দেহ যখন শাখা-প্রশাখা গজাচ্ছে, হঠাৎ সামনের অন্ধকারে ডেল সাটলারের নির্লিপ্ত কণ্ঠ শুনতে পেল: 'জ্যাক?'

চোখ সরু করে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল উইল। দেখল ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে এল আবছা একটা কাঠামো, তারপর দুটো অস্পষ্ট কাঠামো গাঢ় অবয়বে রূপ পেল। জ্যাক ভার্ডনের কণ্ঠ এতটাই স্পষ্ট যে ভুল শোনার কোন অবকাশ নেই। 'বেশ, ডেল, বলে ফেলো এবার,' বলল সে।

'ভাল করে শুনে নাও...' দমকা বাতাসের গর্জনে চাপা পড়ে গেল ডেল সাটলারের কণ্ঠ, যা শোনা গেল অর্থহীন এবং অস্পষ্ট মনে হলো উইলের। দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল ও, দেখল জোড়ার একজন খোলা জায়গায় চলে এসেছে, রাস্তায় চলে যেতে পর্যাপ্ত আলোয় এবার দেখা গেল তাকে। জ্যাক ভার্ডন। এদিকে পিছনের রাস্তা ধরে কেটে পড়েছে সাটলার।

পার্শ্ব-দরজা পর্যন্ত সন্তর্পণে দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে এগোল হ্যানি। দরজা খুলবে এ-সময় খোলা জায়গায় একটা কাঠামো দেখতে পেল, অতি সন্তর্পণে রাস্তার দিকে এগোচ্ছে লোকটা। এক মুহূর্ত পরে তাকে চিনতে পারল হ্যানি। লুইস ক্রগলে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে খোলা জায়গায় চলে গেল উইল, বন্ধুকে ডাকছে। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ক্রগলে, হোলস্টারের কাছে চলে গেছে ডান হাত। কাছাকাছি যেতে উইল



দেখল ক্রগলের চোখে এমন এক চাহনি, এমনকী ওর জন্যও বন্ধুত্বপূর্ণ নয়।

'কোথায় ছিলে তুমি?' চ্যালেঞ্জ করল হ্যানি।

'সেটা তোমার ব্যাপার নয়,' সতেজে জবাব দিল ক্রগলে।

ক্রগলের একটা বাহু খামচে ধরল উইল, এতটা জোরে যে চামড়ায় চাপ অনুভব করছে সে।

'আমার কথা শোনো, কিড, বেনকে কিছুই বোলো না। শুরু থেকে জ্যাককে অন্তরঙ্গ বন্ধু মনে করছে ও। এসব জানতে পারলে কী হবে ওর মনের অবস্থা, আন্দাজ করতে পারছ? মুখটা বন্ধ রাখবে তুমি, স্রেফ হজম করে ফেলবে সব! ওকে জানানোর অন্য কোন উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

'সেই উপায়টা জানি আমি,' টানটান স্বরে বলল হ্যানি। 'আমি...'

মেসনিক হলে গর্জে উঠল একটা পিস্তল, রাতের ঝড়ো বাতাসকে ছাপিয়ে উঠল; তারপর মুহুর্মুহু গর্জে উঠল অসংখ্য বন্দুক।

## দশ

নেড স্টিলের স্টেবল আর ক্রেমার'স স্টোরের মধ্যবর্তী গলিতে প্রবেশ করে থমকে গেল বেন মেস্ত্রটন। খুবই সরু গলি, হাত বাড়ালে দুই দেয়াল স্পর্শ করতে পারবে। কালিগোলা অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ছে না। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে বাজনার শব্দ, স্টোরের বোর্ডের দেয়ালে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তুলছে সুরেলা কণ্ঠ। রাস্তা থেকে পনেরো গজ দূরে বিশাল এক প্ল্যাটফর্মে উন্মুক্ত হয়েছে গলিটা, স্টেবলের পিছনে আর নিচু ওয়্যাগন-শেডের সংলগ্ন। তিন পাশে বোর্ডের তৈরি দেয়াল, অন্যদিকে চেয়ানি স্ট্রিট, শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে পার্ল গারফিল্ডের বাড়ির দিকে চলে গেছে। আঙিনা ধরে আড়াআড়ি এগোল বেন।

বাম দিকে, স্টেবলের পিছনের দরজার নীচ দিয়ে ভিতরের এক চিলতে আলো বেরিয়ে এসেছে। তুষারসিক্ত ঘুটঘুটে আকাশে ঝলমল করছে অসংখ্য তারা। ঘেরা জায়গা বলে দমকা বাতাস নেই এখানে, শান্ত

কিন্তু অস্বস্তিকর স্থবিরতার জন্ম দিয়েছে, দূরে কোথাও ওয়াগনের শেডে খসখসে শব্দ হচ্ছে, শুনতে পেলেও গ্রাহ্য করল না বেন। মাঝামাঝি পথে চলে এসেছে, আচমকা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল শিথিল ইন্দ্রিয়গুলো, পাথরের মত স্থির দাঁড়িয়ে পড়ল বেন।

ওয়্যাগন শেড থেকে কেউ ডাকল ওকে: 'মেক্সটন?'

কণ্ঠটা অচেনা, তাই উত্তর দিল না বেন। আশপাশে কোন কিছুই চোখে পড়ছে না, ক্রমশ অস্বস্তি বাড়ছে। নিজেকে নগ্ন টার্গেট মনে হচ্ছে ওর। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়েছে, ধোঁয়ার মত ঘিরে রেখেছে ওকে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়্যাগনের সঙ্গে ঘষা খেল কারও বুট। ফের বেনকে ডাকল কেউ-এবার শেড থেকে নয়; ক্রেমার'স স্টোরের দেয়ালের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, বেনের ঠিক পিছনে।

'মেক্সটন?'

দেহের পাশে নেমে এল বেনের হাত, ওয়েস্ট ব্যান্ডে গুঁজে রাখা পিস্তল বের করে ডান হাতে নিল। পিস্তল তুলে সামনে গার্ড করতে দেরি হয়ে গেল, একটা ফাঁদে যে পা রেখেছে এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছে বেন। নিজের উপর অসন্তোষ বোধ করছে। আড়ষ্ট দেহে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ও, কিন্তু সামান্য উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তাও বোধ করছে না।

ভিন্ন একটা কণ্ঠ শোনা গেল, চেনা; শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি নেমে এল জায়গাটায়।

'ও-ই মেক্সটন।' পরপরই গুলির শব্দে ভেঙে খানখান হয়ে গেল অটুট নিস্তব্ধতা, লাগোয়া বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলল, রাতের আকাশে হারিয়ে গেল এরপর। অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে গুলিটা, বেনের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে: ওয়্যাগন শেডের দিকে সামান্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বলেই গায়ে লাগেনি। একই কারণে পিস্তলের গানফ্ল্যাশ দেখতে পেল।

পরমুহূর্তে নিজেই গুলি করল ও।

এ-জন্যই অপেক্ষা করছিল অদৃশ্য শত্রুরা। সহসা আকাশ ভেঙে পড়ল যেন, চারপাশ থেকে গর্জে উঠল কয়েকটা বন্দুক। প্রতিপক্ষ কোণঠাসা করে ফেলেছে ওকে, চারদিকে অবস্থান নিয়েছে। নিশ্ছিদ্র আয়োজন। অসহায় টার্গেটে পরিণত হয়েছে উপলব্ধি করে মুহূর্তের জন্য হতাশা বোধ করল বেন, মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করছে শরীরে, হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হলো ওর।



ইতোমধ্যে গুলি করেছে ও, এবং লাফ দিল সামনে। প্রথম যেখান থেকে কমলা আগুন উগরেছিল, ঠিক সেখানে গিয়ে পড়ল। আবার গর্জে উঠল শত্রুর বন্দুক, গানফ্ল্যাশের ঝলকে অন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো ওর। ফের গুলি করল বেন। শুনতে পেল ক্ষীণ স্বরে কাতরে উঠল কেউ, যেন পেটে ঘুসি খেয়েছে। পরপরই ওয়্যাগনের শেডের ছায়ায় ঘাপটি মেরে থাকা শত্রুর পড়ন্ত দেহ গড়িয়ে এসে পড়ল ওর পায়ের কাছে।

ক্রসফায়ারের তোপে উড়ন্ত ধুলোর তাজা ঘ্রাণ লাগছে নাকে। একটা ওয়্যাগনের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে বেন, ওর বুট থামচাচ্ছে মুমূর্ষু লোকটা, দেখল কম্পাউন্ডের ওপাশে সমানে আগুন ওগরাচ্ছে কয়েকটা পিস্তল। মুহুর্মুহু গুলি করছে লোকগুলো। ওয়্যাগনের শেডে গুলি বিঁধছে, কাঠের তুবড়ি ছোটাচ্ছে, লোহার পাতে লেগে ছিটকে যাচ্ছে; একটা কানের পাশ দিয়ে যায় তো অন্যটা চুলে সিঁথি কাটে। দু'বার গায়ের জ্যাকেট ফুটো হয়ে গেল। ছুটন্ত বুলেটের চাপা হিসহিস শব্দে শিউরে উঠল বেন। পিস্তলের গর্জন, মানুষের চেঁচামেচিতে মুখর হয়ে উঠল পুরো কম্পাউন্ড।

পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকটা ইতোমধ্যে মরে গেছে। শেডের অন্য প্রান্তে আরও একজন আছে, কিন্তু সঙ্গীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে ফাঁদে আটকা পড়ে গেছে, হঠাৎ মরিয়া চিৎকার জুড়ে দিল সে: 'এখানে না-এখানে গুলি কোরো না!'

লাগাতার গুলি করে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ, সবই বেনের ধারে-কাছে দিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু ওর সঠিক অবস্থান জানে না, তাই নির্দিষ্ট একটা পদ্ধতি অনুসরণ করছে ওরা-একপাশ থেকে টানা গুলি করে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর এবার পাল্টা গুলি শুরু করল বেন; কম্পাউন্ডের উল্টোপাশে যেখানে যেখানে কমলা আগুনের ঝলক দেখেছিল, সেখানে একের পর এক গুলি পাঠিয়ে দিল। তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করল এক লোক, যেন মরতে বসেছে নিঃসঙ্গ কোন নেকড়ে।

শূন্য চেম্বারে হ্যামারের বাড়ি পড়তে তৎক্ষণাৎ পিস্তল ফেলে দিয়ে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল বেন, ওর নীচে পড়েছে মৃত লোকটা। ক্ষণিকের জন্য নিঃসীম নীরবতা নেমে এসেছে, পিস্তল ফেলে দেওয়ার শব্দ শুনতে পেয়েছে শত্রুরা; প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা ধরে তাদের ছুটে আসার আওয়াজ শুনতে পেল বেন, ধুলো উড়ছে বুটের ঘায়ে। হাঁপাচ্ছে ও, কিন্তু পরোয়া করল না, টেনে-হিঁচড়ে মৃত লোকটাকে সরিয়ে আনল কিছুটা, তারপর একটু তালাশ করতে পেয়ে গেল তার অস্ত্র। আড়ষ্ট হাতের মুঠি থেকে

খুলে আনতে বেশ জোর খাটাতে হলো।

পিস্তল হাতে যখন খোলা জায়গার দিকে তাকাল বেন, দেখল হাজির হয়ে গেছে যমদূতরা, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে একেকটা অবয়ব। ঝুঁকে পড়া অবস্থা থেকে গুলি করল বেন। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল এবার, দু'একটা গুলি ছুটে যেতে রণেভঙ্গ দিল শত্রুরা, সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার আগেই উধাও হয়ে গেল সবাই। দূরে স্টেবলের দরজা একপাশে খুলে গেল, রাস্তার ক্ষীণ আলো এসে পড়ল কম্পাউন্ডে, নিঃসীম নীরবতার মধ্যে লুইস ক্রুগলের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শুনতে পেল বেন।

'বেন?'

ওয়্যাগন শেডের ওপাশে ছুটে পালাচ্ছে শত্রুরা, বাতাসের ঝাপটার শব্দে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল তাদের পদশব্দ। ইতোমধ্যে মূল রাস্তা থেকে চলে এসেছে লোকজন, স্টেবলের দরজায় ভিড় করেছে। উইল হ্যানির তীক্ষ্ণ ও চড়া কণ্ঠ সব গোলমাল ছাপিয়ে উঠল।

'বেন, কথা বলো, ম্যান!'

'ঠিক আছি আমি।'

একটা লণ্ঠন নিয়ে এল কেউ। ওয়্যাগন শেড থেকে বেরিয়ে খোলা জায়গায় পা রাখল বেন। লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে আসছে কৌতূহলী লোকজন, দুলছে ওটা। 'পাউডারের গন্ধ আছে এখনও,' বলল একজন। 'আরে, এটা কে পড়ে আছে?'

'বাতিটা এখানে নিয়ে এসো,' অনুরোধ করল বেন।

একসঙ্গে এগিয়ে এল ওর তিন বন্ধু, ক্রুগলের হাতে রয়েছে লণ্ঠনটা। হলদেটে ম্লান আলোয় তাদের চোখে ক্ষোভ দেখতে পেল বেন, জ্যাক ভার্ডনের অস্বাভাবিক ফ্যাকাসে গালও ওর নজর এড়ায়নি।

'তুমি ঠিক আছ তো, কিড?' জানতে চাইল ক্রুগলে।

লণ্ঠন নিয়ে পিছিয়ে এল বেন। চিৎ হয়ে পড়ে আছে লোকটা, ওয়্যাগনের চাকাকে ঘিরে অদ্ভুতভাবে বেঁকে গেছে দেহ।

'কে এটা?' জ্যাকের নির্বিকার কৌতূহল।

'ভেলাভ্যান। রানিং-এমের ক্রু।'

'অ,' বিড়বিড় করল ক্রুগলে। 'তা হলে রানিং-এম।'

লোকে ভরে গেছে পুরো কম্পাউন্ড। হ্যাট রাইডাররাও চলে এসেছে। লাশটা দেখার জন্য ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল টেরেন্স এলগার। মিনিট কয়েক কেউই কিছু বলল না, কিন্তু অদ্ভুত একটা কাজ করে বসল ক্রুগলে। লণ্ঠনটা তুলল সে, সরাসরি ও উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল



জ্যাকের। হ্যানি আর ক্রুগলে এমনভাবে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছে, চাহনি মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। হাত তুলে লণ্ঠনটা ঠেলে সরিয়ে দিল জ্যাক। মৃদু স্বরে বলল: 'ওই জিনিসটা সরাও আমার চোখ থেকে।'

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল লিউ ওয়াল্টন। জর্জ পিয়েটও এসেছে; ক্রমশ চারপাশে ভিড় বাড়ছে। ঝড়ো বাতাসে সরু হয়ে গেল লণ্ঠনের শিখা, স্টেবলের নড়বড়ে কাঠামো ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে কেঁপে উঠল। আবছা অন্ধকারে একে একে সবাইকে দেখল বেন, তাদের চোখে অসন্তোষ ওর নজর এড়াল না।

'আগেই জানতাম, এটা রানিং-এমের কাজ,' বলল টেরেন্স এলগার। 'এবার সন্তুষ্ট হয়েছ তো, বেন?'

'আমার ক্রুরা সবাই এখানে আছে,' সঙ্গে সঙ্গে জানাল ওয়াল্টন।

তথ্যটা লুফে নিল এলগার। 'সবাইকে জড়ো করে ফেলব আমরা। চাইলে বেন ওদের নিয়ে...'

'অত খায়েশ থাকলে তোমরাই যাও,' নিরাবেগ স্বরে জানিয়ে দিল বেন। 'আমি এসবের বাইরে।'

'হলো কী তোমার?'

'সময় হলে তোমাকে বলব আমি,' ব্যাখ্যা দিল বেন। 'তর যদি না সয়, যা ইচ্ছে করতে পারো। এটা আমার একার লড়াই নয়।' মৃত ভেলাভ্যানের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল ও, আনমনে মাথা নেড়ে নিজের পথ ধরল। স্টেবল আর রাস্তার সংযোগস্থলে এসে থামল ও, পিছু নিয়ে আসছে ক্রুগলে, হ্যানি এবং জ্যাক। লণ্ঠনটা এখনও রয়েছে ক্রুগলের হাতে।

'হতচ্ছাড়া ওই জিনিসটা কি ফেলতে পারো না?' তাক্ত স্বরে বলল জ্যাক, খানিকটা পিছিয়ে গেল যাতে আলো এসে না-পড়ে মুখে।

'কীসের ভয় তোমার, মি. ভার্ডন?' শীতল সুরে জানতে চাইল হ্যানি। 'কে কী দেখে ফেলবে, এই ভয়ে কাপড় নষ্ট করে ফেলার দশা হয়েছে তোমার!'

'বাতিটা চোখে লাগছে।'

'আবার এমনও হতে পারে চোখ দুটোকে বেশি খাটাচ্ছ তুমি,' মৃদু স্বরে বলল ক্রুগলে।

রাগে কেঁপে উঠল জ্যাক ভার্ডনের দীর্ঘদেহ, তবে কারও প্রশ্নেরই উত্তর দিল না সে। এক হাত তুলে আলতো ভাবে মুখে ঘষল, হ্যাটের ব্রিম নামিয়ে দিল। 'বেন, তুমি কি ডোরাকে বাড়ি নিয়ে যাবে?' অনুরোধ করল

সে। 'রাতে শহরে থাকব আমি।'

জানতে চাইলেও বেনের জবাব শোনার অপেক্ষায় থাকল না সে, ঘুরেই রাস্তা ধরে এগোল দ্রুত পায়ে।

'তোমাদের খোঁচাচ্ছে কে, বন্ধুরা?' জানতে চাইল বেন।

প্রসঙ্গটা চেকে দিল হ্যানি। 'ঠাণ্ডায় একেবারে জমে যাওয়ার দশা হয়েছে আমার!'

'চলো, বাড়ি যাওয়া যাক,' বলেও থমকে গেল বেন, গোলাগুলি আর চেঁচামেচির সময় শোনা কণ্ঠটা এবার চিনতে পেরেছে। 'বুন! জেফ বুনের কণ্ঠ শুনেছি আমি।'

লণ্ঠন নামিয়ে রেখে কম্পাউণ্ডের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল লুইস ফ্রুগলে। 'দেরি হবে না আমার,' বলে মেসনিক হলের দিকে এগোল হ্যানি।

স্টেবলের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট রোল করল বেন। মুখের সামনে দুই তালু দিয়ে বাতাস থেকে দেয়াশলাইয়ের কাঠি আড়াল করে, সিগারেট ধরাল: উজ্জ্বল আলোর বিপরীতে বেনের মুখে বা চোখের ভাবশূন্যতা এতটুকু ম্লান হলো না। চাপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল ও, কম্পাউণ্ডের ভিড় আলগা হয়ে যাচ্ছে; ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে লোকজন। তাদের কথা শুনতে পেলেও ভ্রূক্ষেপ করল না। একটু আগের লড়াইয়ে তটস্থ হয়ে উঠেছিল স্নায়ুগুলো, ক্রমশ থিতিয়ে আসছে এখন; উদ্বেগ কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। লড়াইয়ের শ্বাসরুদ্ধকর মুহূর্তের স্মৃতি এখনও তরতাজা মনে, বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে ভয়াবহ বিপদ উতরে এসেছে; গানপাউডারের তাজা গন্ধ এখনও অনুভব করতে পারছে বেন, কিংবা ডেলাভ্যানের শেষ নিঃশ্বাসের শব্দটাও স্পষ্ট মনে করতে পারছে।

আজকের লড়াই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর অনাগত বিপন্ন পরিস্থিতির পূর্বাভাস দেয়। শঙ্কিত মনে এর পরিণতি অনুমান করার প্রয়াস পেল বেন। উঁহুঁ, *কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না, কাউকে দয়াও দেখানো যাবে না।*

স্টেবল ছেড়ে মেসনিক হলের দিকে এগোল বেন, পিঠে ধাক্কা মারছে দমকা বাতাস, গালে হুল ফোটাচ্ছে উড়ন্ত তুষারকণা। ক্যাটল কিং হোটেলের সামনের হিচিং রেইলে ফাঁকা একটা জায়গা চোখে পড়ল, কিছুক্ষণ আগেও সেখানে রানিং-এম ক্রুদের ঘোড়াগুলো বাঁধা ছিল। এখন কেবল একটা পনি রয়েছে, সম্ভবত মৃত ডেলাভ্যানের ঘোড়া। বোঝাই



যাচ্ছে তড়িঘড়ি করে শহর ছেড়েছে সাটলারের দল, মৃত সঙ্গীর ঘোড়াকে নিয়ে যাওয়ার গরজ অনুভব করেনি।

মেসনিক হলে ঢুকে মহিলাদের অপেক্ষমাণ দেখতে পেল বেন। বাজনা থেমে গেছে, উৎসবের আমেজও নেই এখন। বাড়ি ফেরার জন্য উন্মুখ হয়ে পড়েছে সবাই। একটু আগের গোলাগুলির ঘটনারও ভূমিকা আছে এতে। গরুর অঞ্চলে গানফাইটের প্রভাব এটা-বহু পুরানো রেষারেষি, গরু আর জমিকে কেন্দ্র করে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে: এমনকী স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যার কোন সমাপ্তি বা পরিবর্তন ঘটেনি।

বেনকে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল ডরোথি ব্রিসবিন। ভারী কোট ওর গায়ে। অপূর্ব দুই চোখে বিষণ্ণতা। মুখোমুখি হওয়ার পর অনেকক্ষণ কেটে গেল, নীরবতা ভাঙল না কেউ; শেষে বাপের মত অকপট স্বতঃস্ফূর্ততা নিয়ে ডোরা বলল: 'তোমাকে সুস্থ দেখে সত্যি খুশি হয়েছি, বেন।'

'জ্যাক শহরে থাকবে। আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমার।'

মেয়েদের বাড়ি নিয়ে যেতে ফিরে আসছে পুরুষরা, শোডাউনের উত্তেজনা ফুরিয়ে যেতে কর্তব্যে মনোযোগী হয়েছে এখন। কেউ কেউ তুষার ঝড় উপেক্ষা করে ইতোমধ্যে বেরিয়ে পড়েছে সুদূর গন্তব্যের উদ্দেশে। একটু আগের গোলাগুলির মতই অপ্রত্যাশিতভাবে চলে এসেছে ঝড়।

পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ফ্রুগলে আর বেথ কেনেডি, খেয়াল করল বেন, ফ্রুগলের সঙ্গে এমন সুরে কথা বলছে মেয়েটি, যা কোনভাবেই অভ্রোচিত নয়। বেনকে দেখে এগিয়ে এল টেরেন্স এলগার, ইলেন টসিগ রয়েছে তার সঙ্গে। 'তা হলে ওই কথাই থাকল, বেন,' বলল ডায়মণ্ড-অ্যাণ্ড-এ-হাফ মালিক। 'তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকব আমরা।'

নিজের উপর ইলেনের উৎসুক দৃষ্টি টের পেল বেন। নির্জলা অকপট চাহনি, কোনরকম ভান বা লুকোছাপা নেই। দীর্ঘাঙ্গিনী মেয়েটির সবুজ চোখের গভীরে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা রয়েছে, আবিষ্কার করল বেন।

বাহুতে ডোরার স্পর্শে ফিরে তাকাল ও, দেখল চিবুক উঁচু হয়ে গেছে ডোরার, অতি চেনা মারমুখী মনোভাব-ছেলেবেলা থেকে এভাবেই বেনের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। গাল দুটো ঈষৎ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, এমনভাবে বেনের বাহু চেপে ধরেছে যাতে একইসঙ্গে খানিকটা অধিকার আর খানিকটা নির্লিপ্ততা প্রকাশ পায়; কিন্তু হতাশা ঢাকা পড়েনি। এক হাতে ডোরার বাহু চেপে ধরে এগোল বেন, ভিড় ঠেলে পথ করে নিল।

বাইরে বাগি নিয়ে অপেক্ষায় ছিল হ্যাটের ক্রুরা।

বাগিতে চালকের আসনে বেনের পাশে বসল ডোরা, ওর কাঁধে একটা কম্বল জড়িয়ে দিল বেন। লাগাম তুলে নিয়ে যাত্রা করল বাথানের উদ্দেশে, পিছু পিছু আসছে ক্রুরা। অন্যরাও যাত্রা করেছে। ঠাট্টা-মশকরা, স্বাভাবিক উচ্ছলতা, কৌতুক বা আমোদ, কোনটাই নেই কারও মধ্যে; দমকা বাতাস হাপিত্যেশ করছে শুধু।

*

মাঝরাতের পর বাথানে পৌঁছল ঠাণ্ডায় পর্যুদস্ত হ্যাটের ক্রুরা। অফিসে এসে টিমথি ব্রিসবিনের সঙ্গে অ্যালেক্স থমসনকে আবিষ্কার করল বেন। টেবিলে হুইস্কির একটা বোতল রয়েছে দু'জনের মাঝখানে।

'ঘণ্টা তিনেক আগে ক্যানিয়ন থেকে এসেছি,' সরাসরি রিপোর্ট করল থমসন। 'একটা গরুও নেই, সব উধাও হয়ে গেছে।'

'ঝড়ে পড়ে কোথাও চলে যায়নি তো?'

'না। গতকালও জায়গাটাকে ঘিরে চক্কর মেরেছি, গরুগুলো ছিল তখন। বিকালের দিকে গিয়েছিলাম আবার, গিয়ে দেখি একটাও নেই। ঝড়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ঝড় শুরু হয়েছিল সন্ধ্যার পর। এটাই তো জানতে চেয়েছ, তাই না?'

অফিসের বিশাল স্টোভটা তেতে গিয়ে টকটকে লাল হয়ে গেছে, ওটার উপর চায়ের কেতলি চাপানো। ঢাকনা তুলে বাষ্প বের করে দিল বুড়ো ব্রিসবিন। ওভারকোট খুলে একটা গ্লাস তুলে নিল বেন। ডোরাও এসেছে, বাপের কাঁধে এক হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, সমগ্র মনোযোগ বেনের উপর। গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে সঙ্গে গরম পানি মেশাল বেন, তারপর ডোরার উদ্দেশে বাড়িয়ে দিল। নিজের জন্য শুধু হুইস্কি ঢালল ও।

'গরুগুলো কোথাও সরে যায়নি তো?' জানতে চাইল বেন।

'প্রশ্নই আসে না। ক্যানিয়নের দিকে চলে যাওয়া ট্রেইল ধরে গেছে ওরা, জায়গাটা ডিক গ্রাহামের বাথানের উপরে। গভীর ছাপ পড়েছে ট্রেইলে, সব গরু একসঙ্গে ওই পথে গেছে। তুমি নির্দেশ দিয়েছ বলে অনুসরণ করিনি। কেউ তাড়িয়ে বা খেদিয়ে না-নিলে একসঙ্গে সব গরুর একই ট্রেইলে চলে যাওয়ার কথা নয়।'

'গ্রাহাম যে কামড় বসাতে পারে, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম না আমি,' ব্যাখ্যা করল বেন। 'সাটলার ওকে সুযোগ দেবে, এটাই তো অস্বাভাবিক। ইচ্ছে করে গরুগুলোকে ওখানে রেখেছি আমরা এবং এটা



একটা ফাঁদ, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি আছে ওদের।'

'বুদ্ধি আছে বটে,' একমত হলো ব্রিসবিন। 'কিন্তু এমনও হতে পারে, ওরা হয়তো ফাঁদ জেনেও গুরুত্ব দেয়নি।'

'মনে মনে এটাই আশা করেছি আমি,' বিড়বিড় করল বেন।

'কী?' স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হ্যাট মালিক।

থমসনের দিকে ফিরল বেন। 'লুইসকে আমার জন্য কালো মেয়ারটায় স্যাডল পরাতে বলো। দু-তিনদিনের খাবার আর কম্বলটাও যেন সঙ্গে দেয়।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল অ্যালেক্স থমসন।

'তুমি সবসময়ই ভাল হুইস্কি কেনো, টিম,' বলল বেন, দেখল চিবুক তুলে ওর দিকে তাকিয়েছে ডোরা। হুইস্কির প্রভাব আর কামরার উষ্ণতায় মেয়েটির গালের রঙ ফিরে এসেছে, ঠোঁটের আড়ষ্টতাও নেই। চঞ্চল অকপট এক কিশোরী, যার কৌতূহলের কোন শেষ ছিল না, স্বভাবে আধ-বুনোও বলা চলে, সারাক্ষণই লেগে থাকত বেনের সঙ্গে—এই ছিল ডরোথি ব্রিসবিন; কিন্তু এখন পরিপূর্ণ নারী, অকপটতা আড়ালে পড়ে গেছে নারীসুলভ রহস্যময়তায়, কৌতূহল হয়ে গেছে পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত, মেয়েলি কোমলতা পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে। গত একটা বছরে এভাবেই ডরোথি ব্রিসবিনকে বদলে যেতে দেখেছে বেন। পরিবর্তনটা পূর্ণ রূপ ধারণ করেছে, উপলব্ধিটা এইমাত্র হলো বেনের। উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে অতীতের সেই অস্থির উচ্ছল কিশোরী, শান্ত নিয়ন্ত্রিত আবেগ নিয়ে, নীরব কৌতূহল নিয়ে গাঢ় চোখে দেখছে ওকে; চাহনিতে ওকে বোঝার প্রয়াস, অথচ সতর্ক, উল্টো বেন যাতে মনের ভাবনা পড়তে না-পারে।

'আর,' আগের মতই বিড়বিড় করল বেন। 'তোমার ছোট্ট মেয়েটিও অনেক বড় হয়ে গেছে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল টিমথি ব্রিসবিন, ভঙ্গিটা এত আড়ষ্ট যে দেখে রীতিমত কষ্ট অনুভব করল বেন। 'ওর মা মারা যাওয়ার পর সত্যি ভড়কে গিয়েছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না কীভাবে ওকে মানুষ করব। কিন্তু দিনগুলি দিব্যি চলে গেল, ডোরা, হয়তো খোদা সহায় ছিল বলেই, আমি তোর এমন কোন সাহায্যে আসতে পারিনি।' অকপট স্বরে বলল সে, এটাই তার ধাত। 'কিন্তু তারপরও আমি মনে করি মন্দ হয়নি ব্যাপারটা, তুই হলি হ্যাটের সবচেয়ে বড় ফসল।...ওই ট্রেইল অনুসরণ করবে নাকি, বেন?'

'এখান থেকে বেরিয়েই রওনা দেব।'

'নিরাপদে ফিরে এসো,' আর কিছু বলল না ব্রিসবিন, মেয়ের কাঁধে হাত রাখল।

এ-ব্যাপারটা আজকের আগে কখনও ঘটেনি, সুযোগ দেয়নি হ্যাট মালিক। কারও কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া বা চাওয়া যে-মানুষটার ধাতের বাইরে, তারই এভাবে অন্যের সহযোগিতা নেওয়ার দৃশ্যটার মধ্যে করুণ বিষণ্ণতা রয়েছে: রয়েছে আরও একটা তাৎপর্য—জরা সবাইকেই স্পর্শ করে। সদা প্রাণোচ্ছল টিমথি ব্রিসবিনও এর ব্যতিক্রম নয়। ব্যাপারটা একইসঙ্গে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো বেন আর ডোরা, দু'জনের অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় ডোরার মুখ বিষণ্ণ করে তুলল। বাপ-মেয়েকে অফিস ত্যাগ করতে দেখল বেন, ধীরগতিতে দু'জনের সিঁড়ি ভাঙার আওয়াজ শুনতে পেল একটু পর।

সবসময়ই পিস্তলটা প্যান্টে গুঁজে রাখে বেন। ওটা বের করে ডেস্কের উপর রাখল। দেয়ালের আঙটা থেকে গানবেল্ট নামিয়ে কোমরে জড়াল। পিস্তলে তাজা কার্তুজ ভরে হোলস্টারে রাখল ওটা, ফ্ল্যাপ মুড়িয়ে কোণের এক কেস থেকে একটা রাইফেল তুলে নিল। ফিরে এসে ড্রয়ার থেকে অ্যামুনিশন বের করল। কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে দোরগোড়ায় ডোরাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

একটু আগে এসেছে মেয়েটি, এতক্ষণ দেখছিল বেনকে।

'ক'দিন বাইরে থাকবে তুমি?'

'ঠিক বলতে পারছি না। ট্রেইলের উপর নির্ভর করছে।'

রাইফেল হাতে দরজার দিকে এগোল বেন। ওকে জায়গা দিতে সরে দাঁড়াল না ডোরা, বাধা হয়ে থমকে দাঁড়াল বেন। এখনও নাচের পোশাক মেয়েটির পরনে, ধবধবে ফর্সা কাঁধ উন্মুক্ত। শরীরের ভরাট সবকটি জায়গা স্পষ্ট, ওগুলোর পরিপূর্ণতা বুঝতে অনুমান করা লাগছে না। সামান্য মাথা তুলল ডোরা, কানে মুক্তোর দুলে আলোর ঝিলিক খেলে গেল। উজ্জ্বল চোখজোড়া তুলে সরাসরি বেনের চোখে রাখল।

'ইলেনকে পছন্দ করো তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

ব্যাপারটা তাক করে তুলল ডোরাকে। পরিচিত এবং অতি পুরানো রাগ ফুটে উঠল চাহনিতে। 'ইলেনের দৃষ্টিতে এমন কী আছে যে ও তোমার দিকে তাকালে অমন অকপট আর অদ্ভুত হয়ে যাও তুমি?'

'স্কুলের পাঠ চুকে গেছে, ডোরা।'

'উঁহু, আমি চাই না কোন মেয়ে তোমাকে ঠকাক!'



'দুশ্চিন্তা করার জন্য একজন মানুষ আছে তোমার,' বিরক্ত সুরে বলল বেন। 'আমাকে নিয়ে নাই ভাবলে।'

সহসা কোমল হয়ে গেল ডোরার কণ্ঠ, রাগ নিমেষে উধাও হয়ে গেছে যেন। 'তোমাকে খুব ভাল করে চিনি আমি, সম্ভবত আমার মত করে আর কোন মেয়েই চেনে না। নিজেকে একা মনে করো, একাকী থাকতে অভ্যস্ত তুমি। তোমার নিঃসঙ্গতাকে কাজে লাগাতে পারে যে-কোন মেয়ে। তুমি নিজেই এরপর ভুলটা করে বসলে।'

'কী ভুল?'

নির্লিপ্ত চাহনিতে বেনের চোখে চোখ রাখল ডোরা। 'ভাল করেই জানো কী বলতে চাইছি। তুমি আসলে সহজ-সরল একটা পাষাণ, কিন্তু তারপরও এমন কিছু আছে তোমার মধ্যে যে সহজেই আকৃষ্ট হয় মেয়েরা। এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাই জানি যে আমার ধারণা ভুল নয়।'

'তাতে কী, ডোরা?'

'তুমি নও, বেন,' ফিসফিস করল ডোরা। 'দুনিয়ার সব পুরুষ এই ভুল করলেও তোমার করা উচিত নয়। আমি অন্তত চাই না।'

'তোমার বোনসুলভ উদ্বেগের দিন চলে গেছে, ডোরা।'

ক্ষণিকের নীরবতা নেমে এল। ডোরার কালো চোখে অনিশ্চয়তা ও বিরক্তির চাহনি, বেনের কথায় গাল দুটো খানিক আরক্ত হয়ে যাওয়ায় ওকে আরও বেশি কাঙ্ক্ষিতা ও আকর্ষণীয়া মনে হচ্ছে। 'এর সবটা বোনসুলভ নয়, বেন,' কণ্ঠ শুনে মনে হলো ভিতরে ভিতরে বেদনায় পুড়ছে ডোরা।

অদ্ভুত আবেগের খেলা চলছে মেয়েটির মধ্যে, নীরব বিস্ময়ে দেখতে পেল বেন: তবে বিস্ময় বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, নিজের মধ্যে বুনো উন্মাদনা এবং আবেগ আবিষ্কার করল ও। এরপর যে-কাজটা করল বেন, নিজের সঙ্গে শপথ করেছিল এই কাজ আর করবে না কখনও—মুক্ত হাত বাড়িয়ে ডোরার কোমর জড়িয়ে ধরল, বুকের কাছে টেনে আনল কোমল দেহটা, তারপর মুখ নামিয়ে চুমো খেল। বুকে যেন ঝড়ো বাতাস বইছে, বেনের আচরণে বুনো অধীরতা আর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল।

পিছিয়ে এল বেন, নিজের উপর প্রচণ্ড খেপে গেছে। 'লাথি খাওয়ার উপযুক্ত একটা কাজ করেছি আমি,' বিষণ্ণ, অনুতাপের সুরে বলল ও। 'চাইলে ইচ্ছেমত চড়াতে পারো আমাকে, বাধা দেব না।'

কিন্তু হাসি দেখা যাচ্ছে ডোরার মুখে, ঠোঁট দুটো খানিক ফাঁক হয়ে

আছে আমুলে ভঙ্গিতে, চোখের তারায় দুষ্টুমি আর কৌতুকের ঝিলিক খেলে গেল। 'একটুও দুঃখ হচ্ছে না আমার। মাথা-মোটা পাষাণ, মন দিয়ে শোনো আমার কথা। আমি জ্যাকের বাগদত্তা, এবং চাইলেও এখন আর সেটা বদলে নিতে পারব না। কিন্তু আমার মনে এমন একটা জায়গা রয়েছে, যেটা কখনও জয় করতে পারবে না কেউ। কথাটা তোমাকে বলা দরকার ছিল, কারণ ওই জায়গাটা তোমার জন্য। কথাটা হয়তো শুনতে হাস্যকর লাগবে, অথচ এটাই সত্যি। কোন একদিন বিয়ে করবে তুমি...কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকব তোমার স্ত্রীকে ঘৃণা করব আমি!'

'বড় হওয়া একদিকে খুব আনন্দের, কিন্তু, একইসঙ্গে কষ্টেরও,' মৃদু স্বরে বলল বেন। ডোরাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন লিভিংরূম পেরিয়ে পোর্চে পা রাখল।

জবাবের মত ডোরা নিজেও অনুসরণ করল বেনকে। 'সেটা তোমার চেয়ে ঢের ভাল জানি আমি,' বিষণ্ণ সুরে বলল ডোরা। 'হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এখন!'

পোর্চে পা রাখতে ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস হামলা চালাল ওদের উপর।

বেনের বিশাল মেয়ারের পিঠে স্যাডল সাজিয়ে সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছে লুইস ক্রুগলে, ঝড়ো বাতাস ছাপিয়ে উঠল ওর চড়া কণ্ঠ: 'আমি সঙ্গে আসব নাকি?'

'না।'

হঠাৎ শক্ত হাতে বেনের বাহু চেপে ধরল ডোরা, ঘুরিয়ে দিল বেনকে। ঠাণ্ডায় শিউরে উঠল মেয়েটি, দেখল বেন, অন্ধকারের মধ্যেও ডিম্বাকৃতির অপূর্ব সুন্দর মুখটা দেখতে পাচ্ছে। 'ফিরে এসো, বেন,' নিচু স্বরে বলল ডরোথি ব্রিসবিন। 'তাতে আমার চেয়ে বেশি খুশি হবে না কেউ।'

স্যাডলে চেপে আঙিনা ধরে এগিয়ে গেল বেন, একসময় অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওর ঋজু কাঠামো; তখনও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে পোর্চে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডোরা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

নদীর উপর সেতু পেরিয়ে খোলা প্রেয়ারি ধরে দুলকি চালে ছুটল বেনের ঘোড়া, দানবীয় আক্রোশে হামলা করছে হিমেল বাতাস। ঘোড়াটার আড়ষ্ট পেশি আর ঠাণ্ডায় মানিয়ে নেওয়ার প্রয়াস স্পষ্ট টের পেল বেন। চারপাশে কোথাও কোন আলো নেই। অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য তারা। গলার ব্যান্ডানা তুলে নাক ঢাকল ও, নইলে কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্রস্ট-বাইটে আক্রান্ত হবে নির্ঘাত।

তিন ঘণ্টা পর, টু ভ্যাস রেঞ্জ পেরিয়ে জিম মেসের বাথানকে ঘিরে



চক্কর কাটার পর র‍্যাম্পার্টে পা রাখল বেনের ঘোড়া। ইন্ডিয়ান রাইলির কোয়ার্টার পেরোচ্ছে যখন, পুবাকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। গ্র্যানিট ক্যানিয়নের রিম হয়ে এখানে এসেছে ও। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ক্যানিয়নের রীজের চূড়ায় উঠে এসে ইয়েলো হিলসের সবুজ বনানীতে প্রবেশ করল। আপার পাস ট্রেইল ধরে এগোনোর পর শেষে উপত্যকার কিনারে এসে পৌঁছল, দু'রাত আগে যেখান থেকে ইন্ডিয়ান রাইলির ক্যাম্পের আগুন দেখেছে। উপত্যকায় নেমে প্রায় মাইল খানেক এগোল ও, শেষে রাস্তা ছেড়ে ঘন ঝোপের আড়ালে এসে ঘোড়াটাকে বাঁধল। কম্বল বের করে শুকনো জায়গা দেখে শুয়ে পড়ল। হিমশীতল ঠাণ্ডার মধ্যেই বিশ্রাম নিতে হবে।

প্রত্যাশা মত কারও চোখে ধরা না-পড়ে রাসলারদের এলাকায় পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছে ও।

## এগারো

সকাল ন'টার সময় খটখটে ট্রেইলে ঘোড়ার খুরের ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেয়ে বিশ্রাম টুটে গেল বেনের। এক ফোঁটা ঘুমাতে পারেনি, স্রেফ শুয়ে ছিল এতক্ষণ। ঝোপের আড়াল থেকে ট্রেইলে এক রাইডারকে দেখতে পেল বেন, মাথা নিচু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ট্রেইল জরিপ করছে লোকটা; ইন্ডিয়ান রাইলির এক স্যাঙাৎ, স্কাউটিঙের উদ্দেশে কোয়ার্টার থেকে পশ্চিমে যাত্রা করেছে।

একসময় ওকে পেরিয়ে গেল লোকটা। খুরের শব্দ হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বেন, তারপর ঝোপের আড়াল থেকে ক্রল করে বেরিয়ে এল। গরুর অসংখ্য খুরের ছাপ পড়েছে এখানে, তুষারের কারণে জমে গিয়ে সুনির্দিষ্ট আকৃতি পেয়েছে। বেনের ঘোড়ার খুরের ছাপও জমে গেছে, নইলে ঠিকই চোখে পড়ত রাইলির স্যাঙাতের, সতর্ক হয়ে যেত সে। দু'শো গজ দক্ষিণে ইয়েলো হিলসের এক ঢালে উঠে গেছে ট্রেইল, বাঁক নিয়ে দৃষ্টিসীমার আড়ালে হারিয়ে গেছে। পিছিয়ে এসে মেয়ারের পিঠে স্যাডল চাপাল বেন, তারপর ঘোড়ার পিঠে চেপে ট্রেইলের

সমান্তরালে ঝোপঝাড়ের ফাঁকফোকর দিয়ে এগোল।

চলার পথে ভাবনায় মশগুল হয়ে পড়ল ও। কারও চোখে ধরা না-পড়ে টু ড্যাগ রেঞ্জ পেরিয়ে ইয়েলো হিলসে প্রবেশ করতে পারেনি কোন লোক। কথাটা নিরেট সত্যি। জেস সাটলার নিজের ক্রুদের এমনভাবে রাখে যে যে-কোন আগন্তুক বা রাইডার চৌহদ্দিতে প্রবেশ করা মাত্র তার উপস্থিতি ফাঁস হয়ে যায়। অ্যারিজোনার ক্ষেত্রে ঠিক এটাই ঘটেছে। কেউ পাহাড়ের দিকে যাত্রা করেছে, খবর পাওয়া মাত্র তথ্যটা রাইলির কাছে পৌঁছে দেয় সাটলার। উপরন্তু, নিজের লোকদেরও নিয়মিত স্কাউটিংয়ে রাখে রাইলি, এদের একজনই একটু আগে পেরিয়ে গেছে বেনকে।

সব মিলিয়ে ইয়েলো হিলস হয়ে গেছে একটা আবদ্ধ এলাকা, অসংখ্য উপত্যকা আর ট্রেইলে ভরা; ফলে সহজেই টু ড্যাগ রেঞ্জ থেকে চুরি করা গরু সরিয়ে নিতে সমস্যায় পড়তে হয় না রাইলিকে, চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ক্রুদের কারণে কেউ অনুসরণ করলে মোক্ষম সময়ে জেনে যায়।

বেনের জানামতে এখনও ওর উপস্থিতি প্রকাশ পায়নি। কিন্তু ওর হ্যাট ছেড়ে আসার খবর পেতে দেরি হবে না সাটলারের, সময়ের ব্যাপার মাত্র; তারপর ওর খোঁজে পাহাড় চষে ফেলবে ওরা।

একটা ব্যাপার নিঃসন্দেহ বেন। যে-ট্রেইলের সমান্তরালে এগোচ্ছে, এটাই মূল পথ, ইয়েলো হিলসে গরু পাচারের মহাসড়ক। সামনে অজানা কোন গন্তব্যে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হ্যাটের গরু। ট্রেইলে পড়ে থাকা ছাপই তার প্রমাণ; এবং হয়তো এই ছাপগুলোই গন্তব্যে পৌঁছে দেবে ওকে, আনমনে ভাবল বেন।

পাইনের ঝাড়ের পিছনে সমতল একটা মেসা দেখে বাঁক নিয়ে সেদিকে এগোল বেন, ক্রমশ ঢাল ধরে উঠছে, স্যাডল ছেড়ে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে এগোল। একসময় নীচের ট্রেইল স্পষ্ট চোখে পড়ল। ফেলে আসা তৃণভূমি থেকে পাহাড়ী জমি ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে ট্রেইল, সামনে ছোট্ট ক্রীকের কিনারা ঘেঁষে সবুজ বনানীর আড়ালে হারিয়ে গেছে। চারপাশে এবড়োখেবড়ো ন্যাড়া পাহাড়, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেঘলা আবহাওয়া। সূর্য দেখা দেয়নি বললেই চলে। দূরে কোথাও একটা গুলির শব্দ হলো, একেবারে ক্ষীণ শোনাল, বাতাসের দাপটে অচিরেই মিলিয়ে গেল প্রতিধ্বনি। ভুরু কুঁচকে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে বেন, এ-সময় দক্ষিণে এক রাইডারকে দৃশ্যমান হতে দেখতে পেল, টু



ড্যাগ রেঞ্জের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়েছে সে। দ্রুত পায়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ও, স্যাডলে চড়ে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল, ট্রেইল পেরিয়ে ওপাশে এসে গাছের আড়াল ধরে এগোল। এই পথেই গেছে গরুর পাল।

বনের গভীরে ঢুকে পড়ল বেন। থেমে ক্রীকের পানিতে তেষ্টা মেটানোর সুযোগ দিল ঘোড়াকে, তারপর আবার এগিয়ে চলল। কখনও মোড় নিচ্ছে, কখনও প্রয়োজনে ছাপ নিরীখ করছে; লাগাতার দক্ষিণে এগিয়ে চলল। দুপুরে ট্রেইল ছেড়ে বেশ খানিকটা সরে এল, থেমে কফি তৈরি করল। খাওয়া শেষে ফের যাত্রা করল।

বিকাল তিনটার দিকে সম্পূর্ণ অচেনা জমিতে প্রবেশ করল বেন, এর কিছুক্ষণ পর আচমকা পশ্চিমে মোড় নিল ট্রেইল। প্রায় নাক বরাবর সমতল পথে এগিয়েছে, প্রথমে ঘোড়া ছুটিয়ে বারবার ট্রেইলটাকে আড়াআড়িভাবে ছেদ করল ও, একেকবারে সিকি মাইল করে। একবার খুরের শব্দ শুনতে পেয়ে চট করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, একটু পর দেখতে পেল টু ড্যাগ এলাকা থেকে আসছে এক রাইডার। লোকটা বেনের অচেনা কোন কাউহ্যান্ড।

বদলে যাচ্ছে পরিবেশ। গাছের সংখ্যা কমে গেছে, ইয়েলো হিলসের উঁচু ঢালু জমির বদলে ক্রমশ সমতল হয়ে এসেছে, এবড়োখেবড়ো পাহাড়ও নেই এদিকে। রিজার্ভেশন এলাকা এটা। কখনও কখনও খোলা জায়গায় ইন্ডিয়ান শ্যাক চোখে পড়ছে, জীর্ণ দশা ওগুলোর, নির্বিকার মুখের ইন্ডিয়ানদেরও দেখতে পেল।

সন্ধ্যার আঁধার নামছে যখন, সঙ্গে দমকা হিমেল বাতাস শুরু হয়েছে, বেন তখন চেরোকির উদ্দেশে চলে যাওয়া একটা পার্শ্ব ট্রেইল ধরে এগোচ্ছে। বনের কিনারে পৌঁছে দেখল বিস্তীর্ণ জমির বুক চিরে ব্যাডল্যান্ডের দিকে চলে গেছে ট্রেইল।

কাছাকাছি একটা শ্যাক রয়েছে, খোলা জায়গায় প্রায় সিকি মাইল দূরে। জানালায় আলোর আভাস। ভোরের আলো ফোটার পর থেকে এ-পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ মাইল পাড়ি দিয়েছে, বেনের অনুমান, অর্ধচক্রাকার পথে চেরোকির এপাশে উঁচু জমিতে উঠে এসেছে। কাউন্টির সীমানার কাছাকাছি ওর অবস্থান এবং রেঞ্জের এই অংশ ওর পুরোপুরি অচেনা; সামনের ব্যাডল্যান্ড উত্তর দিকে টু ড্যাগ রেঞ্জের শেষ প্রান্তের নিচু এলাকার রৈখিক বিস্তৃতি। মূল টু ড্যাগ রেঞ্জ এখান থেকে অনেক দক্ষিণে।

বিস্তীর্ণ জমি পেরিয়ে ব্যাডল্যান্ডের বন্ধুর প্রান্তরে গরুগুলোকে নিয়ে

গেছে বাসনারা, ভাবছে বেন, তারপর কোনাকুনি লাগাতার দক্ষিণে এগিয়েছে। আঁধার নেমে এসেছে, বাতাসের শাখায় কাঁপন তুলেছে হিমেল বাতাস। বন ছেড়ে শ্যাকের দিকে এগোল বেন, সরাসরি আঙিনায় এসে বাড়ির পাশের একটা ট্রাফে ঘোড়াকে পানি খাওয়ার সুযোগ দিল। শ্যাকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ এক উতে ইন্ডিয়ান, নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখল বেনকে, কিছু বলল না। মিনিট খানেক পর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল লোকটা।

ঘোড়ার তেষ্টা মিটে যেতে ট্রেইলের কাছে চলে এল বেন। দিনের আলোর কিছুটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে আকাশে। ইন্ডিয়ান শ্যাক থেকে মাইল খানেক আসার পর প্রচণ্ড ঝড় আর অন্ধকার একইসঙ্গে গ্রাস করল সারা দুনিয়াকে। দমকা বাতাসে বালি, ধুলো এবং ছোট ছোট নুড়িপাথর গড়াচ্ছে। ট্রেইল নিচু একটা জায়গায় নেমে যেতে বাতাসের অত্যাচার থেকে সাময়িক মুক্তি পেল বেন আর ওর ঘোড়াটা, দু'পাশে দেয়াল তুলেছে মাটির ঢিবি। প্রেয়ারির সমতল থেকে নিচু জমি ধরে প্রায় পঞ্চাশ ফুট এগোল ও, তারপর এবড়োখেবড়ো প্রান্তরে প্রবেশ করল। চারপাশে চকের মত সাদাটে অনুচ্চ টিলা, ম্লান আলোয় ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আকাশে জ্বলছে হাজারো তারা। এগিয়ে চলল বেন, ঘোড়াটাকে নিজের মর্জিমাফিক চলার সুযোগ দিয়েছে।

ব্যাডল্যান্ডের গভীর খাদে নামার আগে পিছন দিকটা ভাল করে দেখে নিল ও, কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু বেন অদৃশ্য হয়ে যেতে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক রাইডার, সমতল জমি ধরে ধীর গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে একই পথে এগোল।

*

গতরাতের ঘটনা।

মেসনিক হলের পিছনে ভেল সাটলারের সঙ্গে চুপিসারে দেখা করতে এসেছে জ্যাক জার্ডন। জ্যাক সামনে এসে দাঁড়াতে সরাসরি কাজের কথায় এল সে: 'সকালে হাটে যাবে তুমি, দেখবে অ্যালেক্স খমসন পাহাড় থেকে বাথানে গেছে কি-না। মেক্সটন যদি র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরোয়, সঙ্গে সঙ্গে খবরটা জানাবে আমাকে।'

'বলেছি তো, এই কারবারে আমি আর নেই,' অসন্তুষ্ট স্বরে অনীহা প্রকাশ করল জ্যাক।

'যা বলেছি, তাই করবে তুমি,' নির্বিকার সুরে বলল সাটলার, জ্যাকের অসন্তোষ গায়ে মাখার গরজ অনুভব করছে না।



'দেখো, ভেল, আমি...'

ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে রানিং-এম র‍্যামরড। এর কিছুক্ষণ পর নেড স্টিলের কম্পাউন্ড থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ ভেসে এল।

পার্টি শেষে সবাই যখন বাড়ির পথ ধরেছে, ধীর পায়ে জো মর্টনের সেলুনের উদ্দেশে এগোল জ্যাক। কিন্তু ভিতরে ঢুকে সমস্ত আগ্রহ চুপসে গেল ওর। ঝড় বয়ে গেছে যেন, সবকিছু উলটপালট, ভাঙাচোরা আসবাবপত্র ছড়িয়ে আছে মেঝেয়। চারপাশে লোকজনের ভিড় দেখে আমোদ পায় জ্যাক, এই পরিবেশ ওকে একইসঙ্গে ক্লান্ত এবং হতাশ করে তুলল। অন্তত আজ সেলুনটা জমজমাট হবে না। অগত্যা, এক বোতল হুইস্কি কিনে ক্যাটল কিং হোটেলে চলে এল ও।

ডাইনিংরূম থেকে গ্লাস সংগ্রহ করে বিশাল স্টোভের কাছে এসে একটা টেবিলে বসে পড়ল ও। হোটেল ম্যানেজার ড্যান হার্কনেস ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। কিছুক্ষণ নিজের কাজ করল সে, শুতে যাওয়ার আগে জ্যাককে বলল: 'থাকতে চাইলে দশ নম্বরে চলে যেয়ো।'

গ্লাসে হুইস্কি ঢালল জ্যাক। দালানের কোণে দমকা বাতাস আছড়ে পড়ছে, শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন স্টীম ইঞ্জিন চলছে। মাঝে মধ্যে মৃদু কেঁপে উঠছে পুরো দালান। জ্বলন্ত ব্র্যাকেট ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলো জ্যাকের চোখে অস্বস্তি ধরিয়ে দিচ্ছে, তাই মনে উঠে দাঁড়াল ও, লণ্ঠনের কাছে গিয়ে শিখা কমিয়ে দিয়ে ফিরে এসে বসে পড়ল আবার। হুইস্কি আর স্টোভের উষ্ণতায় ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে শরীরের মাংসপেশি।

হুইস্কির আরও একটা প্রভাব রয়েছে—অতীত ভুলিয়ে দেয়। অন্তস্তলে চাপা পড়ে যাওয়া বহু স্মৃতি, যারা ক্রমাগত উথলে ওঠার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, সেগুলোকে বিস্মৃতির সাগরে ঠেলে দেয়। অপরাধবোধ, তিক্ততা বা অনুশোচনা থাকে না। এই বিস্মৃতিকে আলিঙ্গন করার জন্যই হুইস্কি গেলে ও। কিন্তু পুরো এক গ্লাস গিলে ফেলার পরও স্বস্তি এল না মনে। নিজের অবস্থা পরিষ্কার অনুধাবন করতে পারছে—মনের একটা অংশ অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া অতীত তুলে আনছে—যা করেছে, ঘটিয়েছে বা নিয়েছে; অবশ্যম্ভাবী নিয়তি হিসাবে এটুকুও বুঝতে পারছে যে ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত ওর, প্রাপ্তির সম্ভাবনা খুবই কম।

জ্যাক সবসময়ই ভাবত যে-কোন সময়ে অসৎ পথ বাতিল করে দিয়ে সুস্থ-সুন্দর জীবনে ফিরে আসতে পারবে, ব্যাপারটা স্রেফ ওর মর্জিমাফিক। আজ পর্যন্ত। কিন্তু একটু আগে ভেল সাটলারের সঙ্গে দেখা

করার পর জানা হয়ে গেছে যে পথটা বন্ধ হয়ে গেছে। সৎ জীবনে ফিরে আসা আর হবে না। জেন্স সাটলারের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়ার প্রতিটি ধাপ দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছে, একটু একটু করে নিজের অজান্তে চারপাশে সাঁড়াশি একটা আঁটুনি তৈরি করেছে। সেটা এখন এতটা মজবুত হয়ে গেছে যে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেন মেক্সটনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে জেন্স সাটলার। ঠান্ডা মাথার একটা শয়তান লোকটা! সামান্য হাসিও দেখা যায় না মুখে, অথচ খুলির ভিতরে মগজটা শয়তানিতে ভরা। এমন ধূর্ত চালিয়াত সারা জীবনেও দেখেনি জ্যাক।

*নির্দেশ বটে*, তিক্ত মনে ভাবছে জ্যাক, বেনকে ট্রেস করতে হবে! অথচ সারা বেসিনে একমাত্র বেনই ওকে বিশ্বাস করে এখনও। কিন্তু সাটলারের নির্দেশও অমান্য করার উপায় নেই।

যত ভাবছে ততই চোখে অন্ধকার দেখছে জ্যাক। চারপাশের সবকিছু ম্লান হয়ে এল, নিজেকে হারিয়ে ফেলল দুশ্চিন্তার রাজ্যে। গত কয়েক মাস ধরে বিপরীত স্রোতের অস্তিত্ব টের পাচ্ছিল, কোন কিছুই যেন ওর মনমত ঘটছিল না, ও জানত বেসিনের লোকজন একসময় সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে। পিছনে চিহ্ন রেখে আসেনি বটে, কিন্তু ঠিকই জেনে গেছে সবাই। ওর প্রতি অন্যদের আচরণ দেখেই বুঝতে পারছে। কেউ হাসি-মুখে বা আন্তরিকভাবে কথা বলে না, চাহনিতে উষ্ণতা নেই। ক্যাটলম্যানদের সভায় মুখ ফস্কে বলেই ফেলেছিল লিউ ওয়াল্টন, স্রেফ বেন মেক্সটন উপস্থিত ছিল বলে শেষ মুহূর্তে চেপে গেছে। বেন জানে না, মানুষের প্রতি দীর্ঘদেহী বেপরোয়া ওই যুবকের অটল বিশ্বাসের কারণে এ-যাত্রা বেঁচে গেছে জ্যাক, সমূহ ভরাডুবি ঘটেনি। ওয়াল্টনের ইঙ্গিতের পরপরই কামরার নীরবতায় নীরব ষড়যন্ত্র নয়, বরং সন্দেহের বীজ খুঁজে পাবে বেন মেক্সটন। পাওয়া উচিত।

ওর জন্য নয়, বরং বেনের জন্য উদ্বিগ্ন সবাই, সেজন্যই ভয়াবহ খবরটা চেপে যাচ্ছে। জ্যাকের সঙ্গে বেনের গভীর বন্ধুত্ব এর কারণ, সবাই জানে জ্যাককে কী চোখে দেখে বেন, কতটা বিশ্বাস করে।

বেন্ড গ্লাস ভরলেও ওটা টেবিলে রেখে দিল জ্যাক। হাত দুটো অসাড় ভাবে পড়ে আছে হাঁটুর মাঝখানে, দুশ্চিন্তায় মুখের বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে গেছে। ডরোথি ব্রিসবিনের কথা মনে পড়তে বেপরোয়া ইচ্ছে পেয়ে বসল, সবকিছু অগ্রাহ্য করার বাসনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। নিজের ইতিকর্তব্য বা করণীয় স্থির করার প্রয়াস পেল, কিন্তু বেশিদূর এগোতে



পারল না। শূন্য এক পৃথিবীতে বসবাস যেন, জ্ঞানের সীমাবদ্ধ হয়ে গেল পরাজিত একজন মানুষের মত। কখনও লোভ, কখনও স্রেফ আমুদে স্বভাব, কখনও তারুণ্যের উচ্ছ্বাস তাড়া করেছিল ওকে, অনিয়ন্ত্রিত অস্থির পদক্ষেপ বিপাকে ফেলে দিয়েছে ওকে। পরিণতি: সমূহ সর্বনাশ।

হুইস্কির গ্লাস তুলে নিয়ে লবি পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল ও। স্খলিত পায়ে দোতলার দশ নম্বর রুমে ঢুকল। লণ্ঠনের খোঁজে অন্ধকারে টেবিল হাতড়াল, কিন্তু কাঁপা হাতের ধাক্কায় মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল ওটা। তাড়া মনে গ্লাস থেকে হুইস্কি ফেলে দিল জ্যাক, বিছানার কাছে এসে কিনারে বসে পড়ল, অনিশ্চিত ও অন্ধকার এক পৃথিবীতে হারিয়ে ফেলল নিজেকে। শেষে পাঁড় মাতাল অবস্থায় বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে কোনরকমে কম্বল খামচে ধরে গায়ের উপর টেনে দিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চলে পড়ল গভীর ঘুমে।

পরদিন ভোরে র‍্যাঞ্চের উদ্দেশে যাত্রা করল জ্যাক। আঙিনায় পৌঁছতে লুইস ক্রুগলেকে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল।

'বেন আছে নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না ক্রুগলে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জ্যাকের দিকে, হাসির ছিটেফোঁটাও নেই মুখে বা চোখে। ইচ্ছাকৃত দেরি করল সে, শেষে বলল, 'মনে হয় জর্জ পিয়েটের ওখানে গেছে।'

'ব্যাপার কী?'

'কিছু না,' ক্রুগলের চকিত জবাব, পরপরই যোগ করল, 'বুড়োর শরীর ভাল না।' পাশ ফিরে জ্যাককে ভিতরে ঢুকতে দেখল সে।

অফিসে ডোরাকে পেল জ্যাক। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, কড়া বাতাস আর ওম তুষারকণায় বেসামাল উপত্যকা দেখছে। পদশব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও, মাপা চাহনিতে দেখল জ্যাককে। জ্যাকের রক্তলাল চোখ, ক্ষৌরিহীন মুখ এবং ভিতরকার অস্থিরতা–সবই ধরা পড়ল ডোরার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে। দেখা শেষ হতে যেতে জানালার দিকে এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াল যে দেখেই রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলতে শুরু করল জ্যাকের।

'জানতাম না বন্ধু স্বামীকে এভাবে শুভেচ্ছা জানায় কেউ। কী অপরাধ করেছি আমি?'

'জানতে পারলে সত্যি খুশি হতাম, জ্যাক।'

'মানে?'

'যদি জানতাম, তা হলে হয়তো কিছু একটা করতেও পারতাম।'

'পুরুষরা যদি মাঝে মধ্যে একটু-আধটু বেসামাল হয়, তাতে অসুবিধাটা কী?' তীক্ষ্ণ স্বরে, অসন্তুষ্ট স্বরে জানতে চাইল জ্যাক ভার্ডন।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল ডোরা। জ্যাকের কথাটা ওর অহমে লেগেছে, মুহূর্তে রেগে গেল। বিস্ফোরণটা প্রত্যাশিত। 'তা হলে যত ইচ্ছে বেসামাল হও! তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি আমি, জানতেও চাই না। কিন্তু কাদা মাড়ানো শেষ হলে দয়া করে এখানে এসো না, হ্যাটের কার্পেট নষ্ট হয়ে যাবে তা হলে।'

'আহ্, ডোরা!'

এমন ভঙ্গিতে কথাটা বলেছে জ্যাক, সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ডোরা, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল প্রেমিকের দিকে। পরাজিত, হতাশ এবং অনিশ্চিত দেখাচ্ছে জ্যাককে।

'এভাবে পুরুষদের ছাল ছাড়াতে নেই,' স্মিত হেসে বলল জ্যাক, কণ্ঠ কোমল হয়ে এসেছে। 'কবে অপেক্ষার পালা শেষ হবে আমাদের? আমার তো মনে হয় বিয়ের জন্য এটাই উপযুক্ত সময়।'

'আজকের আগে এ-কথা এত স্পষ্টভাবে বলোনি তুমি।'

'হ্যাঁ, বলিনি। হাতে কিছু টাকাপয়সা আসার অপেক্ষায় ছিলাম। ধনীর দুলালীকে গরীব ঘরে নিয়ে তুলতে চায় না কোন পুরুষ। কিন্তু পয়সাওলা হওয়ার পথটা অনেক লম্বা, অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি আমি। বাথান চালাতে গিয়েও ঘেন্না ধরে গেছে আমার। কিছু টাকা জমিয়েছি, ঠিক করেছি চলে যাব এখান থেকে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বাড়ি হবে আমাদের। কেমন লাগছে শুনতে, ডোরা?'

'হ্যাটের চেয়ে ভাল জায়গা আছে বলে মনে হয় না আমার।'

'হ্যাট তোমার, আমার নয়।'

'কোন একদিন এর অর্ধেকটা আমার হবে। বাকি অর্ধেকের মালিক বেন, খবরটা অবশ্য জানে না ও।'

'ফোরম্যানের প্রতি তোমার বাবার টান একটু বেশিই,' শুকনো স্বরে বলল জ্যাক। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ডোরাকে দেখছে, মনে মনে উল্টেপাল্টে দেখছে এইমাত্র শোনা খবরটা। 'তারমানে হ্যাটে তিনজন থাকব আমরা। তুমি, বেন আর আমি। সেক্ষেত্রে আজীবনই অচেনা একজন মানুষ রয়ে যাব। না, ডোরা, এটা আমার জন্য নয়।'

'বেন তোমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু, জ্যাক।'

'হ্যাঁ। কিন্তু বন্ধু বা শত্রু, যাই হোক, এত কাছাকাছি না থাকাই ভাল। আমার পোষাবে না।' ফের ত্যক্ত হয়ে উঠল জ্যাক। 'যাই হোক, টু ভাঙ্গ



রেঞ্জ আমার জন্য নয়। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখানে থাকলে কখনোই কপাল ফিরবে না আমার। তারচেয়ে বরং অন্য কোথাও চলে যাওয়াই ভাল।'

'এখানে আমার জন্ম, জ্যাক, এখানে বড় হয়েছি। এই জায়গা ছেড়ে যেতে একটুও ভাল লাগবে না।'

'যদ্দূর জানতাম সুখে-দুঃখে স্বামীর পাশে থাকে মেয়েরা,' শুকনো, তিক্ত স্বরে বলল জ্যাক ভার্ডন।

'ওহ্, জ্যাক, এভাবে বলছ কেন!' অস্ফুট স্বরে বলল ডরোথি ব্রিসবিন। 'এত ভাল জমি, অথচ তোমার মন টিকছে না! অন্য কোথাও কি এরচেয়ে ভাল পাবে, তোমার মন টিকবে?'

শ্রাগ করল জ্যাক। 'বাদ দাও। বেন কোথায়?'

'গতরাতে কোথায় যেন গেছে।'

'ইয়েলোতে?'

একটু ইতস্তত করল ডোরা, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল ঠোঁটজোড়া, সতর্ক চাহনিতে নিরীখ করছে জ্যাককে। বেশ কিছুক্ষণ পর অনিচ্ছুক সুরে বলল: 'হ্যাঁ।'

'ব্যাপার কী?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল জ্যাক, ফের ধৈর্য হারিয়েছে। 'আমাকে কি বিশ্বাস করা যায় না?'

কিছু বলল না ডোরা।

কামরায় ঢুকল লুইস ক্রগলে। দু'জনকে দেখল সে, ভিতরে ঢুকে স্টোভের কাছে চলে গেল, উষ্ণতার সন্ধানে দু'হাত ছড়িয়ে দিল। 'আরে, এটা তো ঠাণ্ডা!'

'হুঁই,' ব্যঙ্গ করল জ্যাক। 'তুমি না বলেছ ব্লক-টিতে গেছে বেন?'

ডোরার উদ্দেশে চকিত দৃষ্টি চালাল ক্রগলে, শেষে বলল: 'তাই বলেছি নাকি? হতে পারে।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়। অস্বস্তির চাদর ঘিরে থাকল তিনজনকে। আচমকা ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক ভার্ডন, মূল দরজার কাছে চলে গেছে এ-সময় ওকে আটকাল ডোরা।

'জ্যাক,' বলল মেয়েটি। 'তুমি যদি এখান থেকে চলে যাও, নিশ্চই আমিও যাব। কিন্তু এখন নয়। বাবা খুবই অসুস্থ।'

ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, খুশি হয়ে উঠেছে আবার। 'হ্যাঁ, পরেই যাব আমরা। এটাও ঠিক যে এরকম সমৃদ্ধ ও সবুজ জমি দেশের বহু জায়গায় আছে।' বেরিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ল সে, দ্রুত গতিতে আঙিনা পেরিয়ে গেল।

লিভিংরূমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ডোরা, মনে মনে জ্যাকের কথা ভাবছে। হ্যাট ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা চরম বেদনাদায়ক ওর জন্য, যেন নিজের অতীতকে ছুঁড়ে ফেলতে হবে! কিন্তু এ-ব্যাপারটা আমল দেয়নি জ্যাক। জ্যাক ভার্ডনের স্বভাবই এমন, অন্যদের ভাবনা বা সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে ভাবে না। জীবনে সবকিছু সহজভাবে পেতে অভ্যস্ত সে, খুব সহজে দোষারোপ করে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যে-কোন ব্যক্তি বা পরিস্থিতিকে।

সঙ্গে সঙ্গে বেন মেক্সটনকে মনে পড়ে গেল ওর। বেন কত আন্তরিক, নিবেদিতপ্রাণ, ধৈর্যশীল! শুধু হ্যাটের প্রতিই নয়, বরং সমস্ত উপত্যকার প্রতি বিশ্বস্ত। দায়িত্ব অন্যের কাঁধে তুলে দেয় না কখনও। এই দায়িত্ব বা বিশ্বস্ততার কোন মূল্য নেই জ্যাক ভার্ডনের কাছে। ডোরার মাধ্যমে হ্যাটের সঙ্গে নিবিড় একটা সম্পর্ক তৈরি হতে পারে জ্যাকের, অথচ সেটাও গ্রাহ্য করে না সে।

অফিসে ফিরে এল ডোরা। জানালা-পথে জ্যাক ভার্ডনকে যেতে দেখছে লুইস ক্রুগলে। তীব্র ঠাণ্ডা, অথচ আমলই দিচ্ছে না জ্যাক।

ক্রুগলে না-তাকালেও ডোরা দিব্যি আঁচ করতে পারল কিছু একটা আছে তার মনে। 'বেন যে ইয়েলোতে গেছে, ওকে বলতে চাওনি তুমি। কেন?'

'সবকিছু বলে ফেলার বদভ্যাস ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছিলাম,' আমতা আমতা করে বলল ক্রুগলে।

'লুই, ব্যাপারটা খুলে বলো তো!'

ডোরার তীক্ষ্ণ স্বরে ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো ক্রুগলে। 'কিছুই না।'

হ্যাট-পাঞ্চারের দৃঢ় চোয়াল দেখে ডোরা বুঝতে পারল মুখ খুলবে না সে। ভিতরে ভিতরে ত্যক্ত, উদ্বিগ্ন ও বিব্রত হয়ে আছে ক্রুগলে, কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে ডোরার অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পেরে স্বস্তি বোধ করল।

সিঁড়ি ভেঙে বাবার কামরায় চলে এল ডোরা। পিঠের নীচে কয়েকটা বালিশ দিয়ে বিছানায় বসে আছে টিমথি ব্রিসবিন, মানুষটার অসহায়ত্ব দেখে বুকে ছুরির খোঁচা অনুভব করল ডোরা। আনমনা হয়ে গেল ও, মুহূর্তে ফিরে গেল নিজের বাল্যজীবনে। বাবা হিসাবে মেয়ের প্রতি অতিমাত্রায় দরদী এবং নির্ভরযোগ্য ছিল টিম ব্রিসবিন। যে-কোন বিপদে অটল, ধীর-স্থির, প্রত্যয়ী, দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ একজন মানুষ। সামান্য দু'এক কথায় ওর উদ্বেগ বা অস্থিরতা দূর হয়ে যেত। বাবার এই ছবিটাই মনে



গেঁথে আছে। সেই মানুষটাকে এমন দুর্বল, অসহায় এবং পরনির্ভরশীল কল্পনাই করা যায় না।

'সমস্যাটা কী, ডোরা?' জানতে চাইল হ্যাট মালিক।

'জ্যাক।'

লুইস ক্রুগলের মত একই প্রতিক্রিয়া বাপের মুখে দেখতে পেল ডোরা। হঠাৎ করে ঝাঁপি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেন, কিছু একটা জানে দু'জন, অথচ বলছে না ওকে। বলতে অনিচ্ছুক।

'কী, বাবা?' জানতে চাইল ডোরা।

মাথা নাড়ল বুড়ো।

'জিনিসটা কি আমার জানা উচিত?'

'জানার মত একটা জিনিসই আছে,' মৃদু স্বরে বলল টিমথি ব্রিসবিন। 'নিজের জন্য কী করতে পারে মানুষ? বাচ্চা থাকার সময় তোকে ঘোড়ায় তুলে দিতাম আমি। তোকে পড়ে যেতে দেখে বুক ভেঙে যেত আমার, ডোরা, কিন্তু এটাই ঘোড়ায় চড়তে শিখার উপায়। এই ব্যাপারটাও তেমন, নিজ থেকে শিখতে হবে তোর। আমি শুধু বলতে পারি, সামনে দুঃসময় আছে। দুঃখের কথা হচ্ছে সাহায্য করার জন্য আমি হয়তো তোর পাশে থাকতে পারব না।'

'বাবা, তুমি...' শুরু করেও থেমে গেল ডোরা, মেঝেয় নেমে গেছে দৃষ্টি। বাবা চায় না কাঁদুক ও, অন্তত তার সামনে–ছোটবেলা থেকে এভাবেই মানুষ করেছে ওকে। নিজেকে সামলে নিতে একটু সময় লাগল ডোরার, শেষে বলল: 'চিন্তা কোরো না, বাবা। বেন আছে এখানে।'

'হ্যাঁ, সেটাই ভরসা।'

আলতো হাতে বাপের বাহু ছুঁলো ডোরা। 'তোমার ইচ্ছেমত ঘটলেই বোধহয় ভাল হত সবকিছু। বেন ছাড়া অন্য কারও কথা মুহূর্তের জন্যও ভাবোনি। বাবা, শুনে হাসবে না তো যে মাঝে মধ্যে আমারও মনে হয় যে জ্যাকের সঙ্গে পরিচয় না-হলেই ভাল হত?'

পাশ ফিরে মেয়ের দিকে তাকাল ব্রিসবিন, খুঁটিয়ে দেখল। 'উঁহুঁ, ডোরা, শুধু হৃদয় নিয়ে জিততে পারবি না তুই। বহু আগে থেকে তোর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছি ব্যাপারটা। শেষ পর্যন্ত এটাই ঘটবে বলে বিশ্বাস করি আমি, ধরেও নিয়েছি। তোর শুভবুদ্ধিরই জয় হবে।'

কথাটার তাৎপর্য জানতে ইচ্ছে করছে ডোরার, কিন্তু বাপের মুখে উদ্বেগের ছায়া নামতে দেখে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। ফ্যাকাসে হয়ে

গেছে টিমথি ব্রিসবিনের গাল দুটো। উঠে দাঁড়িয়ে বালিশগুলো ঠিক করে দিল ও, বাপকে আরামদায়ক অবস্থানে শুইয়ে দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল।

হলরুমে এসে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না ও, অঝোর ধারা নেমেছে চোখ থেকে। নীরব কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠল ওর দেহ। অন্যদের কাছে যাই হোক, বাপ ওর কাছে ছিল বিশাল হৃদয়ের এক মানুষ। নির্ভরতা, মমতা আর সাহসের নিরন্তর উৎস। সেই মানুষটাকে ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যেতে দেখে নিজের চারপাশে নিঃসঙ্গতার নিরেট দেয়াল আবিষ্কার করছে ডোরা। অবিশ্বাস্য কিন্তু অবিসম্ভাবী পরিবর্তন, অথচ মন মেনে নেয় না।

ডরোথি ব্রিসবিনের নিঃস্ব হৃদয়ের জন্য নির্ভরতার আরও একটি উৎস রয়েছে। বেন মেক্সটন। বরাবরের মত এবারও বেনের কথা মনে পড়ে গেল ওর। বড় ভাল হত বেন কাছে থাকলে, নিতান্ত অসহায়ত্বের সঙ্গে ভাবল ও। বেনকে এখন পাশে পেলে আর কিছুই চাওয়ার থাকত না।

হলরুমের শেষ প্রান্তে এসে আঙিনার দিকে তাকাল ও, দেখল এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে লুইস ক্রগলে, প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া বা তুষারকণাকে গ্রাহ্য করছে না। উপত্যকা ধরে যেদিকে গেছে জ্যাক ভার্ডন, সেদিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

*

কুয়াশা ঘেরা প্রেয়ারি ধরে হালকা চালে উত্তরে এগোল জ্যাক ভার্ডন, পিছনে হ্যাটের অবয়ব দৃষ্টিসীমা থেকে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল; তারপর যখন বুঝল কেউ ওকে দেখতে পাবে না, দক্ষিণে ঘোড়া ঘুরিয়ে আড়াআড়ি উপত্যকা পাড়ি দিল। গতি বাড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে রানিং-এম এবং জিম মেসের স্প্রেডের মাঝামাঝি র‍্যাম্পার্টের একটা জায়গায় পৌঁছল। জ্যাক জানে যে সাটলার ওর অপেক্ষায় আছে, সম্ভবত আড়াআড়িভাবে উপত্যকা পেরোতেও দেখেছে ওকে। র‍্যাম্পার্টে উঠে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে এল জ্যাক, আগেও এখানে মিলিত হয়েছে সাটলারের সঙ্গে; অধৈর্য হয়ে তৃতীয় সিগারেট ধরিয়েছে, এ-সময় এসে পৌঁছল রানিং-এম ফোরম্যান।

ঘোড়া থেকে নামল না সাটলার। ঘোড়াকে পাশ ফেরাল সে-নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা দেখল জ্যাক-যাতে ডান পাশটা কাছাকাছি থাকে, চাইলেই দ্রুত ড্র করতে পারবে। 'মেক্সটন কোথায়?' জানতে চাইল সে।



'ভেন্স, আগেও একবার বলেছি যে আমি এসবে নেই আর।'

'যতক্ষণ না আমি বাদ দিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হয়ে কাজ করবে তুমি।'

'বেশ, কাজই করব। ব্যবসা করব তোমার সঙ্গে,' সতর্ক সুরে বলল জ্যাক। 'হ্যাঁ, মত বদলে ফেলেছি। ঝটপট কিছু টাকা দরকার আমার।'

'মত ঠিক থাকে না এমন লোকের নিকুচি করি আমি!' মন্তব্য করল ভেন্স সাটলার, তবে মুখে সামান্য বিকারও দেখা গেল না। 'অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়, প্রথম থেকে তোমার ধাত চেনা হয়ে গেছে আমার, জানতাম যে-কোন সময়ে পা পিছলে যেতে পারে তোমার। সেজন্য তোমাকে এক রত্তিও বিশ্বাস করি না।'

'আধাআধি। তুমি তোমার কাজ সারবে, আমি আমারটা।'

'একটা কথা শুনে নাও, জ্যাক, উপত্যকায় শেষ হয়ে গেছে তোমার দিন।'

'কথাটা তোমার মুখে মানায় না,' শেষের সুরে তর্ক করল জ্যাক ভার্ডন। 'নিজের ফাঁদে তুমি নিজেই ধরা পড়বে। কখনও কি ভেবেছ এটা?'

'হয়তো পড়ব।'

চোস্ত হাসি ফুটল জ্যাকের মুখে। 'প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে অন্য ভাবে আমাকে সামাল দেওয়ার কথা ভাবছ নিশ্চই? একটা কথা মনে রেখো, ভেন্স, অ্যারিজোনার মত অত সহজে মারতে পারবে না আমাকে।'

'হয়তো,' সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল সাটলার, এ-পর্যন্ত একচুলও নড়েনি। 'মেক্সটন কোথায়?'

'গরুর পালে আমার ভাগ থাকবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'পাহাড়ে কোথাও আছে বেন।'

'খবরটা দিতে একটু দেরি করেছ।'

নির্জলা অবিশ্বাস আর সতর্কতা নিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হলো দু'জন, শেষে জ্যাক ঘোষণা করল: 'যেভাবে পারো ওকে খেদিয়ে দিয়ো, কিন্তু খুন যদি করো, তা হলে নিজ হাতে তোমাকে খুন করব আমি।'

জবাব না-দিয়ে ঘোড়াকে পিছিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল সাটলার, একটু পর র‍্যাম্পার্টের মূল ট্রেইলে তার ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল জ্যাক।

স্যাডলে চড়ে সমতল জমির দিকে এগোল ও, বাথানে ফিরবে।

জ্যাক চলে যাওয়ার বেশ পরে ঘন ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল লরি মেস, সন্তর্পণে কাছাকাছি লুকিয়ে রাখা ঘোড়ার দিকে এগোল মেয়েটি।

## বারো

ব্যাডল্যান্ড ধরে চলে গেছে ক্ষত-বিক্ষত ট্রেইল। কখনও হেঁটে, কখনও ছুটে এগোচ্ছে বেনের ঘোড়া: মাঝে মধ্যে খাদের কিনারা নিচু হয়ে যাওয়ায় অন্ধকার আকাশ আর ঘোলাটে জমিনের এক চিলতে চোখে পড়ছে। উপরে দানবীয় আক্রোশে বইছে বাতাস, খাদের আনাচ-কানাচ দিয়ে খাদেও হামলা চালাচ্ছে।

কিছুক্ষণ নাক বরাবর এগোল ট্রেইল। খাদ ধরে যাত্রা করার ঘণ্টাখানেক পর দৈত্যাকার বুড়ো আঙুলের মত আকৃতির একের পর এক চিমনি পেরিয়ে গেল ঘোড়াটা। ভূমি-ক্ষয়ের কারণে একটার সঙ্গে মিশে গেছে আরেকটা খাদ। প্রাকৃতিক এক সেতুর নীচ দিয়ে এগোল বেন, চারপাশে চাপচাপ অন্ধকার যেন নিরেট কিছু, হাত বাড়ালেই স্পর্শ পাবে। ট্রেইলের শেষ নেই, গভীর থেকে গভীরে নামছে: নির্দিষ্ট কোন দিকও নেই। একবার থেমে স্যাডল ছেড়ে নামল ও, হাতের তালু দিয়ে আড়াল করে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল, চকের মত সাদা মাটিতে গরুর খুরের ছাপ দেখতে পেল। স্পষ্ট। নিশ্চিন্ত মনে আবার এগোল ও, যদিও গন্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ কাটছে না।

তারপর, অনেক পরে, হাতের ডানে মাটির তৈরি একটা ঢিবি পেরিয়ে আসতে পোড়া কাঠের গন্ধ পেল। কাঠটা হয়তো এখন পুড়ছে না, সদ্য পোড়া হতে পারে।

রাশ টেনে ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে ফেলল বেন। স্যাডল ছেড়ে ক্রল করে পিছিয়ে এল, অন্ধকারে হাতড়াতে একটা টানেলের মুখ খুঁজে পেল। উঠে দাঁড়িয়ে টানেলে ঢুকে পড়ল ও, একটু এগিয়ে থামল। ধোঁয়ার গন্ধ টানেল থেকে আসছে।

কিছুটা এগোতে সামনে জ্বলন্ত কয়লার লাল আভা চোখে পড়ল। দেখার সঙ্গে সঙ্গে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বেন। শুধু ধোঁয়ারই নয়, ঘোড়ার



গন্ধও পাচ্ছে এখন। বিড়ালের মত নিঃশব্দে ক্রল করে এগোল ও, শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ। কয়েক গজ এগিয়ে থামল, আখরোট আকৃতির মাটির একটা পিণ্ড ঠেকল হাতে। আগুনের আভাটা বড়জোর পাঁচ ফুট সামনে, কিন্তু গর্ত দেখে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। পিণ্ডটা তুলে নিয়ে সামনে ছুঁড়ে মারল বেন, একটু পর "টং" শব্দ শুনতে পেল।

নিঃশ্বাস চেপে পুরো একটা মিনিট অপেক্ষা করল বেন, শেষে ধীরে ধীরে বুক ভরে বাতাস টেনে নিল। উঠে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে এগোল, জ্বলন্ত আভার ঠিক উপরে এসে দাঁড়াল। বেশ কিছুক্ষণ আগে জ্বালানো হয়েছিল আগুনটা, সম্ভবত সন্ধ্যার পরপর। আগুন পুরোপুরি নেভেনি, ছাইয়ের নীচে চাপা পড়ায় ম্লান হয়ে এসেছে।

টানেলটা বোধহয় পিছনে কোথাও বাঁক নিয়েছে, কারণ সামনে কিছু নেই, বরং এত সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে যে চাইলে চারপাশে হাত ছড়িয়ে দেয়াল ছুঁতে পারবে বেন। যা জানার ছিল, কৌতূহল মিটে যেতে ফিরতি পথ ধরল ও, ঘোড়ার কাছে এসে মেয়ারটাকে টানেলে ঢোকাল। কম্বল মুড়ি দিয়ে এরপর শুয়ে পড়ল ও।

ঘোড়ার খুরের অস্থির দাপাদাপিতে ঘুম ভেঙে গেল ওর। ভোর চারটার দিকে পরিত্যক্ত ছাইয়ের উপর নতুন করে আগুন জ্বালাল ও, কফি তৈরি করে কিছু বেকন ভাজল। শেষে, আকাশ যখন ধূসর হতে শুরু করেছে, টানেল থেকে বেরিয়ে এল। ঝড়ো বাতাস থামেনি, বরং আগের মতই আক্রোশ ঝাড়ছে: কনকনে হিমেল পরিবেশ। একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে, খেয়াল করল বেন, বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে গেছে। তারমানে তুষার ঝড় আসছে!

যাত্রা করল ও।

ক্রমশ দিনের আলো ফুটতে শুরু করল, চিমনি আর নিরেট বাফের কাঠামো স্পষ্ট হচ্ছে। মূল ট্রেইল থেকে কয়েকটা বাই-পাস এবড়োখেবড়ো প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। খালি চোখে ট্রেইলের উপর গরুর খুরের ছাপ দেখতে পাচ্ছে বেন, দূরে গম্বুজাকৃতির বাফ চোখে পড়ছে কখনও কখনও। একসময় বন্ধুর ব্যাডল্যান্ডের মাঝামাঝি পৌঁছল, চারপাশে কোথাও প্রেয়ারির চিহ্নমাত্র নেই।

পুরোপুরি সকাল যখন হলো, কয়েকবার ট্রেইল পরিবর্তন করেছে বেন, দিশে হারিয়ে বারবার ফিরে আসতে হলো পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য। দশটার দিকে টের পেল কাছাকাছি খোলা একটা মুখ রয়েছে। দুপুরে, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে সামনে আশি ফুট চওড়া দেয়াল ঘেরা খোলা একটা

জায়গা দেখতে পেল, জায়গাটা প্রেয়ারির সমতল থেকে বেশ নীচে।

লগের তৈরি নিচু র‍্যাঞ্চ হাউস রয়েছে খোলা জায়গার একপাশে, পিছনে লাগোয়া বার্ন আর করাল; আরও পিছনে বড়সড় একটা করালে গরু চরছে। ব্যস্তভাবে কাজ করছে লোকজন। একপাশে জ্বালানো আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে, কেউ আগুনের কাছে আসছে, কেউ বা উঠে চলে যাচ্ছে; কাছাকাছি আটকে রাখা গরুর গায়ে ব্র্যান্ড মারছে। ঘোড়ার কাছে ফিরে আসার আগে তিনজনকে গুনল বেন।

মূল ট্রেইল থেকে ওর অবস্থান দূরে বলে মোটামুটি নিরাপদ জায়গায় রয়েছে, অন্তত তাই ধারণা বেনের। কিন্তু বাড়তি সতর্কতা হিসাবে পিছিয়ে এসে শূন্য একটা গালশে রাখল মেয়ারটাকে, তারপর ফিরে এল আগের জায়গায়, যেখান থেকে নজর রাখছিল।

তুষারের বড়সড় একটা দানা উড়ে এসে আটকা পড়ল ওর গালে, একটু পর সামনের দৃশ্য ঘোলাটে হয়ে এল পড়ন্ত তুষারে। মিহি গুঁড়ার মত নামছে আকাশ থেকে, ঘোলাটে কম্পমান পর্দা তৈরি করেছে দৃষ্টিপথে। গরুর প্যানে কাজে ইস্তফা দিয়েছে লোকগুলো। লগ হাউসে ফিরে যাচ্ছে সবাই, ফের গুনল বেন—ওই তিনজনই।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে মাটির সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে পড়ে থাকল ও, মনে হচ্ছে শরীরের প্রতিটি কোষে হিমশীতল তুষার ছড়িয়ে পড়ছে, দেখল একটু আগে-ভাগে র‍্যাঞ্চ হাউসের জানালায় বাতি জ্বলে উঠেছে। মাঝ-বিকাল পর্যন্ত আর কিছু চোখে পড়ল না, জানালায় আলোর ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে কেবল। তুষারপাত থমকে দিয়েছে সবকিছু।

এ-জায়গাটা বেনের অচেনা। ওর চেনা গণ্ডির সীমানার দক্ষিণে। এই র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে আজকের আগে কিছুই জানত না, কিন্তু যে-ট্রেইল ধরে এতদূর এসেছে, দেখে মনে হচ্ছে সেটা এখানে শেষ হয়েছে। সুবিশাল বৌলের আকৃতির এই বেসিনে। ট্রেইলের শেষ গন্তব্য ছোট্ট এই বাথান। লোকজনকে করালে গরুর গায়ে মার্কা বসাতে দেখেছে, অথচ এটা ব্র্যান্ডিংয়ের সময় নয়। রাসলিঙের সেটআপ সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে বেন, বুঝতে পারছে দীর্ঘ শেকলের শেষ রিংটা খুঁজে পেয়েছে। এগিয়ে গিয়ে করালের একটা গরুর মার্কা পরখ করলেই হলো, শতভাগ নিশ্চিত হয়ে যেতে পারবে। চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে যাবে। কী দেখতে পাবে, এ-নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ওর মনে, কিন্তু কোনরকম দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ রাখতে চায় না।

এর অর্থ কী জানে ও—বেসিনে রক্তারক্তি শুরু হবে, শুধু স্নায়ুযুদ্ধের



মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। মুখিয়ে আছে অন্যরা, বেনের কাছ থেকে সামান্য ইঙ্গিত পেলে হামলে পড়বে সন্দেহভাজন রাসলারদের উপর। বেনের দায়িত্ব তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করা। একটা ভুল হয়ে গেলে সেটা কোনভাবে পুষিয়ে নেওয়া যাবে না। ভবিষ্যতে কোন অনুশোচনা বা অনুতাপ করতে চায় না বেন।

অসাড় হাত-পায়ের ব্যথা অগ্রাহ্য করছে বেন। দেখল দিনের আলো সময়ের আগেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঝড়ের তাণ্ডব বেড়ে গেছে, সেইসঙ্গে তুষারও ঘন হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঝাপসা হয়ে এল চারপাশ, নিরেট পর্দা তৈরি হয়েছে যেন; হাত তুললে চট করে তুষারকণায় মুঠো ভরে যাবে। র‍্যাঞ্চ হাউসের বাতিটা ম্লান দেখাচ্ছে এখন। ব্যাপারটা নিশ্চিন্ত করে তুলল বেনকে, এবার নিঃসন্দেহ হওয়ার সময় হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল ও, কাঁধ ঝাঁকিয়ে গায়ের উপর পড়া তুষার ঝাড়ল। তারপর মৃদু পায়ে ফিরে এল ঘোড়ার কাছে।

খাল হয়ে থালাকৃতির বেসিনের কিনারায় চলে এল বেন, অর্ধচন্দ্রাকার পথে করালের উল্টোদিকে চলে এল। পিছন থেকে করালে যাওয়ার ইচ্ছে। করালের দশ ফুটের মধ্যে পৌঁছতে তুষারের পর্দা ভেদ করে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল পোস্টগুলো। বেড়া টপকে ভিতরে ঢুকে পড়ল বেন। একটা গরুর পায়ের কাছে পড়ল। ওর আচমকা প্রবেশে চমকে লাফ দিল গরুটা, এক দৌড়ে চলে গেল কয়েক ফুট। স্বভাবতই অন্য গরুগুলোও অস্থির হয়ে উঠল, করালের অন্য পাশে সরে গেল সবগুলো। উপুড় হয়ে পড়ে আছে বেন, গরুর পাছায় দৃষ্টি, হ্যাটের মার্কাগুলো দিব্যি দেখতে পাচ্ছে, কোনটা কোনটা ওর নিজের হাতে করা। কোনটারই মার্কা পরিবর্তন করা হয়নি।

একটু একটু করে মাথা তুলল ও, উঠে বসল। মাথা আরেকটু তুলতে বুনো একটা মসিহর্ন তুষারের পর্দার আড়াল থেকে সরাসরি ওর দিকে ছুটে এল, সদ্য লাগানো ব্র্যান্ড চোখে পড়ল বেনের: [illegible]।

করাল থেকে বেরিয়ে এসে মেয়ারের পিঠে চড়ল ও, ঘোড়াটাকে এক জায়গায় স্থির রেখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখল ব্র্যান্ডটা। সদ্য পরিবর্তন করা ব্র্যান্ডের নীচে হ্যাটের মূল মার্কার অস্তিত্ব বের করতে অসুবিধা হলো না। দূরে কে যেন ডাকল কাউকে, পরপরই র‍্যাঞ্চ হাউসের বাতির দীর্ঘ বিস্তৃতি ধরা পড়ল ওর চোখে, যদিও ঘন তুষারের কারণে বাড়িটা স্পষ্ট করতে পারছে না বেন।

একটা দরজা খোলার শব্দ হলো। করাল থেকে মাঝামাঝি দূরত্বে

সরে এসেছে বেন, হাতের বামে ব্যাডল্যান্ড ট্রেইলের শুরু, তখনই তুমুল ঝড় আঘাত হানল। বেড়ার সমান্তরালে এগোচ্ছে ও, শেষে র‍্যাঞ্চ হাউসের পাশে পৌঁছল, মনে হলো সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একজন মানুষ, তবে নিশ্চিত হতে পারল না।

আর দেরি করা সমীচীন মনে করল না বেন, স্পার দাবাল মেয়ারের পেটে। লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা, ব্যাডল্যান্ড ট্রেইলের উদ্দেশে ছুটল।

পূর্ণ গতিতে ছুটছে মেয়ার, স্যাডলে পাশ ফিরে বসে আছে বেন, দেখল একজন মানুষের পূর্ণ অবয়ব পেল বিশালদেহী এক লোক। চেঁচিয়ে উঠল সে। হঠাৎ হোঁচট খেল মেয়ারটা, স্যাডল থেকে ছিটকে গিয়ে শূন্যে নিক্ষিপ্ত হলো বেন। কী থেকে কী হলো, বুঝতেই পারল না। অদৃশ্য কোন বাধায় আটকে গিয়েছিল ঘোড়ার পা। বলের মত ড্রপ খেয়ে কয়েক গজ এগোল ঘোড়াটা, একটা কাঁধ নিয়ে মাটিতে পড়ল বেন।

ভাগ্যিস, মাটির উপর তুষারের পুরু স্তর জমে গেছে, নইলে হয়তো হাত-পা ভেঙে যেত! কয়েক গড়ান খেয়ে থামল বেন, চমকের ধকল কাটিয়ে উঠেছে, উঠে দাঁড়াল চট করে: দেখল কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়িয়েছে কালো মেয়ার, মাথা নিচু, সামনের একটা পা তুলে রেখেছে।

আঙিনায় চেঁচাচ্ছে কয়েকজন।

বাড়ির উদ্দেশে দৌড় দিল বেন। একসঙ্গে দুটো ব্যাপার চোখে পড়ল: টানটান করে বেঁধে রাখা একটা দড়ি পতন ঘটিয়েছে ওর, এবং বিশালদেহী মানুষটার পিস্তল কাভার করে রেখেছে ওকে।

'থামো!'

সহজাত প্রবৃত্তি বেপরোয়া করে তুলতে চাইল ওকে, কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে, আড়ষ্ট পেশির কারণে সক্রিয় হতে পারেনি বলে সুযোগটা ফস্কে গেছে। তুষারের পর্দা ভেদ করে এগিয়ে এল আরেক লোক, ছুটে এসে ঠেলা দিয়ে ফেলে দিল ওকে। টানটান করে রাখা দড়িটা খুলে নিয়ে একটু পর বেঁধে ফেলল বেনকে। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে, আনমনে ভাবল বেন, তুষারপাতের সময় বাড়ি থেকে করালে আসার জন্য একটা দড়ি বাঁধা ছিল, ওটা ধরে ধরে যাতে আসতে পারে: সেই দড়িতেই কুপোকাত হয়ে গেল!

'ঘুরে দাঁড়াও,' পিস্তলঅলা নির্দেশ দিল।

তাই করল বেন, টের পেল ওর হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিয়েছে অন্য লোকটা। বিশালদেহীর মুখে ঘন দাড়ি। 'দড়ি ধরে বাড়িতে চলে এসো,' আদেশ করল সে। 'বার্ডক, ব্যাটার দিকে খেয়াল রেখো।'



এক জায়গায় ঘুরে চারপাশে দৃষ্টি চালাল বেন। আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে, লোক দুটোর কারও চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। 'আমার ঘোড়াটার পা ভেঙে গেছে বোধহয়,' বলল ও।

'যা বলছি করো। ঘোড়ার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও।'

দড়িটাকে পাশে রেখে মার্চ করল বেন, সর্বক্ষণ পিছনে থাকল লোক দুটো। সামনে বাড়ির দরজা খুলল কেউ, ঘোলাটে আলো এসে পড়ল। দরজার কাছে এসে সেখানে আরেকজনকে দেখতে পেল বেন। ওকে জায়গা দিতে পিছিয়ে গেল লোকটা।

ভিতরে ঢুকল বেন, কামরার উষ্ণতা প্রায় অসহ্য মনে হলো ওর। ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়াল, আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, শুনতে পেল সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল কেউ।

দাড়িঅলার নিষ্কম্প কণ্ঠ শুনতে পেল ও। তীব্র আলোয় চোখ জ্বালা করছে, তাই কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু তারপরও নিঃসন্দেহ হয়ে গেল এই লোক খুবই বিপজ্জনক; এত ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে খুব কম মানুষ।

ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে বেন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ, ছিপছিপে গড়ন লোকটার। কামরা থেকে বেরিয়ে গেল একজন, আরেকজন ঢুকল। ভুল শুনেছে ও। তিনজন ভিতরে আর একজন বাইরে ছিল। হাত থেকে দস্তানা খুলে কান দুটো ডলতে শুরু করল বেন।

'ফ্রস্টবাইট?' জানতে চাইল দাড়িঅলা।

'না।'

'তাই তো হওয়া উচিত। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডার মধ্যে ছিলে।'

বিস্ফারিত চোখের মণি সঠিক ফোকাস করল এবার-কামরায় প্রতিটি লোককে যার যার জায়গায় স্পট করতে সক্ষম হলো বেন। স্টোভের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ও, উল্টোদিকে অমসৃণ দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছিপছিপে দেহের লোকটা। তখনই ভুলটা চোখে পড়ল ওর। উঁহু, একটা মেয়ে। ছেলেদের কাপড় পরে আছে। মোটামুটি সুশ্রী, বয়স বড়জোর পঁচিশ হবে। অদ্ভুত চোখে ওকে দেখছে মেয়েটি, বিস্ফারিত ও সতর্ক চাহনি, যেন বেনের উপস্থিতিতে চিন্তিত।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল বেন। অন্য দু'জনকে দেখতে পেল এবার। দাড়িঅলার ডাকে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল দ্বিতীয়জন, মনে পড়ল লোকটার নাম বার্ডক। দরজার কাছে রয়ে গেছে বিশালদেহী, দৈত্যাকার কাঁধ দরজার প্রায় পুরোটা জুড়ে রয়েছে। লম্বা দাড়ি ভেস্টের দ্বিতীয়

বোতাম পর্যন্ত নেমে এসেছে, বেলচার আকৃতিতে কাটা। মোটা মোটা ভুরু প্রায় ঢেকে ফেলেছে শীতল কালো চোখ দুটো। রোদপোড়া চামড়া।

গরুর পাছায় দেখা মার্কাটা দরজার উপরের কাঠে খোদাই করা। 'ওটা তোমার মার্কা?' সেদিকে ইশারা করে জানতে চাইল বেন।

খরখরে স্বরে হেসে উঠল বিশালদেহী। 'কার্টিস আমার নাম। মার্কার C কোত্থেকে এসেছে, বুঝতেই পারছ।' চাপা আমোদ দেখা যাচ্ছে লোকটার চোখের গভীরে। বেনের মনে হলো এই লোক জাতখুনী, হাসতে হাসতে খুন করে ফেলতে পারবে যে-কাউকে।

'যুৎসই মার্কা,' একমত হলো বেন। 'তোমার লক্ষ্যের সঙ্গে মানানসই।'

'বার্ডক, ওকে চেনো?'

গাট্টাগোট্টা দেহের লোকটা বুকের কাছে কোটের কলার হাতড়াল। 'হ্যাঁ, টু ড্যাগে একবার দেখেছিলাম ওকে। হ্যাটের ফোরম্যান। বেন মেক্সটন, তাই না?'

'তোমার কথা শুনেছি,' বলল কার্টিস। 'জানতাম এখানে তোমার দেখা পাব, কিন্তু অনেক দেরি করেছ। জোসি, সাপারের কত দেরি? অন্ধকার হয়ে গেছে যখন, খেয়ে নিতে অসুবিধা নেই।'

দেয়াল থেকে সরে গেল মেয়েটি, স্টোভে চাপানো কেতলি নেড়েচেড়ে দিল। কামরার একপাশে লম্বা টেবিল রয়েছে। পিছনের সঙ্কীর্ণ হলরুমে যাওয়ার জন্য দরজা আছে পাশে, দেখে বেনের মনে হলো পিছন দিকে আরও একটা কামরা রয়েছে। টেবিলের উপর ছাদের ট্র্যাপডোরে উঠে গেছে একটা মই। এক কোণে এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে কয়েকটা স্যাডল, কম্বল এবং রাইফেল।

কোন মেয়ের জন্য উপযুক্ত বাড়ি নয় এটা। চুলোর দিকে মনোযোগ দিল মেয়েটা, দেখল বেন, সামান্য বিকারও নেই মুখে—যেন কোন উতে ভুস। ব্যাপারটা আগ্রহী করে তুলল বেনকে। উপযুক্ত কারণ ছাড়া এতটা নির্বিকার ও সংযত হতে পারে না সাদা মেয়েরা। মুখ তুলে তাকাল মেয়েটি, বেনের দিকে সরে এল দৃষ্টি, চোখাচোখি হলো—জোসির চোখে শুধুই চাপা ঔজ্জ্বল্য।

হঠাৎ যেন বিনা কারণে খেপে গেছে বার্ডক, তপ্ত স্বরে মেয়েটির উদ্দেশে বলল: 'চোখ দুটো সামলে রাখো, জোসি।'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল কার্টিস, হাসিটা এত কর্কশ শুনে মনে হলো যেন মেঝেয় ঝাড়ু চালিয়েছে কেউ। 'বার্ডক, মেয়েমানুষ নিয়ে তোমার



সমস্যা দেখছি শেষ হওয়ার নয়। মেক্সটন, বার্ডকের সম্পত্তি ও। জানি না কোত্থেকে এসেছে ও। জোসি, কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

আগের মতই নির্বিকার এবং নিশ্চুপ রইল জোসি, কোন কিছুতে যেন কিছু আসে-যায় না ওর।

খুঁটিয়ে পুরুষ দু'জনকে দেখল বেন। বিকৃত আনন্দে প্রায় ত্রিভুজের আকৃতি পেয়েছে কার্টিসের চোখজোড়া, এদিকে থমথমে রুক্ষ মুখ বার্ডকের ফুটন্ত রাগের আভাস দিচ্ছে। হঠাৎ বেনের দিকে তাকাল সে।

পিছনের দরজা খুলে হলরুমে প্রবেশ করল আরও একজন। দোরগোড়ায় পা রেখে থমকে দাঁড়াল সে। সদ্য তরুণ বলা চলে, গায়ে-গতরে মাংস লাগেনি এখনও, বালকদের মত শীর্ণদেহী। বেনের দিকে পলকের জন্য তাকিয়েও সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

'ঘোড়াটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছ, স্টেস?' জানতে চাইল কার্টিস।

'হ্যাঁ।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই, কোন কিছুতে আগ্রহ বোধ করছে না; পরস্পরের কাছে যেন অপরিচিত এরা, নিজস্ব চাহিদা আর প্রত্যাশার কারণে একত্রিত হয়েছে এখানে।

কেতলি নিয়ে টেবিলের কাছে চলে গেল মেয়েটি। টেবিলের উপর কেতলি রেখে দেয়ালের কাছে সরে দাঁড়াল। হলওয়েতে চলে গেল বার্ডক, একটু পর পিছন দরজা আটকানোর শব্দ শুনতে পেল ওরা, এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ধেয়ে এল বাইরে থেকে। দমকা বাতাসে মৃদু মৃদু কাঁপছে পুরো বাড়ি, ভিত্তি নড়িয়ে দিচ্ছে। জানালা-পথে ঘুটঘুটে অন্ধকার, দিনের সমস্ত আলো বিদায় নিয়েছে চরাচর থেকে।

বার্ডক ফিরে আসতে টেবিলে গিয়ে বসল সবাই। জোসির পাশে বসেছে বার্ডক, ঝুঁকে ভারী একটা হাত রাখল মেয়েটির কাঁধের উপর, আঙুল দিয়ে খামচে ধরল। সামান্য বিকারও দেখা গেল না মেয়েটির মুখে, বার্ডক হাত ফিরিয়ে না-নেওয়া পর্যন্ত নড়লও না; মেয়েটির গায়ে বার্ডকের আঙুলের ফ্যাকাসে দাগ দেখতে পেল বেন।

'বার্ডক,' আগের মতই কর্কশ আমুদে স্বরে বলল কার্টিস। 'ওকে দুটো চড় মেরে রাগ ঠাণ্ডা করে নিচ্ছ না কেন? মাংসটা দাও তো। মেক্সটন, এটা খেতে নিশ্চই খুব ভাল লাগবে তোমার, হ্যাটের গরুর মাংস কি-না।'

'আমার ঘোড়ার খবর কী?' জানতে চাইল বেন।

'খোঁড়া হয়ে গেছে,' জানাল স্টেস, তরুণ ছেলেটা।

খাওয়া শেষে নিজের চেয়ারে একইভাবে বসে থাকল বেন, অন্যরা উঠে পড়েছে। সরে গেছে বিভিন্ন দিকে। এঁটো থালাবাসন নিয়ে ওর সামনে দিয়ে চলে গেল জোসি। এক কোণে থমথমে মুখে মূর্তিমান হুমকি হয়ে দাঁড়ানো বার্ডক রয়েছে বলে ভুলেও বেনের দিকে তাকাল না মেয়েটি। নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বাসনকোসন ধুতে ব্যস্ত হাত দুটো দেখল বেন—ছোট, কঠিন পরিশ্রমে কর্কশ হয়ে গেছে চামড়া। কার্টিসের পাইপ থেকে নীল ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে সিলিঙের দিকে।

কামরার পরিবেশে অস্থিরতা আর অনিশ্চয়তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো বেন। নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে মানুষগুলোকে খুঁটিয়ে দেখছে ও, অথচ মুখে কোন ভাবান্তর নেই, মনের ভাবনা সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে। দেখল নীরব ইশারা বিনিময় করছে এরা। বার্ডক আর তরুণ একইসঙ্গে বেরিয়ে গেল। স্টোভের কাছে রয়েছে জোসি, বাসন ধোওয়া শেষ হয়নি। ওপাশ থেকে এগিয়ে এসে বেনের সামনের চেয়ারে বসে পড়ল কার্টিস। টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ল, চোখে নিষ্ঠুর চাহনি। সামান্য দয়াও পাওয়া যাবে না এই লোকের কাছ থেকে।

'কখনও টু ভ্যাসে যাইনি আমি। কিন্তু শুনেছি বড়বড় কথা বলো তুমি। তোমার কথায় নাকি মাটি কাঁপে, গাছ ঝাঁকি খায়। এটা কি স্রেফ ধাপ্পা, নাকি গল্প? যাচাই করার জন্য এখানে অপেক্ষায় ছিলাম এতদিন। জানতাম কোন একদিন তোমার দেখা পাব, কিন্তু তুষারপাতের দড়ির উপর যে হুমড়ি খেয়ে পড়বে সেটা ভাবিনি।'

হাতে পাইপ রয়েছে কার্টিসের, ওটা তুলে মুখে পুরল, গোড়াটা দাঁতের ফাঁকে আটকে নিল। মুহূর্তের জন্য লোকটার ঠোঁটজোড়া দেখতে পেল বেন, এতক্ষণ ঘন দাড়ির কারণে যা দেখার সুযোগ হয়নি—একেবারে ছোট ও লাল; কিন্তু লোকটার ইস্পাতদৃঢ় ধৈর্য সতর্ক করে তুলল বেনকে।

'বুলেট লোকের বাছ-বিচার করে না,' আবারও বলল কার্টিস। 'ভাগ্য এতদিন তোমার পক্ষে ছিল, কিন্তু এবার বেঈমানি করবে তোমার সঙ্গে।'

'জেক ইদানীং এসেছিল?'

'ওর জন্য টাকার যোগাড় হলেই শুধু আসে ও।'

পরোয়া করছে না কার্টিস, গোপন তথ্য নির্দ্বিধায় বলে দিচ্ছে। অবশ্য এমন কোন সমস্যা হবে না তাতে, যেহেতু শিগগিরই খুন হয়ে যাবে বন্দি। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারছে বেন, এও টের পাচ্ছে ঠিক এটাই চাইছে কার্টিস। আসলে খেলছে ওকে নিয়ে। ওর স্নায়ুর জোর দেখতে



চাইছে। তার শীতল চোখে বিকৃত আনন্দ ঝিলিক মারছে। 'ভালই দেখিয়েছ তুমি,' স্বীকার করল লোকটা। 'রাইলিকে ফাঁকি দিয়ে এতদূর আসা চাট্টিখানি কথা নয়। আজকের আগ পর্যন্ত ওই ট্রেইলে কাউকে আসতে দেয়নি ও।'

'রাইলি এসেছিল?'

'পরশু ও-ই তোমার খবর নিয়ে এসেছিল। গতরাতে পুনও ছিল আমাদের সঙ্গে। তোমার ট্রেইল ধরে গিয়েছিল, কিন্তু ব্যাডল্যান্ডে কোথাও ফাঁকি দিয়েছ ওকে।'

আরও তথ্য আসছে। তথ্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে। এভাবেই কাজ করতে অভ্যস্ত কার্টিস, সবকিছু নিজের মনের মত ঘটাচ্ছে। চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েশ করে ধূমপান করছে সে। তীক্ষ্ণ চোখে পড়ার চেষ্টা করছে বেনকে—কৌতূহলী, কিন্তু নিজের ভাবনা বুঝতে দিচ্ছে না।

কার্টিসের ধাত এবার পুরোপুরি বুঝে ফেলল বেন। নীতিহীন মানুষ, বিবেক বলে কিছু নেই। সাপের মত নির্লিপ্ত, নির্বিকার। একটা কিছু নেই লোকটার ভিতর, নিজের অজান্তে হারিয়ে ফেলেছে—পুরোপুরি—তাই সেটার অভাবও বোধ করে না। খুনে স্পৃহা লোকটার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, জীবিত যে-কোন প্রাণীর প্রতি অবিশ্বাস লালন করে মনে। পাশবিকতার অস্তিত্ব অস্থির এবং খুঁতখুঁতে করে তুলেছে তাকে—চোখ আর কানে রয়েছে বিরামহীন সতর্কতা।

সামনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকল তরুণ আর বার্ডক। ঝড়ের দাপটে কুঁকড়ে গেছে মুখ। বাইরে থেকে ভেসে আসা বাতাসের গর্জন ত্যক্ত করছে ওদের, কানে লাগাতার শোরগোল তুলছে। দরজা বন্ধ করার জন্য দুই কাঁধ কবাটের সঙ্গে ঠেসে ধরল বার্ডক, তারপর দু'জনে এসে বসল টেবিলে। পরপরই টেবিল ছাড়ল কার্টিস, কোত্থেকে এক সেট তাস নিয়ে ফিরে এসে বসে পড়ল টেবিলে, বাঁটতে শুরু করল।

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে নিজের তাস দেখল বেন, শেষে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'টাকা ছাড়া পোকার আর তামাক ছাড়া পাইপ টানা একই ব্যাপার।'

স্টোভে কী যেন চড়াল জোসি, বেনের পিছন দিয়ে দ্রুত চলে গেল, টের পেল বেন। ফেরার সময় ওর কাঁধের কাছে থামল মেয়েটি। ঝটিতি চোখ তুলে তাকাল বার্ডক, খেপা চাহনি হানল জোসির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল মেয়েটা, বার্ডকের পিছনে দেয়ালের কাছাকাছি মেঝেয়

বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার পিছনে একটা হাত রেখে ওভাবেই থাকল অনেকক্ষণ, দৃষ্টি বেনের উপর স্থির। পরনের ফ্ল্যানেল শার্ট নেমে যাওয়ায় কাঁধের ফর্সা ত্বক চোখে পড়ছে।

টাকা বা চিপ্‌স্‌ ছাড়াই চলল খেলা, এবং কোন কথাবার্তাও হলো না। অস্বস্তি আর উদ্বেগ বাড়ছে, করুণ দশা হয়েছে তরুণের। বেন খেয়াল করল মাঝে মধ্যে বেঁকে যাচ্ছে তার ঠোঁট, ঝুলে পড়ছে, তারপর আবারও বেঁকে যাচ্ছে। বার্ডকের চওড়া কাঁধ ঝুঁকে পড়েছে সামনে, বেকায়দা ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে হাতের তাস। কার্টিসের চাহনিতে শীতল নির্লিপ্ততা আর ধূর্ততা।

যেন ঘুম পাচ্ছে, এমনভাবে চোখ বুজল বেন, কিন্তু মানসচক্ষে পুরো কামরার খুঁটিনাটি দেখতে পাচ্ছে। ওর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া পিস্তলটা দরজার পাশের শেল্ফে রেখেছে কার্টিস; রাইফেলগুলো রয়েছে ঘরের আরেক কোণে, বার্ডকের পিছনে। একমাত্র লণ্ঠনটা রয়েছে টেবিলের উপর। পনেরো ফুট-বর্গ আকারের কামরার একপাশে হলওয়ে, যেটা আরেক কামরায় উন্মুক্ত হয়েছে। চিলেকোঠার গর্তটা ঠিক ওর মাথার উপর।

কামরাটা নীরব। টেবিলের উপর ওদের হাতের নড়াচড়া থেমে গেছে, তাসও ফেলছে না কেউ। চোখ মেলে বেন দেখল চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়েছে অন্য তিনজন; গম্ভীর চাহনিতে দেখছে ওকে। ভয়ে কুঁকড়ে গেছে তরুণ, মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন সামনে যমদূত উপস্থিত হয়েছে।

'ও একা না হলেই বা কী যায়-আসে?' দ্রুত জানতে চাইল বার্ডক।

চট করে বার্ডকের দিকে ফিরল কার্টিস, চোখে স্পষ্ট অবজ্ঞা। 'ওর সঙ্গে যদি অন্য কেউ থেকে থাকে, এখন কী করবে সে?' সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরের পরিবেশের কথা মনে করিয়ে দিল দাড়িঅলা। দেয়ালে যেন হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, সমস্ত আক্রোশ নিয়ে আছড়ে পড়ছে ঝড়ো বাতাস; ছাদের উপর বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যে পাত্রে টগবগ করে পানি ফুটছে। জানালায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। দরজার কবাটের ফাঁকে তুষার জমা হচ্ছে। কী একটা চিন্তায় নড়ে উঠল কার্টিসের চোখ, দেখল বেন।

'ভাগ্যটা যাচাই করবে নাকি? চাইলে একটা ঘোড়া দিতে পারি। পারলে চলে যাও।'

'কেন?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল বেন।

'হয়তো নিরাপদে বাড়ি পৌঁছতে পারবে,' নিরীহ সুরে বলল কার্টিস,



আমুদে ভাবটা ফিরে এসেছে মুখে। 'হয়তো।'

'অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই।'

নতুন করে সবার দিকে মনোযোগ দিল বেন। ছোট্ট কপালে গভীর ভাঁজ তৈরি করেছে বার্ডকের গাম্ভীর্য। চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়াল তরুণ। মুখ থেকে পাইপ সরাল কার্টিস, ক্ষণিকের জন্য দেখা গেল লাল ঠোঁটজোড়া। টেবিলে রাখা হাত ছড়িয়ে দিল বেন, মুঠো করল, সতর্ক চোখে অন্যদের প্রতিক্রিয়া দেখছে; শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে সবাই, ওর মনের ভাবনা পড়ার চেষ্টা করছে। এখানে উপস্থিত হয়ে মহাগাড্ডায় ওদের ফেলে দিয়েছে বেন, এবং শিগগিরই ঝামেলা চুকিয়ে দিতে পারছে না কার্টিসরা। পরিণতি যত দূরেই থাক, পরিস্থিতি ক্রমশ সেদিকে যাচ্ছে। উদ্বেগ বাড়ছে শুধু।

বাইরে হুলস্থুল করছে বাতাস। একটা পা নাড়ল জোসি, দেয়ালের সঙ্গে মৃদু সংঘর্ষ হলো, ইচ্ছাকৃত মুখ হাঁ করল মেয়েটি—একটা শব্দ উচ্চারণ করার ভঙ্গি। শব্দটার তাৎপর্য ধরতে ব্যর্থ হলো বেন।

'তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে?' গর্জে উঠল বার্ডক, ধৈর্য হারিয়েছে।

'সেটা তোমাদের সমস্যা।'

'ব্রুন তো একজনের কথা বলেছিল,' চালিয়াতির সুরে বলল কার্টিস।

'ব্রুনের জন্য অপেক্ষা করবে?' কার্টিসের উদ্দেশে জানতে চাইল বার্ডক।

'দরকার নেই ওকে।'

'তা হলে কীসের জন্য অপেক্ষা করছ?'

'ওকে সাপারের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দিচ্ছি,' খসখসে স্বরে বলল কার্টিস, শুনে মনে হলো যেন মেঝেয় ঝাড়ু দিচ্ছে কেউ।

চুপ করে থাকল বেন। টেবিল থেকে হাত সরিয়ে চেয়ারের পিছনে নিয়ে এল, শরীর এলিয়ে পিছনের দুই পা-র উপর আগু-পিছু দোলাল চেয়ারকে, বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া নেই ওর মুখে। থমথমে চেহারায় ওকে দেখছে বার্ডক, তলে তলে দুশ্চিন্তা আর সংশয়ে কাহিল হয়ে পড়েছে। ধৈর্য হারিয়ে ফেলবে যে-কোন সময়। এদিকে দেয়ালের কাছে সরে গেছে তরুণ স্টেটস, এই বৃত্তের বাইরে চলে গেছে পুরোপুরি।

সপাটে টেবিলে চাপড় মারল বার্ডক, তপ্ত স্বরে বলল: 'ওর সঙ্গে অন্তত আরও একজন এসেছে, আশপাশে আছে লোকটা।' উঠে দাঁড়াল সে, লাথি মেরে ফেলে দিল চেয়ারটা।

'কেউ যদি থেকে থাকে,' পুনরাবৃত্তি করল কার্টিস। 'বলতে পারো,

লোকটা এখন কী করছে?'

কিন্তু সন্দেহ আসন গেড়েছে বার্ডকের মনে। 'ঠাণ্ডার কথা বলছ তো? হ্যাঁ, ঠাণ্ডার মধ্যে গরুর দলের সঙ্গে দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব। চাইলে বার্নেও থাকা যায়।'

'গরুর সঙ্গে থাকলে রক্ত জমাট বেঁধে মরবে ব্যাটা,' বলল কার্টিস। 'তারচেয়ে বরং বার্নটা একবার দেখে এসো।'

'তুমি নিজে যাচ্ছ না কেন?'

'দেখে এসো, বার্ডক,' মৃদু স্বরে বলল কার্টিস, সামান্যও চড়েনি কণ্ঠ।

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল বার্ডক। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে জোসি, ভঙ্গিটা ভদ্রোচিত বলা যাবে না। স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখল বার্ডক, একটা পা তুলল জোসির শরীরের উপর: শেষে মত বদলে হাতের আঙুলের উপর নামিয়ে আনল বুটের আগা। ঝট করে হাত সরিয়ে নিল মেয়েটি, উঠে বসে দেয়ালের দিকে সরে গেল, দু'পাশে দুলছে দেহটা, কিন্তু টুঁ শব্দও করল না। মাথা নিচু করে রেখেছে মেয়েটি, কিন্তু বেন ওর ঠোঁটের কাঁপন ঠিকই দেখতে পেল।

'বিছানায় যাও, জোসি,' নির্দেশ দিল বার্ডক।

উঠে দাঁড়াল জোসি, স্খলিত পায়ে এগোল, মই বেয়ে উঠে গেল চিলেকোঠায়। দাঁড়িয়ে থেকে সবই দেখল বার্ডক, এক চুল নড়ল না, শেষে দেয়ালে ঝোলানো আঙটা থেকে বাফেলো কোট তুলে নিয়ে মেঝেয় রাখা একটা লণ্ঠনের দিকে তাকাল। সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছে না সে, রাগে স্বাভাবিক বিবেচনাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। লণ্ঠনের দরকার নেই, সিদ্ধান্ত নিতে অনেক সময় লাগল।

'কারও টার্গেট হতে চাই না আমি। কিন্তু অন্ধকারে দেখব কী করে?'

'নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত পুরো বার্ন তন্নতন্ন করে খুঁজবে তুমি,' বাতলে দিল কার্টিস।

চেয়ার ছেড়ে স্টোভের কাছে চলে গেল বেন। উষ্ণতার দরকার যেন, স্টোভের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে ওকে দেখছে অন্যরা, যার যার জায়গায় অনড়, আড়ষ্ট দেহে অপেক্ষা করছে—কী করে ও। মন থেকে সমস্ত ভাবনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছে। এখন কেবলই ওকে দেখছে।

পাইপে তামাক ভরছিল কার্টিস, বেনকে নড়তে দেখে স্থির হয়ে গেল হাতটা, পাইপ থেকে সরে গেল কয়েক ইঞ্চি এবং ওভাবেই থাকল, কোমরের কাছে চলে গেছে কিছুটা, যেন একটা বল তুলে নেবে, আঙুলগুলো সেভাবে ছড়িয়ে আছে।



নিঃশব্দে হাসল বেন। ঘাড় ফিরিয়ে কেবিনের সদর-দরজার লাগোয়া জানালার দিকে তাকাল, এক মুহূর্তের জন্য, তারপর চট করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

'জলদি বাইরে যাও, বার্ডক,' কিছুটা তাড়া প্রকাশ পেল কার্টিসের কণ্ঠে।

সঙ্কীর্ণ হলরুম ধরে পা টেনে টেনে এগোচ্ছে বার্ডক। দরজা খুলতে দমকা বাতাস ধেয়ে এল ঘরের ভিতর, ঠাণ্ডা কামড় বসাল সবার শরীরে, দপ করে জ্বলে উঠল লণ্ঠন, সরু এবং দীর্ঘ মাতাল শিখা চিমনি ছাড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাতাসের সঙ্গে যুঝছে বার্ডক, সমানে খিস্তি করছে: একটু পর দরজা বন্ধ করতে সক্ষম হলো।

মুখ তুলতে চিলেকোঠার দরজায় জোসিকে দেখতে পেল বেন। উপুড় হয়ে আছে মেয়েটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লণ্ঠনের দিকে।

'বাইরে থাকলেই বা কী, কী করতে পারবে সে?' বলল কার্টিস। 'একা এসেছ তুমি, মেক্লটন?'

চিলেকোঠার দরজা ধরে মই বেয়ে নেমে এল জোসি।

'বার্ডক তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দিক চাও নাকি?' জোসির উদ্দেশে শুধাল কার্টিস।

'খুব ঠাণ্ডা ওখানে,' জবাব দিল মেয়েটা।

দাড়িঅলার মনোযোগ ভাগ হয়ে গেছে। একইসঙ্গে বেন, মেয়েটি এবং তরুণের দিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে। লণ্ঠনের আলো আগের চেয়ে ম্লান হয়ে গেছে, সলতের অর্ধেক জুড়ে জ্বলছে শিখা, বাকি অর্ধেক পুড়ে গেছে। ঘরের কোণ থেকে টেবিলের কাছে চলে এল জোসি, লণ্ঠনের সলতে ওঠা-নামা করিয়ে পুড়ে যাওয়া সলতের অবশেষ খসিয়ে ফেলার চেষ্টা করল। আলোর উন্নতি হতে, ঘুরে তরুণের সামনে চলে গেল জোসি। পরিস্থিতি দেখে প্রমাদ গুনল বেন, ভিতরে ভিতরে পুলক-অনুভব করছে: ওর ভুল না হলে মেয়েটির তৎপরতার মধ্যে অবাক একটা মেসেজ রয়েছে। উষ্ণ স্টোভের কাছ থেকে সরে এল বেন, লণ্ঠনের দিকে তাকাল না, কিন্তু মন জুড়ে রয়েছে জোসির সলতে উঠানো-নামানোর ঘটনাটা।

# তেরো

'স্টেস, মেক্সটনের দিকে খেয়াল রাখো!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল কার্টিস। হলওয়ে ধরে এগিয়ে গেল সে, ওপাশের কামরার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

ক্ষীণ ফ্যাকাসে রঙ পেয়েছে স্টেসের মুখ, টানটান শরীরে দাঁড়িয়ে আছে, ঢেলাঢেলা চোখ আটকে আছে বেনের উপর, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মত বলল: 'চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।'

পাশের অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরায় একটা চেয়ারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হলো কার্টিসের, অপ্রত্যাশিত শব্দটা শুনে নড়েচড়ে উঠল স্টেস, সন্দিহান চাহনিতে তাকাল বেনের দিকে, চোখের আড়াল করতে ভয় পাচ্ছে যেন। হলওয়ে ধরে তাকাল বেন, কিন্তু চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য রেখেছে নিজের পিস্তলের দিকে, দরজার কাছাকাছি শেল্ফে রাখা ওটা, এমনভাবে রাখা হাত বাড়ালেই বাঁট ধরা যাবে।

পাশের কামরায় কার্টিসের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়ল বেন, দুই পা ছড়িয়ে দিল, টানটান হয়ে গেছে দেহের সমস্ত মাংসপেশি। মুখ তুলে স্টেসের দিকে তাকাল ও, মৃদু স্বরে বলল: 'তোমার পায়ে কী হয়েছে, কিড?'

প্রবলবেগে মাথা নাড়ছে জোসি, স্টেসের পিছনে ওর অবস্থান, বেনের উদ্দেশে লাগাতার ইশারা করে যাচ্ছে। বাধ্য ছেলের মত নিজের পায়ের দিকে তাকাল স্টেস।

এতক্ষণ এমন একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল বেন। মরিয়া হয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিল, জোসির ইশারা নিরস্ত করেছে ওকে। যেখানে ছিল, সেখানেই থাকল ও।

ঝট করে মাথা তুলল স্টেস, টের পেয়েছে আরেকটু হলে ফাঁদে পড়ে গিয়েছিল। কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে মুখ, অস্থির ভঙ্গিতে প্যান্টের উপর ঘর্মাক্ত হাত দুটো মুছল সে। জোসির উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে লণ্ঠনের দিকে তাকাল বেন, তারপর ফের জোসির উপর ফিরে এল ওর



দৃষ্টি। ধীর এবং ইচ্ছাকৃত। হাত দুটো ভাঁজ করে বুকের উপর রেখেছে মেয়েটি, ছোট্ট করে নড করল। কামরায় ঢুকে জোসিকে ওভাবেই আবিষ্কার করল কার্টিস।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল সে, স্টেসের চুপসে যাওয়া অভিব্যক্তি নজর এড়াল না; বিপজ্জনক একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল একটু আগে, টের পাওয়া মাত্র ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল সে, বিশাল শরীর নিয়ে মুখোমুখি হলো বেনের। চতুর চাহনিতে একবার শেল্ফে রাখা পিস্তলটা দেখে নিল। ঘন দাড়িতে ঢাকা ঠোঁটে তির্যক হাসি খেলে গেল, যদিও সেটা দেখতে পেল না কেউ, হাসিটা চোখ স্পর্শ করল।

'চেষ্টা করলে পারতে, পরিস্থিতি ওরকমই ছিল,' বলল সে। 'আমি তো মনে করেছি সুযোগটা নেবে তুমি। নাহ্, সবাই যতটা বলে ততটা টাফ নও তুমি।' খসখসে স্বরে হেসে উঠল সে, যেন দারুণ একটা কৌতুক করেছে। 'কী মনে করো, এত বোকা আমি? নটহোল্ দিয়ে সারাক্ষণ তোমার উপর নজর রেখেছি এতক্ষণ।'

'ধরে নিয়েছি তাসে একটা জোকার আছে,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল বেন। 'বিস্তর সময় আছে আমার হাতে।'

ঘড়ির ঘণ্টার মত, ছোট্ট একটা বাক্য, কিন্তু কার্টিসের পরিচিত। আগেও শুনেছে সে। দাড়িঅলার মধ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে গেল, ইস্পাতদৃঢ় মুখোশ মুহূর্তে খসে পড়ল লোকটার। 'হয়তো একটা ভুলই করেছি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল সে।

'কীসের ভুল?'

'কিংবা হয়তো করিনি এখনও,' গম্ভীর স্বরে বলল কার্টিস, স্থির দাঁড়িয়ে পড়েছে, কান খাড়া করে বাইরের উন্মত্ত ঝড়ের শব্দ শুনল। বাতাসের দাপটে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ তুলছে বোর্ড, ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার দশা। টেবিলের কাছ থেকে পিছিয়ে গেল সে, দেয়ালের সঙ্গে প্রায় ঠেকে গেল পিঠ। তারপর অদ্ভুত একটা কাজ করে বসল—কয়েক কদম পাশে সরে গিয়ে স্টেস আর জোসির সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেল তাদের; থামল যখন, ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে চলে গেছে।

স্টেসের ভিতরে কী যেন ঘটে গেছে। দু'পাশে মাথা নাড়ছে সে, যেন টানা একদিকে তাকিয়ে থাকতে গিয়ে ঘাড়ের পেশি ব্যথা হয়ে গেছে, চড়া কিন্তু কাঁপা কণ্ঠে বলল: 'কার্টিস, আমার পিস্তলটা দেখছি খালি।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না কার্টিস, নীরবতাকে জমাট বাঁধতে দিল, স্টেসের দিকে ফিরতে তার চোখে আলো পড়ল, অশুভ চাহনি সেখানে।

'এ কেমন কথা?' খেঁকিয়ে উঠল সে।

'বুঝতে পারছি না,' আমতা আমতা করে বলল স্টেস, বেনের দিকে তাকিয়ে আছে। 'সকালে আমি নিজেই তো কার্তুজ ঢুকিয়েছিলাম।'

দেয়ালের কাছে নড়ে উঠল জোসি। 'বার্ডক কোথায়?'

'বার্নে,' গর্জে উঠল কার্টিস। 'তুমি যাচ্ছ কোন্ চুলোয়?'

হলরুমে চলে গেছে মেয়েটা, স্টেস এবং কার্টিসের দৃষ্টিসীমার বাইরে। ঘুরে দাঁড়াল জোসি–বেন হলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বলে সবই দেখতে পেল–বলল: 'কী হয়েছে দেখতে হবে...' একটা হাত তুলে লণ্ঠনের দিকে ইশারা করল মেয়েটা, তারপর ঘুরে দরজার উদ্দেশে ছুটল।

মাথা নিচু করে ফেলেছে বেন, যাতে ওর মুখের ভাবান্তর দেখতে না-পারে কার্টিস। স্টোভের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, শরীর টানটান; কার্টিস বুঝতে পারবে না, কিন্তু পুরোপুরি তৈরি ও। শরীরে রক্ত টগবগ করে ফুটছে, মাংসপেশিতে বার্তা পৌঁছে গেছে–সুযোগ পাওয়া মাত্র সক্রিয় হবে। দৃষ্টি নিচু করে ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল বেন। জোসির দরজার নব চেপে ধরার শব্দ শুনতে পেল।

'জোসি, ফিরে এসো এখানে!' হঠাৎ নির্দেশ দিল কার্টিস।

দরজা খুলে গেল। জলোচ্ছ্বাসের মত একরাশ উন্মত্ত হাওয়া ঢুকল ঘরে, পুরো কামরায় ছড়িয়ে পড়ল হিমেল বাতাস; দপ করে জ্বলে উঠল লণ্ঠনের শিখা, হলুদ ম্লান শিখায় রূপ পাওয়ার পরপরই নিভে গেল।

তৎক্ষণাৎ সক্রিয় হলো বেন। দীর্ঘ পা চালিয়ে এগোল দরজার পাশের শেল্ফের দিকে। ততক্ষণে অন্ধকার গ্রাস করেছে পুরো কামরা। শেল্ফ আর ওটার উপর রাখা পিস্তলের অবস্থান মনে গেঁথে রয়েছে ওর, দুই লাফে পৌঁছে গেল। পিস্তল তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে যখন, ততক্ষণে পরিস্থিতি আঁচ করে ফেলেছে কার্টিস। চেঁচিয়ে উঠল সে, পরপরই গর্জে উঠল তার পিস্তল। বদ্ধ কামরায় বোমা ফাটল যেন। গা শিউরানো শব্দে দরজার কাঠে বিঁধল গুলিটা।

'আমি নেই...আমি নেই এসবে!' আতঙ্কে চেঁচাল স্টেস। উপুড় হয়ে মেঝেয় শুয়ে পড়ল সে, শব্দটা স্পষ্ট শোনা গেল নীরব কামরায়।

ফের কমলা আগুন ওগরাল কার্টিসের পিস্তল, ফুটখানেক লম্বা জিহ্বা বের হলো যেন; ক্ষণিকের জন্য পিছনে গাঢ় একটা কাঠামো ফুটে উঠল। ঘরের একেবারে অন্ধকার কোণে রয়েছে লোকটা।

কার্টিসের আনুমানিক অবস্থান নির্দিষ্ট করে সময় নিয়ে গুলি করল বেন, জানে যে দ্বিতীয় সুযোগ নাও পেতে পারে। পিস্তলের গর্জনে কানে



তালা লেগে যাওয়ার দশা হলো ওর, কিন্তু টার্গেটে গুলি বিদ্ধ হওয়ার ভোঁতা শব্দ শুনতে পেল; পরপরই অস্ফুট স্বরে নিঃশ্বাস ফেলল কার্টিস, বাতাসের অভাবে খাবি খেয়েছে যেন। র‍্যাঞ্চারের আলগা মুঠি থেকে মেঝেয় খসে পড়ল পিস্তলটা, একটু পর দড়াম করে আছড়ে পড়ল ভারী দেহ।

'জোসি!' ডাকল বেন।

'বার্ডক...বার্ডক!' হলওয়ের ওপাশে মেয়েটির চড়া কণ্ঠ শোনা গেল, বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে উঠেছে। চার হাত-পায়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মেঝেয় ক্রল করছে তরুণ, বিড়বিড় করে মিনতি করছে। হলরুমে বার্ডকের ভারী বুটের শব্দ হলো। 'আসছে ও!' চেঁচিয়ে বেনকে সতর্ক করে দিল জোসি।

হলওয়ের দিকে পিস্তল উঁচাল বেন। মেয়েটাও ওখানে আছে মনে পড়তে নিজেকে সামলে নিল। হঠাৎ গাঢ় একটা ছায়া সরাসরি ছুটে এল ওর দিকে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ না-থাকায় ফুঁসে উঠতে দেরি হয়নি। ছায়াটা সামনে আসতে নিষ্ঠুরভাবে পিস্তলের মাজল চালাল বেন, কিন্তু বার্ডকের কাঁধে পড়ল। মুহূর্ত খানেক পর বেন টের পেল ভারী দুই হাতে ওকে জাপটে ধরেছে বার্ডক, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে দেয়ালের দিকে। ধাক্কার চোটে পেট থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল।

টেবিলের উপর গিয়ে পড়ল বেন। পিস্তল তুলে বার্ডকের মাথায় মারতে চাইল, কিন্তু ব্যর্থ হলো; পরমুহূর্তে ওর উপর পুরোদস্তুর চড়াও হলো বার্ডক। অন্ধ আক্রোশ নিয়ে পরস্পরকে জাপটে ধরল দু'জন, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল টেবিলটা।

আচমকা পতনে হাঁপিয়ে উঠেছে বেন, পড়ে থাকল, মুক্ত হাতের কনুই ঠেকে আছে বার্ডকের গলায়, ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে শত্রুকে। সুযোগটা কাজে লাগাল বেন, পিস্তল ধরা হাত ঘুরানোর ফুরসত পেল। এদিকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে বার্ডক, হাঁটু দিয়ে আঘাত করছে বেনের কুঁচকিতে। শরীর গড়িয়ে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিল বেন। গায়ের উপর বার্ডকের তপ্ত নিঃশ্বাস পড়ছে, লোকটার সঠিক অবস্থান বুঝে নিতে তাই সমস্যা হলো না, সিধে হয়েই বার্ডকের মুখে বিরাশি শিক্কার একটা ঘুসি হাঁকিয়ে একপাশে সরে পড়ল বেন।

ওকে ধরার জন্য হাত বাড়াল বার্ডক, কোট চেপে ধরতে সক্ষম হলো। গায়ের জোরে হাঁটু চালাল বেন, বার্ডকের পেটে লাগল। সামলে নিয়ে ফের পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল ওরা, উন্মত্ত দুই পশুর মত যুঝতে

শুরু করল। হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক, ফোঁসফোঁস শব্দে শ্বাস নিচ্ছে, পুরো মেঝে জুড়ে গড়ান খাচ্ছে। কখনও পড়ছে, কখনও উঠে দাঁড়াচ্ছে। মার খাচ্ছে, তো আবার পাল্টা মার দিচ্ছে।

খুনে আক্রোশে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে বার্ডক, কয়েকটা ঘুসি বেনের পাঁজরে ল্যান্ড করাতে সক্ষম হয়েছে, একেক ঘুসিতে বেনের বুক থেকে বাতাস বের করে দিল। মুগুরের মত মুঠি চালাচ্ছে, সবগুলো লাগলে অনেক আগেই দফা রফা হয়ে যেত বেনের। ভাগ্যিস, অন্ধকার রয়েছে!

উঠে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো ওরা। ছোট ছোট ঘুসি মারছে পরস্পরকে। পিছিয়ে যেতে স্টোভের সঙ্গে ঠোকর খেল বেন। সুযোগ কাজে লাগাতে দেরি করল না বার্ডক, ছুটে এসে ঠেলে দেয়ালের সঙ্গে আছড়ে ফেলল বেনকে, দুই চোখের মাঝখানে ল্যান্ড করল জবর একটা ঘুসি। বেনের মনে হলো যেন ছুরি চালিয়ে পায়ের রগ কেটে দিয়েছে কেউ, হাঁটু দুর্বল বোধ করছে, হঠাৎ সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ভারসাম্য হারাল ও, পড়ে যাচ্ছে দেহটা। কিন্তু পড়ার সময় নিজের সমস্ত ওজন নিয়ে গাট্টাগোট্টা বার্ডকের উপর চড়াও হলো।

পড়ন্ত অবস্থায় স্টোভ থেকে ওঠা বাষ্পের উষ্ণতা মুখে টের পেল বেন, চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিল; নীচে বার্ডককে নিয়ে স্টোভের উপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল ও। তপ্ত হার্নেসের উপর গিয়ে পড়ল বার্ডক, লোকটার তীক্ষ্ণ চিৎকার ঝড়কেও ছাপিয়ে উঠল। কাপড়, চুল, চামড়া আর মাংস পোড়ার কটু গন্ধে ভারী হয়ে গেল ঘরের বাতাস। স্টোভের সঙ্গে তাকে ঠেসে ধরেছে বেন, বিন্দুমাত্র দয়া দেখাতে রাজি নয়। শরীরের উপরটা নাড়তে না-পারলেও পা দুটো ব্যবহার করল বার্ডক, মরিয়া হয়ে উঠেছে। পা দিয়ে স্টোভের পায়ায় ধাক্কা মারল সে, ফলে কাত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল ওটা। জ্বলন্ত কয়লা আর আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বার্ডককে নিয়ে আবারও মেঝেয় পড়েছে বেন, যুঝছে প্রাণপণে।

বার্ডকের শরীরের উপর চেপে বসল ও। যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে সে, কিন্তু বেশিক্ষণ টিকতে পারল না, হাল ছেড়ে দিয়েছে। ডাঙায় খাবি খাওয়া মাছের মত নিঃশ্বাস ফেলছে, গলার গভীর থেকে তীব্র যন্ত্রণার চিৎকার উঠে এল। একটুও দয়া দেখাল না বেন। হাত বাড়িয়ে বার্ডকের গানবেল্টের ছোঁয়া পেল, হাতড়ে রিভলভার তুলে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে বাঁজল চালাল লোকটার মাথায়।

নিথর হয়ে গেল বার্ডক।



চার হাত-পায়ে ক্রল করে সরে এল বেন। ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। টেবিলের সঙ্গে সংঘর্ষের পর থেকে অনুভূতিশূন্য হয়ে পড়েছে পা দুটো, ঝিঁঝি ধরেছে যেন। হাতের আঙুলের গাঁট ছড়ে গেছে, জ্বালা করছে সারাক্ষণ, স্টোভের সঙ্গে লেগে চামড়া পুড়ে গেছে কনুই আর বাহুর কয়েক জায়গায়। দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়াল ও, শরীর ঠেকিয়ে ভারসাম্য রাখল, শুনতে পেল কামরার ওপাশে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল কেউ।

'স্টেটস?' ডাকল বেন।

ছেলেটার আতঙ্কিত জবাব ভেসে এল: 'লড়াই করার ইচ্ছে নেই আমার!'

বেনের কণ্ঠ শোনার অপেক্ষায় ছিল জোসি, নিশ্চিন্ত হলো এবার। 'স্টেটস সমস্যা করবে না,' শান্ত ও নির্লিপ্ত গলায় জানাল মেয়েটা।

একটু পাশ ফিরল বেন, তীক্ষ্ণ মনোযোগে জোসির নড়াচড়ার শব্দ শুনল, বুটের সঙ্গে পড়ে থাকা কার্টিসের দেহের ছোঁয়া পেল।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে লণ্ঠন ধরাল জোসি, আলো এসে পড়ল ওর সন্তুষ্ট মুখে। মেঝেয় নিথর পড়ে আছে বার্ডক আর কার্টিস, কামরার ওপাশে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে স্টেটস, মুখ চুপসে গেছে। ঘরে ধোঁয়ার অস্তিত্ব। কাত হয়ে পড়ে যাওয়া স্টোভের পাইপ বেয়ে আগুনের শিখা উঠছে। টেবিলের পৃষ্ঠ আর পায়াগুলো ভেঙে গেছে। ভাঙা লণ্ঠন থেকে পড়া কেরোসিন ধীর গতিতে গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্টোভের দিকে।

টেবিলে লণ্ঠন নামিয়ে রেখে স্টেটসের দিকে ঘুরে দাঁড়াল জোসি, ছেলেটার গানবেল্ট থেকে পিস্তল কেড়ে নিল। ওটা নিয়ে বেনের হাতে ধরিয়ে দিল, মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে। কপালের কাছে কয়েক গাছি চুল এলোমেলো হয়ে আছে, ঠোঁটজোড়া সামান্য ফাঁক, উত্তেজনার কারণে দ্রুত ওঠা-নামা করছে ভরাট বুক।

'বউ আছে তোমার?' বিড়বিড় করে জানতে চাইল জোসি।

'দেখো বার্ডক বেঁচে আছে কি-না।'

'মরুক হারামজাদা!' ঘৃণা উগরে উঠল মেয়েটির কণ্ঠে, কিন্তু চোখে অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য রয়ে গেছে। হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে সামান্য কাঁধ ঝাঁকাল মেয়েটি, ঠোঁটজোড়া পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসল।

মৃদু পায়ে এগিয়ে গিয়ে বার্ডকের উপর ঝুঁকে পড়ল স্টেটস, একটু পর জানাল: 'শ্বাস নিচ্ছে ও।' স্টোভ থেকে উৎপাত আগুন নিয়ে উদ্বিগ্ন সে। 'কিছু একটা না-করলে আগুন ধরে যাবে কেবিনে।'

'জ্বলুক না!' হিসহিস স্বরে বলল জোসি।

'একটা কিছু করা উচিত,' আবার বলল স্টেস।

'এখানেই মরুক ওরা—কেবিনটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক!'

দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেন, হৃৎস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরে মার খাওয়া জায়গাগুলো ব্যথায় দপদপ করছে। মুখে রক্তের নোনা স্বাদ। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে বটে, কিন্তু পা দুটো এখনও পুরো সুস্থির হয়নি। ওর দিকে তাকিয়ে আছে জোসি আর স্টেস—অপেক্ষায় আছে। জানে বেনই ওদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। তবে স্টেসের মত ভীত নয় জোসি, বরং বেনের মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে মনে তীব্র ঘৃণা পুষে রেখেছিল মেয়েটি, বার্ডকের গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ায় সবই বেরিয়ে এসেছে, দয়া বা করুণা ভুলে গেছে মেয়েটা, নিষ্ঠুর ডাইনির মত আচরণ করছে।

স্টেসের পিস্তলের সিলিন্ডার খুলে কার্তুজগুলো বের করে পকেটে পুরল বেন, মেঝেয় ফেলে দিল পিস্তলটা। শঙ্কিত দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটা চাক্ষুষ করল স্টেস।

'বাড়ি থেকে ব্যাডল্যান্ডের ট্রেইল কোন্ দিকে?' জানতে চাইল বেন।

স্টোভের উল্টোদিক দেখাল জোসি। 'ওদিকে।'

'এই বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে যেতে পারবে না,' বলল স্টেস।

'ব্লাফের দেয়ালের কারণে ঠাণ্ডা বা বাতাস অত জ্বালাবে না আমাদের। তবে তুমি যাচ্ছ না, স্টেস, এখানেই থাকবে তুমি।'

'আমি থাকছি না,' বলল জোসি।

নিজের রিভলভার তুলে নিতে সামনে ঝুঁকল বেন, মনে হলো কোমরের মাংসপেশিতে ছুরি চালিয়েছে কেউ, তীব্র ব্যথার স্রোত ছড়িয়ে পড়ল ঊরু পর্যন্ত। দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা হজম করল ও, কিছু সময় চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকল। শেষে, সুস্থির হওয়ার পর এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেয়, বার্ডকের ভারী দেহ তুলে নিল কাঁধে। হলওয়ের দিকে এগোচ্ছে যখন, পিছন থেকে সমস্ত মনোযোগ দিয়ে ওকে দেখছে জোসি আর স্টেস।

'কার্টিসকে বাইরে নিয়ে এসো, স্টেস,' নির্দেশ দিল বেন।

লণ্ঠন হাতে ওকে পাশ কাটিয়ে আগে চলে গেল জোসি, পিছনের দরজা মেলে ধরল। বাতাসের ধাক্কায় দোরগোড়া থেকে এক কদম পিছিয়ে এল বেন, মেঝের সঙ্গে বুট ঠেসে ধরে ভারসাম্য ঠিক রাখল; গোড়ালি সমান পুরু তুষারে পা বাড়ানোর আগে শক্তি সঞ্চয় করতে হলো।



বাড়ি থেকে একটা দড়ি বার্ন পর্যন্ত টানানো। বার্ন দেখা যাচ্ছে না, শুভ্র এক পৃথিবী আড়াল করে রেখেছে। সতর্ক পায়ে এগোল বেন, কোমরের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছে দড়িটা, ওটাই বার্নে নিয়ে যাবে ওকে। বাতাস এত জোরাল যে দম নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে, আলগা তুষার এসে পড়ছে মুখে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে নাকের ফুটো দিয়ে। লণ্ঠন হাতে ঠিক ওর পিছনে রয়েছে জোসি, কিন্তু চারপাশে এমনকী দুই ফুটও দেখা যাচ্ছে না।

স্টেবলের দেয়ালের কাছে পৌঁছে দরজা খুঁজে পেল না বেন। বাইরে ঘন তুষার জমে গিয়ে দেয়াল আর দরজা একাকার হয়ে গেছে। কবাট খুঁজে পাওয়ার জন্য হাতড়াতে হলো। খুঁজে পেয়ে ধাক্কা দিল, হুড়মুড় করে ভিতর দিকে খুলে গেল দরজা।

লণ্ঠনের হলদেটে আলোয় বার্নের উল্টোদিকের দেয়ালও ঠিকমত চোখে পড়ছে না। তবে দেখার দরকারও নেই বেনের, বার্ডকের দেহ মেঝের উপর আছড়ে ফেলল ও। কাছাকাছি এক স্টলে পা দাপাল মেয়ারটা, মৃদু হ্রেষাধ্বনি করল, মনিবের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। ওটার পিছনে আরও চারটা ঘোড়া রয়েছে। বার্নের বাকি জায়গায় খড় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা।

মেয়ারের স্টলের কাছে চলে গেল বেন, দেখল তিন পায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা, অন্য পা-কে বিশ্রাম দিচ্ছে। আহত পায়ে হাত বুলাল ও, ফোলা হাঁটু পরখ করে ফিরে এল। কার্টিসের দেহ নিয়ে টলমল পায়ে বার্নে পৌঁছল স্টেস, ভারী দেহটা ফেলতে গিয়ে নিজেও মুখ থুবড়ে পড়ল ওটার উপর। 'ওদের এখানে এনে কী লাভ?' হাঁপাতে হাঁপাতে জানতে চাইল সে।

'ভাল একটা ঘোড়ায় আমার স্যাডল চাপাও, স্টেস। জোসির জন্য আরেকটা রেডি কোরো।'

লণ্ঠন তুলে ধরল মেয়েটি, বেনের মুখে আলো এসে পড়ল। 'বাড়িটা পুড়িয়ে দেবে না?' অধীর স্বরে জানতে চাইল জোসি।

দড়িকে গাইড হিসাবে ব্যবহার করে কেবিনে ফিরে এল বেন, ঠিক পিছনে রয়েছে জোসি। সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে, নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে উঠল। পোড়া কাঠের কটু গন্ধও রয়েছে। বাধ্য মেয়ের মত বেনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকল জোসি, চাহনিতে বুনো উন্মত্ততা, অপেক্ষায় রয়েছে বেন হয়তো কেবিন পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেবে।

'তোমার কিছু যদি নেওয়ার থাকে, জলদি নিয়ে নাও।'

মেঝেয় লণ্ঠন রেখে মই বেয়ে চিলেকোঠায় উঠে গেল জোসি। উপরে ধোঁয়ার পরিমাণ আরও বেশি, মেয়েটির কেশে ওঠার শব্দ শুনতে পেল বেন। একটু পর নীচে নেমে এল জোসি, গায়ে আরেক প্রস্থ কাপড় চাপিয়েছে। বেনের পাশে এসে দাঁড়াল, ঘৃণা আর প্রতিহিংসায় চকচক করছে চোখ দুটো। 'বাড়িটা পুড়িয়ে দেবে না?' ফের জানতে চাইল।

'আর কিছু আছে তোমার?'

'দুই বছর ধরে থাকলেও স্টোরে ঢুকিনি কখনও। জঘন্য এই বাড়িটা পুড়িয়ে দিলে আমার চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না!' চার দেয়ালে দৃষ্টি চালাল জোসি, কী দেখে এগিয়ে গেল, দরজার পাশের আঙটা থেকে বার্ডকের বিশাল বাফেলো কোটটা নিয়ে এসে বাড়িয়ে ধরল বেনের দিকে।

'তুমিই পরো,' বলল বেন।

'আরও একটা কোট আছে,' বলে কোটটা মেলে ধরল জোসি, উল্টো ঘুরে আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে নিল বেন, কোট গায়ে চাপাতে ওকে সাহায্য করল মেয়েটা।

কার্টিসের কামরায় গিয়ে ঢুকল জোসি। একটু পর নানান জিনিস মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলার বিচিত্র শব্দ ভেসে এল। ধোঁয়ার কারণে ঘরের আলো আরও কমে গেছে, ম্লান মনে হচ্ছে এখন; নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। স্টোভের কাছে এসে এক মুঠো কাঠ তুলে নিল বেন, দাঁড়িয়ে থেকে নিকট ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবল ঠাণ্ডা মাথায়।

কার্টিসের র‍্যাঞ্চের পতন হচ্ছে, কার্টিস নিজেও শেষ। কার্টিসের র‍্যাঞ্চে হ্যাটের কোন গরু আর আসবে না। কিন্তু ভেন্স সাটলারের টিকিটি ছোঁয়া সম্ভব হয়নি, এবং তার শক্তি এতটুকু খর্বও হয়নি—ঠিক আগে যা ছিল, তাই রয়ে গেছে।

সাটলার মরবে তবু হাল ছাড়বে না। দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত লড়ে যাবে। বেসিন থেকে বিতাড়িত হওয়া পর্যন্ত রানিং-এমের সঙ্গে লেগে থাকবে; আর বিতাড়িত হলে পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে। পাল্টা কামড় দেবে। ভয় কী জিনিস জানে না মরচে রঙা চুলের ওই লোকটা। দয়া বা দুর্বলতাও নেই তার মধ্যে। এখন থেকে টু ড্যাগ রেঞ্জে শান্তির সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে, কেবল ঝামেলা আর রক্তারক্তি ঘটতে থাকবে।

নীলরঙা আর্মি ওভারকোট পরে অন্য কামরা থেকে বেরিয়ে এল জোসি। এক হাতে লণ্ঠন, অন্য হাতে স্কার্টের ঝুল তুলে ধরে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল, বেনের সম্মতি পেলে যাত্রা করবে।

'এখানে কতদিন ছিলে, জোসি?' জানতে চাইল বেন।



'দুই বছর।'

মেয়েটির দিকে তাকাল বেন, আনমনে মাথা নাড়ল। 'বাড়িটা যেভাবে পুড়িয়ে দেবে, ওভাবে দুটো বছর পুড়িয়ে দিতে পারলে হয়তো মনে শান্তি পেতে।' উত্তরের অপেক্ষা না-করে স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল বেন, হাতে কাঠের চেলা রয়েছে এখনও। মুক্ত হাত বাড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে ফেলে দিল স্টোভটা, মুখের ঢাকনা পড়ে যেতে সব কয়লা বেরিয়ে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কেবিনের দেয়ালে জায়গায় জায়গায় আগুন ধরে গেল। আগুন নিভবে না, নিশ্চিত হওয়ার জন্য মুহূর্ত কয়েক অপেক্ষা করল বেন, তারপর হলওয়ে ধরে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। দড়ির স্পর্শ নিয়ে ঢুকে পড়ল বার্নে। পিছু পিছু এসেছে জোসি।

দুটো ঘোড়া সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল স্টেটস। দেয়ালে একটা ফীড স্যাক খুঁজে পেয়ে ওটায় কাঠের চেলা ভরল বেন, তারপর থলেটা স্যাডল হর্নের সঙ্গে বেঁধে ফেলল। ইশারা করতে স্যাডলে চড়ল জোসি, ব্যান্ডানা দিয়ে মুখ আর কান দুটো ঢেকে নিয়েছে। বার্নের দেয়ালে আছাড় খাচ্ছে বাতাস, অধৈর্য ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক নড়াচড়া করছে শঙ্কিত ঘোড়াগুলো, অবচেতন মনে বিপদের আভাস পাচ্ছে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে স্টেটসের, মিনতির চাহনি হানল বেনের দিকে।

'বাড়িতে আগুন লাগবে শিগগিরই,' বলল বেন। 'বাতাসের কারণে আগুন এদিকে আসবে না। তাই নিরাপদে থাকবে তুমি, কিড। আবহাওয়া ভাল হওয়া পর্যন্ত এখানেই থেকো, তারপর প্যান থেকে সব গরু বের করে দিয়ো। কাজ শেষ হলেই লেজ তুলে পালাবে।'

তুষারের পুরু পর্দার ফাঁকে ছোট্ট আলো চোখে পড়ল—কেবিনের খোলা দরজায় আগুন ধরে গেছে। দৃষ্টি নামিয়ে মৃত কার্টিস আর অজ্ঞান বার্ডকের দিকে তাকাল বেন, তারপর নিজের ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চাপল।

'তুমি বরং আমার মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দাও,' অভিমানী সুরে বলল স্টেটস।

'প্রস্তাবটা বিবেচনার দাবি রাখে,' বিড়বিড় করল বেন। 'হয়তো এভাবেই কোন একদিন মারা পড়বে তুমি, কিংবা স্বাভাবিকভাবে। ব্যাপারটা নির্ভর করছে আজকের পর কীভাবে নিজেকে চালাও, তার উপর। তোমার ব্যাপারে মন্তব্য করতে রাজি নই আমি, স্টেটস, তবে শুভ কামনা করছি।'

দরজা পর্যন্ত ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল বেন, দেখল কেবিনে

আগুনের ব্যাপ্তি আরও বেড়ে গেছে। কিছু একটা বলল মেয়েটি, কিন্তু শুনতে পেল না বেন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে দেখতে পেল মেয়েলি রহস্যময় দৃষ্টিতে স্টেসকে দেখছে জোসি। মেয়েটার উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল স্টেস, কিন্তু মাথা নাড়ল জোসি, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াটাকে বেনের পাশে নিয়ে এল।

ল্যারিয়েটের কয়েক ফুট মুক্ত করে প্রান্তটা জোসির হাতে ধরিয়ে দিল বেন। 'তোমার স্যাডল হর্নের সঙ্গে বেঁধে ফেলো।' দক্ষিণের শুভ্র পৃথিবীতে, যেখানে কয়েক ফুটের বেশি দৃষ্টি চলে না, সেখানে যাতে মেয়েটিকে হারিয়ে না-ফেলে, সেজন্য এই সতর্কতা।

যাত্রা করল ওরা, নাক বরাবর জ্বলন্ত আলোর দিকে এগোল।

পিছনের পোর্চে পৌঁছে স্যাডল ছাড়ল ও, হেঁটে কেবিনের পাশে চলে এল। কেবিন বলে কিছু অবশিষ্ট নেই এখন, যদিও সেটা ওর কাছ থেকে মাত্র তিন ফুট দূরে; জ্বলে-পুড়ে বিশাল এক অগ্নিকুণ্ডের রূপ পেয়েছে। এই উজ্জ্বল আলোয় তুষারের দেয়ালের পুরুত্ব দেখতে পেল বেন। আলোর কুণ্ডকে গাইড হিসাবে ধরে নিয়ে পাশ দিয়ে এগোল ওরা, বাতাসের ঠিক উল্টোদিকে, সামনে কোথাও রয়েছে ব্যাডল্যান্ডের ট্রেইল।

## চোদ্দ

বেনের ধারণা কেবিন থেকে তিনশো গজ উত্তরে ব্যাডল্যান্ডের ট্রেইলের শুরু। অবচেতন মনের তাড়নায় এগোল ও, পিঠে আছড়ে পড়া বাতাসকে গাইড হিসাবে ব্যবহার করছে। ওর ঘোড়ার তিন ফুট পিছনে জোসির ঘোড়া, মাঝে মধ্যে দড়িতে টান পড়ছে; কিন্তু একবার ফিরে তাকাতে ঘোড়া বা জোসি, কাউকেই দেখতে পেল না বেন। জ্বলন্ত কেবিনের আলো দূর থেকে চোখে পড়ছে, কোমল একটা আভা। শুধু আলো চোখে পড়ছে, আগুন দেখা যাচ্ছে না।

নাক বরাবর পথ ঠিক করেছিল বেন, মনে করেছিল ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে, কিন্তু ঘোড়াটা হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে বুঝল আসল পথ ফেলে এসেছে। স্যাডল ছেড়ে পনির লাগাম হাতে এগোল ও, একসময় বাফের



নিরেট দেয়াল দেখতে পেল সামনে; কোন্ দিকে সরে এসেছে ভেবে মুহূর্ত খানেক দ্বিধায় ভুগল। শেষে ডানে মোড় নিয়ে বাফের গা ঘেঁষে এগোতে শুরু করল, একেকবারে এক কদম করে পা ফেলছে। মাঝে মধ্যে বাফের কিনারা থেকে পড়ে যাওয়া কাদার পিণ্ডে হোঁচট খাচ্ছে।

বেনের মনে হচ্ছে ওর মাথায় যেন ফাঁসির ব্যাগ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ওভাবেই হাঁটতে বাধ্য হয়েছে, দু'হাত দূরের জিনিসও দেখতে পাচ্ছে না। চারপাশে নিরেট, নিরাকার, একঘেয়ে শুভ্র এক পৃথিবী। ছায়া নেই, আকৃতি নেই, কোন দিকও নেই। শেষপর্যন্ত, একসময় টের পেল হাতে দেয়ালের ছোঁয়া পাচ্ছে না, এবং এভাবেই ট্রেইলে উপস্থিত হলো। নিশ্চিত হওয়ার পর স্যাডলে উঠে এগোল।

পিছন ফিরে দেখল পুড়ন্ত কেবিনের আভা হারিয়ে গেছে, খাদের তীক্ষ্ণ বাঁকের কারণে বোধহয়। বাতাসের বেগ কমে গেছে, আগের মত পিঠ চাপড়াচ্ছে না। কিন্তু মাথার উপর বাফ আর খাঁড়ির দেয়ালে আছড়ে পড়ে বুনো জানোয়ারের মত ফুঁসছে। গম্ভীর প্রতিধ্বনি উঠছে সারাক্ষণ। চারপাশে কালিগোলা অন্ধকার, ক্রমশ ঘন হচ্ছে আরও। পুরু তুষারের স্তর মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে ঘোড়া দুটো, প্রতিবার ডানে-বামে মোড় নেওয়ার সময় টের পাচ্ছে বেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর খেয়াল করল এ-পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি জোসি। লাগাম টেনে থামল ও, ঝড়ের আক্রোশের প্রতিধ্বনি ছাপিয়ে ওঠা চড়া কণ্ঠে জানতে চাইল: 'তুমি ঠিক আছ তো?'

ক্ষীণ সংক্ষিপ্ত উত্তর এল: 'হ্যাঁ।'

এগিয়ে চলল বেন। তীক্ষ্ণ মনোযোগী, সময়জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন। টানেল থেকে কার্টিসের র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে ছয় ঘণ্টা লেগেছিল, বারবার ট্রেইল থেকে সরে গিয়েছিল বলে সময় বেশি লেগেছে। এখন যেহেতু সরাসরি যাচ্ছে, অর্ধেক সময়ে পৌঁছে যাওয়ার কথা, যদি না কোন ঘোড়া হারিয়ে যায়। যা পরিবেশ, মনে হয় না টানেলটা খুঁজে পাবে, কিন্তু একটা ব্যাপারে আস্থা রেখেছে–খাদের পশ্চিমে টানেলের এক জায়গায় উঁচু কাদার একটা চিমনি ট্রেইলকে দু'ভাগ করে ফেলেছে–জায়গাটা খুঁজে পেলে পথ হারানোর ভয় থাকবে না। ভূমিক্ষয়ের কারণে চিমনি থেকে মাটি এসে পড়েছে ট্রেইলে, কুঁজের মত উঁচু হয়ে গেছে, বেনের বিশ্বাস ঘোড়াটা ওই জায়গা পেরিয়ে যাওয়ার সময় ঠিক বুঝতে পারবে...

কিন্তু প্রত্যাশিত সময়ের অনেক পরে উদ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছল বেন। লাফ দিয়ে স্যাডল ছাড়ল ও, মাটিতে নেমে হাত-পায়ের খিল ছাড়াল। আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশি। ক্রল করে চিমনির বামে সরে এল ও, খাদের

দেয়াল হাতড়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল—খোলা জায়গায়। বাতাসের দাপটে টানেলের মুখে এসে পড়েছে তুষার, উঁচু একটা বাধা তৈরি করেছে। তুষার ভেঙে ঘোড়াটাকে লীড করে এগোল বেন, জোসি অনুসরণ করল।

'নেমে এসো,' বলল ও।

স্যাডলের খসখস শব্দ শুনতে পেল বেন। মাটিতে নামার সময় অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল মেয়েটি, পায়ে খিল ধরে গেছে, ভারসাম্য রাখতে না-পেরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। আর কোন সমস্যা হলো না। স্যাডল হর্ন থেকে ফীড স্যাক খুলে কাঠ বের করল বেন, ছুরি দিয়ে ফালি করল, শেষে আগুন জ্বালানোর আয়োজন করল।

সব কাঠ স্তূপাকারে সাজিয়ে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাল। ঘুটঘুটে অন্ধকারে দেয়াশলাইয়ের সঙ্গে কাঠির সংঘর্ষের আওয়াজ বিস্ফোরণের মত তীক্ষ্ণ শোনাল কানে, যেন পিস্তল থেকে গুলি করেছে কেউ। কিছুক্ষণ পর আগুন পুরোপুরি ধরতে উঠে দাঁড়াল বেন, একটু দূরে অনড় বসে আছে জোসি।

'এখানে এসে শরীর গরম করে নাও,' বলল ও।

টলমল পায়ে এগোল জোসি। আগুনের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, হাত থেকে দস্তানা খুলে মেলে ধরল আগুনের শিখার একটু উপর। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর, কিন্তু এ-ছাড়া মুখে কোন ভাবান্তর বা প্রতিক্রিয়া নেই। স্বভাবে পুরোদস্তুর ইন্ডিয়ান মেয়েটি, ভাবল বেন, নিজের যন্ত্রণা দিয়ে কাউকে বিরক্ত করবে না, অভিযোগও জানাবে না, সমস্ত দুর্ভোগ মুখ বুজে সহ্য করবে। কিছু সময়ের জন্য বিপুল ঘৃণা আর প্রতিহিংসা অনুভব করেছিল কার্টিসের বাড়িটার উপর, মনে পড়ল বেনের, দুটো বছরের বীভৎস অভিজ্ঞতা ওকে বার্ডকের মৃত্যু প্রার্থনা করতে বাধ্য করেছিল।

ঘোড়া দুটোকে আগুনের কাছাকাছি নিয়ে এল বেন, স্যাডল খসিয়ে ছেড়ে দিল। শেষে আগুনের কাছে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ছে শীতল রক্তে, আরাম বোধ হচ্ছে। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে ক্লান্ত দেহ। আগুনকে ঘিরে আরামদায়ক ছোট্ট একটা ভুবন, কিন্তু এর বাইরে হিমশীতল পরিবেশে উন্মত্ত আক্রোশে গর্জন করছে তুষার-ঝড়।

'আরাম লাগছে?' জানতে চাইল বেন। দেখল মাথা তুলেও নামিয়ে নিল মেয়েটি। আগুনের তাপে রঙ ফিরে পেয়েছে গাল দুটো, টানটান ঠোঁট



আর চোখের চাহনি কোমল হয়ে এসেছে। বড়জোর পঁচিশ হবে মেয়েটার বয়স, সুশ্রী বলা চলে; কিন্তু ফেলে আসা জীবনের কোন একদিন থেকে হাসতে ভুলে গেছে। জোসির এই জীবন নিশ্চই সুখের নয়, বেনের ধারণা। বার্ডকের মেয়েমানুষ ছিল ও, তার আগে নিশ্চই অন্য কারও ছিল। ভবিষ্যতেও হয়তো কারও হবে। নির্লিপ্ততার মধ্যে বাস করতে শিখে গেছে মেয়েটা। সবকিছুর পরও, অপরিসীম সাহস, ধৈর্য আর সংযমের জন্য মেয়েটির প্রতি সমীহ বোধ করছে বেন।

'কার্টিসের র‍্যাঞ্চে গেলে কী করে?' বেনের কৌতূহল।

হাতে নেমে গেছে জোসির দৃষ্টি। একটু ভেবে বলল: 'নিজের ইচ্ছায় গিয়েছিলাম ওখানে। ভুল করেছি, তবে তখন বুঝতে পারিনি।'

'এর আগে থাকতে কোথায়?'

মুখ তুলে তাকাল মেয়েটি। 'বলার মত কোন জায়গা নয়।'

'শুয়ে পড়ো। সকাল সকাল রওনা দেব আমরা।'

'বিয়ে করেছ?'

মাথা নাড়ল বেন।

অনড়, নিশ্চুপ বসে থাকল জোসি, গাঢ় অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে কী যেন খুঁজছে বেনের মুখে। সম্ভবত ভিতরে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে মেয়েটার। হঠাৎ। 'এখন আর আমাকে চাইবে না তুমি,' মন্তব্য করল মেয়েটা, উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, গায়ের উপর কম্বল টেনে নিল; কিন্তু এখনও তাকিয়ে আছে বেনের দিকে। 'কী মনে হয়, স্টেস টিকে থাকতে পারবে?'

'ভাল কিছু হবে না।'

'আমাকে পেলে খুশি হত ও,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জোসি। 'ওকে পটাতে সমস্যা হত না।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়, জোসি।'

'কী যায়-আসে এখন?' ক্লান্ত সুরে বলল মেয়েটি। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

বিছানা ছেড়ে উঠে আগুন নেড়েচেড়ে দিল বেন। কার্টিসের কেবিনের কথা মনে পড়ে গেল, এতক্ষণে হয়তো তুষারের নীচে চাপা পড়ে গেছে ছাইয়ের স্তূপ; পরে, বসন্তের বাতাস আর বৃষ্টি ধুয়ে-মুছে দেবে, মাটির উপর দু'একটা আধপোড়া কাঠামো হয়তো খাড়া থাকবে তখনও; একসময় ঘাস গজাবে, এবং এই কেবিনের কথা ভুলে যাবে সবাই।

কিন্তু বেনের মনে ওই কেবিনের স্মৃতি আজীবনই থাকবে। তিক্ত,

কঠিন স্মৃতি। প্রতিটি ঘটনা স্পষ্ট মনে করতে পারবে ভবিষ্যতে–কেবিনের উষ্ণতা, কার্টিসের খসখসে কণ্ঠ, দাড়ির নড়াচড়া বা আদল, ওর গুলিতে লোকটার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তের অস্ফুট গোঙানি, লণ্ঠন নিভে যাওয়ার আগে দপ করে জ্বলে ওঠার দৃশ্য, বার্ডকের সঙ্গে প্রাণপণ মলযুদ্ধ, ওর মুখে ছোটখাট দানবটার গরম নিঃশ্বাস, কিংবা পোড়া চামড়া আর চুলের বিশ্রী গন্ধ...

হঠাৎ উঠে বসল জোসি, যে-কোন সময়ের চেয়ে কোমল শোনাল ওর কণ্ঠ: 'ওভাবে তাকিয়ো না তো।'

'কী?'

'ওভাবে অতীতের দিকে তাকাতে নেই। এই কাজটা আমিও করতাম, পরিণামে শুধু কাঁদতে হত। একসময় বুঝে গেলাম এতে কোন লাভ হয় না। বরং শুধু কষ্ট পাওয়া যায়। জঘন্য কষ্ট!' কম্বলের কিনারা তুলে ধরল মেয়েটি; হাত দুটো বাড়ানো, কোমল ও প্রত্যাশার অভিব্যক্তি। 'এসো, ঘুমাবে।'

'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, জোসি। সকাল হতে দেরি হবে না।'

কাঁধ দুটো নুয়ে পড়ল জোসির, অদ্ভুত স্থবিরতা নেমে এল ওর মধ্যে। শুয়ে পড়ল আবার, বেনকে নিরীখ করছে। একটু পর বলল: 'হলুদচুলো এক লোক প্রায়ই আসত কেবিনে। আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর অনেক রাত ধরে কার্টিসের সঙ্গে কথা বলত লোকটা, তারপর রাতেই চলে যেত সে।'

'ওর নাম জানো?'

'নাহ্। এক রাতে আমার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠল সে। ব্যাপারটা নজর এড়ায়নি বার্ডকের। বার্ডক উসখুস করতে স্রেফ মুখের উপর হাসল সে। তাতে খেপে গেল বার্ডক। বাইরে গিয়ে দু'জন লড়ল ওরা, আচ্ছামত ওকে পেটাল বার্ডক। এরপর অবশ্য আর কখনও আসেনি সে।'

দু'জন পুরুষ লড়ছে ওর জন্য, ঘটনাটার স্মৃতি উদ্বেলিত করছে জোসিকে, মেয়েটির ঠোঁটে আনন্দের রেখা–স্পষ্ট দেখতে পেল বেন। জোসির জীবনের উজ্জ্বল কিন্তু ক্ষুদ্র একটা দিক। একই জায়গায় বসে থাকল বেন, দেখল ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটি। সারাক্ষণের নির্লিপ্ততা বা কাঠিন্য মুখ থেকে সরে গেছে, হঠাৎ দেখল বেন, কিশোরীদের মত ছোট্ট একটা মুখ, কপালে এসে পড়েছে কয়েকটা অবাধ্য চুল।

বার্ডকের সঙ্গে হাতাহাতির পরিণাম টের পাচ্ছে বেন, কালসিটে দাগ পড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, ব্যথায় দপদপ করছে সারাক্ষণ। মুখে রক্তের নোনা দাগও দিব্যি মনে করতে পারছে। ঢুলতে শুরু করল বেন,



মাঝে মধ্যে জেগে উঠতে আগুনে কাঠ যোগ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

দিনের আলো ভাল করে ফুটে উঠতে ফের ট্রেইলে উঠল ওরা। বাতাসের বেগ কমে গেছে, তুষারও পাতলা হয়ে পড়ছে; দৃষ্টিসীমা মোটামুটি পরিষ্কার।

প্রায় মাঝ-দুপুরে ব্যাডল্যান্ড থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দুই রাত আগে বেন যেখান দিয়ে ঢুকেছিল, ঠিক সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। খোলা জায়গা পেরিয়ে গাছগাছালির কিনারে ঘোড়া থামাল জোসি।

'বিদায়,' মৃদু স্বরে বলল মেয়েটি।

লাগাম টানল বেন। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

ওভারকোটের কলার জোসির মুখের অনেকটা ঢেকে ফেলেছে, কিন্তু যা দেখা যাচ্ছে–আগের মতই নির্বিকার এবং সংযত। 'ওদিকে,' দক্ষিণে ঢেউ খেলানো নিচু জমির দিকে ইশারা করল জোসি।

'খারাপ রাস্তা,' বলল বেন। 'তারচেয়ে বরং আমার সঙ্গে হ্যাটে চলো।'

'তোমাদের র‍্যাঞ্চে মহিলা আছে?'

'নিশ্চই।'

মাথা নাড়ল জোসি। 'উঁহু, একটা জায়গা খুঁজে নেব আমি। কোথাও না কোথাও ঠিক ঠাঁই পেয়ে যাব।' মুহূর্ত কয়েক কী যেন ভাবল মেয়েটি, বেনকে নিরীখ করছে, চাহনি বিষণ্ণ। 'কী জানো, মি. মেস্টন, পুরুষ মানুষকে খুশি করা খুব কঠিন কাজ নয়।' হাত বাড়িয়ে বেনের হাত চেপে ধরল জোসি, শক্ত করে ধরে থাকল কিছু সময়। 'তোমার সঙ্গে হয়তো অন্য কোথাও অন্য সময়ে পরিচয় হলেই ভাল হত!' বলে আর দেরি করল না মেয়েটি, বেনের হাত ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটিয়ে দিল তুমুল বেগে।

মাইল খানেক দূরে একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে, সেদিকে যাচ্ছে জোসি, দেখল বেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, মেয়েটির জন্য করুণা আর সহানুভূতি বোধ করছে। দূরে ছোট্ট বিন্দুর কাঠামো পেল জোসির অবয়ব, তিক্ত মনে নিজের পথ ধরল বেন। বড় অনাড়ম্বরতার মধ্যে দেখা হয়েছে মেয়েটির সঙ্গে, বিদায়টাও ঠিক তেমন হলো–অথচ মাঝামাঝি সময়ে অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব দিয়ে দাগ কেটে গেছে ওর মনে, এই স্মৃতি হয়তো কখনোই মুছবে না।

চেরোকির ট্রেইল ধরল বেন। শহরে নিজের চেহারা দেখানোর ইচ্ছে নেই ওর, তাই পাশ কাটিয়ে র‍্যাম্পার্টে চলে এল, শেষ বিকালে হ্যাটের

ট্রেইল ধরল। সন্ধ্যার সময় আঙিনায় পৌঁছল বেন, র‍্যাঞ্চ হাউসে পৌঁছে ডরোথির সঙ্গে টু জ্যাগ থেকে আসা ডাক্তার রিয়ার্সনকে দেখতে পেল। লিউ ওয়ান্টন আর টেরেন্স এলগারও রয়েছে ওদের সঙ্গে।

পদশব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল ডোরা। 'বেন!' প্রায় হাহাকারের মত শোনাল ওর কণ্ঠ, হৃদয় বিদীর্ণ করা আর্তনাদ। শুনেই থমকে দাঁড়াল বেন, মাত্র একটা শব্দ কিন্তু ভিতরে অভাবনীয় ও গভীর পরিবর্তনের জন্ম দিল-মন থেকে সমস্ত ক্লান্তি চলে গেল, শরীরের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠল। ছুটে এসে ওর বুকে আছড়ে পড়ল ডোরা, শক্ত করে চেপে ধরল; মুখ তুলে তাকাল যখন, গাঢ় নীল চোখে পানি চিকচিক করছে। 'এ কী অবস্থা হয়েছে তোমার!'

ডোরার মাথার উপর দিয়ে কামরার দূরের কোণে জ্যাক ভার্ডনকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর দিকে ফিরতে দেখতে পেল বেন। জ্যাকের মুখ যুগপৎ স্বস্তি আর অনুতাপের ছায়া।

'হ্যালো, জ্যাক,' বলল বেন।

জবাব দিল না সে। কেউই কিছু বলল না। সবার কাঁধের উপর অদৃশ্য কী যেন ভর করেছে। 'হয়েছে কী, ডোরা?' জানতে চাইল বেন।

'বাবাকে দেখে এসো।'

এবার বুঝতে পারল বেন। ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোল। সিঁড়ির একেকটা ধাপ টপকানোর সময় বুঝতে পারল শরীরে কতটা ক্লান্তি ভর করেছে। দেহের ওজন রাখতে পারছে না পায়ের পেশি, মন থেকে দুর্জয় সাহস চলে গেছে। উপরে উঠে, বুড়ো টিমথি ব্রিসবিনের বেডরুমের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও, দেয়ালের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, মেঝেয় দৃষ্টি নিবদ্ধ। বুকে ভারী কিছু চেপে বসেছে যেন। মনের অনুভূতি মুখ থেকে মুছে ফেলার প্রয়াস পেল বেন, কামরায় প্রবেশ করল, দেখল বালিশে পাশ ফিরে শুয়েছে টিমথি ব্রিসবিন।

'তোমাকে ফিরতে দেখে খুশি হলাম,' ক্ষীণ স্বরে বলল বুড়ো।

বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল বেন, বুড়োকে দেখল, মনের বিস্ময় আর চমক সযত্নে আড়াল করে ফেলেছে। বেসিনের সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধ র‍্যাঞ্চ, হ্যাটের গর্বিত মালিক অসহায়ভাবে পড়ে আছে বিছানায়, মৃত্যুর ক্ষণ গুনছে; অথচ কত উদ্যমী আর সমর্থ ছিল মানুষটা। যন্ত্রণায় কাতর নয়, কিংবা ভীতও নয় টিমথি ব্রিসবিন, কিন্তু মানুষটার হাল ছেড়ে দেওয়ার স্পৃহা আহত করছে বেনকে; কারণ বুড়ো ব্রিসবিন কখনোই হাল ছেড়ে দিতে অভ্যস্ত নয়, আজীবন অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে, জিততে পারবে



না জেনেও লড়াই করেছে। এই মানুষটাকে হাল ছেড়ে দিতে দেখে বিস্ময় জাগাই স্বাভাবিক। লড়াকু মনোভাব হারিয়ে গেছে, বিদায়ের মুহূর্ত বেশি দূরে নেই, ঠিক টের পেয়ে গেল বেন।

'একটু বেশিই অপেক্ষা করতে হলো,' ফিসফিস করে বলল বুড়ো। 'বুঝতে পারছিলাম না টিকে থাকতে পারব কি-না-কিন্তু জানতাম যে বহাল তবিয়তে ফিরে আসবে তুমি।' এটুকুতে হাঁপিয়ে উঠেছে ব্রিসবিন, থেমে দম নিল, শান্ত চোখে নিরীখ করছে বেনকে, বেনের মুখ দেখে অভিযানের ফল আঁচ করার প্রয়াস পেল। 'কী ঘটল?'

'গরুর ট্র্যাক ধরে চলে গিয়েছিলাম। কার্টিসের র‍্যাঞ্চ নামে একটা জায়গা চেনো? ব্যান্ডল্যান্ড থেকে ষাট মাইল দূরে।'

'একসময় মেলোনদের হেডকোয়ার্টার ছিল ওটা। দশ বছর আগে ওদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম এলাকা থেকে, তারপর থেকে আর কেউ ওই জায়গা ব্যবহার করছে বলে শুনিনি, মেলোনদের টিকিটিও দেখিনি।'

'ওখানেই চুরি করা গরু রাখে সাটলার। কার্টিসের করালে আমাদের গরু পেয়েছি। গরুর মার্কা বদলাতেও দেখলাম...'

মাথা নাড়ল ব্রিসবিন, ফিসফিস করে বলল: 'সময় নষ্ট কোরো না, সান! কী ঘটল শেষে?'

'তিনজন ছিল ওরা। একজন একেবারে তরুণ, ঝামেলা করেনি বলে ওকে ছেড়ে দিয়েছি। একটা মেয়ে ছিল ওদের সঙ্গে। আমার সঙ্গে এসেছে মেয়েটা। আসার আগে বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছি।'

নীরব হয়ে গেল কামরা। কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বুড়োর মুখ। তলানির মত খানিকটা প্রাণচাঞ্চল্য অবশিষ্ট ছিল বোধহয়, ক্ষণিকের জন্য ঝিকিয়ে উঠল চোখজোড়া। 'অল্প বয়সে যখন এখানে এসেছিলে, একটা জিনিস দেখেছিলাম তোমার মধ্যে।'

'কী সেটা, টিম?'

'লড়াকু মনোভাব। মার খেয়েও এগিয়ে যাওয়ার স্পৃহা রয়েছে তোমার মধ্যে। লড়াই তোমার অস্থিমজ্জায় মিশে আছে। তোমার চোখে আরও একটা জিনিস দেখেছি-হয়তো কুৎসিত সেটা-রোখ চেপে গেলে থামতে জানো না তুমি, শত্রুর চরম সর্বনাশ করে ছাড়ো। আরও একটা ব্যাপার, নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখতে জানো তুমি, অথচ লক্ষ্যের দিকে ঠিকই এগিয়ে যেতে পারো। এই যেমন এখন, ভেন্স সাটলারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।'

'হ্যাঁ শেষপর্যন্ত ভেন্স সাটলারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

'সামনে কঠিন পরিস্থিতি,' ফিসফিস করল ব্রিসবিন। 'শক্ত হাতে সামাল দিতে হবে। বড় চালু মানুষ ওরা। কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। শোনো, চারদিকে যখন সাড়া পড়ে যাবে, কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। যাকে বন্ধু ধরে নিয়েছ, সে হয়তো আদৌ বন্ধু নয়। রক্তপাতের সময় এটাই ঘটে। এখন থেকে বেসিনে শান্তি আসা পর্যন্ত তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে একাকী মানুষ, নইলে ঠকবে শেষে, চরম মূল্য দিতে হতে পারে। এভাবেই সবকিছু নির্দিষ্ট করা আছে। যদি থাকতে পারতাম! কীভাবে বিপদ উতরে যাও, দেখার বড় ইচ্ছে ছিল আমার!'

'টিম,' তোমার মনে আসলে কী আছে, বলবে? কয়েকদিন আগেও ইঙ্গিত দিয়েছ, কিন্তু সবটা বলোনি আমাকে।'

চোখ বুজে ফেলেছে হ্যাট মালিক, বেনের মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছে; কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পর ফের নিচু স্বরে বিড়বিড় করল সে: 'তুমি যদি দুর্বল মানুষ হতে, বলতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু হৃদয় ভেঙে যাবে, এমন জিনিস ঠিক করে নেওয়া কিংবা শেষটা নিজের চোখে দেখার মত ক্ষমতা বা মানসিক দৃঢ়তা রয়েছে তোমার। বেন, সবকিছুর নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত ডোরার পাশে থেকো।'

'নিশ্চই থাকব,' বিড়বিড় করল বেন।

কাঁপা একটা হাত তুলল হ্যাট মালিক, আঙুল দিয়ে বাতাসে একটা চক্র আঁকল। 'জীবনটা মন্দ কাটেনি। অনেক আনন্দ করেছি, ছোটখাট অপরাধ থেকে নিজেকে সবসময় দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। বড়সড় কিছু পাপ করেছি, তবে সঙ্গত কারণও ছিল, যদিও আমার আমলনামা পড়তে গিয়ে হয়তো বিপদে পড়বে না জিব্রাইল। আমি তোমার জন্য গর্বিত, বেন। কারণ নিয়ে ভেবো না, যেটা ভাল মনে হবে নির্দ্বিধায় কোরো।'

'বেশ।'

বালিশে মাথা এলিয়ে দিল টিম ব্রিসবিন, দৃষ্টি সরিয়ে নিল বেনের উপর থেকে, মৃদু স্বরে বলল: 'ডোরাকে আসতে বলো।'

ঘুরে বেরিয়ে এল বেন, দ্রুত পায়ে নীচের লিভিংরুমে পৌছল। দূর থেকে ডোরার উদ্দেশে নড করল, সঙ্গে সঙ্গে বাপের কামরার দিকে ছুটল মেয়েটি। পিছু নিয়েছে ডাক্তার।

ফায়ারপেসের কাছে ভিড় করেছে ওয়াল্টন, এলগার, ক্রুগলে এবং হ্যানি; কামরার অন্য কোণে একা দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক ভার্ডন। থমথমে মুখ। দৃশ্যটা দেখেও তাৎপর্য ধরতে পারল না বেন। অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত একটা ব্যাপার রয়েছে এখানে, জ্যাক ভার্ডন আর অন্যদের মাঝে যেন



অদৃশ্য দেয়াল তৈরি হয়েছে। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল বেন, পকেটে দু'হাত রেখে বাইরে তাকাল, আঙিনায় তুষারের পাহাড় জমে গেছে।

'টিম আর আমি একসঙ্গে এসেছিলাম,' স্মৃতি রোমন্থন করল টেরেন্স এলগার। 'এখানে এসে বসতি করলাম। ডোরার জন্ম হলো। দেখতে দেখতে কেটে গেল কয়েকটা বছর। একটা পনিতে চড়তে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না ডোরার, কিন্তু বেচারী শিখতেই পারছিল না। সে-বছর ইন্ডিয়ানরা এত জ্বালাচ্ছিল! টিমের বউ বেশ ভাল মেয়ে ছিল, কিন্তু এখানকার জীবন ওর জন্য খুব কঠিন ছিল। পিয়ানো বাজিয়ে এই কামরায় গান গাইত ও, চোখ বুজলেই স্পষ্ট মনে পড়ে। আহ্! বেচারী মরে যাওয়ার পর টিমের অর্ধেকটার মৃত্যু হয়ে গেছে।'

'কিছু পেলে, বেন?' কামরার ওপাশ থেকে জানতে চাইল ওয়াল্টন।

'হ্যাঁ।'

ওদের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেন। বুটের শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝল ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সবাই। 'তো, তুমি তৈরি?' তীক্ষ্ণ স্বরে দ্রুত জানতে চাইল এলগার।

'সম্ভবত,' সংক্ষেপে জবাব দিল বেন। অন্যদের নীরবতা ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য করল ওকে। ফ্যাকাসে আলোয় জ্বলতে দেখা গেল জ্যাক ভার্ডনের চোখ জোড়া, অন্যদের মুখে পাথুরে নির্লিপ্ততা। হঠাৎ মাথা নাড়ল উইল হ্যানি।

'এসবের মধ্যে অন্য কাউকে টেনে এনো না, বেন,' বলল হ্যানি।

'যীশুর কীরে, উইল!' ত্যক্ত স্বরে বলল এলগার। 'হয়েছে কী তোমার?'

'দলবল নিয়ে সাটলারকে ধরতে যাচ্ছ, বেন, এটা দেখার চেয়ে বরং নিজের হাত কেটে ফেলতে রাজি আমি,' তিক্ত স্বরে বলল হ্যানি। 'তারচেয়ে এলগারই এই দায়িত্ব নিক। কিংবা অন্য কেউ। তুমি না।'

নীরব হয়ে গেল কামরা।

বেন বুঝতে পারছে ওর মতামত শোনার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই। চারজনের দল ছেড়ে এগিয়ে এল ক্রুগলে, বেনের পাশে এসে দাঁড়াল। নিজের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে–বেনের পাশে থাকবে। ক্রুগলের মনোভাব বুঝতে সমস্যা হলো না অন্যদের। সবার আগে হ্যানিই বুঝতে সক্ষম হলো, বলল: 'নিশ্চই,' গভীর অসন্তুষ্টি নিয়ে বলল সে। 'বেন যদি নেতৃত্ব দেয়, তা হলে ওর সঙ্গে সবাই থাকব আমরা। কিন্তু আমি চাই না ও নেতৃত্ব দিক।'

'কেন?' বেনের প্রশ্ন।
মাথা নাড়ল হ্যানি, বলতে নারাজ। অন্যদের কাছ থেকে দৃষ্টিকটুভাবে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জ্যাক ভার্ডনের মাথা নুয়ে পড়েছে, মুখটা কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু নিচু থাকার কারণে অর্ধেক আড়াল হয়ে গেল।
শ্রাগ করল বেন। 'রহস্য আর হেঁয়ালি করে কাজের কাজ কিছু হবে না। আমি এরমধ্যে অনেক আগেই জড়িয়ে গেছি, উইল। জেনেছি হ্যাটের গরু কোথায় নিয়ে যায় সাটলার। ট্রেইল ধরে আমি নিজেই গেছি ওখানে। তিনজন লোক ছিল জায়গাটায়।'
আর কিছু বলল না বেন, বলার প্রয়োজন মনে করছে না। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে কী ঘটতে পারে, জানে সবাই। নীরবতাকে জমাট বাঁধতে দিল বেন, এদিকে যার যার উপসংহারে পৌঁছেছে অন্যরা।
দুই হাতে তালি মারল এলগার। 'ঘটনাটা শিগগিরই জেনে যাবে সাটলার। নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের হাতে।'
'দুশ্চিন্তার কিছু নেই,' বলল বেন। 'সাটলার পালিয়ে যাবে না।'
'পালাবে না?' বলল হ্যানি। 'ঠিকই বলেছ। কেন পালাবে? ইয়েলোতে চলে যাবে ও, ওর ধারে-কাছে কাউকে দেখলে গুলি করে পথ পরিষ্কার করে নেবে।'
'যতটা ভাবছ তত কঠিন লোক নয় সে,' মন্তব্য করল ওয়াল্টন।
এমনিতে স্বল্পভাষী মানুষ লুইস ক্রগলে। আর চুপ করে থাকতে পারল না সে। 'ভুল করছ তুমি, লিউ। সাহস থাকে তো গ্র্যানিট ক্যানিয়নে যেয়ো একবার, দেখব কতদূর যেতে পারো।'
'এরচেয়ে মোক্ষম সময় আর হয় না,' বিড়বিড় করল এলগার। 'কখন আমাদের ডাক দেবে, বেন?'
'জানতে পারবে।'
'বেন,' আপসী সুরে বলল হ্যানি। সবাই ফিরে তাকাল ওর দিকে, এমনকী জ্যাক ভার্ডনও। শিক্ষিত মানুষ সে, অন্যদের যে-কারও চেয়ে ঠাণ্ডা মাথার লোক। পরিষ্কার চিন্তা করতে সক্ষম। গম্ভীর সিরিয়াস দেখাচ্ছে হ্যানির মুখ। 'একটা ব্যাপার স্পষ্ট জানতে চাই আমি। কয়োটের দলটাকে নেতৃত্ব দেবে তুমি?'
'সেটাই তো উচিত।'
'ধরো, যাকে দোষী ভাবোনি এমন কাউকে যদি ধরে ফেলো, তখন কী করবে?'
'আবার রহস্য করছ!' ত্যক্ত স্বরে বলল বেন। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা



কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। শরীরে ক্লান্তি, বিশ্রামের অভাবে রক্তলাল হয়ে গেছে চোখ জোড়া। ঘরে পর্যাপ্ত আলো, কিন্তু আদপে বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের ক্লান্তির নীলচে পর্দার এপাশ থেকে দেখছে।
'বলো কী করবে?' তাগাদা দিল হ্যানি, কণ্ঠ শুনে মনে হলো উত্তরটা না-শুনে নিরস্ত হবে না। 'যদি সেই লোকটা তোমার বন্ধু বা ওরকম কেউ হয়?'
এবার কিছুটা পরিষ্কার হলো বেনের কাছে। এই রহস্যের অংশ সবাই। সবার মনের ভাবনা প্রকাশ করেছে হ্যানি। কামরায় এমন নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে এল যে সবার নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে বেন। জ্যাক ছাড়া কেউ নড়ল না, একটা হাত তুলে মুখ মুছল জ্যাক, যেন লণ্ঠনের আলোর ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে।
'সাটলারের সঙ্গে জড়িত আছে এমন লোক আমার বন্ধু হয় কী করে?' মৃদু স্বরে বলল বেন। 'অযথা ছটফট করছ তুমি, উইল। তারপরও জবাবটা দিচ্ছি তোমাকে। ছয় বছর আগে আমার হাতে হ্যাটের দায়িত্ব তুলে দিয়েছে টিমথি ব্রিসবিন।' থেমে পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করল ও, আড়ষ্ট হাতে সময় নিয়ে সিগারেট রোল করল। কামরার বর্তমান আবহের সাপেক্ষে দুর্দমনীয়, দুর্জয় মনে হলো ওর অভিব্যক্তি। তিনদিনের লাগাতার রাইড ক্লান্তি এনে দিয়েছে ওর চেহারায়, গালে ও চোয়ালে ছোট ছোট দাড়ি, মুখের কোণে সদ্য তৈরি একটা ক্ষত। চোখ তুলে যখন তাকাল ও, অন্য যে-কারও চেয়ে অনেক বেশি নির্লিপ্ত আর শীতল দেখাল ওর চাহনি। 'যে-কোন কিছুর আগে হ্যাটের কথাই ভাবব আমি,' মৃদু স্বরে খেই ধরল বেন: 'আমি চাই...'
সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল ডোরা, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দেহের পাশে পড়ে আছে হাত দুটো। লিভিংরুমে পা রেখে শূন্য দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল ও, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে গাল। ওর দিকে পা বাড়াল জ্যাক ভার্ডন, কিন্তু পাশ ফিরে বেনকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল ডোরা। বেন যখন দুই বাহুতে ওকে জড়িয়ে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে নীরবে কাঁদতে শুরু করল ও।
পরপরই নেমে এল ডাক্তার বিয়ার্সন। দুই কাঁধ উঁচিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল সে। ব্যস, খবরটা জানা হয়ে গেল অন্যদের।

# পনেরো

পকেট থেকে রুমাল বের করে তাতে নাক ঝাড়ল টেরেন্স এলগার। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল লুইস ক্রুগলে, অন্য তিনজন অনুসরণ করল তাকে। জায়গা ছেড়ে নড়েনি জ্যাক ভার্ডন, চকিত চাহনিতে দেখে নিল বেন আর ডোরাকে। 'ডোরা, আমি দুঃখিত,' বলল সে। উত্তরের জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল, না-পেয়ে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে হ্যাটের অফিসরুমে চলে গেল।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে বেন। আষ্টেপৃষ্ঠে ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে ডোরা, কান্নার দমকে পিঠ ফুলে-ফেঁপে উঠছে, মেয়েটির বেদনা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। ওর নিজের অবস্থাও সুবিধার নয়। ক্লান্তি ছাপিয়ে উঠল অসংখ্য স্মৃতির ভিড়। গভীর অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে ভাবনাগুলো। টিমথি ব্রিসবিন ছিল বটবৃক্ষের মত, ভরসা আর শক্তিমত্তার প্রতীক। এমনকী শেষ দিকে, যখন বেশিরভাগ সময় নিজের অফিসে নীরবে সময় কাটিয়ে দিত হ্যাট মালিক, তখনও বেনের কাছে অফুরন্ত শক্তি এবং প্রেরণার উৎস ছিল সে। নির্ভরতা আর আস্থার প্রতীক। এমন হাসি-খুশি আমোদপ্রিয় মানুষ খুব কমই দেখেছে বেন, একইসঙ্গে যে ছিল দৃঢ়চেতা, নীতি আর নিজের বিশ্বাসের প্রতি অটল, জেদী এবং দুঃসাহসী।

'যেয়ো না, বেন,' বুকের কাছে ফিসফিস করল ডোরা। 'মুহূর্তের জন্যও যেয়ো না।'

'এখানেই আছি আমি, ডোরা,' মৃদু স্বরে মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিল ও।

'এখানকার কথা বলিনি আমি। হ্যাট ছেড়ে যেয়ো না। এই র‍্যাঞ্চের অর্ধেক মালিকানা এখন তোমার।'

'তোমার বাবার মত ভালমানুষ কমই রয়েছে দুনিয়ায়। টিমের প্রত্যাশা যেমন ছিল, আমার কাজ শেষ করে তবেই যাব, ডোরা। হ্যাট চালানোর মত লোক পেয়ে গেছ তুমি।'

শক্ত করে বেনকে জড়িয়ে ধরল ডোরা। বেনের বুকে চিবুক ঠেকিয়ে মুখ তুলে তাকাল। অশ্রুসজল চোখে অকপট চাহনি, চুল থেকে মিষ্টি



একটা ঘ্রাণ আসছে। এমন একটা কিছু রয়েছে ডোরার চোখের গভীরে, মুহূর্তের মধ্যে আবেগ উথলে উঠল বেনের বুকে, সারা শরীরের দপদপে ব্যথা বিস্মৃত হলো।

কিন্তু বেশিক্ষণ থাকল না। জ্যাকের কথা মনে পড়ে গেছে ডোরার, মৃদু পায়ে পিছিয়ে গেল ও, অস্ফুট স্বরে হতাশা প্রকাশ করল: 'কোন কিছুতেই মত পাল্টায় না তোমার, বেন!'

'যখন খুব ছোট ছিলাম আমরা, একসঙ্গে অনেক আনন্দ করেছি। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে আমাদের...ওরকম কিছু আর আসবে না।'

দ্রুত পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল বেন।

অফিসে এসে জ্যাককে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল ডোরা। ওর পদশব্দ পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে: মুখ থমথমে, আড়ষ্ট চোয়াল, তপ্ত মেজাজের আঁচ টের পেল ও। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে অপেক্ষায় থাকল সে, আশা করছে সামনে গিয়ে দাঁড়াবে ডোরা।

সামান্য একটা ঘটনা, সবসময় যেন এভাবে অপেক্ষায় থাকে সে, আগ বাড়িয়ে যাওয়া যেন ডোরারই দায়িত্ব; অনেক স্মৃতি গুমরে উঠল ওর বুকে। প্রতিটি স্মৃতি স্পষ্ট, শক্তিশালী।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল ও, একটা কাঁধ চৌকাঠের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখেছে, নিজের ভাবনার পরিবর্তনে বিস্মিত। জ্যাককে ভালবাসে ও, অথচ এই মানুষটার কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেয়েছে, হৃদয়ে বহু ক্ষত জমেছে। জ্যাকের আমুদে কথাবার্তা বা কৌতুক সেই ক্ষতে সাময়িক প্রলেপ লাগিয়ে দেয়, তার সীমাবদ্ধতা ভুলে যায় ডোরা। কিন্তু কোন ক্ষতই পুরোপুরি সেরে যায়নি। প্রতিবার জ্যাক সামনে এলে ভুলে গেছে সবকিছু। হ্যাঁ, বলা যায় হৃদয়ের উপর কোন হাত নেই ওর: নাকি ছিল, কিন্তু সবসময়ই নিজের মনকে ভুল বুঝিয়ে এসেছে?

আজ রাতে এমন একটা কিছু ঘটেছে যা অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওকে, অথচ বিবেকের তাড়না আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। জ্যাক ভার্ডনকে মনে হচ্ছে অজেয় একটা চরিত্র। সবসময়ই ওর ক্ষমা পেয়ে এসেছে সে, নিজেই অজুহাত খাড়া করত ডোরা, ব্যবধান ঘুচিয়ে নিতে সচেষ্ট হত, জ্যাকের সহাস্য চুমো সানন্দে গ্রহণ করত। কী নেশায় এই লোকটির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছে ও? নির্ভরতা বা শক্তির জন্য নয়। যখন সেটা দরকার হয়, বরাবর বেন মেক্সটনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও, মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করে না।

'আমার মুখ থেকে কখনও যা শুনতে পাওনি, কথাটা আবার বলছি,'

প্রায় টানটান স্বরে বলল জ্যাক। 'আমি দুঃখিত, ডোরা।'

'নিজের অবস্থা আমাদের বুঝতে দিতে চায়নি বাবা, কিন্তু আমি জানতাম ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অসুস্থ ছিল সে। কান্নাকাটি কখনোই পছন্দ করত না বাবা, ফালতু কথা বলতেও ঘৃণা করত।'

'ডোরা, এখন আর কোন পিছুটান নেই তোমার। এই এলাকা ছেড়ে চলে যেতে পারি আমরা।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস বুকে টেনে নিল ডোরা। নিজের মনকে কেন যেন অচেনা ঠেকছে ওর, একাকী কিছু সময় কাটানো দরকার, অথচ পারছে না। সরাসরি জ্যাকের চোখে চোখ রাখল ও, বলল: 'জ্যাক, একটা জিনিস স্পষ্ট জানতে চাই আমি।'

মুখ তুলে তাকাল জ্যাক, বিকারহীন থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু দৃঢ়বদ্ধ চোয়াল ভিতরকার অস্থিরতার আভাস দিচ্ছে।

'তুমি, বেন, লুই এবং উইল সবসময়ই অন্তরঙ্গ ছিলে। খেয়াল করেছি ইদানীং লুই আর হ্যানি তোমার সঙ্গে কথাবার্তা প্রায় বলেই না। শুধু বেনই আগের মত রয়েছে। কী করেছ তুমি?'

'তোমার কী মনে হয়?' নিরীহ সুরে জানতে চাইল জ্যাক।

'লুই বা উইল কেউই হুট করে উল্টাপাল্টা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়ার মত লোক নয়। আমি ওদের বিশ্বাসও করি। ওরা কেন তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না?'

'প্রশ্নটা ওদের কোরো!' খেপে গেছে জ্যাক।

'উঁহু, কাউকে প্রশ্ন করি না আমি,' মৃদু স্বরে বলল ডোরা। 'আমার বাবা আমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কারণ বেন তোমাকে বিশ্বাস করে। এমন সময় যদি আসে যে বেন তোমাকে...'

অশিষ্টের মত ডোরাকে থামিয়ে দিল জ্যাক, দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। 'তুমি বরং মনস্থির করে নাও আসলে বেনকে নাকি আমাকে চাও।' লালচে মুখ আরক্ত হয়ে গেছে তার, চোখে শীতল রাগ। 'আমার তো মনে হয়, আমারই ভাবা উচিত লুই বা উইলকে বিশ্বাস করব কি-না; তোমাকে বা বেনকেও বিশ্বাস করব কি-না...'

ঝট করে চিবুক তুলল ডোরা। 'তুমি বরং চলে যাও।'

ডোরার দুই কাঁধ চেপে ধরল জ্যাক, খানিকটা জোর খাটাল। আরেকটু হলে বোধহয় ওকে মারধরই করবে, প্রায় তেমন পরিস্থিতি, তিক্ততার সঙ্গে উপলব্ধি করল ডোরা।

মুহূর্তের জন্য ঘটল ব্যাপারটা, তারপরই নিজেকে সামলে নিল জ্যাক



ভার্জন, কোমল হয়ে এল কণ্ঠ, আপসের সুরে বলল: 'আচ্ছা, কী কারণে ঝগড়া করছি আমরা, বলো তো? হয়েছেটা কী?' বলেই দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে, লিভিংরূমের দরজাটা সশব্দে আটকে দিল পিছনে।

অন্য সময় হলে হয়তো হৃদয়টা ভেঙে-চুরে যেত ডোরার, কিন্তু আজ তেমন কিছু ঘটল না। নির্দ্বিধায় যেতে দিল জ্যাককে, অনুতাপ বেদনা বা কষ্ট, কোনটাই অনুভব করছে না। কোন কিছুতে যেন কিছু যায়-আসে না। বিশাল ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়াল ডোরা, বাপের চেয়ারে এসে বসল: দেখল ডেস্কের কিনারে টিমথি গ্রিসবিনের বিশাল বাহুর চাপে পড়ে যাওয়া দাগ, বেনের হাত এখানে দিব্যি মানিয়ে যাবে।

লিভিংরূমে বেনের বুকে কাঁদার দৃশ্যটা মনে পড়ল ডোরার—ওকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল বেন, নীরব সহানুভূতি প্রকাশ করছিল: কোটের অমসৃণ স্পর্শ, চামড়া আর তামাকের গন্ধ এবং বেনের উপস্থিতি...সবকিছু ওর দুঃখ কমিয়ে দিতে সহায়তা করেছে।

জ্যাক যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, পোর্চে দাঁড়িয়ে আছে অন্যরা। চুপ মেরে গেছে টেরেন্স এলগার, চিন্তা-ভাবনা শেষ হয়নি তার। অস্বস্তির চাদরের মত নীরবতা ঘিরে আছে ওদের। বাড়িতে খুব কমই আলো জ্বলছে, কিন্তু জ্যাককে দেখে বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য যথেষ্ট। জ্যাক উপস্থিত হওয়া মাত্র পাল্টে গেল পরিবেশ, এমনকী উইল হ্যানিও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; সিঁড়ির গোড়ায় চলে গেছে ক্রগলে, একটু পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে থাকল। বাড়ির কোণ হয়ে ছুটে আসছে ঝড়ো বাতাস, মাটিতে পড়ে থাকা আলগা তুষার উড়িয়ে নিচ্ছে।

জ্যাকের কাঁধে হাত রাখল বেন, এলগার আর অন্যদের বুঝিয়ে দিল সবকিছুর পরও জ্যাকের প্রতি ওর কী মনোভাব।

ঘোড়ার দিকে এগোল এলগার, অনুসরণ করল অন্যরা। স্যাডলে চড়ে জুত হয়ে বসল এলগার, বলল: 'বেসিনের সবাইকে খবরটা জানিয়ে দেব আমি। এখানেই কবর দেবে ওকে, বেন?'

'আগামীকাল।'

'এত ভালমানুষ কমই হয়। অনেক আনন্দ করেছি আমরা, কখনও কখনও ঝগড়া করেছি, কিন্তু তারপরও নির্দ্বিধায় বলতে পারি টিম কখনও জবরদস্ত করেনি। গল্প বলতে দারুণ ওস্তাদ লোক ছিল সে। যাকগে, কাল সময়মত চলে আসব আমরা।'

আঙিনা ছেড়ে বেরিয়ে গেল তারা, একটু পর প্রেয়ারির অন্ধকারে হারিয়ে গেল। বাঙ্কহাউসের দিকে এগোল ক্রগলে। বন্ধুর কাঁধ থেকে হাত

সরিয়ে নিল বেন, জ্যাকের অস্থিরতা টের পাচ্ছে।

'কিড, একটা কথা না-বলে পারছি না,' বলল বেন। 'মন দিয়ে শোনো।'

পাশ ফিরে ওর দিকে তাকাল জ্যাক, বাড়ি থেকে আসা এক চিলতে আলোয় তার মুখ দেখা গেল, চোখজোড়া জ্বলছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সে, দীর্ঘ দেহে টানটান ভঙ্গি।

'অনেক মজা করেছ, জ্যাক, এবার থামো। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কারণ চাইলেও স্বভাব বদলানো সহজ নয়। কিন্তু একসময় দায়িত্ব নিতেই হয়। অযথা সময় নষ্ট করার বদনাম জুটাচ্ছ। হ্যাট এখানকার সবচেয়ে বড় বাথান, আমি চলে যাওয়ার পর তোমাকেই চালাতে হবে ওটা।'

'কবে?' হঠাৎ জানতে চাইল জ্যাক।

'হাতের কাজ শেষ হলেই চলে যাব।'

'সাটলারের কাছ থেকে দূরে থেকো, বেন। তোমাকে ছাড় দেবে না সে।'

'মেয়েদের সঙ্গে বোকামিই করো তুমি,' গম্ভীর স্বরে বলল বেন। 'ডোরা এরচেয়ে ভাল কিছু পাওয়ার দাবিদার। এটা তোমার বোঝা উচিত। তবে বেশি কিছু বলতে চাই না আমি, কারণ এটা তোমার আর ডোরার ব্যাপার। আমি তৃতীয় পক্ষ। আশা করি শিগ্‌গিরই শুভকাজ সেরে ফেলবে। বসন্ত আসছে, র‍্যাঞ্চে অনেক কাজ পড়ে আছে। জো মর্টনের সেলুনে পোকার খেলা ছাড়তে হবে তোমার, লরি পিয়েটের দিকেও হাত বাড়াতে পারবে না।'

'তুমি দেখছি আমার জীবনটা গুছিয়ে দেবে!' শ্লেষের সুরে বলল জ্যাক।

ঘুরে মুখোমুখি হলো বেন, কণ্ঠে কোমলতা নেই, চাইছে কথাগুলো হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করুক জ্যাক। 'হ্যাটের ব্যাপারে কারও অবহেলা সহ্য করব না আমি, জ্যাক। ডোরাকে আঘাত দেবে কেউ, তাও সহ্য করব না। ঘুম থেকে জেগে ওঠো...জলদি!'

'বেশ,' অসন্তুষ্ট স্বরে বিড়বিড় করল জ্যাক। 'কিন্তু একটা কথা শোনো। ইয়েলো হিল্‌স থেকে দূরে থাকবে তুমি। ঠিকই বলেছে হ্যানি। এলগারই দলবল নিয়ে সাটলারের পিছু নিক।'

'হ্যাটে থাবলা বসাচ্ছে সে,' ধৈর্য হারিয়ে ফেলল বেন, বন্ধুর নির্লিপ্ততা অসহ্য ঠেকছে ওর কাছে। 'নিকুচি করি তোমার, জ্যাক! আর কত ঘুমাবে? কাউকে শাসন বা শায়েস্তা করার কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করায়নি টিমথি



ব্রিসবিন, আমিও করাইনি। তুমি যদি এখানে আসো, তোমারও উচিত হবে না সেটা। সবকিছুর আগে হ্যাটের কথা ভাবতে হবে।'

কিছু বলল না জ্যাক। ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল সে, স্যাডলে চড়ে আঙিনা পেরিয়ে চলে গেল। বাড়ির কোণ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল লুইস ফ্রগলে, কিছু না বলে বেনের পাশে এসে দাঁড়াল।

'ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল বেন।

'এমনি।'

অফিসরুমে ফিরে এল বেন। বাড়ির অন্য অংশে চলে গেছে ডোরা। সারা ঘরে পায়চারি করতে থাকল বেন, শরীর এত ক্লান্ত যে ঠিকমত চিন্তা করতে পারছে না, অথচ অদ্ভুত অস্থিরতা বোধ করছে। একটু পর ঘরের কোণে এসে টিমথি ব্রিসবিনের চামড়ার কৌচে শরীর বিছিয়ে দিল। কিছু বোঝার আগেই নিজের অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল, যেন কপালে জাদুর স্পর্শ বুলিয়ে দিয়েছে কেউ।

ডোরা এসে এভাবেই আবিষ্কার করল ওকে। এগিয়ে এসে ওর উপর ঝুঁকে পড়ল ডোরা, দেখল ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে বেনের মুখের কোণ, একটা হাত কৌচ থেকে বাইরে ঝুলে পড়েছে। নিঃশব্দে চেয়ার টেনে এনে কৌচের পাশে বসল ডোরা, বেনের ঝুলন্ত হাতটা নিজের কোলে টেনে নিয়ে ওভাবেই বসে থাকল।

*

হ্যাট থেকে মাইল খানেক আসার পর ঘোড়া থামাল উইল হ্যানি। এলগার এবং ওয়াল্টনও থামল, ভেবেছে অন্ধকারে কিছু একটা স্পট করেছে হ্যানি। 'ফিরে যাচ্ছি আমি,' বলল সে, কাউকে কিছু বলার সুযোগ না-দিয়ে ফিরতি পথ ধরল। হ্যাটের আঙিনায় ফিরে এসে দেখল পোর্চে বসে আছে ফ্রগলে, ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল ছোটখাট পাঞ্চার।

'কে?' জানতে চাইল ফ্রগলে, উঠে দাঁড়িয়েছে।

'আমি,' বলে স্যাডল ছাড়ল হ্যানি।

'মনে হচ্ছে একটু বেশি অস্থির হয়ে আছি আমি,' এগিয়ে আসার সময় বিড়বিড় করল ফ্রগলে।

'বেন আছে ভিতরে?'

'মড়ার মত ঘুমাচ্ছে।'

'ভাবছি রাতটা এখানে কাটিয়ে দেব।'

হ্যাটের বিশাল বার্নে নিজের ঘোড়াটাকে নিয়ে এল হ্যানি, স্টলে ঢুকিয়ে দলাইমলাই করল। ফ্রগলেও এসেছে সঙ্গে। 'কোন মতলব নেই

তো?' জানতে চাইল সে, রানওয়েব সিলিঙের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল লণ্ঠনটা, কুয়াশার কারণে ঘোলাটে আলো এসে পড়ল দুই বন্ধুর মুখে।

'না।'

তামাক বের করে সিগারেট রোল করল হ্যানি। স্টেবলের ভিতরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রুগলে, অনেকক্ষণ ধরে নিরীখ করল হ্যানিকে। এভাবেই পেরিয়ে গেল সময়–দু'জনে জানে অন্যজন কী ভাবছে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউই বলতে চাইছে না।

'বাড়ি ফিরে গেছে জ্যাক,' শেষে নীরবতা ভাঙল ক্রুগলে। 'ওর ব্যাপারে কী করব আমরা, উইল?'

'কিচ্ছু না।'

'দূর! ভাল করে চিন্তা করো, উইল। একদিন ও-ই হ্যাট চালাবে। খোলা, সেদিন...'

'সেই সৌভাগ্য হবে না ওর।'

'কেন? ভেন্স সাটলারের সঙ্গে আঁতাত আছে ওর, আর এ-পর্যন্ত কোন লোকই ওর কাছ থেকে ছুটে আসতে পারে না। সাটলার যা নির্দেশ দেবে, তাই করবে ও। সাটলারের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে বেন, অথচ এখানে থেকে সবকিছু শুনে ফেলছে জ্যাক, গিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে সাটলারকে। চিন্তা করো, উইল, কী ভয়াবহ পরিস্থিতি! কতটা ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে বেন!'

'হ্যাট চালানোর সৌভাগ্য হবে না ওর,' দৃঢ় স্বরে পুনরাবৃত্তি করল হ্যানি। সিগারেটের কারণে প্রায় ঢাকা পড়েছে তার মুখ, মুহূর্তের জন্য ঔদ্ধত্য আর অবিশ্বাসের পর্দা উঠে এল দু'জনের মধ্যে। 'মাঝে মধ্যে ভাবি কী নিয়ে বাঁচে মানুষ,' আগের মতই হাল ছেড়ে দেওয়া কণ্ঠে বলল হ্যানি। 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল আমার সামনে, অন্য কেউ হয়তো তা কল্পনাও করে না। টাকা, সম্পত্তি, সম্মান। সম্মানটা হারালাম সবার আগে। বন্ধু, শিক্ষিত হতে পারোনি বলে আফসোস কোরো না কখনও। শিক্ষা আমার কোন কাজে আসেনি, স্রেফ রাত জেগে দুশ্চিন্তা আর অনুতাপে পুড়েছি! দেখো আমার অবস্থা, কারও কোন কাজে আসছি না, স্রষ্টার বাজে একটা সৃষ্টি। বাতিল নমুনা। কয়েকদিন আগেও বোধহয় আফসোস করত কেউ কেউ: *উইল হ্যানি তো অন্যরকমও হতে পারত?* কিন্তু ওইটুকুই। ভবিষ্যতে আর কেউ করবে না।'

'ধাঁধায় ফেলছ আমাকে?' বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করল ক্রুগলে।

'চারজন ছিলাম আমরা,' বিষণ্ণ সুরে বলল হ্যানি। 'জ্যাক বাদ পড়ে



যাওয়ায় রইলাম তিনজন। দুনিয়াতে কোন বন্ধন বা পিছুটান নেই আমার। বেনের ব্যাপার আমার মনোভাব পরিষ্কার, বেঁচে থাকতে ওর কোন ক্ষতি হতে দেব না আমি। ভেন্স সাটলারের পিছু নিতে গেলে জ্যাকের আসল খবর জানা হয়ে যাবে ওর। সত্য প্রকাশ পায়ই। তখন কী করবে ও? অন্যদের মত জ্যাকের পিছনেও ধাওয়া করবে, নাকি ছেড়ে দেবে তাকে? বুকটা ভেঙে যাবে ওর, লুই, কারণ বন্ধুর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও বাধে না ওর। আমি চাই না তেমন কিছু ঘটুক।'

'কিন্তু এটাই ঘটবে,' দীর্ঘক্ষণ পর মন্তব্য করল ক্রুগলে। 'বেন যখন ইয়েলোর দিকে রওনা দেবে, পথে যত আবর্জনা বা আগাছা পড়বে, ঝেড়ে ফেলবে একটা একটা করে। কোন অবশিষ্ট রাখবে না। ওকে চিনি আমি।'

'ওজন্যই আমি চাই না পাসির নেতৃত্ব দিক বেন। বাদ দাও। ওই সময় আসবে না। শোওয়ার একটা জায়গা দাও আমাকে।'

হ্যাটের বাঙ্কহাউসে রাতটা কাটাল উইল হ্যানি, ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই বিছানা ছাড়ল। স্যাডল সাজিয়ে বেরিয়ে যাবে, এ-সময় ঘুম জড়ানো চোখে উপস্থিত হলো ক্রুগলে। 'কোথায় যাচ্ছ?'

'ফিউনারেলের আগেই ফিরে আসব।'

'নাস্তা খেয়ে যাও।'

এগিয়েও কী মনে পড়তে থামল হ্যানি। ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে এল ক্রুগলের সামনে, হাত বাড়িয়ে দিল। ঘুমের রেশ কাটেনি ক্রুগলের, বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকল বন্ধুর দিকে। 'কী ব্যাপার, উইল?'

দুর্লভ আধা-বিষণ্ণ, আধা-সন্তুষ্টি মাখা হাসি ফুটল উইল হ্যানির মুখে। 'বিদায়, লুই,' বলে ঘোড়া ঘুরিয়ে যাত্রা করল সে। দ্রুত পিছনে ফেলে গেল হ্যাটের আঙিনা।

শেষ মুহূর্তে হ্যানির কোমরে গানবেল্ট আর হোলস্টার চোখে পড়েছে ক্রুগলের, ওভারকোটের লম্বা ঝুলের কারণে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল, ভুলতে পারছে না কিছুতে। ব্যস্ততার কারণে আর স্বল্পভাষী মানুষ হওয়ায় নাস্তার টেবিলে বেনকে ঘটনাটা জানানো হলো না। একটু পর পারিবারিক গোরস্তানে কবর খোঁড়ার সময় ফের মনে পড়ল। আকাশ-পাতাল ভাবল, কিন্তু কোন কূল-কিনারা করতে পারল না ক্রুগলে। হয়েছেটা কী উইলের?

টু ড্যান্স রেঞ্জ ধরে আড়াআড়ি এগোল উইল হ্যানি, সকাল আটটার দিকে জিম মেসের র‍্যাঞ্চের দক্ষিণে র‍্যাম্পার্টের কাছাকাছি পৌঁছল। পুরু তুষার জমেছে ট্রেইলে, গাছের শাখা-প্রশাখা ভারী হয়ে আছে তুষারে;

এগোতে সমস্যা হচ্ছে ঘোড়াটার। র‍্যাম্পার্টের কিনারে মূল ট্রেইলে পৌঁছল একসময়, ওর আগে চলে যাওয়া রাইডারদের পথ ধরে এগোল। নীচে জিম মেসের র‍্যাঞ্চ হাউসের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে, এঁকেবেঁকে উঠে যাচ্ছে আকাশে, বাড়ির লাগোয়া আঙিনায় পাইন সারির ফাঁকে লরিকে দেখতে পেল হ্যানি, কাঠ কাটছে মেয়েটি।

গ্র্যানিট ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল ও, ওপাশে এসে ট্রেইলটা খুঁজে পেল। রানিং-এম ক্রু আর রাইলির লোকজন চলাফেরা করায় অসংখ্য খুরের দাগ পড়েছে ট্রেইলে। সামনে কোথাও রাইলির কোয়ার্টার। রিমের চূড়ায় উঠে এসে উত্তরে এগোল হ্যানি, ক্যানিয়ন থেকে দুই মাইল আসার পর দূরে জ্যাক ভার্ডনের-নিচু কাঠামোর কেবিন দেখতে পেল। পিছনে বনের কাছাকাছি, লাগোয়া বার্ন আর শেড রয়েছে, সামনের পোর্চ প্রেয়ারির দিকে মুখ করে তৈরি করা।

সরাসরি আঙিনায় ঢুকে পড়ার ইচ্ছে থাকলেও শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিরস্ত করল হ্যানি। দু'শো গজ দূরে থাকতে দেখল বাড়ির কোণ ঘুরে আঙিনায় পা রেখেছে জ্যাক ভার্ডন, এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল হ্যানি, বুঝতে পারছে ওকে নিয়ে ধন্দে পড়ে গেছে জ্যাক। মেঘলা দিন, ট্রেইলের উপর গাছের গাঢ় ছায়া পড়েছে, বাতাস ভারী হয়ে আছে তুষারে। স্যাডলে আড়ষ্ট হয়ে গেল জ্যাকের দেহ, ঝট করে ডান হাত কোমরের কাছে নেমে গেল; আগু-পিছু করছে হাতটা, প্রতিবার পিস্তলের বাঁটের ছোঁয়া পাচ্ছে।

'উইল নাকি?' পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে জানতে চাইল জ্যাক। এগিয়ে এসে কয়েক হাত দূরে ঘোড়া দাঁড় করাল সে। হাসি-হাসি মুখ, কিন্তু দেহের সমস্ত পেশি আড়ষ্ট, টানটান-খেয়াল করল হ্যানি। হাসিটার পিছনে ক্ষীণ সন্দেহ রয়ে গেছে।

'ফিউনারেলে যাচ্ছ?' জানতে চাইল জ্যাক।

'হ্যাঁ।'

'চলো, একসঙ্গে যাই।'

'দাঁড়াও, জ্যাক।'

হাসিটা মুছে গেল, বিপদের নৈকট্য উপলব্ধি করল দু'জনেই। চেপে বসেছে জ্যাকের ঠোঁটজোড়া, স্নায়ুর চাপ স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা কেড়ে নিয়েছে। স্যাডলে স্থির বসে থাকল হ্যানি, একসময়ের অন্তরঙ্গ বন্ধুটিকে ভিন্ন একজন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যেতে দেখছে। জ্বলে উঠল জ্যাকের চোখ, মুহূর্তে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছে যে-কোন পরিস্থিতির জন্য।



অদৃশ্য এক ধরনের বিরোধিতা টের পেল হ্যানি, যেন সবল একটা হাত ধাক্কা দিয়েছে ওকে, বুঝে গেল পুরোটা বলার দরকার হবে না-এমনিতে টের পেয়ে গেছে জ্যাক।

'ব্যাপার কী?' প্রায় বিদ্বেষ প্রকাশ পেল জ্যাকের কণ্ঠে, কর্কশ ও চাপা।

'যা করেছ, তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত নয় কারও। তারপরও, বন্ধু বলে সাবধান করে দিচ্ছি তোমাকে, জ্যাক। এলাকা ছেড়ে চলে যাও।'

স্যাডলে নড়েচড়ে বসল জ্যাক। 'কিড, কতটা জানো তুমি?' পাথুরে নির্লিপ্ততা তার কণ্ঠে।

'তুমি আসলে একটা নেড়ি কুকুর, জ্যাক। আমি যা জানি সেটা যে-কারও জন্য যথেষ্ট।' কণ্ঠ নিচু হ্যানির, বন্ধুর জন্য সমস্ত অনুভূতি মরে গেছে; কিন্তু একসঙ্গে কাটানো মধুর বহু স্মৃতির কারণে যতটা রাগা উচিত, রাগতে পারছে না, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে হ্যানি।

রক্ত ফিকে হয়ে এসেছে জ্যাকের গাল থেকে, ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল, চোখ বিস্ফারিত। সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, অহঙ্কার আর নির্ভরতা যেন মুহূর্তে উবে গেল, চরিত্রের মত বিসর্জন দিয়ে ফেলেছে। ব্যাপারটা এরকমই হওয়া উচিত, তিক্ত মনে ভাবল উইল হ্যানি।

ডান হাত বাড়িয়ে স্যাডল হর্ন চেপে ধরল জ্যাক, সময় নিয়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস ফেলল। অধীর উদ্বেগ নিয়ে প্রশ্নটা করল আবারও: 'কী জানো তুমি?'

'যে-রাতে বেনকে অ্যাম্বুশ করেছিল বুনরা, সে-রাতে তোমাকে কী বলেছে সাটলার?'

মাথা নাড়ল জ্যাক, বিড়বিড় করে বলল: 'অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তুমি, কিড। না-জানলেই ভাল হত।'

'চাইলে তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে পারো। তোমাকে আটকাব না আমি।'

'সম্ভব নয়, উইল। এখান থেকে চলে গেলেও ভুলতে পারব না যে সবকিছু জানো তুমি।'

'ভুলতে পারো কি না-পারো, তাতে পরোয়া করি না আমি!' খেঁকিয়ে উঠল হ্যানি। 'আমি শুধু বেনের কথা ভাবছি। সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু বেঈমানি করছে, ফাঁদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জানার পরও কেউ ঘুমাতে পারে, জ্যাক?'

'দাঁড়াও, আমার কথা শোনো। ওই অ্যাম্বুশের ব্যাপারে জড়ানো দূরে থাক, কিছুই জানতাম না আমি। সাটলারও জড়িত নয়। এটা পুরোপুরি বুনের আইডিয়া ছিল।' বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকল জ্যাক, চোখে হলদেটে আভা গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ। 'আর কে দেখেছে ঘটনাটা?'

ক্রুপলের কথা মনে পড়ল হ্যানির, মিথ্যে বলল। 'কেউ না।'

জ্যাক ডার্ডনের মাথায় কী চলছে, স্পষ্ট অনুমান করতে সক্ষম হলো হ্যানি। বুঝল সমঝোতার মাধ্যমে নিরীহ সমাপ্তি দুরাশাই রয়ে গেল। জ্যাকের হলদেটে চোখের তারায় অশুভ চাহনির তাৎপর্য জানা আছে ওর, কারণ ওর নিজের জীবনও বিপন্ন: গা তাতানো দুঃসাহসিক এমন চিন্তা ঝড় বইয়ে দিয়ে গেছে মনে। দিব্যদৃষ্টিতে কুৎসিত এবং তিক্ত ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে।

অপেক্ষায় থাকল হ্যানি, দেখল স্যাডল হর্ন থেকে নেমে গেল জ্যাকের হাত, হোলস্টারের পাশে স্থির হলো। জ্যাকের মুখে ফুটে ওঠা হতাশ অভিব্যক্তি ক্রমে গাঢ় হচ্ছে। কী এক নির্লিপ্ততায় পেয়ে বসল ওকে, নিতান্ত নিরুৎসাহ নিয়ে প্রিয় বন্ধুকে ঠাণ্ডা মাথার একজন খুনীতে রূপান্তরিত হতে দেখল।

'ফিরে আসার পথ পিছনে ফেলে এসেছ তুমি,' শীতল সুরে বলল হ্যানি। 'তবুও চেষ্টা করতে ক্ষতি নেই। টু ড্যাশ ছেড়ে চলে যাও।'

'বেশ,' নিস্পৃহ স্বরে বলল জ্যাক। 'তুমিও ফিরে যাও। আর…একা থাকতে দাও আমাকে।'

লাগাম তুলে নিয়ে ঘোড়াটাকে পাশ ফেরাল উইল হ্যানি, থেমে স্মিত হাসল। নিজের অজান্তে চওড়া একটা টার্গেটে পরিণত হয়েছে। আচমকা ধূর্ত ও সরু হয়ে উঠল জ্যাক ডার্ডনের ফ্যাকাসে মুখ।

বিষণ্ণ রূপ পেল হ্যানির হাসি। 'সবকিছু হারিয়ে ফেললেও অন্তত একটা জিনিস রয়ে গেছে তোমার, কিড,' বিষণ্ণ স্বরে বলল হ্যানি। 'সেজন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি তোমাকে। আমার অবশ্য ভুলও হতে পারে। এখনও কি কারও পিঠে গুলি করতে পারবে?'

সংযমের সমস্ত দেয়াল ভেঙে গেল কথাটায়। অন্য কিছু বললে বোধহয় এত খেপত না জ্যাক ডার্ডন। বুনো আক্রোশে ফেটে পড়ল সে: 'তুমি জানো এখন কী করার আছে আমার!' একইসঙ্গে হোলস্টারে ছোবল মারল সে, পিস্তল বের করে কোমরের কাছ থেকে নিশানা ছাড়াই গুলি করল।

বিদ্যুৎ খেলে গেছে হ্যানির হাতে, সময়মত ড্রও করল, কিন্তু



গানবেল্টের উপর কোটের প্রান্তের সঙ্গে বেধে গেল পিস্তলের হ্যামার। দুর্ঘটনার কারণে পিস্তলটা আর তোলা হয়ে উঠল না। তপ্ত সীসা বিদীর্ণ করল ওকে। তখনও মুখে বিষণ্ণ হাসি রয়ে গেছে হ্যানির। ধীরে ধীরে স্যাডল থেকে খসে পড়ল দেহটা, চার হাত-পায়ে উপুড় হয়ে পড়ল তুষারের উপর, তারপর নিজ থেকে গড়িয়ে চিৎ হয়ে গেল। শরীরের অবশিষ্ট শক্তি খাটিয়ে জ্যাক ডার্ডনের দিকে ফিরল ও, একটা শব্দ বলার প্রয়াস পেল, কিন্তু সমস্ত ইচ্ছা আর শক্তি খাটিয়েও জীবনের শেষ শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না উইল হ্যানি।

পড়ে থাকা লাশ থেকে দৃষ্টি তুলে নিজের পিস্তলের সিলিন্ডারের দিকে তাকাল জ্যাক ডার্ডন। ব্যবহৃত শেল বের করে দূরে ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল, নতুন কার্তুজ ঢোকাল শূন্য চেম্বারে। কাজটা করতে হিমশিম খেল, হাত দুটো কাঁপছে, এমনকী হোলস্টারে পিস্তল পাঠাতেও কয়েকবার চেষ্টা করতে হলো।

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জ্যাক। চোখ-মুখ থেকে হলদেটে আভা বিদায় নিয়ে সেখানে মার্বেল পাথরের নির্লিপ্ততা জায়গা করে নিয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে হ্যানির দেহ টেনে ঝোপের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, ফিরে এসে স্যাডলে চড়ল আবার। স্থির বসে থেকে লাগামহীন ভাবনাগুলোকে সুস্থির করার প্রয়াস পেল।

চারপাশে তুষার পড়ছে, দিনের আলো আরও কমে গেছে।

রানিং-এমের ট্রেইল ধরে হ্যানির ঘোড়াটাকে খেদিয়ে পাক্কা দুই মাইল নিয়ে এল জ্যাক, তারপর নিশ্চিন্ত মনে নিজের পথ ধরল। ক্যানিয়নের তলা হয়ে ওপাশে এসে র‍্যাম্পার্টের ট্রেইল ধরে তুমুল বেগে ঘোড়া ছোটাল। জিম মেসের সীমানা ছাড়িয়ে খোলা জায়গা হয়ে হ্যাটের উদ্দেশে ছুটল ও। টিমথি ব্রিসবিনের ফিউনারেলে যোগ দেবে।

## ষোলো

পোর্চে ডোরার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে বেন মেক্সটন, আগত মেহমানদের বিদায় জানাচ্ছে। দিনের আলো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, ঝড়ো বাতাস বা

তুষারপাত, কোনটাই বন্ধ হয়নি। বেসিনের প্রায় সব মানুষ যোগ দিয়েছে ফিউনেরালে, অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সয়ে টু ড্যাগ শহর থেকে এসেছে অর্ধেক মানুষ। টিম ব্রিসবিনের মত মানুষের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে এই দুর্ভোগ তুচ্ছ জ্ঞান করেছে এরা। বেসিনে সে-ই প্রথম বসতি করেছিল, সেথ কোপে তখ অবারিত প্রান্তরে খামার গড়েছিল, এলাকায় নিজের ব্যক্তিত্বকে ল্যান্ডমার্ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ল্যান্ডমার্কটার পতন হয়েছে, সমবেত হওয়া মানুষকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে সময় কত দ্রুত বয়ে যায়, নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে সবাইকে একদিন-না-একদিন চলে যেতে হয়।

ডাইনিংরুম খুলে দিয়েছিল হ্যাটের কুক ক্রাস্টি হজ, নাস্তা পরিবেশন করেছে সবাইকে। রানিং-এম ছাড়া সব আউটফিটের ক্রুরা এসেছে, রানিং-এম থেকে শুধু অলিভার প্যাট এসেছে, বাড়ির ভিতরে আছে সে এখন। তার বর্তমান অবস্থান বিস্মৃত হয়েছে সবাই। একসময় অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ব্রিসবিন, তাই শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি প্যাট।

মডিগ ভ্যালির লোকজন চলে যাচ্ছে, হ্যাট তুলে ডোরার উদ্দেশে সম্মান জানাল সবাই। বেনের সঙ্গে হাত মেলাল পার্ল পারফিল্ড, ডোরার উদ্দেশে নড করল, তারপর রিগে উঠে পড়ল। রিগটা চালাচ্ছে জো মর্টন। রিজার্ভেশন থেকে একদল ইন্ডিয়ানও এসেছে।

'মিসি, বুড়োর সঙ্গে অনেক কাজ করেছি,' এগিয়ে এসে ডোরার উদ্দেশে বলল হিরাম জেলি। 'সবারই সময় চলে আসে। আমরা সবাই বিদায় নেব একদিন, কিন্তু ওর মত গভীর চিহ্ন ফেলে যেতে পারবে না কেউ।'

সবাই এসেছে। যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তারা এসেছে, যাদের বিরুদ্ধে লড়েছে, তারাও এসেছে। জীবনের সার্থকতা এভাবেই খুঁজে পেত টিমথি ব্রিসবিন, আনন্দ এবং বেদনা–দুটোকেই সমান গুরুত্বের সঙ্গে দেখত। দুর্দম সাহস, চাতুর্য আর আমোদ নিয়ে বজ্রের মত কাঁপিয়ে পড়ত। খবরটা কানে পৌঁছানোর পর কেউ দেরি করেনি, সময়ের আগেই চলে এসেছে।

দলে দলে ভাগ হয়ে হ্যাট থেকে বিদায় নিল সবাই; শুধু প্রতিবেশী স্প্রেডের লোকজন আছে এখন আজিনায়–ব্লক-টি, ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ এবং ক্রিসেন্ট।

ঠাণ্ডায় মাঝে মধ্যে শিউরে উঠছে ডোরা, রাত্রি জাগরণের কারণে শরীরে ক্লান্তি। কিন্তু মনের ধকলটাই বেশি ভোগাচ্ছে ওকে–কী যেন



হারিয়ে গেছে হ্যাট থেকে, ওর জীবন থেকে। ভয়াবহ শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে।

'চলো, আনুষ্ঠানিকতা শেষ,' মৃদু স্বরে বলল বেন, ডোরাকে ভিতরে নিয়ে এল।

ফায়ারপ্লেসের কাছে ছোটখাট একটা দল তৈরি করেছে এলগার, পিয়েট, ওয়াল্টন, প্যাট এবং জিম মেস। একটু আগে এখানেই ছিল জ্যাক ভার্ডন; এখন অবশ্য নেই, কোথাও গেছে। প্যাটের সঙ্গে গল্প করছে এলগার, যেন তিক্ততা নেই দু'জনের মধ্যে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও অলিভার প্যাটের বদলে যাওয়া রূপ বিস্মৃত হয়েছে উপত্যকার লোকজন, একসময় যা ছিল তাই মনে রেখেছে।

দোতলায় মিসেস পিয়েটের সঙ্গে রয়েছে লরি আর ইলেন টসিগ। সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়াল ডোরা, নিচু স্বরে বলল কথাটা, শুধু বেনই শুনতে পেল: 'যথেষ্ট শূন্যতা তৈরি হয়েছে হ্যাটে। তুমি যেয়ো না, বেন।'

দৃষ্টি নামিয়ে মেয়েটিকে দেখল বেন। যেভাবে নিজেকে সামলে রেখেছে ডোরা, সমীহ না-করে উপায় নেই। কাঁদছে না ও, বরং নিজের দুঃখ নিজের জন্য রেখে দিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন সারাক্ষণই অস্থির আর মেজাজী থাকত ডোরা, অল্পতে ক্ষেপে যেত; সেই দিনগুলি যেন সুদূর অতীত, পরিণত হয়ে উঠেছে ও–ধীর-স্থির, সংযত থাকতে শিখেছে, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত একজন পুরুষকে নিজের খুশিমত চালাতে সক্ষম।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল ইলেন।

লিভিংরুমে ঢুকল ডোরা, এগিয়ে গিয়ে অলিভার প্যাটের বাহু স্পর্শ করল, হাসল তার উদ্দেশে; তারপর ইলেনকে নিয়ে দোতলায় চলে গেল।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল টেরেন্স এলগার, ফায়ারপেসের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, খুঁচি দিয়ে আগুন নেড়েচেড়ে দিল। কেউ কথা বলছে না, কিন্তু বলার প্রয়োজন বোধ করছে, অদৃশ্য কী যেন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চোখ তুলে সবাইকে দেখল প্যাট, বুঝল সবার গাম্ভীর্যের কারণ। এদের একজন ছিল সে, কিন্তু এখন আর নয়। 'আমি বরং বাড়ি রওনা দেই,' মৃদু স্বরে বলল সে।

'সাপার খেয়ে যাও,' প্রস্তাব করল বেন।

'ধন্যবাদ,' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল অলিভার প্যাট।

'কখনোই খারাপ মানুষ ছিল না ও,' আফসোসের সুরে বলল এলগার। 'সাটলার ওর মনে মরণের ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।'

'রাতে এখানে থাকবে ও,' জানাল বেন।

কম-বেশি যার যার ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল সবাই। কিন্তু বেনের কথাটা শুনে ঘুরে তাকাল ওর দিকে, কথাটার তাৎপর্য এবং বেন যা বলেনি, সেটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছে।

'ও কিন্তু কিছুই জানে না,' বলল এলগার।

'আমি চাই না কাল সকালে রানিং-এমে উপস্থিত থাকুক প্যাট।'

বুক থেকে সমস্ত বাতাস বের করে দিল এলগার। মোটা মোটা ভুরুর নীচে ঝিকিয়ে উঠল চোখ দুটো। চেপে বসেছে ওয়াল্টনের চওড়া চোয়াল, স্থির দৃষ্টিতে বেনের দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ পিয়েট, কিন্তু বরাবরের মতই বিষণ্ণ নির্লিপ্ততা দেখতে পেল। চারপাশে উদ্বিগ্ন দৃষ্টি চালাল জিম মেস, ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। 'বাইরে যাচ্ছি আমি,' বলল সে।

'এখানেই থাকো,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল জর্জ পিয়েট, তারপর জনের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা করল: 'কী ব্যাপার, বেন?'

'ভোরের আলো ফোটার আগেই মেসের বাথানে মিলিত হব আমরা।'

'সবাই?'

'লোক যত বেশি থাকবে, ব্যাপারটা তত তাড়াতাড়ি শেষ হবে।'

'যদি হারামজাদাটা ওখানে থাকে।'

'এটাই মোক্ষম সময়,' সিদ্ধান্তের মত শোনাল এলগারের মন্তব্য।

ব্যাপারটা নিজের মত করে ভাবছে সবাই, মনে মনে বিশ্লেষণ করছে। একেবারে নীরব হয়ে গেল কামরা, সবার মুখ গম্ভীর। ওয়াল্টনের উদ্দেশে ক্ষীণ নড করল এলগার, একসঙ্গে বেরিয়ে গেল দু'জন। একটু পর জুলের নিয়ে হ্যাট ছেড়ে গেল তারা। মেয়েদের জন্য অপেক্ষা করল জিম মেস আর পিয়েট, অন্যদের উপস্থিতিতে কেউই পুরোপুরি স্বস্তি বোধ করছে না। ব্যাপারটা বেনের নজর এড়ায়নি। মেয়ের বরকে খুব একটা যে পছন্দ করে পিয়েট, তা নয়; এদিকে জিম মেস বরাবরই গম্ভীর এবং অকপট মানুষ, সৌজন্য বা ভদ্রতার ধার ধারে না বলে শ্বশুরের অপছন্দ উপলব্ধি করলেও সেটা দূর করার চেষ্টা করে না।

'তুমি যা বলবে, তাই করব, বেন,' জানিয়ে দিল মেস।

'লরি যতক্ষণ আছে, তুমি বরং বাড়িতে বেশি সময় দিয়ো,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল পিয়েট।

মুহূর্তে আরক্ত হয়ে গেল মেসের মুখ। জর্জ পিয়েটের কথাটার তাৎপর্য কী, জানে সবাই; অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল কামরায়। মেঝে থেকে দৃষ্টি তুলে শ্বশুরের দিকে তাকাল মেস, বলল: 'জর্জ, স্ত্রীকে বিশ্বাস করি আমি।'



'এটা আমার জন্য একটা খবর।'

'সবই জানি আমি,' অদ্ভুত বা বিস্ময়কর হলেও সামান্য রাগের আভাসও নেই তার কণ্ঠে। 'হয়তো সব মানুষই বদলে যায়।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আঙিনার মাঝখানে ক্রুগলের সঙ্গে দেখা হলো বেনের। 'অলির সঙ্গে কথা বলেছি,' নির্দেশ দিল ও। 'কিন্তু তারপরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওর উপর চোখ রাখতে হবে। ওকে নজরছাড়া কোরো না। রাতটা এখানে কাটাবে ও, হয়তো থাকতে ভাল লাগবে না ওর।'

নীরবে তথ্যটা হজম করল ক্রুগলে। 'বেশ।' জ্যাক ভার্ডনকে মেস হল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে হঠাৎ নিচু স্বরে জানতে চাইল: 'উইল কোথায়?'

'জানি না তো।'

'বলেছিল ফিউনেরালের আগেই ফিরে আসবে,' বিড়বিড় করল ক্রুগলে, জ্যাক সেখানে পৌঁছার আগেই ঘুরে চলে গেল।

বেনের সামনে এসে দাঁড়াল জ্যাক। ক্রুগলেকে চলে যেতে দেখল সে, তারপর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল বেনের দিকে। বন্ধুর মনের অবস্থা বুঝতে পারছে বেন, ভিতরে ভিতরে ত্যক্ত এবং অস্থির হয়ে আছে জ্যাক, স্নায়ুর চাপ সামলাতে পারছে না। ঘুমের অভাবে লাল হয়ে গেছে চোখ।

'উইলকে দেখেছ?' জানতে চাইল বেন।

'না।'

বিরক্ত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকাল বেন। 'এমনভাবে হাঁটছ যেন গরম ইটের উপর দাঁড়িয়ে আছ। আবার ড্রিঙ্ক করেছ?'

'ড্রিঙ্ক করলেই ভাল হত। ভাবছিলাম শহরে যাব কি-না।'

'আজ রাতে নয়, জ্যাক। ভোরের আগেই রওনা দেব আমরা।'

ঝট করে চিবুক তুলল জ্যাক। 'কী?'

'ভিতরে গিয়ে পারলে ডোরার সঙ্গে কথা বলো, তাতে হয়তো মনটা ভাল হবে ওর,' বলে মেস হলের দিকে এগোল বেন।

ততক্ষণে অন্যরাও পৌঁছে গেছে সেখানে। অলিভার প্যাটের পাশে বসল ও। 'অলি, আমি দুঃখিত, কিন্তু রাতটা এখানে কাটাতে হবে তোমার।'

হাতের চামচ আর ছুরি নামিয়ে রেখে থালাটা ঠেলে সরিয়ে দিল প্যাট। মাথা টাক তার, স্থূলদেহী, বয়স জীবনের প্রাণচাঞ্চল্য কেড়ে নিয়েছে অনেক আগেই; বেন খেয়াল করল ওর কথা শোনার পর কাঁপতে

শুরু করেছে প্যাটের হাত। তার চোখে নিরাশা আর অসহায়ত্ব। হঠাৎ বেনকে বিস্মিত করে দিয়ে হাতের উপর মাথা নামিয়ে কাঁদতে শুরু করল রানিং-এম মালিক। উঠে দাঁড়িয়ে মেস হল থেকে বেরিয়ে এল বেন, যত দ্রুত সম্ভব।

*

জর্জ পিয়েটের চড়া কণ্ঠ শুনতে পেল মেয়েরা। স্ত্রীর জন্য বিশেষ ভাবে একটা কামরা তৈরি করেছিল টিমথি ব্রিসবিন, সেখানে মিলিত হয়েছে ওরা। 'চলি, ডোরা, জর্জ অধীর হয়ে পড়েছে বোধহয়,' স্বামীর ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ বিদায় চাইল মিসেস পিয়েট, ডোরার সঙ্গে ইলেন আর লরিকে রেখে বেরিয়ে গেল।

'রাতটা এখানে থেকে যাও, ইলেন,' অনুরোধ করল ডোরা।

'ধন্যবাদ,' আন্তরিক স্বরে বলল ইলেন টসিগ, দেখল লণ্ঠন জ্বালিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে লরি পিয়েট। জানালায় অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে, বাতাসের বেগও বেড়ে গেছে। কান পেতে ঝড়ের শব্দ শুনল ডোরা।

'কী নিয়ে এত চিন্তিত তুমি, লরি?' জানতে চাইল ইলেন।

'কিছু না।'

'কিছু তো বটেই,' কোমল স্বরে বলল ইলেন। 'তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। যাই, একটু বিশ্রাম নেই।' বলে বেরিয়ে গেল ও।

'এতকিছু কীভাবে বোঝে ও?' বিস্ময় প্রকাশ পেল লরির কণ্ঠে। 'ওর সামনে এলে নিজেকে বাচ্চা মনে হয় আমার।' কী এক কারণে উত্তেজিত ও, বুক ওঠা-নামা করছে। এগিয়ে এসে ডোরার সামনে দাঁড়াল, মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'ডোরা, তোমাকে একটা বিষয় জানানোর আছে,' কথাটা বলতে গিয়ে যেন বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে, থেমে নিঃশ্বাস নিয়ে বুক ভরে নিল লরি। 'জ্যাকের ব্যাপারে।'

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল ডোরা, একটা জানালার কাছে চলে গেল, নিজের মুখ লরিকে দেখতে দিতে চায় না—বিষণ্ণ, হতাশ, তিক্ত অভিব্যক্তি। 'কী বলবে জানি আমি, লরি।'

'কী?'

'এখন আর ওর সঙ্গে দেখা করো না তুমি, এই তো?'

'ওহ্, না। এখন আর দেখা করতে যাই না আমি। কিন্তু ও-ই দেখা করতে এসেছিল।'

'জিমের সঙ্গে বিয়ের পর?' অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল ডোরা।



'হ্যাঁ। এলেও ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি। একসময় ভালবাসতাম ওকে, হয়তো সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু সেদিন যখন আমার বাড়িতে এল ও, আসার আগে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে জিম চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। তো, ভেবে দেখলাম এমন চোরা স্বভাবের লোককে ভালবাসতে পারো না তুমি। ওর সম্পর্কে একটা ব্যাপার জানো? যা পাবে না বা পাওয়া কঠিন, শুধু সেটাতেই আগ্রহ ওর।'

'হ্যাঁ,' ম্লান কণ্ঠে ফিসফিস করল ডোরা।

'তুমি তা হলে সবই জানো...আমি অবশ্য এটাই আশা করেছি, নইলে অনেক আগেই বলতাম তোমাকে, কারণ আমার চোখের সামনে তুমি ঠকবে, সেটা কিছুতে হতে দেব না।'

'তো...'

'ও অসৎ!'

'লরি!'

'জিমের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সবকিছু খুলে বলেছি ওকে।' এবার অহঙ্কার মেশানো কণ্ঠে খেই ধরল লরি। 'সবাই যা মনে করে, তারচেয়ে অনেক ভালমানুষ জিম। আমার সঙ্গে তো কখনোই দুর্ব্যবহার করেনি। ওর মতে ব্যাপারটা তোমার নিজেরই জেনে নিতে হবে, তাই হওয়া উচিত। একসময় না একসময় প্রকাশ পাবে। শুধু তুমি আর বেনই জানো না, নইলে বেসিনের কারও জানতে বাকি নেই। আমি চাই না তুমি কোন ভুল করো, ডোরা, কোনভাবেই চাই না। জ্যাক পুরোপুরি অসৎ!'

'ঠিক বলেছ?'

'বেন যেদিন ইয়েলো হিলসের দিকে গেল, এর পরদিন আমাদের বাড়ির লাগোয়া বনে গিয়েছিলাম। একটু দূরে খোলা জায়গায় জ্যাককে দেখতে পেলাম, কারও অপেক্ষায় ছিল ও। কৌতূহল হওয়ায় লুকিয়ে থাকলাম, দেখি একটু পর সাটলার এসে উপস্থিত। বেনকে নিয়ে কথা বলল ওরা। বেনের হাট ছেড়ে যাওয়ার খবর সাটলারকে জানিয়ে দিল জ্যাক, এটা জানার জন্য আগের রাতে হাটে গিয়েছিল ও। সাটলারই পাঠিয়েছিল ওকে। দু'জনের আলাপে ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা গেছে।'

লণ্ঠন থেকে একটু দূরে সরে গেল ডোরা। কামরার প্রায় অন্ধকার কোণে আছে; মুখ নির্লিপ্ত, কিন্তু ভিতরে ঝড় চলছে।

'এখন থেকে তুমি বোধহয় ঘৃণা করবে আমাকে,' কিছুটা ম্লান স্বরে বলল লরি মেস। 'কিন্তু না-বলে উপায় ছিল না আমার।'

'না, লরি। না।'

'আমাকে ইচ্ছেমত নাচিয়েছে জ্যাক,' মোহগ্রস্তের মত বলল মেয়েটি। 'কিন্তু একই কাণ্ড তোমার ক্ষেত্রে ঘটতে দেব না আমি। কিছুতেই না। ডোরা, তুমি কি বুঝতে পারছ, যে নিজের বন্ধুর সঙ্গে বেঈমানি করে সে কেমন লোক?'

'তুমি নিশ্চিত?'

'প্রতিটা শব্দ পরিষ্কার শুনেছি আমি, এত কাছে ছিলাম যে কল্পনাই করতে পারবে না ওরা।' মুখ তুলে তাকাল লরি, দুই চোখে বেদনা। 'সঙ্গে যদি পিস্তল থাকত, খোদার কসম, আমি হয়তো ওকে গুলি করে বসতাম! ডোরা, বুঝতেই পারছ, এখনও মন থেকে ওকে মুছে ফেলতে পারিনি আমি। জানতাম আমি ওর তুলনায় নগণ্য, কিন্তু তারপরও ভালবেসেছি। মেয়েরা প্রিয়মানুষের দোষ ঢাকতে হাজারটা অজুহাত দাঁড় করায়, তুমিও নিশ্চই তাই করেছ। আমিও করেছি। কিন্তু আর করা উচিত হবে না।'

ডোরার মধ্যে যে-প্রতিক্রিয়া দেখবে বলে আশা করেছিল, ততটা দেখতে পাচ্ছে না লরি। ব্যাপারটা বিহ্বল করে তুলল ওকে। ডোরা হতাশ হয়েছে বটে, কিন্তু কিছুটা যেন স্বস্তিও বোধ করছে। সত্য জানতে পারার স্বস্তি। আক্ষেপ করার কথা, বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া উচিত, অথচ নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য নিয়ে প্রিয়মানুষ সম্পর্কে অপ্রিয় সত্য হজম করছে; যেন জ্যাক ভার্ডন সম্পর্কে ওর আর কিছুই যায়-আসে না।

আঙিনা থেকে পুরুষদের কণ্ঠ ভেসে এল, নীচে দরজা আটকাল কেউ।

'এখন বুঝতে পারছি, এজন্যই জ্যাকের উপর বিষিয়ে উঠেছিল লুই আর উইলের মন,' স্বগতোক্তি করল ডোরা।

'আমি যতটা জানি ততটা ওরাও জানে না। কিন্তু বেসিনের প্রায় সবাই জ্যাককে নিয়ে আলাপ করছে, বাতাসে হাজারটা গুজব। ছোট্ট র‍্যাঞ্চ থেকে কীভাবে এত টাকা আয় করছে সে? অথচ বলতে গেলে র‍্যাঞ্চের দিকে মনোযোগ দেয়ই না জ্যাক, বরং টু ড্যাগে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পোকার খেলে, কয়েক হাজারের চেয়েও বেশি ওর দেনা।'

'কিন্তু কেন এমন করছে ও? কী আছে ওর মনে?'

'কিচ্ছু না!'

এবার যেন সংবিৎ ফিরল ডোরার, আলতো হাতে লরির বাহু স্পর্শ করল ও। 'বেনকে এসব জানানো যাবে না। উঁহুঁ, অসম্ভব।'

'কিন্তু ক'দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে? একসময় ও জানবেই।'

'উঁহুঁ, জানতে দেওয়া যাবে না ওকে,' পুনরাবৃত্তি করল ডোরা।



'জ্যাকের সঙ্গে এতদিনের বন্ধুত্ব। জানতে পারলে হৃদয়টা ভেঙে যাবে ওর। নিশ্চই অন্য কোন উপায় আছে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে এল ডোরা। ফায়ারপ্লেসের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিম মেস, কিছুটা কুঁজো হয়ে গেছে গাট্টাগোট্টা দেহ। অদ্ভুত নির্বিকার চোখে ডোরাকে দেখল সে, জানতে চাইল: 'লরি কি যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে?'

'জিম, আমি তোমাকে পছন্দ করি।'

কী যেন হলো মেসের। অভাবনীয় একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। কোমরের পিছনে চলে গেল দুই হাত, নির্লিপ্ত গাম্ভীর্য নিয়ে ডোরার মুখোমুখি হলো সে। 'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল। 'ব্যাপারটা মেনে নিতে একটু কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। হয়তো...'

সামনের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল জ্যাক ভার্ডন, পিছনে লাথি চালিয়ে কবাট আটকে দিল। চোখজোড়া ফ্যাকাসে ও উত্তেজিত, সন্দিহান চাহনিতে চট করে সবাইকে দেখে নিল সে। জ্যাককে দেখামাত্র থমথমে হয়ে গেছে জিম মেসের মুখ, ঠোঁটজোড়া চেপে বসেছে পরস্পরের সঙ্গে। ঘুরে জ্যাকের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল সে, এবং ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল।

অফিসের দিকে ইশারা করল ডোরা।

ঘুরে সেদিকে এগোল জ্যাক, পিছু নিল ডোরা। অফিসে ঢুকে পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, চোখজোড়া উজ্জ্বল, অন্তর্ভেদী হয়ে উঠেছে, ছিপছিপে মুখের প্রতিটি ভাঁজ প্রকট।

'র‍্যাঞ্চে ফিরে যাচ্ছি আমি, ডোরা। সকালে দেখা হবে তোমার সঙ্গে।'

'আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে না আমার, জ্যাক।'

'কী বললে?'

নীরবে মাথা নাড়ল ডোরা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, জ্যাক ভার্ডনের ভিতরটা পড়তে চেষ্টা করছে যেন। কিন্তু নির্লিপ্ত উদাসীনতা নিয়ে, রাগ বা করুণা, কোনটাই নেই ওর চোখে; মানুষটি সম্পর্কে যেন সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।

'কী বললে?' ফের জানতে চাইল জ্যাক।

ডোরার মনে হলো সামনে দাঁড়ানো হলুদ-চুলো লোকটি একজন আগন্তুক, কান খাড়া করে বাইরের শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনছে সে, সন্ত্রস্ত পশু যেমন ধাওয়া খাওয়ার আগেই পালানোর জন্য অধীর থাকে, ঠিক তেমন বুনো অস্থিরতা আর আশঙ্কা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক, সঙ্কীর্ণ অনুভূতি ভেসে উঠেছে চোখের তারায়। 'কী জানো তুমি, ডোরা?' তাগাদা

দিল জ্যাক ভার্ডন।

'যে-পথ আর দুর্ভোগ পিছনে ফেলে এসেছ,' শান্ত স্বরে বলল ডোরা। 'তুমি বিশ্বাস করো না এমন কিছু কি আছে, জ্যাক?'

'মেস তোমাকে কিছু বলেছে?' অধীর স্বরে জানতে চাইল জ্যাক, বিদ্বেষ চাপা থাকল না।

'না।'

'তা হলে কে বলেছে? খোদার দোহাই, ডোরা, জানতেই হবে আমার!'

মাথা নাড়ল ও, এখনও নির্বিকার মুখে দেখছে জ্যাককে, কিন্তু জ্যাক ভার্ডনের আসল রূপের উন্মোচন হতে দেখে ভিতরে ভিতরে মুষড়ে পড়েছে। আক্ষরিক অর্থে নিজের কুৎসিত অনুভূতিগুলো ঢেকে রাখার কোন চেষ্টা করছে না সে।

'ডোরা,' প্রায় নির্দেশের সুরে তাগাদা দিল সে, উত্তর না-পেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকল, দেখে মনে হলো পরস্পরের অপরিচিত ওরা, কেউ কাউকে এক রত্তি বিশ্বাস করে না।

বিষিয়ে উঠল ডোরার মন, জ্যাকের উপস্থিতি ত্যক্ত করছে ওকে। ভয়ও পাচ্ছে।

নিষ্ঠুর হাসি ফুটল জ্যাকের ঠোঁটে। 'কেন চলে যাব আমি?'

'তুমি চাও বেন সব জেনে যাক?'

যেন ছুরির খোঁচা খেয়েছে জ্যাক, মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল হাসিটা। 'আচ্ছা! বিশাল হৃদয়ের এক মানুষ, অজেয় অপ্রতিরোধ্য বেন মেক্সটন!' খরখরে স্বরে বলল সে, কিন্তু উপলব্ধি করল তীব্র এই শ্লেষে যেটুকু ভব্যতা নিজের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, সেটার উপর আঘাত করা হলো। 'এখন বুঝতে পারছি, কখনোই হ্যাট ছেড়ে যেতে না তুমি। কারণ বেন রয়েছে এখানে। বেন যতদিন থাকবে, ততদিন হ্যাট ছেড়ে যাবে না তুমি। ও না-থাকলে সবকিছুই অন্যরকম হত।'

'সুযোগ পেয়েছিলে তুমি, জ্যাক। সুবর্ণ সুযোগ। সবকিছু বড় সহজ ছিল তোমার জন্য। কিন্তু কোন কিছুতে বেশিদিন আগ্রহ থাকে না তোমার–যদি না সেটা তোমার নাগালের মধ্যে থাকে।'

'কথাটা আগেও শুনেছি তোমার মুখে,' ধূর্ত স্বরে বলল জ্যাক। রাগ এবার উন্মত্ত পর্যায়ে চলে গেছে। 'বেনের কাছে কোন ঋণ আছে আমার? কিচ্ছু না। হাতের তাসগুলো ঠিকমত ব্যবহার করেছে ও–আর তুমি আমার বিরুদ্ধে চলে গেছ। বেশ। কিন্তু একটা কথা, কোন কিছুতে হাল ছাড়ি না



আমি, যদ্দিন না আমার অরুচি বা অনিচ্ছা আসে। এখন দেখা যাবে তোমার সিংহ হৃদয় পুরুষ মানুষটা কী করতে পারে।'

'জ্যাক, আর যাই করো, সাটিলারের সঙ্গে যেন তোমাকে দেখতে না-পায় বেন।'

'হ্যাঁ, আমাকে দেখতে পাবে ও, কিন্তু সাটিলারের সঙ্গে নয়।' চট করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল সে, হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল ডোরাকে। কিছু বুঝে উঠার আগেই বাহুবন্দি হলো ডোরা, জোরাজুরিতে মুখ কুঁচকে গেছে।

ঠোঁটে চুমো খেল জ্যাক। মুখে নির্লজ্জ হাসি, ডোরার চোখে প্রচ্ছন্ন তাচ্ছিল্য দেখে অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল মুহূর্তেই। 'তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারোনি, ডোরা। বেন সবসময়ই তোমার হৃদয় জুড়ে ছিল, তুমি নিজেও জানতে না সেটা; উপরে একটা আবরণের মত ছিলাম আমি। তুমি হয়তো বাবা মারা যাওয়ার আগে উপলব্ধি করেছ, কিন্তু আমি অনেক আগে থেকে জানি। সব দোষ ওর…এর জন্য আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে ওকে।'

দরজার ওপাশ থেকে ডাকল জিম মেস। 'কিছু বলছিলে, ডোরা?'

বিরক্ত মুখে দরজা খুলল জ্যাক, সামনে থেকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিল মেসকে, ঝড়ের বেগে চলে গেল। বাইরে এসে মূল দরজাটা পায়ের জোরে বন্ধ করে দিল।

গাম্ভীর্য সরে গিয়ে ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে গেল জিম মেসের মুখ। 'ডোরা, তুমি চাইলে একটা কিছু করতে পারি আমি।'

মাথা নাড়ল ডোরা, কান পেতে বাইরে ঝড়ো বাতাসের শব্দ শুনল। কে যেন চিৎকার করল, ব্যস, তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল চারপাশ। হ্যাট ছেড়ে চলে গেছে জ্যাক ভার্ডন।

মিনিট কয়েক পর অফিসে ঢুকল বেন। 'জ্যাক কোথায় গেছে?'

'বাড়িতে,' জানাল ডোরা।

'আমার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিল ওর।'

'ভোরে যে যাবে, এ-কথা জানত ও?' জিজ্ঞেস করল মেস।

'হ্যাঁ। কেন?'

'কিছু না,' ঘুরে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, সিঁড়ির গোড়ায় এসে একটু চড়া কণ্ঠে স্ত্রীকে ডাকল। 'লরি। চলো, বাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

*

দাঁতে দাঁত চেপে ঘোড়া ছোটাচ্ছে জ্যাক ভার্ডন। ঝড়ো রাত। বাইরের

ঝড়ের চেয়ে ওর মনের ঝড় মোটেই কম নয়। লাগাতার স্পার দাবিয়ে চলেছে। দুই ঘণ্টা পর, ছুটতে ছুটতে যখন ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে ঘোড়াটা, নিজের র‍্যাঞ্চ ইয়ার্ডে পৌঁছল সে। দূর থেকে দেখেছে ভিতরে আলো জ্বলছে।

একটু দূরে থাকতে স্যাডল ত্যাগ করল সে, সন্তর্পণে এগোল পোর্চের দিকে; হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। দরজার সামনে এসে লাথি মেরে কবাট খুলে ফেলল।

ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে ওর অপেক্ষায় আছে ভেন্স সাটলার।

'কোথায় ছিলে তুমি?' জানতে চাইল রানিং-এম ফোরম্যান।

ভিড়িয়ে দেওয়া কবাটের উপর হেলান দিল জ্যাক, পিস্তল ফেরত পাঠাল হোলস্টারে। অসীম মনোযোগে অন্তর্ভেদী চাহনিতে ওকে দেখছে সাটলার। 'ব্রিসবিনের ফিউনেরালে,' জানাল জ্যাক।

'কীসের ভয় তাড়া করছে তোমাকে?'

'কিছু না।'

'এমনি এমনি অস্থির হয় না কেউ,' দার্শনিক সুরে বলল সাটলার। অনড় বসে থেকে জ্যাকের মুখ নিরীখ করছে। 'অলিকে ফিউনেরালে যেতে দিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে আসেনি সে। দেখেছ ওকে?'

'চলে আসার সময়ও হ্যাটে দেখেছি।'

'তাই?' এক হাঁটুর উপর হাত রাখল সে, শিথিল ভঙ্গিতে বিলি কাটছে। ফায়ারপ্লেসের আলোয় অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা পেয়েছে তার চুল আর গোঁফ। হ্যাটি বেশ নামিয়ে দেওয়া, খেয়াল করল জ্যাক, শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে, সেখানে ভাবলেশহীন দুর্বোধ্য চাহনি।

'সব আউটফিট গিয়েছিল?'

'নিশ্চই।'

'কোন আলোচনা হয়নি?'

'মালিক পক্ষ বসেছিল এক জায়গায়। ওদের কথা শুনিনি আমি।'

'তারপর যার যার বাড়ি ফিরে গেছে সবাই?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সাটলার।

'হ্যাঁ।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। 'এই? আর কিছু ঘটেনি? মেক্সটনের কোন নির্দেশ বা পরামর্শ শুনতে পাওনি?'

হাতের দস্তানা খুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সাটলারের দিকে তাকাল জ্যাক। 'না,' বিড়বিড় করল ও। একটু পর মাথা তুলল। ঘরে জমাট



নিস্তব্ধতা...খানিকটা পাশ ফিরল শীর্ণদেহী রানিং-এম ফোরম্যান। মৃদু স্বরে তাকে সতর্ক করল জ্যাক: 'সাবধানে থেকো, ভেন্স।'

'অস্থির হয়ে আছ তুমি,' মন্তব্য করল সাটলার। 'অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি, অথচ কোন খবর দিতে পারছ না। আসলে কোথায় ছিলে তুমি?'

'ভেন্স...দুনিয়ার লোক আমার পাপের খবর জেনে গেছে।'

'এটা যে ঘটবে, তুমি কি জানতে না? নাকি তোমাকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া উচিত ছিল আমার?'

'গোল্লায় যাক!'

'হ্যাঁ।' জ্যাককে ছাড়িয়ে গেল সাটলার, দরজার নব চেপে ধরল। 'কালকের জন্য একটা কাজ আছে তোমার।'

'উঁহুঁ, পারব না। আমার নিজেরও একটা কাজ আছে।'

কুঁতকুঁতে চোখজোড়া স্থির হলো জ্যাকের মুখে, ওকে বিদীর্ণ করে গেল যেন। কিন্তু কণ্ঠে সামান্য পরিবর্তনও হলো না। 'যা বলেছি, তাই করবে তুমি, কিড। ইদানীং একটা কাজও ঠিকমত করতে পারছ না। হ্যানির কথাই ধরো।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, মুখোমুখি হলো সাটলারের। 'ভেন্স, অনেক বেশি জেনে ফেলেছ তুমি!' কাঁপা স্বরে বলল সে।

'যথেষ্ট,' সোজাসাপ্টা বলল রানিং-এম ফোরম্যান। 'আমি আসা পর্যন্ত এখান থেকে এক পাও নড়বে না। আগামীকাল যখনই আসি, তোমাকে যেন এখানে দেখতে পাই।'

বেরিয়ে গেল সে।

পোর্চে সাটলারের বুটের শব্দ শুনল জ্যাক, আঙিনায় তুষারের মচমচ শব্দ হলো একটু পর। ঝটিতি দরজা থেকে সরে গেল ও, আড়ষ্ট হয়ে গেছে দেহ, চোখে-মুখে রাজ্যের উদ্বেগ। তারপর দ্রুত দৌড়ে কামরা পেরিয়ে গেল, বাতি নিভিয়ে দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল, দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে।

ঢ্যাঙা শয়তানটাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করা যাবে না।

# সতেরো

হ্যাটের মেস হলের আলো ছিটকে এসে পড়েছে আঙিনায়। স্যাডলে চেপে বসেছে ক্রুরা, যাত্রার জন্য তৈরি। সবার পরনে ভারী ওভারকোট, চলনে-বলনে খানিকটা আড়ষ্টতা–ঘুমের অভাব বোধ করছে সবাই। ভোর তিনটা বাজে এখন। লণ্ঠন হাতে প্রত্যেকের কাছে গেল লুইস ক্রগলে, বাতি উঁচিয়ে প্রতিটি মুখ নিরীখ করল, দেখে নিচ্ছে সবাই এসেছে কি-না। ঘোড়াগুলো ছটফট করছে, পড়ে থাকা আলগা তুষার চটকাচ্ছে খুরের আঘাতে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা, লুই?' জানতে চাইল ডিমস বেনেট।

'বেশি কথা বলো তুমি!' পাশ থেকে খেঁকিয়ে উঠল জোয়েল সিলভার।

সব মিলিয়ে এগারোজন।

মেস হল হয়ে মূল বাড়িতে ঢুকল বেন মেক্সটন, অফিসে খুঁজে পেল ডোরাকে। কামরার ঠাণ্ডা ঠেকানোর জন্য পুরু রোব গায়ে চাপিয়েছে মেয়েটি। চুল আলুথালু, কয়েক গাছি এসে পড়েছে কপালের উপর: চোখজোড়া দেখে বোঝা গেল একটুও ঘুমায়নি। বাপের মতই হয়েছে ও, আনমনে ভাবল বেন, কর্তব্যের খাতিরে নিজস্ব আয়েশ জলাঞ্জলি দিতে দ্বিধা করছে না। অপ্রয়োজনীয় নির্দেশ বা পরামর্শও দিতে পছন্দ করে না। টানটান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল ডোরা, ক্লান্তি বা বিষণ্ণতা ঢেকে রেখেছে, বরং চাপা অহঙ্কার আর সদিচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে।

'উইলের এখানে আসার কথা,' বলল বেন। 'ও এলে বোলো জিম মেসের র‍্যাঞ্চে গেছি আমরা।'

'বেন,' শুরু করেও থেমে গেল ডোরা, পরস্পরের সঙ্গে চেপে বসেছে ঠোঁট। আজ রাতে খানিকটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওগুলো।

'কী?'

'না। বিব্রতকর কোন পরিস্থিতি তৈরি করতে চাই না আমি। এমনিতে তোমার ঝামেলার কমতি নেই।'



'আশা করি কাল বিকালের মধ্যে অর্ধেক ক্রু ফিরে আসবে, যদি সবকিছু ঠিকঠাক মত ঘটে। ভাগ্য খারাপ হলে অবশ্য কী ঘটবে, বলতে পারছি না।'

'বেন,' আবারও ডাকল ডোরা, কিন্তু থেমে গেল। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ও, গালে ক্ষীণ আভা, গভীর কালো চোখে চাপা বেদনা, কিন্তু সেটা ছাড়িয়ে এক ধরনের উষ্ণতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো বেন, যদিও সেটার তাৎপর্য উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলো। একটা সময় ছিল যখন ডোরা নিজেকে যতটা চিনত, বেন তারচেয়েও বেশি চিনত ওকে; কিন্তু এখন পরিণত একজন নারী ও, আগের মত মেয়েটির মনের ভাবনা বুঝতে পারে না।

এক কদম এগিয়ে গেল বেন, বুঝতে চেষ্টা করল ডোরার চোখের গভীরে কী রয়েছে, কী বলতে চাইছে ওকে, মেয়েটির নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকার তাৎপর্য কী। কিন্তু ব্যর্থ হলো। বাইরে থেকে চড়া স্বরে ওকে ডাকল ক্রগলে।

সময় নেই, তাই ঝটপট বলে গেল বেন: 'তুমি চাইলে কোন পুরুষ তোমাকে না-চেয়ে পারবে না,' বলে আর দাঁড়াল না ও, ঘুরে মেস হল হয়ে বেরিয়ে এল আঙিনায়। স্যাডলে চড়ে এগোল প্রেয়ারির দিকে, ওর পিছু নিল হ্যাট রাইডাররা। একজনের পিছনে এগোচ্ছে আরেকজন। দীর্ঘ লাইনটা কাঠের সেতু পেরিয়ে গেল, নিরাকার অনির্দিষ্ট রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল একসময়। সামনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না, পিছনে হ্যাট র‍্যাঞ্চ হাউসের আলো ক্রমে ম্লান আর ছোট হয়ে আসছে।

প্রায় দুই ঘণ্টা পর, ভোর সোয়া পাঁচটার দিকে জিম মেসের র‍্যাঞ্চ হাউসের অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ল সামনে। আসার পথে একটা কথাও হয়নি, এমন ভুতুড়ে নীরব রাইডিঙের অভিজ্ঞতা কারোই নেই। কিন্তু নেহাত বাধ্য হয়ে নীরব থাকছে ওরা। বেনের কড়া নির্দেশ। নিজেদের উপস্থিতি বা তৎপরতা কাউকে জানতে দিতে নারাজ।

সামনে এক রাইডারকে দেখা গেল। দ্রুত এগিয়ে এল সে, কাছাকাছি এসে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জানতে চাইল: 'বেন?'

'হ্যাঁ।'

জিম মেসের ছোট্ট আঙিনা ভরে গেছে লোকজনে। স্যাডলে অপেক্ষায় আছে সবাই। একটু দূরে ভিড়ের কিনারে সিগারেট ধরাল কেউ, জ্বলন্ত আগুন স্পষ্ট চোখে পড়ছে। 'ওটা নিভিয়ে ফেলো!' কড়া স্বরে ধমকে উঠল একজন।

নিজের লোকদের ছেড়ে বাড়ির দিকে 'এগিয়ে গেল বেন, খেয়াল করল শেড ও পর্দা নামিয়ে দিয়েছে মেস, জানালার কিনারা দিয়ে ভিতরের আলো যাতে চোখে না-পড়ে।

ভিতরে ঢুকে পিছনে দরজা বন্ধ করে দিল বেন। দেখল ওর জন্য অপেক্ষায় রয়েছে জর্জ পিয়েট, টেরেন্স এলগার আর লিউ ওয়াল্টন। একটু পিছনে দাঁড়িয়ে আছে জিম মেস। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালানো হয়নি, লণ্ঠনের আলো ম্লান লাগছে; ভারী কোট শীত ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট নয় বলে সবাইকে জড়সড় এবং ঠাণ্ডায় কাবু মনে হচ্ছে। তবে শুধু ঠাণ্ডাই নয়, বরং জড়সড় হওয়ার বড় কারণ নিকট ভবিষ্যৎ-যে-কাজে যাচ্ছে, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা কাবু করে ফেলেছে প্রতিটি লোককে।

সরু দেখাচ্ছে টেরেন্স এলগারের চোখজোড়া, কী এক আভায় জ্বলজ্বল করছে। লিউ ওয়াল্টনের মুখে কোন পরিবর্তন নেই। আনমনে মাথা নাড়ল জর্জ পিয়েট, উপলব্ধি করছে আজকের রাতটা কারও কারও জন্য জীবনের শেষ রাত হয়ে যেতে পারে।

'ক'জন এনেছ, বেন?' জানতে চাইল এলগার।

'আমাকে নিয়ে বারোজন।'

'সব মিলিয়ে বত্রিশ হলো। যথেষ্ট। রাইলির ক্রুদের নিয়ে রানিং-এমের লোক বিশজন হবে, যদি না এর মধ্যে নতুন লোক ভাড়া করে থাকে।'

'উইল কোথায়?'

'ওকে তো দেখিনি।'

'আজকের আয়োজন সম্পর্কে জানে ও। শিগ্‌গিরই এসে পড়বে নিশ্চই।'

'উঁহুঁ, ওর জন্য অপেক্ষা করব না,' বলল বেন। 'ঘণ্টা খানেক পর দিনের আলো ফুটবে।'

'এটা শুধুই তোমার মতামত,' বিড়বিড় করল এলগার।

'জর্জ, লিউ আর তোমার ছেলেদের নিয়ে চলে যাও...র‍্যাম্পার্টের ট্রেইল ধরে ক্যানিয়নে যাবে। এমনভাবে অবস্থান নেবে যাতে রানিং-এম থেকে কোন লোক রাইলির ক্যাম্পে যেতে না পারে। এলগার আর আমি সামনে থেকে রানিং-এমে যাব। সম্ভবত এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়।'

'আমি কী করব?' জানতে চাইল জিম মেস।

'এখানে থাকবে। লরি আছে এখানে-ঘণ্টা দুয়েক পর কী ঘটবে, কেউই বলতে পারে না।'



নীরবতা নেমে এল, কামরার তাপমাত্রা যেন আরও কমে যাচ্ছে। 'চলো, যাত্রা করি,' আহ্বান করল বেন।

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নিতে চাই আমি,' সোজাসাপ্টা বলল লিউ ওয়াল্টন। 'আজকের অভিযানের চরম সীমা কী?'

সবার মনের প্রশ্ন এটা, আগেই বুঝতে পেরেছে বেন। কেউ মাথা থেকে সরাতে পারছে না চিন্তাটা। কিছুটা হলেও বিস্মিত হয়েছে ও, কারণ ভেন্স সাটলারের প্রতি ওদের অনুভূতি কেমন, জানা আছে ওর। মনস্থির করে ফেলেছে সবাই, সেক্ষেত্রে প্রশ্নটা অবান্তর।

'জঞ্জাল পরিষ্কার করতে যাচ্ছি আমরা,' বলল বেন। 'জঞ্জাল কীভাবে পরিষ্কার করা হয়? এটাই তো জানতে চাইছিলে, তাই না? সাটলার, রাইলি আর বুনকে চাই আমি। অন্য কেউ যদি পালিয়ে যেতে পারে, সেটা ওদের সৌভাগ্য। এমনিতে কাউকে ছেড়ে দেব না আমরা, কষ্ট করে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ওদের। পরিষ্কার?'

'কাউকে কোন বাছ-বিচার করা হবে না?' তাগাদার সুরে জানতে চাইল ওয়াল্টন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকে দেখল বেন। কেন জানে না, খটকা লাগছে ওর: মনে হচ্ছে এ-ব্যাপারটা অন্যরকম। জানে না ও, কিন্তু ওর মতামত জেনে নিতে চাইছে সবাই। তিনজন মানুষ যেভাবে ওর দিকে তাকিয়ে আছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওর উত্তর শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

'না,' বিড়বিড় করল বেন। 'কোন বাছ-বিচার নেই।'

'আমার মনে হয়,' বেনের সঙ্গে চোখাচোখি এড়িয়ে গেল এলগার। 'যাত্রা করা উচিত।'

'রিম ধরে গেলে বেশি পথ পাড়ি দিতে হবে,' বলল বেন। 'জর্জকে দশ মিনিট সময় দেব আমরা।'

লণ্ঠনের সলতে নামিয়ে দিল জিম মেস, আধো-অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। দরজা মেলে বেরিয়ে এল বেন, ওকে অনুসরণ করল অন্যরা। আঙিনায় পা রাখল। পিয়েট আর ওয়াল্টন নিজের লোকদের ডাকছে, এদিকে স্যাডলে চড়ল বেন, দেখল একজনের পিছনে আরেকজন সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে ক্রিসেন্ট এবং ব্লক-টি রাইডাররা। একটু পর র‍্যাম্পার্টের ট্রেইল ধরল ওরা, অন্ধকারে মিশে গেল পনেরোজনের অবয়ব।

হ্যাট আর ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফের রাইডাররা জমায়েত হয়েছে বেনের চারপাশে। ঠাণ্ডার অত্যাচার থেকে বাঁচতে মুখ নিচু করে রেখেছে, কেউ কিছু বলছে না। ভোরের উন্মেষে রানিং-এমে যাওয়ার পর কী ঘটবে,

উদ্বিগ্ন মনে ভাবছে সবাই। সবার ভাবনার প্রভাব নিজের মধ্যে উপলব্ধি করছে বেন, যেন মিলিত ইচ্ছে ভারী বোঝার মত কাঁধে চেপে বসেছে; এমনকী ওর মনও তিক্ত এই রাত, হিম ঠাণ্ডা আর কর্তব্য এড়াতে চাইছে। অদ্ভুত সব স্মৃতি জমা হয়েছে মস্তিষ্কে, উজ্জ্বল ও পরিষ্কার ছবির মত প্রতিটিই ধরা দিচ্ছে চোখের সামনে–রাউন্ড আপের ক্যাম্পে ব্যস্ততা; জো মর্টনের সেলুনে বারের কাছে ভিড় করা তৃষ্ণার্ত মানুষের অলস নিচু আলাপ; হ্যানি, ক্রগলে আর জ্যাকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর মধুর স্মৃতি, মামুলি ঘটনায় বেদম হাসত ওরা; চেয়ারে বসে জানালা-পথে টিমথি ব্রিসবিনের উদাস দৃষ্টি; সামনে দাঁড়ানো ডরোথি ব্রিসবিনের কমনীয় মূর্তি বা চোখের চাহনি–যেখানে এমন এক আবেদন রয়েছে, যা চেষ্টা করেও পড়তে সক্ষম হয়নি।

'দশ মিনিট হয়ে গেছে,' ঘোষণা করল এলগার।

ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল বেন, ওর পাশে চলে এল ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ মালিক। দুই বাথানের ক্রুরা একসারিতে অনুসরণ করল ওদের। ঘোড়াকে হাঁটিয়ে আঙিনা থেকে বেরিয়ে এল ওরা, তারপর গাছপালার আড়াল ব্যবহার করে এগোল। ডানে র‍্যাম্পার্টের নিচু পাহাড়সারি। বাতাস পিঠে ধাক্কা মারছে, কানে গর্জন তুলছে আর আলগা তুষারের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে। দুলকি চালে এগোচ্ছে ঘোড়াগুলো।

চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, পরিবেশ হিম ঠাণ্ডা। বেনের ভিতরটাও ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। ঠিক এখন–নিজেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, করুণ একটা ছবি ফুটে উঠল–জীবনে কখনও এত অসহায় এবং নিরূপায় মনে হয়নি নিজেকে। টিমথি ব্রিসবিন বলেছিল জাত লড়াকু মানুষ ও। বিচক্ষণ একজন মানুষের প্রশংসা বলে ধরে নিয়েছিল বেন, কিন্তু কথাটার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারছে এখন; যতটুকু বলেছে তারচেয়ে অনেক বেশি অব্যক্ত রেখে দিয়েছিল বুড়ো। শুধু লড়াকু মনোভাবই নয়, বরং ওর খুনে স্পৃহার দিকেও ইঙ্গিত করেছিল টিম ব্রিসবিন। ঠিক এ-কারণে এলগার এবং ওয়াল্টন চাইছে ও-ই নেতৃত্ব দিক। ওকে বিশ্বাস করে তারা, কারণ বেন সৎ, কিন্তু নির্ধারিত এক নিয়তির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছে ওকে–সাটলার বা রাইলির মুখোমুখি নিয়ে গেছে। ওদের ধারণায় বেন ঠাণ্ডা মাথার ধীর-স্থির একজন খুনী। দক্ষ খুনী। সব দায়িত্ব ওর কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে তারা, কোন দায় নিজেরা নেয়নি বা নেবেও না।

মনটা তিক্ত হয়ে উঠল বেনের, অন্তস্তলের গভীরে ডুব দিল ও। ফেলে আসা জীবনের বহু স্মৃতি মনে পড়ল, স্বপ্ন বা আকাঙ্ক্ষাগুলো জেগে উঠল



এবং সবশেষে···আবারও মানসপটে ভেসে উঠল ডরোথি ব্রিসবিনের হাস্যোজ্জ্বল মুখ–হাসছে, কিন্তু মনের ভাবনা সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে; বেন কঠিন চরিত্রের নিষ্ঠুর মানুষ, কথাটা বলতে দ্বিধা করে এসেছে বরাবর। জ্যাক ভার্ডনের আমুদে স্বভাব আর হাসি-খুশি আয়েশী জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

এখানেই ওর ভাবনার সমাপ্তি। ভাবনা বরাবরই অন্ধকূপে ফেলে দেয় ওকে। পুবাকাশে ভোরের আলো ফুটতে দেখে মনের দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিল বেন।

'চলে এসেছি,' নিচু স্বরে বলল ওয়াল্টন। 'আলো নেই কোথাও।'

সামনে গ্র্যানিট ক্যানিয়নের মুখ। বাতাসে তাড়িয়ে নেওয়া তুষারের পর্দা ছাড়িয়ে অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে রানিং-এম হেডকোয়ার্টার। সরাসরি বাড়ির দিকে এগোল বেন, পিছনের রাইডাররা কোন নির্দেশ ছাড়াই পাশাপাশি এক সারিতে দাঁড়িয়ে পড়ল, ভারী তুষারের কারণে ঘোড়ার খুরের শব্দ চাপা পড়ে গেছে। রানিং-এম র‍্যাঞ্চ হাউস স্পষ্ট ও জমকাল দেখাচ্ছে এখন।

'বিপদ জেনেই এসেছি এখানে,' মন্তব্য করল টেরেন্স এলগার।

আঙিনায় এসে থামল ওরা। 'বাড়ি আর বাঙ্কহাউসের দেয়াল বরাবর ছড়িয়ে পড়ো সবাই,' নির্দেশ দিল বেন।

স্যাডল ছেড়ে দ্রুত পায়ে এগোল ও। পাশ থেকে সরে গেছে এলগার, তবে ক্রগলে রয়েছে। বাড়ির আনাচে-কানাচে অবস্থান নিচ্ছে লোকজন, চারপাশে ছায়ার নড়াচড়া। 'এবার কাজ সেরে ফেলা যাক,' বলে সরাসরি পোর্চের দিকে এগোল বেন। দরজার সামনে এসে কবাটে ঠেলা দিল। আটকানো ছিল না বলে খুলে গেল, বাতাসের ধাক্কায় দেয়ালের সঙ্গে বাড়ি খেল কবাট দুটো। চট করে একপাশে সরে গেছে বেন, ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে শব্দটার প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। ভিতর থেকে তাপ বেরিয়ে আসছে, ঝড়ো বাতাসের ঝাপ্টায় ফায়ারপ্লেস থেকে উড়ে আসছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ আর ছোট ছোট কয়লা।

বাঙ্কহাউস থেকে দৌড়ে এল কেউ। পোর্চে উঠে এল বুটের শব্দ, দীর্ঘ নীরবতার মধ্যে শব্দটা তীক্ষ্ণ শোনাল কানে। 'থামো!' জরুরি কণ্ঠে বলল কেউ। 'বাঙ্কহাউসে কেউ নেই!'

কামরায় পা রাখল বেন। ওর পিছু নিয়ে ঢুকে পড়ল ক্রগলে, একে একে অন্যরাও ঢুকল। উত্তেজিত এবং অধৈর্য বোধ করছে। এমন উদ্বিগ্ন অপেক্ষা করতে কারোই ভাল লাগার কথা নয়। কামরা পেরিয়ে গেল বেন,

বাড়ির লে-আউট মনে করার চেষ্টা করছে। লিভিংরুমের পিছনে রান্নাঘর, আর মূল কামরার কাছে দুটো বেডরুম রয়েছে। দোতলা বা সিঁড়ি নেই। একটা বেডরুমের সামনে এসে বেন দেখল ওটার দরজা খোলা, মনে হলো বিছানায় কেউ শুয়ে আছে। পিস্তল তুলল ও, বলল: 'সাটলার?'

জবাব এল না। অন্ধকারে দৃষ্টি মানিয়ে নিতে বিছানায় দুটো বালিশের কাঠামো স্পষ্ট হলো। দরজার চৌকাঠের সঙ্গে শরীর মিশিয়ে দাঁড়াল ও, এক লাফে ভিতরে ঢুকে পড়ল। লম্বা তিন কদম ফেলে বিছানার কাছে চলে এল, হাত বাড়িয়ে বালিশ দুটো সরিয়ে দিল। আয়োজনটা তড়িঘড়ি হলেও সফল হয়েছে—ভাঁওতা দিতে সক্ষম হয়েছে ওদের, দেখে মনে হয়েছে একজন লোক শুয়ে আছে।

'এখানেও নেই কেউ,' পাশের বেডরুম থেকে জানাল লুইস ক্রগলে।

পোর্চ ধরে ছোটাছুটি করছে লোকজন, পিছনের শেডে তালাশ করে এসেছে।

'বেন?' সামনের দরজার কাছ থেকে ডাকল এলগার।

লিভিংরুমে ফিরে এল বেন, দেখল সমস্ত ক্রু জমায়েত হয়েছে এখানে। অস্থিরভাবে মেঝেয় বুট ঘষছে কেউ কেউ, অসন্তুষ্ট এবং খিটখিটে হয়ে উঠেছে।

'এখানে নেই ওরা,' বলল এলগার।

'বার্ন খুঁজেছ?'

'পুরো কোয়ার্টারই শূন্য। একটা মাছিও নেই।'

'আমাদের সঙ্গে বেঈমানি করেছে কেউ!' তীব্র খিস্তি আওড়াল একজন।

ঘুরে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে গেল বেন। কাঠের একটা বাক্সের সঙ্গে বুটের সংঘর্ষ হলো, ঝুঁকে ঢাকনা খুলে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল ও। এক তাড়া কাগজের স্পর্শ পেল। পিস্তল হোলস্টারে রেখে কাগজগুলো তুলে নিল বেন।

'এবার কী?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল এলগার।

কাগজগুলো দলা পাকিয়ে ফায়ারপ্লেসে ঢুকিয়ে দিল বেন। হঠাৎ একটা জানালা ভেঙে ফেলল কেউ। কাগজে আগুন ধরে গেছে। বাক্সটা তুলে নিয়ে কামরার এক কোণে সরে এল ও, গায়ের জোরে মেঝেয় আছড়ে ফেলল ওটা। ফায়ারপ্লেসের আগুন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ক্ষণিকের জন্য স্পষ্ট হয়ে উঠল অপেক্ষমাণ প্রতিটি মুখ। 'আগুন ধরবে না ওটায়!' তপ্ত স্বরে বলল একজন, ছুটে বেরিয়ে গেল সে।



কিন্তু আগুনে পুড়ে গেছে কাগজটা, পোড়া কাগজ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে।

'কেউ একজন বেঈমানি করেছে!' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল টেরেন্স এলগার।

'লম্বা কান আছে সাটলারের,' সোজাসাপ্টা বলল বেন। 'সবসময়ই ছিল।'

'এখানে যখন পাওয়া যায়নি, রাইলির কেবিনেও কাউকে পাওয়া যাবে না।'

'কিন্তু পালিয়ে বেশিদূর যাবে না।'

'ব্যাপারটা বেশি সহজভাবে নিয়েছ তুমি,' অসন্তুষ্ট স্বরে বলল এলগার, ক্রমে খেপে যাচ্ছে।

'অনেক সময় আছে আমাদের হাতে,' শান্ত স্বরে জবাব দিল বেন। 'জেস সাটলারকে চিনি আমি। আর যাই হোক, বেসিন থেকে পালাবে না সে।'

'আমাদের এক চোট দেখিয়ে দিয়েছে হারামজাদা!'

এবার ধৈর্য হারিয়ে ফেলল বেন। 'কী আশা করেছ, টেরেন্স? গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে এসেছ এখানে? তুমি বরং মন ঠিক করে নাও, হয়তো কয়েকটা শূন্য স্যাডল নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হতে পারে।'

ছুটে লিভিংরুমে ঢুকল একজন। 'বার্ন থেকে কিছু খড় নিয়ে এসেছি,' জানাল সে, কোণে খড় রেখে দেয়াশলাই জ্বালিয়ে আগুন ধরাল। চট করে হলুদ শিখা গ্রাস করল খড়ের ছোটখাট স্তূপটাকে।

'ক্যানিয়নে যাব আমরা...' বলতে শুরু করেও নিজেকে নিরস্ত করে নিল বেন, ঘুরেই দরজার উদ্দেশে ছুটল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল যারা, ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল তাদের। দূরে ক্যানিয়নের ওদিক থেকে মুহুর্মুহু গুলির শব্দ ভেসে আসছে—ঝড়ো বাতাসের কারণে কাঁপা কাঁপা শোনাল শব্দগুলো।

দৌড়ের মধ্যে স্যাডলে চড়ল বেন। হুড়মুড় করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্যরা, চটজলদি যার যার ঘোড়ায় চড়ছে। 'এক মিনিট দাঁড়াও, বেন!' ক্রগলের চিৎকার কানে এল ওর, কিন্তু একমুহূর্তও দেরি করল না বেন, বাঁক নিয়ে ক্যানিয়নের উদ্দেশে ছুটল।

মাত্র সিকি মাইল দূরে ক্যানিয়নের তলায় নেমে গেছে র‍্যাম্পার্টের ট্রেইল, জর্জ পিয়েট আর ওয়াল্টনের ওদিকে থাকার কথা। গোলাগুলির শব্দ ঠিক ওখান থেকে আসছে।

আরও একবার একসঙ্গে গর্জে উঠেছে কয়েকটা রাইফেল, তারপর একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেছে। নীরবতা জমাট বাঁধছে। কুয়াশা আর

তুষারের কারণে ম্লান দেখাচ্ছে দিনের আলো, ক্যানিয়নের দেয়ালের গাঢ় ছায়া আরও ঘোলাটে করে তুলেছে। ঘন তুষার জমেছে এদিকে, ছুটতে বেশ সমস্যা হচ্ছে ঘোড়াটার, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না বেন। ক্যানিয়নের তলা থেকে ছুটে এল একটা কাঠামো, ওকে দেখে থমকে দাঁড়াল। চিৎকার করল লোকটা।

'মেক্সটন! ওরা সবাই ক্যানিয়নে জড়ো হয়েছে!'

গতি কমিয়ে লোকটার পাশে চলে এল বেন, পেরিয়ে গেল তাকে। জর্জ পিয়েটের চড়া কণ্ঠ শুনতে পেল, চড়া কিন্তু অনুত্তেজিত; মিনিট খানেক পর পিয়েটের দলকে দেখতে পেল সামনে। একসঙ্গে জড়ো হয়েছে ওরা, কেউ কেউ হাঁটু গেড়ে বসে পজিশন নিয়েছে। দেয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালাল কেউ, একটু পর নিভে গেল, কিন্তু ক্ষণিকের আলোয় একজনকে পড়ে থাকতে দেখতে পেয়েছে বেন, পড়ে থাকার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে লোকটা মৃত।

'পড়ল কে?' জানতে চাইল পিয়েট।

'হ্যারি ট্রেন্ড,' হাঁটু গেড়ে থাকা দলের ভিতর থেকে জবাব দিল লিউ ওয়াল্টন।

'হ্যারি? তুমি ঠিক আছ?'

বেনের দল চলে আসছে। হ্যারি ট্রেন্ডের জবাব শোনার অপেক্ষায় থাকল বেন, অন্যরাও অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোন উত্তর এল না। একটু পর উঠে দাঁড়াল লিউ ওয়াল্টন। অন্যদের ছাড়িয়ে ঘোড়াটাকে এগিয়ে নিয়ে গেল বেন। 'এসো...এসো সবাই,' বলে আগে আগে এগোল ও।

পিয়েটের দল চলাফেরা করায় তুষারের স্তূপ ভেঙে-চুরে গেছে এখানে। ছুটতে সমস্যা হলো না বেনের। ওর ঠিক পিছনে রয়েছে জর্জ পিয়েট, দারুণ শান্ত শোনাল তার কণ্ঠ: 'ওরা যখন নীচে নামছিল, তখনই গুলি শুরু করেছি। সম্ভবত র‍্যানি-এমে গিয়ে সাটলারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ধান্ধা ছিল ওদের। এখন নিশ্চই রাইলির কেবিনে জড়ো হয়েছে। আলো কমে যাচ্ছে, আমাদের জন্য সমস্যাই হলো। বেন, তোমার জায়গায় থাকলে এখান থেকে আরেকটু ধীরে-সুস্থে এগোতাম আমি।'

'শুধু রাইলির লোক নয়, পুরো দলের উপর চড়াও হয়েছিলে তুমি। র‍্যাঞ্চ থেকে ভেগে গিয়ে এখানে চলে এসেছে সাটলার।'

'খোদা আমাদের সহায় হোন!' প্রার্থনা করল পিয়েট। 'মহা বিপদে পড়ে গেলাম! বাজি ধরে বলতে পারি আমাদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে ওরা।'



পদাঘাতে পতিত তুষারের উপর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। বেনকে ছাড়িয়ে গেল জর্জ পিয়েট, অন্যরাও পিছিয়ে নেই। পাহাড় থেকে আসা ঝড়ো বাতাসে উড়ন্ত তুষার পড়ছে ওদের উপর, বাঁক ঘুরতে দূরে ইন্ডিয়ান রাইলির আলোকিত কেবিন চোখে পড়ল। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল বেন, আবছা অন্ধকারে ডুবে থাকা সামনের জমি খুঁটিয়ে দেখল, তুষারের পাতলা পর্দার কারণে কোন কিছুই স্পষ্ট ঠাহর করা যাচ্ছে না। দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ছে অন্যরা, দীর্ঘ পথ ছুটে আসায় একটু হাঁপাচ্ছে।

'প্রতিরোধ গড়বে ওরা,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ফ্রগলে।

'একবার ওই কেবিনে গিয়েছিলাম,' জানাল জর্জ পিয়েট। 'দেয়ালগুলো এক বা দুই ইঞ্চি পুরু, তার উপর কাগজের আস্তর। বুলেট ঠিক দেয়াল ফুটো করে ভিতরে ঢুকে যাবে।'

'রাইফেল বের করে তৈরি হও সবাই,' স্যাডল ত্যাগ করার সময় বলল বেন। 'বাকি পথ হেঁটে যাব আমরা। ডিমস, ক্রাস্টিকে নিয়ে ঘোড়ার কাছে থাকবে তুমি।' স্যাডল বুট থেকে উইনচেস্টার বের করে হাতে নিল ও।

'ওই বাতিগুলো দেখে একটুও ভাল লাগছে না আমার,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল এলগার। 'ফাঁদ নয়তো?'

'কেবিন ঘিরে ফেলব আমরা,' ঘোষণা করল বেন। 'এসো।' আগে আগে এগোল ও, তিনশো গজ দূরে থাকতে কেবিনের স্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ল। তুষার স্তূপের আড়ালে অবস্থান নিচ্ছে সবাই, বড়সড় একটা বৃত্ত তৈরি করবে নিজেদের মধ্যে। কেবিনে প্রতিটি জানালায় আলো দেখা যাচ্ছে।

একেবারে শেষ বাড়িটার কোণ ঘুরে ফিরে আসছে, বৃত্তটা পুরো হবে, এ-সময় দূরে চাপা একটা কণ্ঠ শোনা গেল, পরপরই একসঙ্গে নিভে গেল কেবিনের সব আলো।

দ্রুত পা চালাল বেন, 'এগিয়ে যাও!' নির্দেশ দিল ওর বাহিনীকে। উইনচেস্টার তুলে কাছাকাছি বাড়ির দেয়াল বরাবর ট্রিগার টিপে দিল। ঝড়ো বাতাসে কেঁপে গেল রাইফেলের শব্দ, পরপরই প্রায় একসঙ্গে গর্জে উঠল সবার অস্ত্র। লাইনের একেবারে শেষে রয়েছে টেরেন্স এলগার, অস্ত্রের গর্জন ছাপিয়ে উঠল তার চড়া কণ্ঠ: 'চালাও গুলি!'

চিৎকারে নতুন করে উৎসাহ পেল যেন ওরা, বেনের কাছ থেকে বাড়ির পিছন দিকে সরে গেল সবাই। দেখল বাড়ির দিকে ঝেড়ে দৌড় লাগিয়েছে, তুষারের পর্দার কারণে একটু পর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল।

জানালায় আলোর ঝিলিক, মুহুর্মুহু গর্জে উঠছে একটা পিস্তল। তুমুল গুলিবর্ষণের শব্দে আলাদা করতে ব্যর্থ হলো বেন, তবে কানের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া তপ্ত সীসার শিহরণ জাগানো অস্তিত্ব স্পষ্ট টের পেল।

সংবিৎ ফিরে পেয়ে চট করে নিচু হয়ে গেল বেন। কোমর সমান উঁচু তুষার ঠেলে রাস্তায় পৌঁছল, এক দৌড়ে জানালার লাইন-অব-ফায়ার থেকে সরে গেল। শ্যাক থেকে দশ গজ দূরে থাকতে মার্কসম্যানের সঠিক অবস্থান স্পষ্ট করতে সক্ষম হলো বেন। ফের গর্জে উঠল লোকটার রাইফেল, গুলির গর্জনে মনে হলো যেন পুরো শ্যাকই কাঁপছে। আগুনের ঝলক ছুটে এল ওর দিকে, কমলা রঙের বিশাল একটা জিহ্বা যেন। তৎক্ষণাৎ ঝাঁপ দিল বেন, শ্যাকের দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল দেহ। উপুড় হয়ে পড়ে থাকল ও, পিস্তল তুলে কোনাকুনি নিশানা করল, জানালা বরাবর একটা বুলেট পাঠিয়ে দিল। তারপর উঠেই দৌড়ে চলে এল শ্যাকের কোণে, পার্শ্বদেয়াল হয়ে সামনে চলে এল। একেবারে সময়মত, কারণ খোলা দরজা দিয়ে অস্পষ্ট একটা কাঠামোকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। ফাঁসে যেন পা বেধে গেল লোকটার, হোঁচট খেয়ে পড়ে কয়েক গড়ান খেল গড়ানো বলের মত, তারপর এক লাফে সিধে হয়ে ছুটতে শুরু করল। তড়িঘড়ি গুলি করলেও মিস্ করল বেন। ফের গুলি করার আগেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকটা।

যেখানে ছিল, সেখানেই পড়ে থাকল ও, এই ফুরসতে বিশ্রাম নিচ্ছে, শব্দ শুনে বুঝল কেউ একজন শ্যাকের দরজার নীচ দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, চুপিসারে বেরিয়ে আসবে।

কোয়ার্টারের শেষ প্রান্তে তুমুল লড়াই চলছে, মুহুর্মুহু গুলি করছে দুই পক্ষ। বাড়ি থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলো। বিক্ষিপ্ত গুলি এসে বিঁধছে মাঝের বাড়ির দেয়ালে, ড্রামের শব্দের মত প্রতিধ্বনি তৈরি করছে। কাছাকাছি শ্যাকের ভিতরের লোকটা তৎপর হয়ে উঠল আবার, বুটের খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। পায়ের ভর বদল করল বেন, দরজার অস্পষ্ট গাঢ় কাঠামো দেখতে পেল; তারপর এক দৌড়ে ঢুকে পড়ল।

'কে?' চিৎকার করল এক লোক। উত্তর না-পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল। বদ্ধ কামরায় তীক্ষ্ণ শোনাল পিস্তলের শব্দ, গান পাউডারের কটু গন্ধ আর আগুনের ঝলক ধাঁধিয়ে দিল বেনের চোখ। আধ-পাক ঘুরেই গুলি করল ও, ঝটিতি লাফিয়ে সরে গেল এক পাশে। লোকটার পতনের শব্দ শুনতে পেল, পড়ার সময় একটা চেয়ারের উপর পড়েছে সে।



কোয়ার্টারের অন্য অংশে থেকে বেরিয়ে আসছে লোকজন। গোলাগুলি আগের চেয়ে কমে গেছে, শ্যাকের বোর্ডের বাধা উপেক্ষা করে দিব্যি গুলি চালিয়ে যাচ্ছে দুই পক্ষ; শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন এক-তা কাগজে টোকা মারার তীক্ষ্ণ আওয়াজ। হাঁটু গেড়ে মেঝেয় বসে পড়ল বেন, হামাগুড়ি দিয়ে এগোল দরজার দিকে। চারপাশে ঘোড়া আর মানুষকে ছোটাছুটি করতে দেখতে পেল। এলগারের দলের আক্রমণের তোড়ে শ্যাক থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে সটলারের লোকজন, পালানোর পথ খুঁজছে। চড়া একটা কণ্ঠ কোলাহল ছাপিয়ে উঠল: 'যুদ্ধ···একসঙ্গে থাকো সবাই! যুদ্ধ!'

লোকটা ইন্ডিয়ান রাইলি।

হাঁটুয় ভর দিয়ে বসল বেন, কাঁধে উইনচেস্টার ঠেকাল। ঘোড়ার উদ্দেশে ছুটছে সটলারের লোকেরা, প্রতিটা অবয়ব ছায়াময় হলেও পয়েন্ট-ব্ল্যাংক-রেঞ্জ। ধীরে-সুস্থে গুলি করল বেন। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল লোকগুলোর মধ্যে, আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে। অন্তত দু'জন আহত হয়েছে। একটা ঘোড়া ছুটে গেল, এদিকে জানের ভয়ে ছুটছে রাইডাররা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এক লোক।

বাড়ির সামনের দিক থেকে মুহুর্মুহু গর্জে উঠল একটা অস্ত্র, শোরগোল আর ব্যস্ততার কারণে দ্বিধাম্বিত হয়ে উঠেছে। এক লাইনে ছুটছে সবাই, উদ্দেশ্য ইয়েলো হিল্স। টানা গুলি করে গেল বেন, শূন্য চেম্বারে হ্যামারের বাড়ি পড়তে তবে থামল।

আগে বাড়ল বেনের সঙ্গীরা। চিৎকার করে প্রথমে বেনকে ডাকল টেরেন্স এলগার, তারপর ঘোড়া নিয়ে আসার নির্দেশ দিল ডিমস বেনেটকে।

'গুলি থামাও সবাই,' চেঁচাল বেন, শ্যাক থেকে বেরিয়ে এল। পায়ে কী যেন বাধল, গুঙিয়ে উঠল কেউ।

প্রতিটি শ্যাকে তল্লাশি চালাচ্ছে পাসি বাহিনী। হাঁটু গেড়ে বসে দেয়াশলাইয়ের খোঁজে পকেট হাতড়াল বেন। পড়ে থাকা লোকটা ক্ষীণ স্বরে বলল কী যেন। কাঠি বের করে ধরাল ও, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ক্রুগলে আর এলগারের দিকে এগিয়ে গেল। অস্পষ্ট আলোয় বেনের মুখ পরিষ্কার দেখা না-যাওয়া পর্যন্ত এগিয়ে এল ক্রুগলে, কর্কশ স্বরে জানতে চাইল: 'কোন্ চুলোয় ছিলে তুমি?'

ঘোড়া নিয়ে এসেছে বেনেট। এদিকে শ্যাক থেকে বেরিয়ে আসছে

পাসি বাহিনী, গোলাগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা শ্যাকের ভিতর লণ্ঠন জ্বালিয়েছে কেউ। অন্যরা ভিড় করেছে এক জায়গায়, বেনের নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

'ভাগ্যের নিকুচি করি!' বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল এলগার।

'সবগুলোয় আগুন লাগিয়ে দাও,' নির্দেশ দিল বেন। দাঁড়িয়ে থাকল ও, মনে মনে ইয়েলো হিলসের দিকে চলে যাওয়া বিভিন্ন ট্রেইলের কথা ভাবছে। অন্তত দশটা ট্রেইল রয়েছে, একটার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে আরেকটার; মূল পথটা পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে রিজার্ভেশনের দিকে চলে গেছে। উঁহু, ওই ট্রেইল ধরে যাবে না সাটলার। লোকটার নাড়ি-নক্ষত্র জানা আছে ওর। যতক্ষণ পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে আছে, পাহাড়ে আত্মগোপন করবে সাটলার; এমনকী দলটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও সবার পিছনে থাকবে সে, অবস্থা অনুকূল না-হলে বেরিয়ে আসবে না। দুনিয়ায় কাউকে ভরায় না সাটলার, কারও প্রতি দয়া বা মমতাও নেই তার।

'কী অবস্থা আমাদের?' জানতে চাইল বেন।

'তোমার কুক পায়ে গুলি খেয়েছে,' জানাল এলগার। 'বেশিরভাগ সময় অন্ধকারে ছিলাম আমরা, তাই কারও গায়ে গুলি লাগেনি।'

'ওকে ঘোড়ার কাছে থাকতে বলেছিলাম।'

'ও যে কুক, সেটা হয়তো ভুলে গিয়েছিল।'

'দুই...ডিমস আর জো-কে হজের সঙ্গে বাড়ি পাঠিয়ে দাও।'

শ্যাকের ভিতরে আলোর নড়াচড়া চোখে পড়ছে। বেনের সামনে থেকে চলে গেল ক্রগলে। ঘোড়ার কাছে দাঁড়ানো ডিমস বেনেট নিজের ভাগ্যকে গালাগাল করছে। পুবাকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠছে, চারপাশে ঘিরে থাকা সবার মুখ কিছুটা স্পষ্ট চোখে পড়ছে এখন।

'চলো, যাওয়া যাক,' বলল বেন।

'কোথায় যাব?' জানতে চাইল এলগার। 'এতক্ষণে পাহাড়ের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে ওরা। তুষারের স্তূপ ঠেলে যাওয়া যাবে না।'

'সেটা ওদের জন্যও কঠিন হবে।'

'কিন্তু ওরা তো ছড়িয়ে পড়বে।'

'যতক্ষণ অনুসরণ করার মত ছাপ চোখে পড়বে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধাওয়া করব আমরা। এখানে কেন এসেছি তা হলে?'

'বেশ, তুমিই যখন বস!'

ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল টেরেন্স এলগার। প্রায় প্রতিটি শ্যাকে আগুন ধরে গেছে, ক্রমে গ্রাস করছে দেয়াল আর ছাদ। ভাঙা জানালাগুলো



আলোকিত হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে জমায়েত হলো সবাই, স্যাডলে চড়ল। 'তোমরা যদি ক্লান্ত হয়ে গিয়ে থাকো, বাড়ি ফিরে যেতে পারো, কেউ না-গেলেও আমি একাই যাব,' বলে স্পার দাবাল বেন।

'একটু কষ্টই হবে,' বলল ওয়াল্টন।

কেউই বাড়ি ফিরতে রাজি নয়, বরং শিগগিরই বেনের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে ফেলল। ট্রেইলে সাটলারের দলের ট্র্যাক স্পষ্ট। যতটা সম্ভব দ্রুত এগোচ্ছে বেন। আধ ঘণ্টা পর, দিনের আলো তখন পুরোপুরি ফুটেছে, ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে উঁচু তৃণভূমিতে পৌঁছল ওরা; পাসের ট্রেইল ভাগ হয়ে গেছে এখানে। একটা রাস্তা চলে গেছে রিজার্ভেশনে, অন্যটা চেরোকির দিকে। বেন থামার পর এলগার, পিয়েট আর ওয়াল্টন পৌঁছল সেখানে; ট্র্যাক দেখে পরিস্থিতি অনুমান করতে কারোই সমস্যা হলো না।

'ভাগ হয়ে গেছে ওরা।'

'সাটলার কয়েকজন লোক হারিয়েছে। আমার ধারণা চেরোকির দিকে যাবে সাটলার।'

'কিন্তু কীভাবে জানবে যে রিজার্ভেশনের দিকে যাওয়া দলে সাটলার নেই?'

'আমারও তাই ধারণা,' একমত হলো জর্জ পিয়েট।

মোড় নিয়ে চেরোকি ট্রেইল ধরে এগোল ওরা। সাটলারের লোকসংখ্যা কমে গেছে বলে মূল ট্রেইলের চেয়ে ছাপের সংখ্যা কমে গেছে এখানে। মাইল খানেক এগোনোর পর পরিত্যক্ত একটা হ্যাট দেখতে পেল। স্যাডল ছেড়ে নামল বেন, বুটের আগা দিয়ে হ্যাটটা চিৎ করতে দেখতে পেল সুয়েটব্যান্ডে রক্ত লেগে আছে। ট্রেইলের পাশে এক জায়গায় নরম তুষারের উপর একটা ছাপ, কেউ বোধহয় স্যাডল থেকে পড়ে গিয়েছিল; পাশে চিহ্ন দেখে বোঝা গেল অন্য কারও সাহায্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল লোকটা, স্যাডলে চড়েছে আবার।

স্যাডলে চড়ে এগোল বেন। আঁকাবাঁকা ট্রেইলের দু'পাশে পাইনের ঘন সারি, অ্যাম্বুশের জন্য আদর্শ জায়গা। স্বভাবতই সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে ওরা, গতি কমে গেছে। গাছের আড়ালে থাকায় বাতাসের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাচ্ছে কিছুটা, কিন্তু তুষার পড়ার বিরাম নেই। ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আসছে পরিবেশ।

প্রায় সকাল নয়টার দিকে আবার থামল বেন। সাটলারের এক লোক ট্রেইলে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। মৃত।

'ও হচ্ছে ব্র্যাড লেন,' জানাল টেরেন্স এলগার। 'দুই বছর ধরে রানিং-

এমের হয়ে কাজ করেছে। খুব ভাল করে চিনতাম ওকে।'

ব্র্যাড লেনের পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে বোঝা যাচ্ছে মৃত্যুর পর সহানুভূতিবশত কেউ চোখ বন্ধ করে দিয়েছে, বাহু দুটোকে আড়াআড়িভাবে রেখেছে। চারপাশে ঘোড়ার খুরের ইতস্তত ছাপ, দেখে মনে হচ্ছে রহস্যময় কোন কারণে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল সাটলারের দলের মধ্যে, ঘোড়াগুলো অস্থিরভাবে তুষার মাড়িয়েছে।

'আবারও ভাগ হয়ে গেছে ওরা,' বলল এলগার। 'ছাপ দেখে মনে হচ্ছে বেশিরভাগ লোক দক্ষিণে রিজার্ভেশনের দিকে চলে গেছে।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো বেন, কিন্তু নাক বরাবর চেরোকির দিকে চলে যাওয়া ট্রেইলটা খুঁটিয়ে দেখল। রাস্তার উপর পড়ে থাকা তুষার প্রায় মসৃণ বলা চলে, এমন কোন চিহ্ন বা প্রমাণ নেই যাতে মনে হবে ওদিকে গেছে কেউ। সাটলারের দু'জন লোক মোড় নিয়ে টু ড্যাপের উদ্দেশে যাত্রা করেছে; কিন্তু অন্যরা রিজার্ভেশনের দিকে গেছে।

'বহু পুরানো অ্যাপাচি কৌশল,' বলল লিউ ওয়াল্টন। 'পরে আবার মিলিত হবে ওরা। আমরাও ওভাবে অনুসরণ করব। জায়গাটা বেশি দূরে নয়, একটু তাড়াতাড়ি যেতে পারলে...'

'লিউ, অর্ধেক লোক নিয়ে ওদিকে চলে যাও,' বলল বেন। 'বাকিরা আমার সঙ্গে চেরোকিতে যাবে। সেখানে যদি কিছু না-পাই, তা হলে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।'

'মনে হয় না চেরোকিতে থামবে ওরা।'

'যাই হোক,' মন্তব্য করল এলগার। 'নিজেরা ভাগাভাগি হয়ে সম্ভবত বোকামি করছি আমরা। সাটলার অসম্ভব ধূর্ত, যুদ্ধের সব কৌশলই জানে। কে জানে, ও হয়তো চাইছে ভাগ হয়ে যাই আমরা!'

মাথা নাড়ল বেন, সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। স্থির দৃষ্টিতে কয়েকটা সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল মৃত ব্র্যাড লেনের দিকে, আসল ঘটনা অনুমান করার প্রয়াস পেল, বুঝতে চেষ্টা করছে কেন লাশটা এখানে ফেলে গেছে সাটলার। কাজটা ইচ্ছে করে করেছে, ভিন্ন তাৎপর্য হতে পারে: কোন কারণে তাড়ার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল ওরা, নইলে সঙ্গীকে ফেলে যেত না। তা ছাড়া, চেরোকির দিকে চলে যাওয়া অবিকৃত ট্রেইলটাও অস্বাভাবিক।

ভেগ সাটলার কেমন মানুষ, এ-নিয়ে সামান্য অস্পষ্টতাও নেই বেনের মনে—শীর্ণদেহের ঘাটতি সে পুষিয়ে নিয়েছে চাতুর্য আর নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে। ঠাণ্ডা মাথার খুনী। বিচক্ষণ এবং কৌশলী। মরবে, তবু আত্মসমর্পণ করবে না। জিনিসটা তার ধাতে নেই। পালিয়েও যাবে না।



এমন মারমুখো মানুষ কমই হয়। যে-কোন ইন্ডিয়ানের মতই মনে ঘৃণা পুষে রাখে সে, দুর্দান্ত সাহস আর বেপরোয়া স্বভাব তাকে অ্যাপাচিদের চেয়েও ভয়ঙ্কর মানুষ হিসাবে কুখ্যাতি এনে দিয়েছে।

'উঁহু, পাহাড় ছেড়ে যাবে না ও,' সিদ্ধান্তে পৌঁছল বেন। 'যতক্ষণ আশা আছে, ততক্ষণ আশপাশে থাকবে সাটলার।' চেরোকি ট্রেইল ধরে এগোল ও।

দল থেকে ভাগ হয়ে দক্ষিণে এগোল লিউ ওয়াল্টন, অর্ধেক লোক তার পিছু নিল। অন্যরা আগের মতই বেনকে অনুসরণ করতে থাকল। ওদের সঙ্গে রয়েছে টেরেন্স এলগার, কিন্তু বেনের সিদ্ধান্ত যে পছন্দ হয়নি, থমথমে মুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

'বাজি রেখে বলতে পারি, একটা ফাঁদে পা দিচ্ছি!' বিড়বিড় করে ক্ষোভ প্রকাশ করল সে।

আবারও অভ্যাস ত্যাগ করে নীরবতা ভাঙল জর্জ পিয়েট। 'উঁহু, আমার মনে হচ্ছে বেন ঠিকই বলেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না বেনের গতি করতে পারছে, এই তল্লাট ছেড়ে যাবে না সাটলার।'

পরবর্তী আধ-ঘণ্টা বাঁকানো ঢালু পথ ধরে উঠতে থাকল ওরা, চেরোকির রাস্তার প্রান্তে পৌঁছল। বনের কিনারে থেমে খুঁটিয়ে তুষার জমে থাকা রাস্তা দেখল বেন। হোটেলের হিচিং রেইলে প্রায় আধ ডজন ঘোড়া, পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, বাহুর উপর আড়াআড়িভাবে রাইফেল রাখা, তুষারপাতের কারণে এত দূর থেকে চেনা যাচ্ছে না লোকটাকে।

'হোটেলে বসে খাচ্ছে ওরা,' বলল বেন। ঘুরে অন্যদের ইশারা করল। 'ঘুরপথে হোটেলের পিছনে চলে যাব আমরা।'

ফের মাথা নাড়ল এলগার, একমত হতে পারছে না।

ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ মালিকের অনীহা দেখে বিরক্তি অনুভব করল বেন, বলতে বাধ্য হলো: 'আমার ধারণা হোটেলে বুন আর রাইলির সঙ্গে রয়েছে সাটলার। দরকার হলে নরক উজাড় করব, কিন্তু ওদের চাই আমি। অন্যদের ব্যাপারে পরোয়া নেই আমার। চলো, টেরেন্স, ঘুরে হোটেলের পিছনে যাব আমরা।'

# আঠারো

ডেল সাটলার চলে যাওয়ার পর দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল জ্যাক ভার্ডন, কান পেতে বাতাসের শব্দ শুনল। বাতি নিভিয়ে দিয়েছে ও, ফায়ারপ্লেসের কোমল আভা সারা কামরায় ছড়িয়ে পড়েছে; তবে বেশ দূরে আছে জ্যাক। মনে সন্দেহ যে দরজা দিয়ে হয়তো কয়েকটা বুলেট পাঠিয়ে দেবে সাটলার। জ্যাক দিব্যি বুঝতে পারছে ওর উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে রানিং-এম ফোরম্যান, এবং সেক্ষেত্রে, এভাবেই সন্দেহের কাঁটা উপড়ে ফেলে সে।

ঝাড়া বিশ মিনিট এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল জ্যাক, তারপর বিক্ষিপ্ত ও উদ্বিগ্ন মনে কোণের বাঙ্কহাউসে গিয়ে শুয়ে পড়ল। ফায়ারপ্লেসে আগুনে কাঠ পোড়ার আচমকা শব্দে ধড়ফড় করে উঠে বসল, বুক কাঁপছে। কিছুক্ষণ ওভাবেই বসে থাকল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। বিছানা ছেড়ে দরজা বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়ল ও।

শরীরে এত ক্লান্তি, কিন্তু ঘুম আসছে না। এমনিতে অস্থির মানুষ, নানান চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, বারবার দুশ্চিন্তা তাড়া করছে ওকে। চোখের সামনে এক হাতের তালু মেলে ধরল জ্যাক, যেন মনে কাঁটা হয়ে বিঁধতে থাকা দুঃস্বপ্নকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে; একটু চড়া কণ্ঠে বলল: 'অত দুশ্চিন্তার কিছু নেই...সবই ঠিক হয়ে যাবে।' কণ্ঠটা অস্বাভাবিক শোনা গেল শুধু, স্বস্তি এল না মনে।

চোখে অন্ধকার দেখতে পাচ্ছে ও। ট্রেইলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে, সামনে পথ বন্ধ; এটা অবশ্য অনেক আগে থেকে জানত—জানত কোন একদিন সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে। অদৃষ্টে বিশ্বাসী জ্যাক ভাবত ভাগ্যের উপর যেহেতু কোন মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, অযথা সংযমী বা অদৃষ্টবাদী হয়ে লাভ নেই; তবে মনের অন্য একটা অংশ ওর স্খলন আর বিশৃঙ্খল জীবনের নানা তৎপরতার সমালোচনায় মুখর থাকত সবসময়। মাঝে মধ্যে নিজেকে সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত। বিশেষ করে পোকারে বিস্তর টাকা হেরে যাওয়ার পর। কখনও কখনও



মেয়েদের সঙ্গে একটু মাখামাখির পর, এবং বিশেষ করে বেন মেক্সটনের ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় নিজেকে শুধরে নেওয়ার ইচ্ছে জাগত। নিজের অবস্থানের জন্য লজ্জিত হত। তবে বাস্তবে কোন কাজ হয়নি, কারণ অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে থাকা খামখেয়ালিপনার কারণে ক্ষণিকের সদিচ্ছা খড়কুটোর মত উবে গেছে সবসময়। সততা বা আত্মশুদ্ধির বিপরীতে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা বা অসাধুতা জয়ী হয়েছে বরাবর।

নিজের তৈরি ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে আছে ও, হতাশা আর ভীতি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। নিজের প্রতি অনুভব করা ঘৃণা ওর ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে। অহঙ্কার বিসর্জন দেওয়া সম্ভব হয়নি বলেই খুন করেছে প্রিয় বন্ধু উইল হ্যানিকে। হ্যানির চোখের বিতৃষ্ণা বা অবজ্ঞা সহ্য হচ্ছিল না ওর, হ্যানি সবকিছু জানিয়ে দেবে বেনকে—চিন্তাটা অস্থির করে তুলেছিল ওকে। বন্ধুর পিঠে গুলি করতে তাই বাধেনি ওর, কারণ যে-কোন কিছুর বিনিময়ে বেনের কাছে বিশ্বস্ত থাকতে ইচ্ছুক জ্যাক, বেনের চোখে বিশ্বাসঘাতক হওয়ার চিন্তা কল্পনাও করতে পারে না।

কিন্তু জ্যাক এটাও জানে যে শিগগিরই তাই ঘটবে—সবকিছু জেনে যাবে বেন। যেভাবে হোক বেসিনের সমস্ত লোক ওর সম্পর্কে জেনে গেছে। জোরাও জানে। বেন যখন সাটলারের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোবে, পথে ষড়যন্ত্রের যত জালই বিছিয়ে থাকুক, ঠিক এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে বেন, এবং সত্যও জানতে পারবে।

সেক্ষেত্রে, আসন্ন লড়াই থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই ওর। কর্তব্য স্থির করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, যাতে ওর চামড়া বাঁচবে, অন্যদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফুরসতে সন্দেহ দূর করার সুযোগ পাবে। হ্যাটের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে ওর, বেনের সঙ্গে এতদিনের সুসম্পর্কও থাকবে না। সমস্ত এলাকায় আর কোন বন্ধু নেই ওর, প্রতিটি র‍্যাঞ্চে সবচেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত মানুষ হবে জ্যাক ভার্ডন। সাটলারের সঙ্গে অংশীদারী ব্যবসাও খতম হয়ে গেছে, যেহেতু ওর প্রতি বিষিয়ে উঠেছে রানিং-এম ফোরম্যানের মন, আর বাতাসে পাইকারী খুনোখুনির আভাস স্পষ্ট।

কোন পথই নেই সামনে, কেবল একটা ছাড়া—উইল হ্যানি পথটা বাতলে দিয়েছিল—স্যাডলে চেপে বেসিন ছেড়ে চলে যাওয়া।

চিন্তাটা মাথায় এলেও খামখেয়ালিপনা আর অহঙ্কার নিরস্ত করল ওকে। মনে পড়ল একসময় বেসিনের সর্বত্র যাতায়াত ছিল ওর, যেখানে

খুশি চলে যেত; অথচ এখন—যদি বেসিন ছেড়ে চলে যায়—জ্যাক ডার্ডনকে মানুষ মনে রাখবে ঘৃণ্য একজন বেঈমান হিসাবে, যে কিনা বিশ্বস্ত বন্ধুকে ঠকিয়েছে, এমন এক র‍্যাঞ্চ থেকে অসৎভাবে মুনাফা লুটেছে যেটা একসময় ওরই হয়ে যেত। পালিয়ে যাওয়ার অর্থ প্রতিটি অপরাধ প্রমাণ করা।

বুনো রাগ নির্জলা অ্যাসিডের মত ক্রিয়া করছে অন্তস্তলে, ব্যক্তিত্ব থেকে ভব্যতার তলানিটুকু নিঃশেষ করে ফেলল। তখনই ভয় পেল জ্যাক, মেরুদণ্ডে শীতল অনুভূতি-হচ্ছে, পেটে অস্বস্তি দলা পাকাচ্ছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করল কপালে। অস্থির, উদ্বিগ্ন আর মরিয়া অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ল ও…

ঘুম ভেঙে পুরোপুরি সজাগ হতে নিজেকে ঘরের মাঝখানে আবিষ্কার করল। পুরো কামরায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে গেছে, সারা ঘর ঠাণ্ডা। ঝড়ের উন্মত্ততা বেড়ে গেছে, বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ ছাপিয়ে দূরাগত গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেল জ্যাক।

দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ঘড়ি বের করে দেখল ও। জানালায় ক্ষীণ আলোর আভাস। ভোর ছয়টা বাজে। হঠাৎ একটা চিন্তা এল মাথায়। উইল হ্যানির লাশটা আরও দূরে কোথাও রেখে আসা উচিত, যাতে কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে না-পারে ওকে। চিন্তাটার সূত্র কোত্থেকে এল, জানা নেই ওর, কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠার পর প্রথমে এটাই মনে হয়েছে; ব্যাপারটা এত গভীরভাবে মনে দাগ কেটেছে যে চাইলেও মাথা থেকে সরাতে পারছে না।

দৌড়ে বার্নে চলে এল জ্যাক, দেখল স্যাডল-পরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়াটা; মনে পড়ল বাড়ির সামনে ওটাকে রেখে ঢুকে পড়েছিল ও, স্টেবলে রাখতে বা যত্ন-আত্তির করেনি।

আবারও গুলির শব্দ হলো, মিনিট খানেক, তারপর একেবারে নিশ্চুপ হয়ে গেল চারদিক। ফিকে আলো হলেও দেখতে সমস্যা হচ্ছে না, স্যাডল খসিয়ে অন্য একটা ঘোড়ার পিঠে চাপাল জ্যাক; বাড়তি একটা ঘোড়া সহ বেরিয়ে এল বার্ন থেকে। র‍্যাম্পার্টের ট্রেইল ধরল।

তুষারের স্তূপ ঠেলে এগোতে হচ্ছে।

উইল হ্যানির লাশ খুঁজে পেতে বেশ ঝামেলা হলো, ততক্ষণে লাশের উপর তুষারের পুরু স্তর জমে গেছে। আরও পনেরো মিনিট লাগল লাশটাকে প্যাক হর্সের পিঠে তুলতে। নিজের ঘোড়ার স্যাডলে চেপে স্থির বসে থাকল ও, ভাবছে কোন্ দিকে যাওয়া উচিত। রানিং-এম ছাড়িয়ে



ক্যানিয়নের কাছে কোথাও গোলাগুলি চলছে, জ্যাকের অনুমান ভুল না-হলে রাইলির কোয়ার্টারে হানা দিয়েছে বেন মেক্সটন। ওদিকে যাওয়া উচিত হবে না। যে-কারও সামনে পড়ে যেতে পারে। খোলা জায়গা হলেও দিনের আলো এখনও ভাল করে ফোটেনি, ধরে নেওয়া যায় দূর থেকে ওকে দেখতে পাবে না কেউ। সেক্ষেত্রে, ক্যানিয়নের ওপাশে কোথাও হ্যানির লাশটা রেখে আসা উচিত।

র‍্যাম্পার্ট থেকে ঢালু জমি ধরে নিচু উপত্যকায় চলে এল জ্যাক, একটু এগোতে দেখল জ্বলছে রানিং-এম হেডকোয়ার্টার, দূর থেকে তিনটা জ্বলন্ত গোলকের মত দেখাচ্ছে, প্রতিটি গোলক থেকে অন্ধকার আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে হলদেটে শিখা।

ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল ও, জ্বলন্ত র‍্যাঞ্চ হাউসকে ঘিরে চক্কর কাটল। ফের র‍্যাম্পার্টে যখন উঠে এল জ্যাক, ততক্ষণে দিনের আলো ফুটে উঠেছে বটে, তবে ঝড়ো আবহাওয়া আর তুষারপাতের কারণে ম্লান ও ঘোলাটে দেখাচ্ছে পরিবেশ। জিম মেসের র‍্যাঞ্চের কাছে চলে এসেছে ও। পিছনে গ্র্যানিট ক্যানিয়ন।

লীড রোপের অন্য প্রান্তে অকাট্য প্রমাণ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চিন্তাটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছে না, সারাক্ষণই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ইচ্ছে ছিল র‍্যাম্পার্ট হয়ে হ্যাটের সীমানার কিনারে পরিত্যক্ত একটা কেবিনে গিয়ে রেখে আসবে লাশটা। কিন্তু চারপাশের ম্লান পরিবেশ আরও সতর্ক ও শঙ্কিত করে তুলেছে ওকে; সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হলো জ্যাক। চেরোকির দিকে চলে যাওয়া অন্য একটা ট্রেইল রয়েছে, দুই ট্রেইলের সংযমস্থলে এসে মত পাল্টে সেদিকে এগোল জ্যাক।

ঘোড়াটা কয়েক কদম এগিয়েছে, এ-সময় পিছনে একটা কণ্ঠ শুনতে পেল, চ্যালেঞ্জ করছে ওকে।

স্যাডলে ঝাঁকি খেয়ে বসল জ্যাক—পরমুহূর্তে উপলব্ধি করল এটাই ওর জন্য কাল হতে পারে—ট্রেইলের পাশে পাইন সারির দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল ও। প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না, কিন্তু সেকেন্ড কয়েক পর পাইনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, ফের জানতে চাইল: 'কে তুমি?'

বাতাসের দাপটে কেঁপে উঠেছে কণ্ঠটা।

ঠাণ্ডায় চোখ বেয়ে পানি পড়ছে, দৃষ্টিশক্তি ম্লান হয়ে গেছে জ্যাকের। লোকটাকে চিনতে পারল না, কিন্তু সক্রিয় হতে দেরি হলো না—হোলস্টার থেকে খাবলা মেরে পিস্তল তুলে নিল, ঝটপট কোন নিশানা ছাড়াই একটা

গুলি করল, সেইসঙ্গে স্পার দাবাল। ঝটকা লাফ মেরে আগে বাড়ল ঘোড়াটা, তারপর তুমুল বেগে ছুটতে শুরু করল।

সমস্যা হলো প্যাক-হর্সটাকে নিয়ে, আচমকা ছোটার তাগিদে বেঁকে বসল ওটা, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল। টানের চোটে জ্যাকের হাত থেকে লীড-রোপ ছুটে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাতে দেখতে পেল র‍্যাম্পার্টের ট্রেইল ধরে চলে যাচ্ছে ওটা। এদিকে ওকে উদ্দেশ্য করে টানা গুলি করছে অপরিচিত লোকটা, তবে কোনটাই ওর ধারে-কাছে এল না।

কিছুদূর এগিয়ে রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জ্যাক, বুক ধড়ফড় করছে, ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি ভাবার প্রয়াস পেল। নিজেকে বোঝাল, কিন্তু কোন কাজই হলো না তাতে। ভয়ঙ্কর বিপদে যে পড়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং আতঙ্ক কেবলই বাড়ছে। ঝড়ো বাতাস আর মুহূর্তগুলিতে উবে গেছে সমস্ত ধৈর্য।

আর সহ্য হচ্ছে না! যা হওয়ার হবে!

স্পার দাবিয়ে চেরোকির উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল ও।

জ্যাক জানে এলাকার কোন জায়গাই এখন আর ওর জন্য নিরাপদ নয়। বাঁচার একটাই পথ-চেরোকি হয়ে রিজার্ভেশনে চলে যেতে হবে। কিছুদিন লুকিয়ে থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফিরে আসা যাবে। পাইনের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা লোকটা বোধহয় চিনতে পারেনি ওকে, কিন্তু প্যাক হর্সে ওর ব্র্যান্ড রয়েছে-এটাই হচ্ছে যত দুশ্চিন্তার ব্যাপার। মেক্সটন বাহিনী শিগগিরই ধাওয়া করবে ওকে। হাত থেকে লীড রোপ ছুটে গিয়ে যত সর্বনাশ হয়েছে। আসলে, তিক্ত মনে ভাবল জ্যাক, সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে।

ক্লান্ত ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে চলল জ্যাক, ইলেন টসিগের তৃণভূমিকে চক্কর কেটে সরাসরি চেরোকির উদ্দেশে ছুটল। বেন মেক্সটনের পাসিবাহিনী যেহেতু সাটলারের বাহিনীকে নিয়ে ব্যস্ত, সেক্ষেত্রে চেরোকি ওর জন্য পুরোপুরি নিরাপদ। শহরটাকে এড়িয়ে যেতে পারলে স্বস্তি পেত, কিন্তু তাজা ঘোড়া আর কিছু সাপ্লাইয়ের জন্য থামতেই হবে।

*

চেরোকি শহরের চারপাশে পাইনের সারি। হোটেলের পিছন দরজার দশ ফুটের মধ্যে পাইন বনের শুরু। স্যাডল ত্যাগ করে গাছের আড়ালে দাঁড়াল বেন, সঙ্গীদের পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকল।

'এই দরজা হোটেলের রান্নাঘরে চলে গেছে। হাতের বামে ডাইনিংরুম পড়বে। ওরা সম্ভবত খাচ্ছে এখনও। হিচিং রেইলে ঘোড়ার কাছে আছে



একজন। দুই--দু'জনকে নিয়ে দালানের পাশ দিয়ে চলে যাও তুমি, ওই লোকটাকে কব্জা করে ফেলবে। রাস্তার দায়িত্বে থাকবে তোমরা, হোটেলের সামনে দিয়ে যেন কেউ ঢুকতে বা ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে না-পারে। যত দ্রুত সম্ভব রান্নাঘর দিয়ে ডাইনিংরুমে চলে যাব আমরা।'

নড করল লুইস ক্রুগার, দু'জনকে ওর সঙ্গে যাওয়ার জন্য ইশারা করল।

বেনের পাশে রয়েছে এলগার আর জর্জ পিয়েট, বাকিরাও কাছাকাছি রয়েছে। 'সাবধানে থেকো সবাই,' মৃদু স্বরে বলে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল বেন। ওর নির্দেশ শুনে তখনই লাফিয়ে ছুট লাগাল ক্রুগারের দল, যেন স্টার্টিং পয়েন্ট ছেড়ে গেছে তিন দৌড়বিদ; ছুটে হোটেলের পাশে পৌঁছে গেল।

রান্নাঘরের দরজার সামনে পৌঁছল বেন, কবাটে ঠেলা দিতে খুলে গেল ওটা। স্টোভে কাজ করছিল এক বুড়ো, দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল সে, চুলোর আঁচে লালচে হয়ে যাওয়া মুখে বিস্ময় ফুটল। মৃদু ঠেলা দিয়ে তাকে এক পাশে সরিয়ে দিল বেন, দ্রুত পায়ে চলে এল ডাইনিংরুমের সামনে। অন্যরাও চলে এসেছে, বুটের শব্দ অনুসরণ করছে ওকে।

ছুটে গিয়ে দরজার উপর হামলা চালাল বেন, ভারী দুই কাঁধের ধাক্কায় খিড়কির বাধা ছুটে হাট হয়ে গেল কবাটজোড়া। বেনের তাড়াহুড়োর কারণ শঙ্কা-হয়তো কোনভাবে ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে জেপ সাটলার, সেক্ষেত্রে কেটে পড়ার সুযোগ পাবে সে।

খোলা দরজার মুখে এসে দাঁড়াল বেন, ঠিক পিছনে এলগার এবং জর্জ পিয়েট। 'খাড়া হয়ে দাঁড়াও!' গম্ভীর স্বরে বলল এলগার।

অপরিসর কামরা। লবির দরজার দিকে মুখ করে দীর্ঘ একটা টেবিল বসানো হয়েছে, টেবিলের এক কোণে চারজন বসে আছে, দরজা খোলার শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকাল সবাই। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে সবকিছু দেখে নিল বেন।

উঠে দাঁড়াচ্ছে জেফ বুন। হাতের কাপ ফেলে দিয়ে ছুটতে গেল ইন্ডিয়ান রাইলি, টেবিল আর চেয়ারের মাঝখানে আটকে গেল গাট্টাগোট্টা দেহ। একজন চিৎকার করে উঠল, কিন্তু অনড় বসে আছে। চতুর্থজন ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখ ধাঁধানো ক্ষিপ্রতায় ঘুরে দাঁড়াল, তারপর ছুটে বেরিয়ে গেল ডাইনিংরুম থেকে। লবিতে বুটের খটখট শব্দ উঠল।

উঠে দাঁড়ালেও নিশ্চল হয়ে গেছে বুন, বিশাল দেহ টানটান, কিন্তু কী

এক কারণে নড়তে পারছে না যেন।

'ইজি, বয়েজ,' মৃদু স্বরে তাদের সতর্ক করল বেন, দেখল তিনটা মুখই থমকে গেছে।

আলগোছে টেবিলের উপর দু'হাত নামিয়ে রাখল ইন্ডিয়ান রাইলি, এত শান্ত স্বরে কথাগুলো বলল যে জীবনেও ভুলতে পারবে না বেনঃ 'মনে হচ্ছে মামলা খতম হয়ে গেছে।'

তৃতীয়জন রাইলির অনুগামী হয়েছে, কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। কাচের জানালা দিয়ে লাফ দিল পালিয়ে যাওয়া লোকটা, ওপাশে গিয়ে পড়ল, পিছনে ভাঙা কাচের টুকরো ফেলে গেল। বাইরে হঠাৎ গর্জে উঠল একটা পিস্তল, ঝড়ো বাতাসের গর্জন ছাপিয়েও স্পষ্ট শোনা গেল।

পাসি বাহিনীর কয়েকজন ছুটে বেরিয়ে গেছে, পালিয়ে যাওয়া লোকটাকে আটকানোর চেষ্টা করবে। এদিকে বেনের পিছু নিয়ে অন্যরাও ঢুকে পড়েছে ডাইনিংরুমে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পজিশন নিল। পিনপতন নীরবতা নেমে এল ঘরে। বেন দেখল বিশালদেহী জেফ বুনের চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে গেছে, বুঝল একটা চেষ্টা চালানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে।

'বাদ দাও, জেফ,' নিস্পৃহ স্বরে বলল ইন্ডিয়ান রাইলি। 'পারবে না। ওরা নির্ঘাত খুন করবে আমাদের।'

রাইলির পিছনে এসে দাঁড়াল বেন, হাত বাড়িয়ে লোকটার হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল। সিলিন্ডার থেকে কার্তুজ বের করে ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলল। শেষে ঘুরে জেফ বুনের সামনে এসে দাঁড়াল। 'এ কী, হাত তোলোনি দেখছি!' বিড়বিড় করে ভর্ৎসনা করল বেন। 'জলদি হাত তোলো!'

তাই করল জেফ বুন। হাত তোলার সময় শার্টের নীচে তার সবল পেশি কিলবিল করে উঠল।

এদিকে তৃতীয়জনের পিস্তলও হস্তগত করে ফেলেছে বেন। 'লবিতে চলে যাও,' নির্দেশ দিল ও।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইন্ডিয়ান রাইলি। পোড়া তামার মত চামড়া এবং লম্বাটে মুখ তার, কুচকুচে কালো চোখ। এক ধরনের বন্যতা রয়েছে লোকটার মধ্যে—আদিম বন্যতা আর বেপরোয়া ঔদ্ধত্য। হেঁটে লবির দিকে এগোনোর সময় ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে, তির্যকই বলা চলে। শিক্ষিত মানুষের মত নিস্পৃহ স্বরে মাপা মাপা কথা



বলছে, মনের ভিতরে কী চলছে সযত্নে লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। লবিতে এসে দাঁড়াল তিনজন।

বেনের উদ্দেশে স্মিত হাসল রাইলি। 'এখন তোমার সময়, বেন। হ্যাঁ, এভাবেই ঘটে সবকিছু। সবারই সুসময় আসে। নিশ্চই লড়ার জন্য মুখিয়ে আছ?'

দ্রুত পায়ে রাস্তা থেকে লবিতে ঢুকল লুইস ক্রগলে, নিজের উপর খেপে আছে। 'লোকটাকে হারিয়ে ফেলেছি। ঘোড়ার আড়ালে লুকিয়েছিল, হঠাৎ দেখি উধাও হয়ে গেছে।'

'দৌড়ে চলে গেল যে-ছেলেটা, সে কোথায়?' খেঁকিয়ে উঠে জানতে চাইল টেরেন্স এলগার।

'সামনের দরজা দিয়ে তো আসেনি!'

'বাদ দাও,' বলল বেন। 'সুযোগ পেয়ে পালিয়ে গেছে ওরা, ভাগ্য ভাল ছিল। চুনোপুটি ধরে লাভ নেই।' ডাইনিংরুমে ধরা পড়া তৃতীয় লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে ও। মুখের চামড়া রঙ হারিয়ে ফেলেছে, চোখ দুটো হয়ে গেছে মার্বেলের মত গোলাকার। সাহস বা দৃঢ়তা কোনটাই নেই লোকটার মধ্যে, মৃত্যুর ভয় ঢুকে গেছে মনে।

'কে তুমি?' ত্যক্ত স্বরে জানতে চাইল বেন।

'ফ্রাংকি কোন ব্যাপার নয়, বেন,' নিস্পৃহ স্বরে জানাল রাইলি। 'মাত্রই কাজে যোগ দিয়েছে ও, বড়জোর মাস খানেক হবে।'

'ও একজন রাসলার,' তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল এলগার। 'এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

'চুনোপুটি,' ঘোঁৎ করে উঠল রাইলি। 'তুমি নিজেই পরখ করে দেখো। একটা হাত অবশ হয়ে গেছে ওর, কথাও বলতে পারে না। ওকে বরং চলে যেতে দাও।'

'নিয়মটা জানো তুমি, বেন,' সঙ্গে সঙ্গে মনে করিয়ে দিল এলগার। 'তুমি নিজেই বলেছ, কারও ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম হবে না।'

রাস্তা খোঁজাখুঁজি শেষে লবিতে এসে ঢুকল পাসির বাকি সদস্যরা। 'পাঁচটা ঘোড়া ছিল,' বলল জর্জ পিয়েট। 'তারমানে দলে পাঁচজন ছিল ওরা। তিনজন এখানে, আরেকজন পালিয়ে গেছে। তা হলে সাটলার কোথায়?'

ছোটখাট গড়নের ফ্রাংকিকে নিয়ে ভাবছে বেন, কী যেন একটা বেখাপ্পা লাগছে। পাসির ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে মাঝে মধ্যে শিউরে উঠছে সে। বয়স কম তার, কিন্তু নিজের পরিণতি ঠিকই বুঝতে পারছে। ভয়

সমস্ত অনুভূতি ভোঁতা করে দিয়েছে ছেলেটার, চোখের চাহনি ক্রমে ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

'ফ্রাংকি, তোমার বয়স কত?' জানতে চাইল বেন।

ছেলেটা এত পরে উত্তর দিল যে মাঝখানের নীরবতাটুকু অসহ্য মনে হলো সবার। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ফ্রাংকি, মেঝের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে জবাব দিল: 'সতেরো।'

কথাটা শুনতে পায়নি বেন। অনুভব করছে এত উদ্বেগ, ছোটাছুটি আর দুর্ভোগের মাঝে খানিকটা বিরতি দরকার; হুলস্থুলের মাঝে সহানুভূতি বা দয়া দেখানো দরকার। এর কোনটাই ওর মুখে প্রকাশ পেল না, বরং কণ্ঠে মিশে থাকল। 'ঘোড়াটা নিয়ে কেটে পড়ো, ফ্রাংকি।'

'মোটেই না, বেন!' প্রতিবাদ করল এলগার।

ফ্রাংকির চুপসে যাওয়া গালে আবেগের খেলা চলছে। মুখ তুলে তাকাল সে, ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গেছে। হাঁটুর কাঁপন ঠেকাতে পারছে না, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে যেন। 'ধন্যবাদ,' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল সে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ইন্ডিয়ান রাইলির দিকে। ক্লান্ত স্বরে তাকেও ধন্যবাদ জানাল। উত্তরে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রাইলি, নিদারুণ নির্লিপ্ততা ছাড়া কিছুই প্রকাশ পেল না তার আচরণে।

ছুটতে ছুটতে লবি থেকে বেরিয়ে গেল তরুণ, আরেকটু হলে দোরগোড়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। হিচিং রেইলের কাছে এসে লাগাম খুলে স্যাডলে চেপে বসল সে, তারপর তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অখণ্ড নীরবতা নেমে এল কামরায়।

'তোমার কাজকারবার একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার!' স্পষ্ট জানিয়ে দিল টেরেন্স এলগার।

'চুপ থাকো, টেরেন্স!' সোজাসাপ্টা দাবড়ানি লাগাল বেন।

নাক-মুখ দিয়ে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ছাড়ল ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ মালিক, বেনের প্রতি অসন্তোষ ঢেকে রাখার চেষ্টা করল না। কিন্তু আর কিছু বলল না সে। চোরা চাহনিতে ভিড়ের উপর দৃষ্টি চালাল জেফ বুন, সুযোগ খুঁজছে। এদিকে নিঃশব্দ হাসিতে ভরে গেছে ইন্ডিয়ান রাইলির মুখ। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না মনে কী ভাবনা চলছে।

'তুমি যে নাছোড়বান্দা কঠিন লোক, এ-নিয়ে কখনোই সন্দেহ ছিল না আমার,' সমীহের সুরে বলল ইন্ডিয়ান রাইলি। 'তবে এটা জানতাম না যে নরম একটা মনও আছে তোমার।' হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে, আনমনে



মাথা নাড়ল সে, সংযত অভিব্যক্তিতে ক্ষীণ আগ্রহ ফুটল। 'প্রার্থনা করি...' শুরু করেও থেমে গেল সে, দু'কাঁধ উঁচিয়ে বলল: 'তো, কাজ সেরে ফেলো।'

'সাটলার কোথায়?' জানতে চাইল বেন।

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রাইলি। 'ওসব ফালতু প্রশ্ন করে লাভ নেই, আমার কাছ থেকে জবাব পাবে না।'

*

আসন্ন বিপদের আভাস পাওয়ার ব্যাপারে ভেন্স সাটলার একটা প্রতিভা। বুনো প্রাণীদের মত এক ধরনের সচেতন প্রবৃত্তি কাজ করে ওর ভিতর, আগে থেকে বিপদ টের পেয়ে যায়। জ্যাক ভার্ডনের কেবিন ছেড়ে আসার পরপরই অস্বস্তিকর পরিবেশের অস্তিত্ব টের পেল সে। অনুভূতিটা প্রবল। রানিং-এমে ফিরে আসার পথে সারাক্ষণ এ-নিয়ে ভাবল সে, এবং তারপরও বারবারই ভাবতে থাকল। গত দুই বছর গভীর আগ্রহ নিয়ে বেন মেক্সটনকে দেখেছে ও, বেনের কাজের পদ্ধতি জানতে পেরেছে; বর্তমান পরিস্থিতিতে বেনের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বা তৎপরতা অনুমান করল, একটা উপসংহারে পৌঁছানোর প্রয়াস পেল।

কিন্তু উপসংহারে পৌঁছানো হলো না। বরাবরই এসব অনুভূতিকে প্রাধান্য দেয় ও, অথচ অবচেতন মন সমূহ বিপদ টের পাচ্ছে। অগত্যা ঝটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সাটলার। এক ক্রুকে ডেকে নির্দেশ দেওয়ার পর র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এল। এটা ভোর তিনটার সময়কার ঘটনা। ক্যানিয়নে গিয়ে ইন্ডিয়ান রাইলির সঙ্গে যোগ দিল ও। দিনের আলো ফুটে উঠার একটু আগে, ছয়টার সময় স্কাউট করার জন্য র‍্যাঞ্চের ফিরতি পথ ধরল। তখনই বেনের দলের মুখোমুখি পড়ে গেল ওরা, তুমুল লড়াই শুরু হলো।

বিপদ প্রত্যাশা করলেও বিপদ এল একেবারে আচমকা। পাসিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতায় মেরুদণ্ড ভেঙে গেল ওদের। জান নিয়ে পাসের ট্রেইল ধরল বেশিরভাগ লোক।

পরে, চেরোকি ট্রেইলে যখন একত্র হলো ওরা, সাটলার বুঝতে পারল সবাইকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না। দু'জন রানিং-এম ক্রু এবং রাইলির এক লোক কোয়ার্টারে মারা পড়েছে, এ-ছাড়াও গুরুতর আহত হয়েছে ব্র্যাড লেন। মাতালের মত স্যাডলে কোনরকমে টিকে আছে সে, একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লেনের দুর্দশা দেখে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে অন্যরা, স্রেফ অর্ধেকে নেমে এসেছে লোকের

সংখ্যা–বাকিরা রিজার্ভেশনের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়েছে। কারও সঙ্গে তর্কে যায়নি সাটলার, চলে যেতে চাইছে যখন, কাউকে আটকানোর চেষ্টাও করেনি।

চেরোকির কাছ থেকে মাইল খানেক দূরে থাকতে হঠাৎ স্যাডল থেকে খসে পড়ল লেনের লাশ। দৃশ্যটা আবারও হতোদ্যম করে দিল ওদের, কেটে পড়ল আরও কয়েকজন। ছোটখাট একটা নাটক ঘটল এখানে। ধৈর্য হারিয়ে পিস্তল তুলে নিল সাটলার, রাগে জ্বলছে চোখজোড়া, পিস্তলের নল স্থির হলো চলে যেতে ইচ্ছুক দলটার উপর। 'বহুদিন ধরে তোমাদের খাইয়ে এসেছি আমি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ও।

'গোল্লায় যাও তুমি, ভেন্স!' সোজাসাপ্টা জানিয়ে দিল একজন। 'মাসে চল্লিশ ডলার মাইনের জন্য মরতে চাই না আমি। তোমার লড়াই তোমারই লড়তে হবে। আমরা নেই আর।'

স্মিত হাসছিল ইন্ডিয়ান রাইলি, দলটা অর্ধেক হয়ে যাওয়ার পরও হাসি ম্লান হলো না।

'মজার কী দেখলে?' খেঁকিয়ে উঠল সাটলার।

'মনে হচ্ছে বেসিনে আমাদের দিন ফুরিয়ে গেছে, ভেন্স। বেন মেক্সটন একটু বেশি রকম বেয়াড়া লোক। মাঝে মধ্যে মনে হত সব মজারই শেষ আছে। তবে ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি আসবে সময়টা।'

'দেখা যাবে!'

ধূর্ত চোখে সাটলারকে দেখল রাইলি। 'মেক্সটন তোমার লেজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, আর তুমি তাকে পরখ করে দেখতে চাইছ? বেশ, তুমি যদি ওর চেয়ে চালু হয়ে থাকো, আমার কী যায়-আসে! কিন্তু এটাও জানি যে বেন মেক্সটন নাকি খুবই ভাগ্যবান মানুষ। কী জানো, ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। আমাদের ভাগ্য হয়তো ফুরিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে তল্লাট ছেড়ে কেটে পড়াই উত্তম।'

এখন মাত্র ছয়জন আছে ওরা। সাটলার, রাইলি, বুন, তরুণ ফ্রাংকি, জো র‍্যাম্বো এবং ডড পেরিস। ফ্রাংকি ছাড়া সবাই অভিজ্ঞ। কেউই জানে না কেন সে থেকে গেছে। ব্র্যাড লেনের লাশ ফেলে যাওয়ার পর ট্রেইল ছেড়ে প্রেয়ারি ধরে এগোল ভেন্স সাটলার, ঘুরপথে চেরোকির কিনারে বনে ঢুকে পড়ল। মোটামুটি নিশ্চিত যে ওদের ট্র্যাক ঢাকা পড়ে যাবে। শহরে ঢুকে সরাসরি হোটেলে ঢুকে পড়ল।

এই শহরটা পছন্দ করে সাটলার, কারণ এখানে ওর মত মানুষের জন্য রয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। বিরক্তি উদ্রেককারী ল-অফিসার নেই,



রেঞ্জার বা ক্যাটলম্যান অ্যাসোসিয়েশনের ডিটেকটিভ নেই, নেই কোন অতি কৌতূহলী র‍্যাঞ্চার বা কাউবয়। কেউ কারও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে জানতে চায় না, এটাই সবচেয়ে বড় স্বস্তির বিষয়।

এ-মুহূর্তে বেন মেক্সটনকে নিয়ে একটুও চিন্তিত নয় সাটলার, মোটামুটি নিশ্চিন্ত যে মূল ট্র্যাক ধরে অন্যদিকে চলে যাবে পাসি, সারা তল্লাট তোলপাড় করে ফেলবে, কিন্তু ওর টিকিটির দেখা পাবে না। তারপরও অবচেতন মনের অস্বস্তি কাটছে না, সন্ত্রস্ত স্নায়ুগুলো তটস্থ রেখেছে ওকে। নিজেকে সামলে রাখতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

অন্যদের বেশ আগেই খাওয়া শেষ হয়ে গেল ওর, বেরিয়ে গিয়ে নিজের ঘোড়াটাকে স্টেবলে নিয়ে এল। স্টেবল মালিক জেরি বেয়ার্ড ওর বন্ধু। তার কাছে তাজা একটা ঘোড়া চাইল।

বেন যখন হোটেলে হামলা চালাল, তখন স্টেবলে বেয়ার্ডের সঙ্গে কথা বলছে সাটলার। দরজার খিড়কি ভাঙার শব্দটা রাস্তার ওপাশ থেকেও স্পষ্ট শোনা গেল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের বেগে ডড পেরিসকে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল সাটলার, পোর্চে এসে একটুও থামল না বা গতি কমাল না পেরিস, দৌড়ের মধ্যে লাফিয়ে স্যাডলে চড়ে বসল। হিচিং রেইল থেকে বাঁধন খুলতে যা দেরি, তৎক্ষণাৎ ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। পিছন থেকে কে যেন গুলি করল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলিটা। হোটেলের সামনের দরজা দিয়ে আর কেউ বেরোল না। রাইলি বা অন্যদের খেল খতম হয়ে গেছে, উপসংহারে পৌঁছল সাটলার।

সন্তর্পণে ঘোড়ার কাছে ফিরে গেল ও, দেখল রাস্তায় চেঁচামেচি করছে পাসি বাহিনী। ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে ওর মাথায়, নিজের সম্ভাবনা বিচার করল, তারপর এক ঝটকায় ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খসিয়ে ফেলল, ব্রিডল খুলে লাথি চালিয়ে ঘোড়াটাকে ঢুকিয়ে দিল স্টলে।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে বেয়ার্ড, চকিত চাহনিতে তাগাদা আর সতর্ক সঙ্কেত ছুঁড়ে দিল। 'এদিকে আসছে ওরা।'

স্যাডল-ব্রিডল ছুঁড়ে ফেলল সাটলার, দুই সারি স্টলের মাঝখানে রানওয়ের শেষ প্রান্তে জমিয়ে রাখা আলগা খড়ের স্তূপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুইস ক্রুগলে যখন দলবল নিয়ে স্টেবলে এল, ততক্ষণে খড়ের নীচে নিজেকে লুকিয়ে ফেলতে সক্ষম হয়েছে সাটলার।

*

'সাটলার কোথায়?' প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল বেন।

সামান্য বিকারও নেই রাইলির মুখে। কিছু বললও না। ক্ষীণ সমীহের সঙ্গে লোকটিকে দেখল বেন, বুঝতে পারছে বাঁচার আশা ইতোমধ্যে ত্যাগ করে ফেলেছে সে। কোনভাবেই মুখ খোলানো সম্ভব নয়। দ্বিগীয় নির্লিপ্ততার মধ্যে নিজেকে মুড়ে নিয়েছে দোআঁশলা, ভয়াবহ বিপদ জেনেও এত নির্বিকার থাকতে কাউকে দেখেনি বেন।

ঘরে নীরবতা জমাট বাঁধছে। পসি বাহিনীর সদস্যরা কেউ টুঁ শব্দও করছে না, বরং গভীর মনোযোগে অপেক্ষা করছে, রাইলির কথা শুনতে আগ্রহী। ঘুরে ডাইনিংরুমে চলে এল বেন, খুঁটিয়ে দেখল খাবার-টেবিলটা। চারজনকে পেয়েছিল এখানে, কিন্তু থালা পড়ে আছে পাঁচটা। পঞ্চম থালাটা শূন্য, তবে এঁটো। ঘোড়ার পাহারায় ব্যস্ত লোকটার কথা মনে পড়ল বেনের। হয়তো ওই লোকটাই আগে আগে খেয়ে বাইরে চলে গেছে, সেক্ষেত্রে থালার হিসাব মিলে যায়।

হিসাব মিললেও লবিতে ফিরে আসার সময় মোটেও সন্তুষ্ট মনে হলো না বেনকে। জেফ সাটলারের চিন্তা মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না, বিশ্বাসও করতে পারছে না যে লোকটা পালিয়ে গেছে। অসম্ভব। শেষ গুলিটা নিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত থেকে যাবে সে। ওকে ঘিরে থাকা উপত্যকার মানুষদের ছাড়িয়ে পিছনে তাকাল বেন, এক কোণে হোটেল মালিক শন ফ্রোমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। জেফ সাটলারের পাত্তা যদি কেউ জেনে থাকে, সে-লোক হচ্ছে ফ্রোম। আর, অন্য কেউ না-জানলেও হ্যাটের প্রতি বিশ্বস্ত সে।

তবে, সরাসরি জিজ্ঞেস করা যাবে না, আগে ফ্রোমকে একা পেতে হবে। দুষ্ট কিছু লোককে ধরতে চেরোকি শহরে এসেছে ওরা, শহর পরিষ্কার করতে আসেনি; সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতেও ফেরারী আর অপরাধীদের জন্য স্বর্গ হয়ে থাকবে চেরোকি। এখানেই ব্যবসা করবে ফ্রোম। একটা প্রশ্ন বা বেনের সঙ্গে আলাপ তার জন্য নিদারুণ দুর্ভোগ নিয়ে আসতে পারে। এই দায় কাঁধে নিতে অনিচ্ছুক বেন। ভবিষ্যতে প্রাণের মায়ায় মুখ বুজে থাকবে ফ্রোম। লোকটাকে পছন্দ করে বেন, চায় না তার কোন ক্ষতি হোক বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া বন্ধ হয়ে যাক।

শন ফ্রোমের চিন্তা এলগারের মাথায়ও এসেছে। একটা আঙুল তুলে নির্দেশ করল হোটেল মালিকের দিকে, জানতে চাইল: 'সাটলার এসেছিল?'

'বন্ধুরা, আমি একটা হোটেল চালাই,' মৃদু স্বরে জবাব দিল ফ্রোম। 'দুঃখিত, তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি না।'



মুহূর্তে খেপে গেলে ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ মালিক, ক্রুদ্ধ স্বরে বলল: 'নির্ঘাত জবাব দেবে, নইলে তোমার হাড়-মাংস এক করে ফেলব!'

'না,' শেষে জবাব দিল ফ্রোম। 'এখানে আসেনি সে।'

ফ্রোম যখন উত্তর দিচ্ছিল, রাইলির মুখ থেকে দৃষ্টি সরায়নি বেন, ক্ষীণ কোন প্রতিক্রিয়া হলেও দেখতে চাইছিল। হলো না। জেফ বুনের মুখও আগের মত থমথম করছে।

'হয়তো শহরে এসেছিল ও,' বলল ক্রুগলে। 'কিন্তু এখন নেই। সবক'টা দালান খুঁজে দেখেছি আমরা।'

'দোতলায় দেখেছ?'

বিস্ময় ফুটল ক্রুগলের চোখে। 'না তো,' বলেই সিঁড়ির দিকে এগোল সে। ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফের দু'জন কাউবয় গেল ওর সঙ্গে।

'সাটলার নেই এখানে,' জানাল হোটেল মালিক।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, দোতলায় সার্চ পার্টির বুটের শব্দ শুনছে। দরজা খোলা বা বন্ধ করার আওয়াজ হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর নীচে নেমে এল ক্রুগলে, বিরস মুখে জানাল: 'কিছু নেই!'

দীর্ঘ নীরবতা ভাঙল রাইলি। 'আমি তোমাদের সঙ্গে একমত, বয়েজ। সাটলার শহরে নেই।'

'উঁহু, পালিয়ে যাওয়ার কথা নয় ওর,' চিন্তিত স্বরে বলল বেন।

বেনের দিকে তাকাল দো-আঁশলা। 'ঠিকই বলেছ, পালিয়ে যাওয়া ওর ধাতে নেই। শুধু একারণেই ওকে পছন্দ আমার।'

'অ্যারিজোনাকে খুন করেছে কে?'

পায়ের ভর বদল করল রাইলি, অধৈর্য স্বরে বলল: 'ঝামেলা চুকিয়ে ফেলছ না কেন? ভাল করে জানি একটু পর কী ঘটবে আমাদের ভাগ্যে।'

'আমি দুঃখিত, রাইলি।'

মাথা তুলে মনোযোগ দিয়ে কী যেন শুনল টেরেন্স এলগার। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দরজার কাছে চলে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল।

বেনের উদ্দেশে শ্রাগ করল রাইলি। 'জেনে-শুনে এই ব্যবসায় নেমেছি আমি, বেন। এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারলেও যে ভাল হয়ে যেতাম, তা নয়। জীবন নিয়ে এতটুকু আফসোস বা অপরাধবোধ নেই আমার। কিন্তু অ্যারিজোনাকে খুন করিনি আমি। কথাটা তোমার জানা দরকার।'

বুনের দিকে ফিরল বেন। 'নেড স্টিলের স্টেবলের পিছনের কম্পাউন্ডে আমাকে অ্যাম্বুশ করেছিলে তুমি, জেফ। নিজের কানে আমি

তোমার কণ্ঠ শুনেছি। মহা ভুল হয়ে গিয়েছিল সেটা–তোমার জন্য।'

লবি পেরিয়ে এগিয়ে এল ক্রুগলে। 'কিচ্ছু নেই,' পুনরাবৃত্তি করল সে। 'আমি ভাবছি...'

দোরগোড়ায় ঘুরে দাঁড়াল এলগার; ছুটে এসে সোআঁশলার বাহু খামচে ধরল। 'দরজায় গিয়ে দাঁড়াও তুমি। অন্যরা দূরে সরে যাও, জানালা দিয়ে কাউকে যেন দেখা না যায়। চুপচাপ থাকো সবাই। কই, চলে এসো!'

'কেন?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল রাইলি, কিন্তু ঠেলে তাকে দরজার কাছে নিয়ে গেল টেরেন্স এলগার। পাসি বাহিনীর সদস্যরা লবির দেয়ালের দিকে সরে গেছে।

'ব্যাপার কী, টেরেন্স?' জানতে চাইল বেন।

উত্তরে শুধু মাথা নাড়ল ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ মালিক, শ্যেনদৃষ্টি রেখেছে রাইলির উপর। দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল দু'জন। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তায় চকিত দৃষ্টি চালাল ইন্ডিয়ান রাইলি, খেয়াল করল বেন, তারপর হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে অদ্ভুত, আধো হাসি-মাখা দৃষ্টিতে তাকাল এলগারের দিকে।

'মাথা খাটাও, রাইলি,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল এলগার।

'বুঝতে পারছি,' রাস্তার দূর প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসা এক রাইডারের দিকে ফিরল সে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে এক ঘোড়সওয়ারের শরীরের কিছু অংশ দেখতে পাচ্ছে বেন–স্টিরাপের উপর লম্বা দুটো পা। পোর্চের কাছে এসে পাশ ফিরল রাইডার, রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল লুইস ক্রুগলে, তারপর একেবারে নীরব হয়ে গেল পুরো কামরা।

'ভেন্স কোথায়, রাইলি?' জানতে চাইল একটা কণ্ঠ।

আড়ষ্ট হয়ে গেল বেনের কাঁধ, এগোতে উদ্যত হলো। কিন্তু এক কদম এগোতে দেখল ওর সামনে চলে এসেছে ক্রুগলে, প্রায় ওর গায়ের উপর এসে পড়ল সে। বিস্ময়ের সঙ্গে বেন আবিষ্কার করল কাঁধ দিয়ে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইছে ছোটখাট পাঞ্চার। 'নিকুচি করি তোমার! ধোৎ, নড়াচড়া কোরো না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো!' ক্ষুব্ধ, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ক্রুগলে।

ঠেলে বন্ধুর কাঁধ সরিয়ে দিল বেন। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ও, কিছু বলল না, খানিক বিমূঢ় বোধ করছে, কিন্তু তারচেয়ে বেশি বোধ করছে শীতল



রাগ; ভিতরটা বিষিয়ে উঠছে। ওর দৃষ্টির সামনে কুঁকড়ে গেল লুইস ক্রুগলে। নিঃশ্বাস চেপে অপেক্ষা করছে অন্যরা। এদিকে পরোয়াহীন স্বরে কথা বলে যাচ্ছে রাইলি, মুখে হাসি।

'আমি তো জানতাম সকালে র‍্যাঞ্চে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে তুমি। দেখা হয়নি?'

'ভেন্স তোমাকে বলেছে কথাটা?' জানতে চাইল বাইরের লোকটা।

'নিশ্চই। এরকমই তো কথা ছিল, তাই না?'

'ভেন্স কি ইদানীং মুখ বন্ধ রাখা ভুলে গেছে? যাক্গে, এখানে কী করছ তুমি? তোমার তো ক্যানিয়নে থাকার কথা।'

'অন্য একটা কাজে এসেছি,' জবাব দিল রাইলি। 'ভেন্সের সঙ্গে দেখা করবে? ভিতরে এসো। খাচ্ছে ও।'

লম্বা পা ফেলে স্যাডল থেকে মাটিতে নামল লোকটা, পোর্চে উঠে এল।

দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়াল রাইলি, মুখের হাসি দুই কান ছুঁয়েছে, সবাই দেখতে পেল–অদ্ভুত, চাপা কিন্তু তিক্ত হাসি। পরপরই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল জ্যাক জার্ডন, ছিপছিপে দেহটা থমকে দাঁড়াল ভিতরের দৃশ্য দেখে, একেবারে জায়গায় জমে গেল।

## উনিশ

দেয়ালের সঙ্গে সার বেঁধে দাঁড়ানো লোকদের দেখেছে সে, লবির অটুট নিস্তব্ধতা সতর্ক সঙ্কেত হিসাবে কাজ করছে মস্তিষ্কে–গভীর, উদ্বিগ্ন ও অস্বস্তিকর নীরবতা। ঘরে পর্যাপ্ত আলো নেই, তুষারের মধ্যে টানা রাইড করায় চোখ দুটো এমনিতে কুঁচকে আছে, ঘরের ম্লান আলোর সঙ্গে দৃষ্টিশক্তিকে মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগল; পাশ ফিরতে টেরেন্স এলগারকে দেখতে পেল সে, সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল। যেন গোড়ালি টেনে ধরেছে কেউ, পিছন থেকে হেলে পড়ল জ্যাকের দেহ।

এখানে টেরেন্স এলগারের উপস্থিতির চমক সামান্য কয়েক সেকেন্ডের

স্থবিরতা তৈরি করল, বিস্ময়টা হলো বজ্রাঘাতের মত। সামলে নিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল জ্যাক, তখনই কামরার মাঝখানে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা বেন মেক্সটনকে দেখতে পেল। আলো যত ম্লানই হোক, জ্যাকের লালচে মুখের রঙ আর ঔদ্ধত্য নিমেষে বিদায় নিতে দেখতে পেল বেন।

'কাউকে যখন তাচ্ছিল্য করি আমি,' নিদারুণ অবজ্ঞার সুরে বলল রাইলি। 'সে আসলেই তুচ্ছ মানুষ, আমার চেয়ে ঢের নিকৃষ্ট। এই যে, টেরেন্স, ও হচ্ছে সেই নেড়ি কুকুর, জেল সাটলারের নেড়ি কুকুর, যাকে খুঁজছ তোমরা। জঘন্য বেঈমান। তোমাদের মনে যদি কোন সহানুভূতি বা দয়া থেকে থাকে, আশা করি ওর পিছনে বেহুদা খরচ করবে না।'

'কী জন্য সাটলারের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ তুমি?' বুলেটের গর্জনের মত শোনাল টেরেন্স এলগারের কণ্ঠ।

সহসা নিজেকে সামলে নিল জ্যাক, মুখের রঙ বা কণ্ঠের স্বতঃস্ফূর্ততা, সবই ফিরে এসেছে। 'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার,' ঠাণ্ডা এবং মাপা স্বরে বলল সে।

'ভুল বলেছ। তোমার ব্যাপার শুধু তোমার নেই এখন, সবার মাথাব্যথার কারণ হয়ে গেছে। ধানাই-পানাই বাদ দাও, যা জিজ্ঞেস করি সরাসরি জবাব দাও, জ্যাক।'

'রানিং-এমের কাছে কিছু গরু বিক্রি করেছিলাম,' শান্ত স্বরে বলল জ্যাক। 'সাটলার তল্লাট ছেড়ে ভেগে যাওয়ার আগেই পাওনা টাকা বুঝে নেওয়ার জন্য এসেছি। ব্যস, এই হচ্ছে এখানে আসার কারণ। সেজন্য তোমাদের সমস্যা হচ্ছে?'

'কিন্তু ওর কাছে কীভাবে গরু বেচলে?'

'জীবনেও নগদ টাকায় কারও গরু কেনেনি জেল,' টিপ্পনির সুরে যোগ করল ইন্ডিয়ান রাইলি।

'অত কিছু জানি না আমি। ও কিনেছে, আর আমি বেচেছি, এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

'শীতের মাঝখানে গরু বেচেছ তুমি?' জানতে চাইল এলগার।

'হ্যাঁ।'

'গাঁজাখুরি গল্প!'

'শুনতে হয়তো তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু এটাই সত্যি।'

'দাঁড়াও,' এই প্রথম কথা বলল বেন। ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল টেরেন্স এলগার, জ্যাক জার্ডনের মুখে সূক্ষ্ম একটা ভাঁজ পড়ল। কামরায় পিনপতন নিস্তব্ধতা। বেনের মুখে চকিত দৃষ্টি চালাল ক্রুগলে, কিন্তু চোখাচোখি



হওয়ার আগেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

হঠাৎ ঘরের বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছে, নিঃশ্বাস নিতে আয়াস লাগছে সবার। এদিকে জ্যাকের উপর থেকে মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরায়নি বেন, বাধ্য হয়ে ওর দিকে তাকাল জ্যাক, যেন চিবুক তুলে দিয়েছে অদৃশ্য একটা হাত।

'সকালে ক্যানিয়নের ওদিকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?' বেনের প্রশ্ন, ওর কণ্ঠ এতটা নির্লিপ্ত হতে পারে কেউই জানত না।

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে স্বীকার করল জ্যাক।

'রানিং-এম কোয়ার্টারে আগুন দেখেছ?'

সামান্য ইতস্তত করল জ্যাক, শেষে দ্রুত জবাব দিল: 'দেখেছি।'

'সেক্ষেত্রে তোমার জানা হয়ে গিয়েছিল যে জেল সাটলারের পিছু নিয়েছি আমরা। এও নিশ্চই বুঝেছ যে ইয়েলো হিলসে আত্মগোপন করবে সাটলার, কারণ সেটাই স্বাভাবিক। তা হলে এখানে এলে কী মনে করে?'

'কারণ চেরোকিই ওর জন্য লুকানোর আদর্শ জায়গা।'

'গতরাতে র‍্যাঞ্চে তোমাকে আজকের অভিযানের কথা বলেছিলাম। বলেও দিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে থাকতে। কথাটা শোনার পরপরই উধাও হয়ে গিয়েছিলে তুমি। কেন?'

'জোনার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল আমার, মন-মেজাজ ভাল ছিল না বলে বাড়ি চলে গিয়েছি।'

'সরাসরি বাড়ি গিয়েছিলে? পথে বা আজ ভোরে সাটলারের সঙ্গে দেখা করোনি?'

'উঁহু, সাটলারের টিকিটির দেখাও পাইনি।'

'সকালে ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল নাকি?'

'না।'

'এক মিনিট আগে,' জেরা চালিয়ে গেল বেন। 'রাইলি বলছিল র‍্যাঞ্চে সাটলারের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল তোমার। তুমি পাল্টা জানতে চেয়েছ: "জেল কি ইদানীং মুখ বন্ধ রাখা ভুলে গেছে?" এর মানে কী, জ্যাক?'

'আমি চাইনি সাটলার আমার সম্পর্কে মিথ্যে বলে বেড়াক।'

চুপ হয়ে গেল বেন। অখণ্ড নীরবতা ফের ভারী পাথরের মত চেপে বসল ওদের মাঝে। একটা হাত তুলে মুখ মুছল জ্যাক।

'গরু বেচার ওই গল্পটা বিশ্বাস করেছ তুমি, বেন?' কর্কশ স্বরে জানতে চাইল টেরেন্স এলগার।

'বিশ্বাস না-করে উপায় আছে? ও যে গরু বিক্রি করেনি, এমন কোন প্রমাণ নেই।'

মুখ খুলল ইন্ডিয়ান রাইলি। 'আমি প্রমাণ দিতে পারি। মিথ্যে বলছে জ্যাক। জেফ ওর সারা জীবনেও কোন গরু নগদ পয়সায় কেনেনি।'

'উঁহু, তোমার কথা নিতে পারছি না, রাইলি,' ধীরে ধীরে বলল বেন।

হঠাৎ বিস্ফোরিত হলো ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ মালিক। 'সারা তল্লাটের লোক বহুদিন ধরে জানে জ্যাক ভার্ডন আসলে একটা বেঈমান, দু'মুখো সাপ। বেন, তুমি ছাড়া আর সবাই জানে কথাটা। লুইসকে জিজ্ঞেস করো।'

ক্রুগলের দিকে তাকাল বেন। মৃদু নড করল ছোটখাট পাঞ্চার।

'আমি যদি তোমাদের কাছে এতটা অপছন্দের লোক হয়ে থাকি,' তিক্ত স্বরে বলল জ্যাক। 'তা হলে বরং চলে যাই এখান থেকে।'

'মোটেই না!' হুমকির সুরে ঘোষণা করল এলগার।

বাধা দিল বেন। 'উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া ওর অপরাধ বিশ্বাস করতে রাজি নই আমি। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ওকে চলে যেতে দাও।'

'এক মিনিট,' দোরগোড়া থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে জিম মেসকে দেখতে পেল সবাই। ভিতরে পা রেখেছে সে, টোকা মেরে কোট থেকে তুষার ঝাড়ছে। চাঁছাছোলা আড়ষ্ট দেখাচ্ছে পরিশ্রমী মুখ, চোখে ক্লান্তি আর অসুস্থতার ছাপ। কাঁপা কাঁপা স্বরে নিজের কথা জানাল সে:

'সকালে আমার বাড়ির পিছনে র‍্যাম্পার্টে ছিলাম। দেখলাম চেরোকির ট্রেইল ধরে যাচ্ছে জ্যাক। ওর সঙ্গের প্যাক হর্সের পিঠে একটা ভারী বোঝা ছিল। দেখেই কৌতূহল হলো। কারণ দু'সপ্তাহ আগেই ওর বেঈমানির খবর জেনে গিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে জেফের কথাবার্তা একদিন শুনে ফেলেছিল লরি।

'তো, ওকে দেখে থামতে বললাম। কিন্তু ভ্যাবাচেকা খেয়ে আমাকে গুলি করল জ্যাক, আমিও পাল্টা গুলি করলাম। বড়জোর সেকেন্ড খানেক, তারপরই তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে কেটে পড়ল জ্যাক। কিন্তু কোনভাবে লীড রোপটা ছুটে গিয়েছিল ওর হাত থেকে, প্যাক হর্সটা আমার দিকে চলে এল। ঘোড়াটা এখন আমার বাথানে আছে। প্যাক-হর্সের পিঠে কী ছিল, তাও জানি এখন।' মুহূর্তের জন্য থামল সে, দুর্বল এবং ম্লান শোনাল কণ্ঠ। 'ওটা ছিল উইল হ্যানির লাশ। হৃৎপিণ্ডের একটু নীচে বিঁধেছে



গুলিটা। পিছন থেকে গুলি করা হয়েছে!'

স্টীম ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দের মত চলছে জ্যাক ভার্ডনের নিঃশ্বাস। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কামরার সবাই, গোগ্রাসে গিলছে জিম মেসের কথাগুলো। এই সুযোগে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল জ্যাক, ছুট দিল দরজার দিকে। অন্যরা খেয়াল না-করলেও সারাক্ষণই জ্যাকের উপর নজর রেখেছিল ইন্ডিয়ান রাইলি, সবার আগে সে-ই তৎপর হলো। মাঝামাঝি দূরত্বে পৌঁছেছে জ্যাক, এ-সময় দৌড়ে গিয়ে তার উপর চড়াও হলো রাইলি। ভারী দুই কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মারল জ্যাককে। দুটো দেহ হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেয়, জ্যাকের উপর চেপে বসেছে দোআঁশলা। ততক্ষণে টেরেন্স এলগার সহ কামরার অর্ধেক লোক চলে গেছে সেখানে। সমানে চেঁচাচ্ছে জ্যাক, গালাগাল করছে ওদের, ছাড়া পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পড়েছে। কেউ একজন তার মাথায় আঘাত করতে থেমে গেল কণ্ঠটা। মারামারি শেষ। ধীরে ধীরে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াল জ্যাক ভার্ডন, ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া গাল থেকে রক্তের ক্ষীণ ধারা ঝরছে।

ঝট করে বেনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল এলগার, সরোষে মনে করিয়ে দিল: 'কোন ব্যতিক্রম হবে না, বেন।'

কিন্তু তারপরও বেনের মতামতের অপেক্ষায় থাকল পাসি বাহিনী। বেন না-থাকলে এতক্ষণে চিরদিনের জন্য "গতি" হয়ে যেত জ্যাক ভার্ডনের, কিন্তু বেনের উপস্থিতি আর ওর থমথমে মুখে আবেগের পরিবর্তন আটকে রেখেছে তাদের।

অনেক, অনেকক্ষণ কেটে গেল, অসহনীয় নীরবতার পর একটা হাত তুলে ইশারা করল বেন, ইঙ্গিতটা সবার জন্য বোধগম্য, তারপরও নিস্পৃহ স্বরে বলল: 'হ্যাঁ, কোন ব্যতিক্রম হবে না।'

মুহূর্তে জ্যাক, রাইলি আর লুনকে ছেঁকে ধরল বাহিনী, একরকম ঢেকে ফেলল তিনজনকে, ঠেলে নিয়ে গেল বাইরে।

'স্টেবলে চলো,' প্রস্তাব দিল একজন।

সার বেঁধে রাস্তা ধরে স্টেবলের দিকে এগোল সবাই। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে, কার আগে কে যাবে। তিন আসামীর ঘোড়ার লাগাম খুলে হাতে নিল লুইস ক্রুগলে, ভিড়ের পিছু পিছু এগোল। সেলুনে গিয়ে ঢুকল একজন, এক বোতল হুইস্কি নিয়ে ফিরেও এল চট করে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে ভিড়ের পিছু নিয়েছে বেন, প্রতিটি দৃশ্যই দেখেছে। স্টেবলের সামনে এসে থামল ও, দেখল স্টেবলের উঁচু একটা বীমের উপর দড়ি ছুঁড়ে মারল ওরই অধীন এক ক্রু, তিনটা ফাঁস তৈরি

করল। তিন আসামীর হাত বাঁধা হলো।

নির্বিকার মুখে ঝুলন্ত ফাঁসগুলো দেখল ইন্ডিয়ান রাইলি, বলল: 'আমার একটা উপকার করো, বেন। হলুদ-চুলো কুত্তাটাকে অন্য কোন বীমে চড়াও। কারণ আমরা এক জাতের লোক নই। বুন আর আমাকে একটায় রাখো।'

সত্যি সত্যি তাই করল পাসি বাহিনী। একটা ফাঁস নামিয়ে অন্য বীমে বাঁধল। টুঁ শব্দ করছে না কেউ, অস্বস্তি ক্রমশ ভারী চাদরের মত ঘিরে ধরছে ওদের। ফাঁস ছোট করে তিন আসামীর কানের নীচে নামিয়ে দেওয়া হলো। হ্যাটের ক্রুরা অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে ফাঁসির কাজে। আসামীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে খানিকটা কসরত করতে হলো, বিশেষ করে জ্যাক ভার্ডনের বেলায়, কিন্তু একসময় প্রস্তুতি শেষ হলো।

স্যাডলে বসে আছে তিন আসামী, গলা থেকে ফাঁস উঠে গেছে উঁচু বীম পর্যন্ত: এভাবেই নিশ্চল বসে থাকল তারা—বুন আর রাইলি একই বীমে, ঠিক পিছনে অন্য একটা বীমে জ্যাক। ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফের এক ক্রু হুইস্কির বোতল খুলে আমন্ত্রণ জানাল রাইলিকে।

'জীবনে এই প্রথম হুইস্কির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিচ্ছি আমি,' একইরকম আমুদে স্বরে জবাব দিল দোআঁশলা। তবে মৃত্যুর আগে নিজের খায়েশ মিটিয়ে নিতে অনীহা বোধ করল না জেফ বুন, লম্বা একটা চুমুক দিল সে, এক ঢোকে গিলে ফেলল। বোতলের বাকি পানীয় জ্যাক ভার্ডন একাই শেষ করল।

নিস্তব্ধতা আরও ভারী হয়েছে। প্রায় সবাই পিছিয়ে গেছে ভাল করে দেখার আশায়। কী যেন হলো বুনের, অস্বাভাবিক এক পৃথিবীর বাসিন্দা বনে গেছে যেন। কিন্তু ইন্ডিয়ান রাইলির মুখে বা আচরণে সামান্য পরিবর্তনও নেই; বরাবরের মত নির্লিপ্ত আর উত্তাপহীন কণ্ঠে বলল: 'নরকে তো অনেক গরম থাকার কথা, এটা অনেক আরামের। মাঝরাতের পর শরীরটা এমনিতে গরম হতে চায় না। শোনো, বন্ধুরা, ঘোড়ার পাছায় যখন চাপড় মারবে, বেশ জোরে মারবে কিন্তু, যাতে একবারে কাজ হয়ে যায়।'

'রাইলি,' আন্তরিক স্বরে বলল বেন। 'তোমাকে সমীহ না-করে উপায় নেই।'

'হয়তো,' তিক্ত স্বরে বলল ইন্ডিয়ান রাইলি। 'হয়তো একসঙ্গে...' প্রশস্ত কাঁধ ঝুলে পড়ল তার, মুখ বন্ধ হয়ে গেল, নিয়তির হাতে নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছে। আর একটা কথাও বলল না সে।



অপেক্ষায় আছে সবাই, কিন্তু নিজেরাও জানে না কীসের অপেক্ষা করছে। শেষে এগিয়ে গিয়ে স্টলের পোস্ট থেকে পেঁচানো দুই প্রস্থ দড়ি খুলে নিল টেরেন্স এলগার, বেনের দিকে ফিরল। স্রেফ তাকালই, তারপর বেনকে পেরিয়ে গিয়ে এক ডায়মন্ড-অ্যান্ড-এ-হাফ ক্রুর হাতে ধরিয়ে দিল একটা দড়ি, ইশারায় জ্যাক ভার্ডনের পিছনে গিয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিল; নিজে সে বুন আর রাইলির পিছনে দাঁড়াল।

'নিজে করিনি বা ইচ্ছে হয়নি, এমন কাজ কাউকে দিয়ে জীবনে করাইনি আমি,' হঠাৎ বলে উঠল বেন। হাত বাড়িয়ে এলগারের হাত থেকে দড়িটা নিল ও, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্যাকের ঘোড়ার মুখের কাছে চলে এল। থেমে, মুখ তুলে তাকাল একসময়কার প্রিয় বন্ধুর দিকে।

জ্যাকের চোখে এমন কিছু নেই যা দেখে সান্ত্বনা পাবে বেন—অনুতাপ, দুঃখ, হতাশা বা মানবিক কোমলতা; যা দেখে একসঙ্গে কাটানো আনন্দময় দিনগুলো মনে করতে পারবে। কিন্তু তারপরও স্মৃতি হাতড়াল ও, নিজেই স্মৃতিচারণ করল—কত আনন্দে, উত্তেজনা আর উচ্ছ্বাসে কেটেছে ওদের সময়! চোদ্দ বছর আগে শুরু, তখনও দুনিয়ার অনেক কিছু অজানা ছিল ওদের, সবকিছু দেখত মনের রঙিন চোখে।

ডরোথি ব্রিসবিনের কথা মনে পড়তে মনটা তেতো হয়ে গেল ওর। মুখ তুলে তাকাতে দেখল সামনে জ্যাক ভার্ডন নয়, সম্পূর্ণ অচেনা একজন মানুষ বসে আছে স্যাডলে, ফ্যাকাসে মুখ, চাহনি অদ্ভুত।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল বেন, মাথার উপর হাত তুলল, ঝটিতি নেমে এল হাতটা—দড়িটা আছড়ে পড়ল রাইলির ঘোড়ার পাছায়। সেকেন্ড পূর্ণ হওয়ার আগে আবারও দড়ি চালাল, এবার বুনের ঘোড়ার পাছায়। তারপর এক মুহূর্তও দেরি করল না, প্রায় ছুটে চেরোকির রাস্তায় বেরিয়ে এল। হনহন করে এগোল ও। পিছনে অদ্ভুত কিছু শব্দ হচ্ছে—দড়ি টানটান হয়ে যাওয়ার আওয়াজ, হাড় ভাঙার কিংবা বাতাসের অভাবে আসামীদের হাঁসফাঁস করার শব্দ—কোনটাই গ্রাহ্য করল না।

একসময় অখণ্ড নীরবতা নেমে এল স্টেবলে।

মুখ তুলে চেরোকির তুষারময় রাস্তার দিকে তাকাল বেন, কিছুই চোখে পড়ল না সামনে।

বনের ধারে রেখে আসা ঘোড়াটাকে রাস্তায় নিয়ে এল বেন, পাশে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। মনে মিশ্র অনুভূতি, পরিষ্কার ভাবতে পারছে না কিছু। নিজেকে নিঃস্ব, অসহায় মনে হচ্ছে। বার্ন থেকে বেরিয়ে এল পাসি বাহিনী, হোটেলের পিছনে যার যার ঘোড়ার কাছে চলে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে স্যাডলে চড়ে ফিরে এল সবাই।

ওর সামনে এসে থামল এলগার। 'ফিরে গিয়ে দেখব লিউ ওয়াল্টনের কী অবস্থা।'

একে একে চলে গেল সবাই, দাঁড়িয়ে থেকে দেখল বেন। দল থেকে বেরিয়ে ফিরে এল ক্রুগলে, বেনের কয়েক গজ দূরে এসে দাঁড়িয়ে থাকল, কিছু বলল না। মিনিট কয়েক পর ঘোড়া ঘুরিয়ে চলে গেল। ধীর পায়ে পোর্চ পেরিয়ে গেল কেউ, ঘাড় ফেরাতে বেন দেখল কষ্টেসৃষ্টে স্যাডলে চড়ছে জিম মেস। রাস্তায় এসে উপত্যকার পথ ধরল সে।

হোটেলে ফিরে এল বেন। লবির মাঝখানে পেল শন ক্রোমকে। আনমনা হয়ে আছে লোকটা, যেন নিজের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত।

'সত্যি কথাটা জানতে চাই আমি, শন,' বলল বেন। 'সাটলার এসেছিল এখানে?'

ধীরে ধীরে নড করল হোটেল মালিক। 'অন্যদের সঙ্গে এখানে এসেছিল ও। বেশ তাড়াতাড়ি খেয়ে স্টেবলের দিকে চলে গেল। যদ্দুর জানি ওখানেই ছিল সে, তোমার লোকজন যদি ওকে না-পেয়ে থাকে সম্ভবত পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।'

'কাজ শেষ হয়নি এখনও,' স্বগতোক্তি করল বেন, ভারী একটা হাত তুলে মুখ মুছল।

'বেন,' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল ক্রোম। 'আমি সত্যি দুঃখিত...'

কিন্তু শুনছে না বেন। কী যেন মনে পড়ে গেছে। স্টেবলে দাঁড়িয়ে ইন্ডিয়ান রাইলিকে দেখছিল ও, আনমনে পিছিয়ে স্টলের কাছে চলে গিয়েছিল, স্টলে রাখা একটা ঘোড়ার নিতম্বে হাত বুলিয়েছিল। নিতম্বটা ভেজা এবং উষ্ণ ছিল!

'জ্যাকের ব্যাপারে শুনেছি আমি...' বলছে ক্রোম।

বাতিলের ভঙ্গিতে হাত তুলল বেন, তারপর ঘুরে দ্রুত পায়ে এগোল, শূন্য লবিতে গম্ভীর শব্দ তুলেছে ওর বুট। দোরগোড়া পেরিয়ে চেরোকির রাস্তার দু'পাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। সিঁড়িতে একটা পা রেখেছে, অন্য পা নামিয়ে আনবে, এ-সময় একটা কণ্ঠ শুনে জায়গায় জমে গেল।

'মেক্সটন?'

রাস্তায় কেউ নেই। জানালার পাশের হিচিং রেইলে একটা ঘোড়া রয়েছে, কাচ ভেঙে পালিয়ে যাওয়া আউটলর ঘোড়া ওটা, আর আছে বেনের নিজের ঘোড়া। ঠিক উল্টোদিকে সেলুনের দরজা সামান্য খোলা, বোঝা যাচ্ছে এইমাত্র ঢুকেছে বা বেরিয়েছে কেউ। তেরছাভাবে তুষার



পড়ছে, দিনের আলো ম্লান। নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে ও, টানটান হয়ে গেছে শরীর, হাত দুটো মুক্তভাবে ঝুলে আছে দেহের পাশে; প্রতিটি স্নায়ু সজাগ, সতর্ক।

কণ্ঠটা আবার শুনতে পেল, গম্ভীর কিন্তু তাড়াহুড়োহীন, নিয়তির মত স্পষ্ট: 'মেক্সটন?'

সেলুনের লাগোয়া বাড়িটার দিকে সরে গেল বেনের দৃষ্টি, এবার দেখতে পেল ভেল সাটলারকে।

বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানিং-এম র‍্যামরড, যেন অপেক্ষায় থেকে ক্লান্ত বোধ করছে। প্রায় আশি ফুট দূরত্ব, কিন্তু তুষার আর অস্পষ্ট ছায়ার কারণে কাঠামোটা শীর্ণ এবং অস্পষ্ট মনে হচ্ছে; তবে পুরোপুরি দেখতে পেলেও বেন হয়তো লোকটার মুখের অভিব্যক্তি ধরতে পারত না। সাপের মত নির্লিপ্ততা রয়েছে ভেল সাটলারের মধ্যে; এখনও তাই রয়েছে।

সারা শরীরে সতর্কতার প্রবাহ সচল থাকলেও ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে পড়ল বেন। সারাক্ষণ এখানেই ছিল সে, হোটেলের দরজায় নজর রেখেছে, চাইলে অনায়াসে গুলি করতে পারত ওকে; কিন্তু সুযোগ নেয়নি। এই ধাঁধার উত্তর কখনোই পাওয়া হবে না, দেয়াল থেকে কাঁধ সরিয়ে লোকটাকে ড্র করতে দেখে নিশ্চিত হয়ে গেল বেন...

পিস্তলের গর্জনে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা হলো ওর, হোটেলের দেয়ালে চল্টা উঠাল সাটলারের গুলি, স্পষ্ট শুনতে পেল বেন, এবং শব্দগুলো বহুক্ষণ ধরে লেগে থাকল ওর কানে। ততক্ষণে এক পা আগে বেড়ে গুলি করেছে ও, কখন হাতে পিস্তল উঠে এসেছে নিজেও জানে না।

মাত্র একটাই। আর গুলি করল না বেন, জানে যে দ্বিতীয় সুযোগ পাবে না, তাই সযত্নে করেছে গুলিটা। কোমরের পাশে পিস্তল ধরে অপেক্ষায় রইল বেন, ধোঁয়া উঠছে নল থেকে। নীরবতা ক্রমশ ভারী হচ্ছে, আবারও দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে ভেল সাটলার, যেন আগের মতই ক্লান্ত হয়ে অপেক্ষা করছে।

ঝড়ো বাতাসে আলগা তুষার উড়তে শুরু করল, বাতাস সাদাটে অস্তিত্ব পেল। উল্টোদিকের সমস্ত দৃশ্য অদৃশ্য হয়ে গেল, তুষারের ভারী পর্দার আড়ালে পড়ে গেছে। অপেক্ষায় থাকল বেন, একসময় ধীরে ধীরে সরে গেল তুষার; দালানের কোণে ভেল সাটলারকে সটান পড়ে থাকতে দেখতে পেল।

হোটেল থেকে দৌড়ে এল শন ক্রোম, রাস্তা পেরিয়ে সাটলারের কাছে চলে গেল। ঝুঁকে পড়ল রানিং-এম ফোরম্যানের উপর। সেলুন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক লোক, ক্রোমের সঙ্গে যোগ দিল। একটু পর উঠে দাঁড়াল হোটেল মালিক, আঙুল চালিয়ে বাতাসে একটা সরলরেখা টানল।

হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠিয়ে ঘোড়ার কাছে এল বেন, তুষারসিক্ত স্যাডলে চড়ে চেরোকি থেকে বেরিয়ে এল। গন্তব্য টু ড্যাগ উপত্যকা।

*

চেরোকি ছেড়ে মাইল খানেক আসার পর লিউ ওয়াল্টনের দেখা পেল এলগাররা, দলবল নিয়ে ফিরছিল ওয়াল্টন। 'বাকম্যানের শ্যাক পেরিয়ে চলে গেছে ওরা,' জানাল সে। 'এত জোরে ছুটছিল যে ধরতেই পারিনি। ইয়েলো হিলসে ঢুকে পড়ার পর একেবারে লাপাত্তা হয়ে গেল সবাই। চেরোকিতে গিয়ে কোন লাভ হলো?'

মনে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে এতদূর এসেছিল লুইস ক্রুগলে, কাজ নেই বুঝতে পেরে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে, তুফান বেগে ছুটল ফিরতি পথে। টের পেল পিছনে অন্যরাও আসছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। শহরে এসে দেখল মৃত সাটলারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শন ক্রোম, সেলুন মালিক আর জেরি বেয়ার্ড। ক্রোমের কাছ থেকে সংক্ষেপে আসল ঘটনা জেনেও কোন মন্তব্য করল না ক্রুগলে, মনে তখন অন্য চিন্তা চলছে। 'বেন কোন্ দিকে গেছে?' জানতে চাইল ও।

রাস্তাটা দেখিয়ে দিল ক্রোম।

ফের ঘোড়া ছোটাল ক্রুগলে।

বেনের ট্র্যাক অনুসরণ করে বন ধরে এগোল ও, ইলেন টসিগের কেবিন পেরিয়ে সরাসরি জিম মেসের বাথানের দিকে ছুটল। দিগন্তের মাথায় ছোট্ট একটা বিন্দু চোখে পড়তে গতি কমিয়ে দিল ও, একটু পর র‍্যাম্পার্টের ট্রেইলে পৌঁছল। থেমে নজর রাখল আঙিনার উপর, দেখল বেনের ঘোড়াটা অপেক্ষা করছে কেবিনের বাইরে। প্রায় পনেরো মিনিট পর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ল বেন, ট্রেইলে উঠে এল। ঢাল ধরে নেমে এল ক্রুগলে, দেখল বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে লরি। ততক্ষণে তুষারের ভারী পর্দার আড়ালে পড়ে গেছে বেনের অবয়ব।

লরিকে কাঁদতে দেখে বিস্মিত হলো ক্রুগলে।

ক্লান্ত দেহে স্যাডল থেকে নামল ও, হাত-পা ঝাড়ল প্রথমে, তারপর বাড়িতে ঢুকল। কোণের কৌচে হ্যানির লাশ দেখে মাথা থেকে হ্যাট খুলে



এগিয়ে গেল, মৃত বন্ধুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মুখে কথা সরছে না। ঘরের অন্য কোণে বসে আছে জিম মেস, ক্লান্ত এবং নীরব।

দরজা থেকে ঘুরে দাঁড়াল লরি।

স্বামী-স্ত্রীর দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ক্রুগলে, কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। এভাবে অনেকক্ষণ কেটে গেল, একসময় ক্লান্ত, ম্লান স্বরে নীরবতা ভাঙল জিম মেস:

'কে জানে বেন আমার ভূমিকা মনে রাখবে কি-না। তোমার কী ধারণা, লুই, আমি কি উচিত কাজটা করেছি? তোমার মতামত জানা দরকার।'

প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল ক্রুগলে, রুমাল বের করে নাক পরিষ্কার করল। ফের কাঁদতে শুরু করেছে লরি, প্রায় নিঃশব্দে হলেও টানা ও ক্রমাগত কাঁদছে।

'আমি কি ঠিক কাজ করেছি?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল মেস।

হ্যাট মাথায় চাপিয়ে দরজার দিকে এগোল ক্রুগলে, নিজের মুখটা সযত্নে আড়াল করে রেখেছে স্বামী-স্ত্রীর কাছ থেকে। দোরগোড়ায় এসে প্রশ্নের জবাব দিল। 'অনুশোচনা করার মত কিছু করোনি তুমি। আগে-বা পরে এমন কিছু ঘটতই।' থেমে নিজের মনে কথাটা উল্টেপাল্টে দেখল ও, মেসের কথা ভাবল—যাকে কেউই তেমন পছন্দ করে না। কিছুক্ষণ পর খেই ধরল: 'ঠিকই করেছ, জিম।' বলে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চড়ে বিরূপ আবহাওয়া উপেক্ষা করে ট্রেইলে উঠে এল।

ফের যখন বেনের অস্পষ্ট কাঠামো চোখে পড়ল, ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল ও, উপত্যকায় পৌঁছে গেল এভাবেই। খেয়াল করল হ্যাটে ফিরছে না বেন। এটাই আশা করছিল ও।

টু ড্যাগ হিলসের দিকে চলে যাচ্ছে বেন, একসময় হারিয়ে গেল ওর অবয়ব। পশ্চিমে মোড় নিয়ে হ্যাটের দিকে এগোল ক্রুগলে।

অন্ধকার যখন সারা দুনিয়ায় জাঁকিয়ে বসেছে, তখন টু ড্যাগ শহরে পৌঁছল বেন। তুষারাবৃত জানালা দিয়ে ঝলমলে আলো চোখে পড়ছে, আলোর ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিয়েছে তুষার। ট্রেনের কর্কশ হুইসেলের শব্দে কেঁপে উঠল বাতাস, ক্রমে দূরে হারিয়ে গেল। স্টেবলে চলে এল বেন। নেড স্টিলের সঙ্গে দেখা হলো।

'টাফ লাক, বেন,' বলল স্টেবল মালিক।

'কী?'

'একটু আগে খবর নিয়ে শহরে এসেছে বক্স-টির এক ক্রু,' স্থির দৃষ্টিতে বেনকে দেখছে স্টিল। 'তুমি বরং একটা ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলে এসো।'

স্টেবল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোল বেন। কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই ক্যাটল কিং হোটেলের সামনে থামল, ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। বেনকে খুঁটিয়ে দেখল, শেষে বলল: 'হ্যালো, বেন।' উত্তরের অপেক্ষা না-করেই চলে গেল সে।

ডিপো থেকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল একজোড়া নারী-পুরুষ। খিলখিল করে হেসে উঠল মহিলা। হাসিটা অস্পষ্ট শোনাল বেনের কানে, যেহেতু মনোযোগ নেই, ইলেন টসিগ ওর নাম ধরে ডাকার আগ পর্যন্ত দু'জনকে দেখতেও পেল না।

ইলেনের পাশের লোকটি ঠায় দাঁড়িয়ে পড়েছে, সৈনিকদের ভঙ্গিতে, উজ্জ্বল নীল চোখে দেখছে বেনকে।

'বেন, এ আমার স্বামী ফ্রিৎজ টসিগ,' বলল ইলেন। 'জার্মান আর্মিতে চাকুরি শেষ করে এইমাত্র পৌঁছেছে এখানে।'

ঝুঁকে বো করল ফ্রিৎজ টসিগ, শেষে হাত মেলাল বেনের সঙ্গে। নির্ভুল ইংরেজিতে বলল: 'কয়েকবারই তোমার কথা চিঠিতে লিখেছে আমার স্ত্রী, তুমি নিশ্চই সেই বেন?' মানুষটার চোখে কৌতূহল এবং আগ্রহ।

'এটা তো জানতাম না, ইলেন।'

মৃদু হাসল ইলেন, বিড়বিড় করে বলল: 'আমার যে স্বামী আছে, এটা নিশ্চই কারও জন্য আগ্রহের খবর নয়? ওর চাকুরি শেষ হতে সময় লাগবে, এদিকে জার্মানিতে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল আমার, তাই আগে চলে এলাম। পছন্দের জায়গা গুছিয়ে নিয়েছি। নতুন এলাকায় নতুনভাবে জীবন শুরু করব আমরা। আর্মির আনুষ্ঠানিকতা থাকবে না, এটাই সবচেয়ে আনন্দের ব্যাপার।'

'ফ্রিৎজ, তুমি খুব ভাগ্যবান মানুষ।'

ফের বো করল সাবেক সৈনিক, বলল: 'তুমি আমার স্ত্রীকে সাহায্য করেছ বলে কৃতজ্ঞ আমি, বেন, তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম। আশা করি কোন একদিন এর প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ হবে আমার।'

হাত বাড়িয়ে-বেনের কাঁধ স্পর্শ করল ইলেন, চোখে চোখ রাখল। 'দেখলে তো, সবকিছু জানে ফ্রিৎজ, ওকে সবসময়ই জানিয়ে এসেছি আমি।'



'গুড লাক,' বলে দু'জনকে পিছনে ফেলে মর্টন'স কর্নারের দিকে এগোল বেন।

বেনকে চলে যেতে দেখল স্বামী-স্ত্রী। 'তোমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ও?' বলল ফ্রিৎজ। 'যদ্দুর মনে হলো বেচারা ঝামেলায় আছে।'

'পাহাড়ে লড়াই হয়েছে।'

'আমেরিকায় যুদ্ধ হচ্ছে, এমন কিছু তো শুনিনি।'

'সবকিছু বলতে সময় লাগবে, ফ্রিৎজ। কিন্তু একটা কথা কী-এই লোক সত্যি সমীহ করার মত, কিন্তু একটা কিছু হারিয়ে ফেলেছে ও।'

'অনেক সময় অপেক্ষায় কেটেছে আমাদের, ইলেন। কাল থেকে আনন্দের জীবন শুরু করব আমরা। চলো, খেয়ে নিই, খিদে পেয়েছে। রাত করে কেবিনে যাওয়ার দরকার নেই, শহরে কাটিয়ে দেব।'

'বেশ।' ইলেনের কণ্ঠে মনে হলো প্রস্তাবটা খুব পছন্দ হয়েছে।

উষ্ণ সেলুনে প্রবেশ করল বেন। ঘরের উষ্ণতা ওর মাংসপেশিগুলোকে শিথিল করতে শুরু করল। কোণের একটা টেবিল দখল করেছে মাতিয় জুলা, বারের পিছনে ব্যস্ত জো মর্টন। সারা সেলুনে আর কেউ নেই। বারের উপর দুই কনুই চাপিয়ে প্রায় পুরো দেহের ওজন স্থানান্তর করল বেন, পা দুটো যেন প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে। কাঁধজোড়া সীসার মত ভারী মনে হচ্ছে, চোখে অদ্ভুত বিষণ্ণতা।

পিছনের তাক থেকে একটা বোতল আর গ্লাস নামাল জো মর্টন, নীরবে এনে রাখল বেনের সামনে। লোকটার মধ্যে এমন নিস্পৃহতা রয়েছে যে কৌতূহল সামলাতে পারল না বেন, পরিষ্কার কণ্ঠে বলল: 'জো, তোমাকে ততটা দোষ দেব না। কিন্তু বহু ভালমানুষ এখানে বসে টাকা খুইয়েছে। পোকারের নেশায় অনেকে খারাপ হয়েছে। আবারও বলছি, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, কিংবা অন্যের ভাল-মন্দ বা জীবনের পিছনেও তোমার কোন দায় নেই। কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে অতীতে আমারও কিছু করার ছিল। অন্তত কিছু মানুষকে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারতাম। টু ডাল্স থেকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল তোমাকে, তাতে হয়তো ওদের ভরাডুবি ঠেকানো যেত। আচ্ছা, ট্রেন আসবে কখন?'

'কোন্ দিকের ট্রেন?'

'যে-কোন দিকের হলেই চলবে।'

'একটায়।'

'একশো ডলার আর দাও, জো। পরে তোমাকে পাঠিয়ে দেব।'

গ্লাস ভরে হুইস্কি ঢালল ও, এক চুমুকে শেষ করে ফেলল। শেষে

মাথা নিচু করে ফেলল। দেহের ওজন আরও চাপিয়েছে বারের উপর। বাইরে ছুটন্ত বুটের শব্দ এগিয়ে আসছে সেলুনের দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেন, মুহূর্তের জন্য দরজায় লুইস ফ্রগলেকে থমকে দাঁড়াতে দেখতে পেল।

হেঁটে মতিভ ক্রুদের কাছে চলে গেল ফ্রগলে।

বেনের মনে হলো এমন বিরূপ আবহাওয়ায় এখানে এসে বোকামিই করেছে ফ্রগলে। আনমনা হয়ে গেল ও। আশপাশে কী ঘটছে, টের পেল না। একটু পর চেয়ার টানার শব্দ হলো, মতিভ ক্রুরা বেরিয়ে গেল সেলুন থেকে, ওদের পিছু পিছু ফ্রগলেও বেরিয়ে গেল।

বারের উপর একশো ডলারের নোট নামিয়ে রাখল জো মর্টন। 'কারও হয়ে ভাড়া খাটি না আমি, বেন,' বলল সেলুন মালিক। 'কিন্তু তুমি চাইলে গায়ের শার্টটাও তোমাকে খুলে দিয়ে দেব। ব্যাপারটা এভাবেই চলুক না।'

মর্টনের কাঠামো ঝাপসা হয়ে গেছে সামনে থেকে। জীবনের তিক্ত কিছু স্মৃতি রোমন্থন করছে বেন, সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে মনে করছে। এসব তিক্ততা চায়নি ও, কিন্তু জীবন উপহার দিয়েছে ওকে। চেরোকির স্টেবলে ফাঁসির ঠিক আগে স্যাডলে বসা জ্যাক ভার্ডনের অনড় অনুভূতিশূন্য অবয়ব ভুলতে পারছে না, ফাঁসির দড়ি গলায় পরেও বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বোধ করেনি সে...জিম মেসের র‍্যাঞ্চের কৌচে মৃত উইল হ্যানির মুখ...জ্যাক ভার্ডনের উদ্দেশে ডোরার স্বতঃস্ফূর্ত হাসি...

এটাই শেষ ছবি, আজীবন পোড়াবে ওকে...কখনও শান্তি দেবে না। তখনই টিমথি ব্রিসবিনের কথাটা মনে পড়ল: 'তোমার হৃদয় ভেঙে যাবে এমন একটা কিছু আছে সামনে। আমি শুধু সতর্কই করতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটা তোমার নিজেরই সামাল দিতে হবে।'

টিমথি ব্রিসবিন আজকের এই তিক্ততার কথাই বুঝিয়েছিল। সত্যি সত্যি হৃদয়টা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ওর। কাজ শেষ করেছে ঠিকই, কিন্তু ওর মধ্যে অবশিষ্ট বলে কিছু নেই।

কে যেন ওর বাহু ছুঁলো। অন্য হাতে ঝটিতি ঘুরিয়ে দিল ওকে। 'বেন!' ডরোথি ব্রিসবিনের কণ্ঠ চরম বিস্ময়ের সঙ্গে শুনতে পেল বেন। ঘুরে দেখল সত্যি সত্যি ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রক্তমাংসের মেয়েটি, বিরূপ আবহাওয়া ওর গালের রঙ মুছে দিতে পারেনি, চোখে এমন এক চাহনি যা সম্পূর্ণ ওর অচেনা। পুরো সেলুনে শুধু ওরা দু'জনই রয়েছে। জো মর্টন কখন বেরিয়ে গেছে, বেন নিজেও জানে না।

'ডোরা...এভাবে কোন পুরুষের দিকে তাকানো উচিত নয় তোমার।'



'খবরটা শুনেছি আমি, বেন।'

'তোমার যে ক্ষতি করেছি, সেজন্য আজীবন ঘৃণা করবে আমাকে।' পায়ের উপর খাড়া হলো বেন, চুল উষ্কখুষ্ক, গালে দাড়ির জঙ্গল। মুখে ক্লান্তি আর বিষাদের ছাপ। চোখে বিষণ্ণতার প্রভাবে প্রত্যাশা চাপা পড়ে গেছে।

শক্ত হাতে ওর বাহু চেপে ধরল ডোরা, এতটা জোরে যে ওর মুখে সামান্য হলেও পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হলো। 'কাল রাতে জ্যাককে তাড়িয়ে দিয়েছি আমি,' বলল ডোরা। 'ওর কুকর্ম সম্পর্কে জানতাম। তোমাকে আরও একটা কথা বলার আছে আমার। তোমাকে ছাড়া হার্ট চলবে না, এত শূন্য মনে হয়! হৃদয় দিয়ে সেটা আবিষ্কার করেছি। আজীবনই এমন ছিল, বেন, কিন্তু আমি আবিষ্কার করেছি এই সেদিন। যেদিন জোর করে আমাকে চুমো খেয়েছিলে। সেদিনই বুঝলাম তুমি আমার হৃদয়ের গভীরে জুড়ে আছ। সেখানে অন্য কারও জায়গা নেই। আমাকে চাও, কথাটা বললে না কেন? একটা মেয়ের আর কী করার আছে?'

'ডোরা...' অস্ফুট স্বরে বলল বেন, নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই।

'বহুদিন আগে যা শুরু হয়েছে, সেটা তো এভাবেই শেষ করা উচিত!'

শূন্য গ্লাসটা ধরে রেখেছে এখনও। সতর্কতার সঙ্গে ওটা বারের উপর নামিয়ে রাখল বেন, তারপর হাত বাড়িয়ে ডোরার কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করল, ওর ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে এমন একটা জিনিস ধরেছে যে ওটা হারিয়ে ফেলতে পারে বলে শঙ্কিত।

সেলুনের দরজায় উঁকি দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে পেল লুইস ফ্রগলে, ঘুরে রাস্তায় চলে এল সে, ধীর পায়ে এগোল, নিদারুণ স্বস্তি বোধ করছে। শেষটা এমনই হোক, চাইছিল ও। বেন আর ডোরা, দু'জনকে দু'জনের দেওয়ার অনেক কিছু আছে। টিমথি ব্রিসবিনও তাই চেয়েছিল। স্বর্গে বসে নিশ্চই এখন শান্তি পাচ্ছে বুড়ো।

ফ্রগলে কল্পনাবিলাসী মানুষ নয়, কিন্তু ওর মনে হলো টিমথি ব্রিসবিনের উচ্চকিত প্রাণখোলা হাসি শুনতে পাচ্ছে, জো মর্টন'স-এর সেলুনের দৃশ্যটা তার মনে ধরেছে খুব।

হঠাৎ বেথ কেনেডির কথা মনে পড়ল ফ্রগলের। মুহূর্তে কল্পনার ফানুস উড়ে গিয়ে বাস্তবে ফিরে এল। থমকে দাঁড়াল ফ্রগলে, এ-মুহূর্তে ব্যক্তিগত সমস্যায় জর্জরিত একজন মানুষ মনে হচ্ছে নিজেকে।

ডিপো থেকে দ্রুত পা চালিয়ে এদিকে আসছে ওমাহা থেকে আসা

এক ড্রামার। মোটাসোটা লোক। সামনে গিয়ে দাঁড়াল ক্রগলে, আচমকা থামতে বাধ্য করল লোকটাকে। 'বন্ধু, বিয়ের ব্যাপারে তোমার মতামতটা জানতে চাইছি,' চট করে জানতে চাইল ও।

স্থির চাহনিতে ওকে দেখল লোকটা, বুঝতে পারছে না কী জবাব দেবে। তবে সবচেয়ে খারাপটাই ধরে নিল সে। 'কী?' উল্টো জানতে চেয়েই দ্রুত পাশ কাটিয়ে পেরিয়ে গেল ক্রগলেকে।

'আমি নিজেও জানি নাকি!' তিক্ত স্বরে গজগজ করল ক্রগলে। 'জানলে জিজ্ঞেসও করতাম না।'

***

pathfinder




সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০